مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৫

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৫)

[তারাবীহ নামায, গোসল ও কাফন, জানাযার নামায, দাফন ও কবর, কবর যিয়ারত, শোক ও সমবেদনা, শহীদের বিধান

যাকাত অধ্যায় : যাকাত ফরয হওয়ার বিধান, যাকাত আদায় বিষয়ক, ওশর ও খারাজ, যাকাতের খাতসমূহ, সাদকাতুল ফিতর, সদকার বিবরণ

রোজা অধ্যায় : চাঁদ দেখা , রোজা আদায়ের বিধান, রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ, রোজার কাযা ও ফিদিয়া, নফল রোজা, ই'তিকাফ

হজ অধ্যায় : হজ ফরয হওয়া, হজ আদায় প্রসঙ্গ, এহরাম, তাওয়াফ, বদলি হজ, হজের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ, ওমরা]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৫)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়
হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)
মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী নূর মুহাম্মদ
মুফতী মঈনুদ্দীন
মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ
মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা
মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : জুন ২০১৬

হাদিয়া : ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : তারাবীহ নামায	২৬
হাফেজকে খানা খরচ বাবদ হাদিয়া প্রদান	২৬
ছুটে যাওয়া আয়াত তারাবীহতেই পড়তে হবে	২৭
বিনিময় গ্রহণকারীর পেছনে তারাবীহের বিধান	২৮
তারাবীহে খতমের বিনিময় দেওয়া-নেওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়	৩০
বিশেষ কারণে একই মসজিদে তারাবীহের দুই জামাআত	৩১
একই মসজিদে খতমে তারাবীহ ও সূরা তারাবীহের জামাআত	৩২
প্রতি চার রাক'আত পর ও তারাবীহ শেষে পঠিতব্য দু'আ	৩৩
প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার হুকুম	৩৪
সূরা তারাবীহের বিনিময় আদান-প্রদান	৩৫
চাঁদা করে সূরা তারাবীহের বিনিময় প্রদান	৩৬
তেলাওয়াত না শুনলেও খতম পূর্ণ হবে	৩৭
সূরা তারাবীহের বিনিময় বৈধ হওয়ার কারণ	৩৭
বাড়িতে মা-বোনদের নিয়ে জামাআত করে তারাবীহ আদায় করা	৩৮
দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে চার রাক'আত তারাবীহ পড়ার বিধান	৩৯
ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রদান	৩৯
তারাবীহের চাঁদা হতে ইমামকে হাদিয়া প্রদান করা	৪০
খানা ও যাতায়াত বাবদ অগ্রিম টাকা প্রদান করা	৪১
আট রাক'আত পড়লে তা তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে কি না	৪২
সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে মহিলাদের তারাবীহের ব্যবস্থা করা	৪২
ব্যক্তির কারণে খতমে তারাবীহ বন্ধ করা যাবে না	৪৩
মসজিদে মহিলাদের জন্য তারাবীহের ব্যবস্থা করা	৪৩
এক-দুই ওয়াক্তের ইমাম বানিয়ে তারাবীহের বিনিময় প্রদান অবৈধ	৪৪
বিনিময়ে খতমে তারাবীহ পড়ার চেয়ে সূরা তারাবীহ পড়া উত্তম	৪৫
মহিলাদের জামাআতবদ্ধ তারাবীহ	৪৬
বাসায় হাফেজের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ	৪৭
তারাবীহ উপলক্ষে উঠানো টাকা রয়ে গেলে করণীয়	৪৯
খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রসঙ্গে কিছু কথা	৫০
মহিলাদের জন্য তারাবীহে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করা	৫১
হাফেজের ব্যবস্থাকারীকে হাদিয়া দেওয়া	৫৩
বিনিময় নেওয়ার হিলা	৫৩

Scanned by CamScanner

মসজিদ বাদ দিয়ে অন্যত্র খতমে তারাবীহের ব্যবস্থা করা	৫৪
দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠকের পর ইচ্ছাকৃত আরো দুই রাক'আত	৫৫
খতমে তারাবীহ শে'আরে ইসলাম নয়	৫৬
তারাবীহতে লোকমার বিধান	৫৭
তারাবীহের নিয়্যাত একবার করলেই হবে	৫৮
তারাবীহ ২০ (বিশ) রাক'আত	৫৯
দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে নামায ও তেলাওয়াতের বিধান	৬০
চার রাক'আত পর পর পঠিত দু'আর হুকুম	৪০
তারাবীহতে সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে পড়া	৬১
স্বেচ্ছা প্রদত্ত টাকায় খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রদান	৬২
তারাবীহে নাবালেগের ইমামত	৬২
পুরুষ বা মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ	৬৩
বাসায় পরপুরুষের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ	৬৪
তারাবীহতে কোরআন খতম করার পদ্ধতি	৬৫
তারাবীহের হাদিয়া বেতনের সাথে দেওয়ার বিধান	৬৬
মসজিদে একই সাথে তারাবীহের তিনটি জামাআতের বিধান	৬৭
সূরা তারাবীহ পড়লে খতম ছাড়ার গোনাহ হবে কি না	৬৮
তারাবীহে নাবালেগের ইমামত এবং ওয়াজিব সুন্নাত তরক করা	৬৮
দান করে দেওয়ার নিয়্যাতে খতমে তারাবীহের বিনিময় নেওয়া	৬৯
তারাবীহের টাকা ঋণ দিয়ে উসূল করার পর হালাল হয় কি না	৭০
খতমে কোরআন সুন্নাতে মুআক্কাদা নাকি মুস্তাহাব	৭০
হাফেজের জন্য দুধ ও যাতায়াত খরচের ব্যবস্থা করা	৭১
তারাবীহ ও খতমের বিধান	৭১
খতমের দিন সূরা ইখলাস তিনবার পড়া	৭৩
হাফেজকে খানা ও যাতায়াত বাবদ কয়েক হাজার টাকা প্রদান	৭৪
নাবালেগের পেছনে আদায়কৃত তারাবীহের বিধান	৭৪
ভুলে এক বৈঠকে তিন রাক'আত তারাবীহের হুকুম	৭৫
দ্বিতীয় খতমকারী হাফেজের পেছনে নতুনদের ইক্তিদা	৭৬
তারাবীহ না পড়া ও জামাআতের সাথে না পড়ার গোনাহ	৭৭
এক সালামে তারাবীহ কত রাক'আত পড়া উত্তম	৭৭
খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি	৭৮

Scanned by CamScanner

নামাযের আনুষঙ্গিক বিষয়	৮৮
সাদা জায়নামাযে নামাযের সাওয়াব কম হয় না	৮৮
মহিলাদের নামাযের স্থানে মসজিদের দু'আ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ	৮৮
লোকমা দেওয়ার শব্দ	৮৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইতুল্লাহর ভেতরে নামায পড়েছেন	৯০
নামাযে দুনিয়াবী চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়	৯০
নামাযে মন বসার উপায়	৯১
বোবা ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতি	৯২
ফজর ও আসরের পর ইমামের ঘুরে বসা সুন্নাত	৯৩
হারামের সীমায় নামাযের ফজীলত	৯৩
যেকোনো সময় যে কেউ মেহরাবে নামায পড়া	৯৫
নামাযে মাইক ব্যবহারের হুকুম	৯৫
প্যান্ট, শার্ট ও টাই পরে নামায পড়া	৯৬
চাদরের পর্দা দিয়ে মসজিদে মহিলাদের নামায	৯৭
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম ও তাকে পাশ কেটে যাওয়ার হুকুম	৯৮
নামাযীর কত কাতার বা ফুট সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে	৯৯
দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুতরার সাইজ	১০০
নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচলের হুকুম	১০১
জুতার বক্সের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা	১০২
বড় মসজিদে নামাযীর সামনে দিয়ে চলাফেরা	১০৩
সুতরা দেওয়ার পদ্ধতি	১০৪
সুতরা না থাকলে নামাযীর কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম বৈধ	১০৪
নামাযীর সামনে থেকে সরে যাওয়ার হুকুম	১০৫
জানাযা অধ্যায়	১০৭
পরিচ্ছেদ : অসুস্থের সেবা	১০৭
রোগী দেখার দু'আ একজনে পড়ে সবাই আমীন বলা	১০৭
পরিচ্ছেদ : গোসল ও কাফন	১০৮
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সুন্নাত তরীকা	১০৮
ঋতুকালীন মৃত্যুবরণকারীকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি	১১০
মৃতের পেটে কখন চাপ দেবে, কিছু বের হলে ওজু ভাঙে না কেন?	১১১

Scanned by CamScanner

প্লাস্টার করা লাশের গোসলের পদ্ধতি	১১২
মায়ের লাশের গোসল ছেলে ও মহিলাদের গোসল কে দিতে পারবে	১১৩
মৃত স্ত্রীকে স্বামীর দেখা ও গোসল দেওয়া	১১৪
পর্দার ঘেরাওয়ে মাইয়্যেতের গোসল	১১৫
গোসলের আগে মৃতের দাঁত খিলাল করানো	১১৫
গোসল ও দাফনে কতক্ষণ বিলম্ব করা যাবে	১১৬
মৃতের অবাঞ্ছিত লোম কর্তন করা অবৈধ	১১৭
গোসলদাতা ও খাট বহনকারী অপবিত্র হয় না	১১৭
মৃতকে গোসল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা	১১৮
কোনো কিছু বের হয়ে কাফনে লাগলে কাফন পরিবর্তন বা পরিষ্কার করতে হয় না	১১৮
মৃতের সামনে তেলাওয়াতের বিধান	১১৯
নর-নারী বিপরীত লিঙ্গের কাকে দেখতে ও গোসল দিতে পারবে	১২০
ইহরামের কাপড় কাফন ও জামার জন্য ব্যবহার করা	১২০
আয়াত লিখিত কাপড় দ্বারা লাশ ঢেকে রাখা	১২১
আয়াতুল কুরসী লেখা কাপড় দ্বারা লাশ ঢাকা	১২২
ধনী-গরিবের কাফনের কাপড়ের মানগত পার্থক্য	১২২
কাফনের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম	১২৩
খাটের চার কোণে আগরবাতি জ্বালানোর বিধান	১২৩
পরিচ্ছেদ : জানাযার নামায	**১২৪**
জানাযার রুকন, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব	১২৪
জানাযার নিয়্যাত	১২৪
ইমামের সাথে এক তাকবীর দিতে না পারলে করণীয়	১২৫
জানাযায় মাসবুক হলে করণীয়	১২৬
জানাযায় উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পড়া	১২৭
জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়বে না	১২৭
তৃতীয় তাকবীরের পর দু'আর সাথে আরো দু'আ মিলিয়ে পড়া	১২৮
জানাযায় সালাম ফেরানোর সময় হাত কখন ছাড়বে	১২৯
জানাযার তাকবীর পাঁচটি দিলে বা দ্বিতীয় তাকবীর বলে সালাম ফেরালে করণীয়	১৩১
তিন বা পাঁচ তাকবীরে জানাযা পড়ার কথা দাফনের পর স্মরণ হলে করণীয়	১৩১

Scanned by CamScanner

জানাযা সামনে রেখে মৃতের ভালো হওয়ার সাক্ষ্য নেওয়া	১৩২
লাশ সামনে রেখে মৃতকে তিনবার ভালো ছিলেন বলানোর প্রথা	১৩৩
একাধিক জানাযা পড়া	১৩৪
জানাযা একবার পড়াই শরীয়তের বিধান	১৩৫
জেনেবুঝে একাধিক জানাযা পড়ানো	১৩৬
মৃতের এক ছেলে জানাযা পড়লে অন্য ছেলেরা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারবে না	১৩৬
মৃত ব্যক্তির ওলী কারা? ও দ্বিতীয় জানাযার বিধান	১৩৭
জায়গা সংকুলান না হলে একাধিক জানাযা	১৩৯
ওলীদের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণ ছাড়া প্রথম জামাআত এরপর তাদের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় জামাআত	১৪০
বিবাহিতা মৃত নারীর ওলী কে	১৪০
মৃতের ওলীদের মধ্যে ইমামতের হকদার কে	১৪১
জানাযা শেষে খাট সামনে রেখে তিন কুল পড়ে মুনাজাত করা	১৪২
সুন্নাত ভেবে জানাযার পরে মুনাজাত করা	১৪৩
জানাযার পর দাফনের পূর্বে দু'আ করা	১৪৪
জানাযার পর দু'আর জন্য বাধ্য করা	১৪৪
জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত ও লাশের চেহারা দেখানো	১৪৫
জানাযার আগে মুনাজাত করা	১৪৫
জোহরের আগে জানাযা পড়া	১৪৬
ফরযের আগে জানাযা পড়া	১৪৭
ফরয ও সুন্নাতের পর জানাযা পড়া	১৪৮
জামাআতের পর সুন্নাত আগে নাকি জানাযা	১৪৯
লালনবাদীর জানাযায় অংশগ্রহণ অবৈধ	১৪৯
'আল্লাহ চিঠি পাঠালে নামায পড়ব' উক্তিকারীর জানাযা পড়া	১৫১
আত্মহত্যাকারীর জানাযা	১৫২
আত্মহত্যাকারীর জন্য আত্মীয়দের করণীয় ও জুমু'আর দিন আত্মহত্যা করা	১৫৩
আত্মহত্যাকারীর নাজাতের জন্য করণীয়	১৫৫
ইসলামের স্বার্থে আত্মহত্যা	১৫৫
আত্মহত্যাকারীর জানাযায় ইমাম কে হবে?	১৫৭
শরীরের নিম্ন অংশহীন অজ্ঞাত শিশুর জানাযা	১৫৮
মৃত্যুবরণের কত দিনের মধ্যে জানাযা পড়তে হবে	১৫৯

Scanned by CamScanner

আত্মীয়স্বজনের অপেক্ষায় কাফন-দাফনে বিলম্ব করা	১৫৯
নিকটাত্মীয়ের অপেক্ষায় লাশ সংরক্ষণ করা	১৬০
জানাযার পর মৃতের চেহারা দেখানো	১৬০
গায়েবানা জানাযার বিধান	১৬১
মৃতের বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করা	১৬২
মুসলিম ও অমুসলিম হিসেবে দাবীকৃত লাশের ব্যাপারে করণীয়	১৬৩
ইমাম মাইয়্যেতের কোন বরাবর দাঁড়াবে	১৬৩
ইমাম লাশের কোন বরাবর দাঁড়াবে	১৬৪
জানাযায় জামায়াতপন্থীকে ইমাম বানানো	১৬৫
জানাযায় আলেম জারজ সন্তানের ইমামত	১৬৫
জারজ সন্তানের জানাযা পড়তে হবে	১৬৬
জানাযায় কোন কাতারে দাঁড়ানো উত্তম	১৬৬
জানাযার পেছনের কাতারে দাঁড়ানো উত্তম	১৬৭
মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ বহন করা	১৬৮
'লাশ নিয়ে কবরস্থানের বিপরীতমুখী হাঁটা অবৈধ' বলা অবান্তর কথা	১৬৮
ঈদগাহে জানাযার নামায বৈধ	১৬৯
মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম	১৬৯
বিনা কারণে লাশ বাইরে রেখে মসজিদে জানাযা	১৭০
প্রচলিত ব্যবস্থায় মসজিদে জানাযা পড়া	১৭১
জানাযা বহনে ১০ কদমের আমল	১৭২
খুলে রাখা নাপাক জুতার ওপর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া	১৭৩
লাশ বহনকালে ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে কিছু পড়া	১৭৪
জানাযা পড়িয়ে ও কবর জিয়ারত করে বিনিময় নেওয়া অবৈধ	১৭৪
বাথরুমে মৃত্যুবরণ করাকে মন্দ ভাবা যাবে না	১৭৫
'ইন্না লিল্লাহি' বলে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাকে জরুরি মনে করা	১৭৬
ভাড়া করা মাইক ও মসজিদের মাইকে জানাযার এলান করা	১৭৮
পরিচ্ছেদ : দাফন ও কবর	**১৭৯**
কবর খনন করার পদ্ধতি ও গভীরতা	১৭৯
কবরের গভীরতা-প্রশস্ততার পরিমাণ ও কোন কবর উত্তম	১৮০
মৃতকে কবরে রাখার পদ্ধতি	১৮১
মৃতকে কবরে রাখার তরীকা	১৮২
কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহ ছড়া, জায়নামায ইত্যাদি দেওয়া	১৮২

Scanned by CamScanner

কবরে খেজুরের ডাল গাড়া	১৮৩
কবরের ওপর গম্বুজের আকারে বাঁশ গেড়ে দেওয়া	১৮৪
বাঁশের চার খুঁটিতে চার কুল পড়ে গেড়ে দেওয়া ও কবরে পানি ঢালা	১৮৫
পুরনো কবরে শিয়াল বাচ্চা দিলে করণীয়	১৮৬
তিন দিন পর্যন্ত কবরে পানি ছিটানো	১৮৭
নদীতে বিলীন হওয়ার ভয়ে কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করা	১৮৭
কবর থেকে লাশ অন্যত্র স্থানান্তর করে সেখানে কোনো কাজ করা	১৮৮
পা দিয়ে মাড়িয়ে কবরের মাটি চাপানো	১৮৯
কবর পাকা করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও হুকুম	১৮৯
কবর চিহ্নিত করার জন্য দেয়ালে নামফলক ব্যবহার	১৯০
রওজা মোবারক কি পাকা ও গম্বুজবিশিষ্ট	১৯২
আয়াত ও অনুরোধমূলক বাক্যের ফলক কবরে লাগানো	১৯৩
কবরের চারপাশে দেয়াল করা	১৯৪
অন্যের জায়গায় অনুমতি ছাড়া কবর দিলে তা স্থানান্তর করা যাবে	১৯৫
পুরনো কবরে মাটি ভরাট করে নতুনের মতো করা	১৯৬
মাটি ভরাট করে কবরের ওপরে কবর দেওয়া	১৯৭
যেসব কারণে কাফন-দাফনে দেরি করা যায় না	১৯৮
কফিনসহ লাশ দাফন করা	১৯৮
দাফনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লাশ স্থানান্তর করা	১৯৯
দূর-দূরান্তে লাশ বহনকারী প্রতিষ্ঠান ও ভাড়া নেওয়ার হুকুম	২০১
মুসলমানের কাফন-দাফন ও হিন্দুর লাশ পোড়ানোর কাজে একে অপরের সহযোগিতা করা	২০২
পরিচ্ছেদ : কবর যিয়ারত	**২০৩**
কবর জিয়ারতের সংজ্ঞা, ঈসালে সাওয়াব দূর থেকেও করা যায়	২০৩
কবর জিয়ারতের সুন্নাত তরীকা ও গর্হিত একটি পদ্ধতি	২০৪
জান্নাতুল বাকীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী দু'আ করতেন	২০৬
কবরের নিকট সুন্নাত অনুযায়ী দু'আ করার তরীকা	২০৬
মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করার হুকুম	২০৭
মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে গমন	২০৯
পীর-মাশায়েখের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা	২১১
নিয়মিত মাজার জিয়ারত করার হুকুম ও কোন ধরনের মাজার জিয়ারত বৈধ	২১৩

Scanned by CamScanner

প্রতি শুক্রবারে নিয়মিত ডাকাডাকি করে কবর জিয়ারত করা	২১৪
প্রতি ঈদের দিন ফজরের নামাযান্তে কবর জিয়ারত করা	২১৫
ঈদের দিন ফজর বা ঈদের জামাআতের পর সম্মিলিত কবর জিয়ারতের প্রথা	২১৬
ঈদ, বরাত ও কদরের রাতে কবর জিয়ারত করা	২১৭
শুক্রবারে কবর জিয়ারতের হুকুম	২১৯
কবরস্থানে কোরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করা	২১৯
মহিলাদের কবর জিয়ারতে যাওয়ার বিধান	২২০
পর্দা রক্ষা করে মহিলাদের কবর জিয়ারতে যাওয়া	২২১
বাড়ির আঙিনায় অবস্থিত কবর জিয়ারতে নারীদের গমন	২২২
কবরের পাশে গিয়ে ও দূর থেকে দু'আ করার মধ্যে পার্থক্য	২২২
জিয়ারতের বিনিময়ে অর্থের লেনদেন অবৈধ	২২৩
কবর জিয়ারতের বিনিময়ে ইফতার করানো	২২৪
জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত	২২৬
পরিচ্ছেদ : শোক ও সমবেদনা	**২২৭**
শোক পালন ও প্রকাশের সুন্নাত তরীকা	২২৭
স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর করণীয় ও স্বর্ণ ব্যবহারের হুকুম	২২৮
মৃতের বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো	২২৯
পরিচ্ছেদ : শহীদের বিধান	**২৩০**
স্বাধীনতাযুদ্ধে মৃত্যুবরণকারীদের হুকুম	২৩০
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহণের বিধান	২৩১
রাজনৈতিক মিছিল-মিটিংয়ে ও খেলায় অংশগ্রহণ করে মারা যাওয়ার বিধান	২৩১
ভণ্ড পীরের আস্তানা উৎখাত করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ	২৩২
যাকাত অধ্যায়	**২৩৪**
পরিচ্ছেদ : যাকাত ফরয হওয়ার বিধান	**২৩৪**
নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়	২৩৪
সাহেবে নিসাব কয়েদি ও প্রবাসীর ওপর যাকাত ফরয	২৩৪
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সংজ্ঞা ও মেয়েদের অলংকারের বিধান	২৩৫
হাজতে আসলিয়্যার পরিধি ও জমি বিক্রয়ের টাকা	২৩৬

Scanned by CamScanner

	২৩৮
স্বর্ণের মূল্য ও অতিরিক্ত আসবাবের সমন্বয়ে নিসাব	২৩৯
স্বর্ণ ও টাকার সমন্বয়ে নিসাব	২৩৯
যাকাত না দেওয়ার হীলা অবলম্বন করা গোনাহ	২৪০
স্বর্ণ, রুপা ও টাকার সমষ্টিতে নিসাব ও ঋণের টাকার হুকুম	২৪১
রুপার খুচরা মূল্য হিসাবে যাকাত দিতে হবে	২৪২
বিগত কয়েক বছরের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি	২৪৩
খাদমিশ্রিত স্বর্ণের নিসাব	২৪৪
মেয়েদের জন্য রাখা স্বর্ণের যাকাত	২৪৪
ডায়মন্ড ও ব্যবহারের জন্য কেনা শাড়ির ওপর যাকাত নেই	২৪৫
যাকাত না দেওয়ার জন্য সম্পদ দ্বারা হীরা-জওহর কিনে রাখা	২৪৬
পাথর, প্লাটিনাম ও মোতির যাকাতের বিধান ৪/১/৫৭৩	২৪৭
ঋণের টাকার যাকাত ঋণগ্রহীতার ওপর ফরয নয়	২৪৮
ব্যবসার উদ্দেশ্য হলে পুকুরের মাছও ব্যবসায়িক পণ্য	২৪৮
জায়গা-জমি, সিকিউরিটি, ভাড়া ও হজের জন্য গচ্ছিত টাকার যাকাতের হুকুম	২৫০
ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা গাড়ির যাকাত দিতে হবে	২৫১
জমি ক্রয়ের টাকা ফেরত নিলে যাকাত দিতে হবে	২৫২
বছরান্তে টাকার পরিমাণ নিসাবের চেয়ে কম হলে যাকাত ফরয নয়	২৫২
জমি বিক্রয়ের যৌথ টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হলে করণীয়	২৫৪
শেয়ারের যাকাত	২৫৫
স্বামীকে চাষাবাদ করতে দেওয়া জমির হুকুম	২৫৬
যাকাতযোগ্য সম্পদ ও বছরের মাঝে সম্পদের পরিমাণ কমবেশি হওয়ার হুকুম	২৫৭
যে জমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়নি তার যাকাত দিতে হবে না	২৫৮
ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে যাকাতের বিধান	২৫৯
প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত	২৬০
বেচাকেনা শরীয়তসম্মত না হলেও পণ্যের যাকাত দিতে হবে	২৬২
ভাড়া ও ঋণ নিসাব থেকে বিয়োগ হবে	২৬৩
উসূল হওয়া বকেয়া বেতনের যাকাত	২৬৪
ধান ও তার বিক্রয় মূল্যের যাকাত	২৬৫
চাষের জমি ও ব্যবহার/ভাড়া দেওয়ার জন্য কেনা গাড়ির ওপর যাকাত নেই	২৬৬
ঋণ দেওয়া টাকার যাকাত দিতে হবে	২৬৭
নার্সারির যাকাতের বিধান	২৬৮
রোপণকৃত গাছের যাকাত দিতে হবে না	২৬৮
ফুল বিক্রেতা ও ফুলচাষির যাকাতের হুকুম	

Scanned by CamScanner

ব্যবসার নিয়্যাতে কেনা জমির যাকাত দিতে হবে	২৬৯
ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া ক্রয়কৃত জমির যাকাত দিতে হবে	২৭০
দোকানের পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে	২৭১
মেশিনপত্র ও স্থাপনার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়	২৭১
ভাড়া দেওয়ার জন্য কেনা জিনিসের যাকাত দিতে হয় না	২৭২
ঋণ বিয়োগের পরে নিসাব বাকি থাকলে যাকাত দিতে হবে	২৭২
মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত টাকার যাকাত	২৭৩
ব্যবসায়ী ঋণের যাকাত দিতে হবে	২৭৪
ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত গাড়ি যাকাতের আওতামুক্ত	২৭৫
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না	২৭৫
শেয়ারের যাকাত	২৭৬
জমি ক্রয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য না হলে যাকাত দিতে হবে না	২৭৬
ভাড়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত মার্কেট ও বাড়ির ওপর যাকাত আসবে না	২৭৭
ফ্যাক্টরির যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হবে	২৭৭
সমিতিতে গচ্ছিত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে	২৭৯
জমি বন্ধক বাবদ প্রদত্ত টাকার যাকাত কে দেবে?	২৮০
ডেকোরেশনের আসবাবের যাকাত নেই	২৮১
চুক্তি বাতিল করে মূল্য ফেরত দিলে তার যাকাত কে দেবে	২৮১
ফসলি ও অনাবাদি জমির ওপর যাকাত আসে না	২৮২
আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ঋণ বেশি হলে যাকাত দিতে হবে না	২৮৩
যাকাতের হুকুম নিসাব অতিরিক্ত ও নির্দিষ্ট টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়	২৮৪
উৎপাদনের যাকাত দিতে হবে মেশিনের নয়	২৮৫
সম্মিলিত সম্পদের যাকাত	২৮৫
টাকা দিয়ে ব্যবসায়িক পণ্য কিনলে যাকাত দিতে হবে	২৮৬
বাড়ি করার জন্য জমানো টাকার যাকাত দিতে হবে	২৮৭
ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক গাড়ির যাকাতের বিধান	২৮৮
ব্যবসায়িক পাওনার যাকাতের বিধান	২৮৮
ঘর নির্মাণ ও কৃষিজমি ক্রয় বাবদ ব্যয়কৃত টাকার যাকাত দিতে হবে না	২৯০
রুপার নিসাবের মূল্য পরিমাণ টাকা হলেই যাকাত দিতে হবে	২৯১
বছরের শেষ ভাগে সম্পদ বাড়লে তারও যাকাত দিতে হবে	২৯১
পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায় বিষয়ক	**২৯২**
তৈরি লুঙ্গি তাঁতে যুক্ত সুতা ও লুঙ্গির যাকাতের বিধান	২৯৩

Scanned by CamScanner

	২৯৪
অনিবার্য কারণে বছর শেষ হওয়ার আগেই সম্পদের হিসাব করা	২৯৫
যাকাতের টাকা খরচ করার পদ্ধতি	২৯৬
বকেয়া যাকাত প্রদান ও সন্দেহ দূর করার নিয়ম	২৯৬
বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি	২৯৮
ইনকাম ট্যাক্স আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না	২৯৮
ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে যাকাত আদায় করা	২৯৯
ব্যাংকে রাখা টাকার যাকাতের বিধান	৩০০
ঋণী ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে ঋণ বাবদ ফিরিয়ে নেওয়া	৩০০
যাকাতের নিয়্যাতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না	৩০১
দেনা কর্তন করলে যাকাত হয় না, যাকাতের কথা বলে দিতে হয় না	৩০২
স্বর্ণ ৭.৫ ভরি হলেই যাকাত দিতে হবে	৩০৩
নির্ভুল হিসাব সম্ভব না হলে করণীয়	৩০৪
স্বর্ণের যাকাত বাজারদরে দিতে হবে	৩০৫
নিসাবের মালিক হওয়ার সময়ক্ষণ জানা না থাকলে করণীয়	৩০৫
গ্রাম হিসাবে স্বর্ণ-রুপার নিসাব	৩০৬
প্রতিশ্রুত বোনাস হস্তগত হলে যাকাত দিতে হবে	৩০৭
স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত স্বামী আদায় করা	৩০৮
প্রয়োজনে অগ্রিম যাকাত প্রদান করা	৩০৯
অগ্রিম যাকাত দেওয়া বৈধ	৩০৯
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান	৩১০
যাকাত ও সুদের টাকা দিয়ে ব্যাংক লোন পরিশোধ করা	৩১১
পরিশোধিত ঋণের অতীতের যাকাত দিতে হবে	৩১২
যাকাতের নিয়্যাতে মোবাইলে রিচার্জ করা	৩১৩
যাকাতের টাকা হাদিয়া বলে দিলেও আদায় হবে	৩১৩
যাকাতের টাকা বলে দেওয়া জরুরি নয়	৩১৪
সম্পদের হিসাব না করে আনুমানিক কিছু টাকা যাকাত দেওয়া	৩১৪
যাকাত ফান্ড থেকে ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা	৩১৬
বছরের শেষভাগে নিসাবের সাথে বর্ধিত টাকারও যাকাত দিতে হবে	৩১৭
লাইন ধরিয়ে ভিড় জমিয়ে যাকাত প্রদান করা	৩১৮
মৃতের পক্ষ থেকে যাকাত এবং মিরাসী সম্পত্তির যাকাত কখন দিতে হবে	৩১৯
সঞ্চয়ের টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে খেতে পারবে না	৩২০
যাকাতের টাকা চুরি হলে যাকাত আদায় হবে না	৩২১
অনুমাননির্ভর যাকাত প্রদান	

Scanned by CamScanner

দাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে যাকাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা	৩২১
যাকাতের টাকায় হাসপাতাল ও তার উপকরণ সংগ্রহ করা	৩২৩
পরিচ্ছেদ : ওশর ও খারাজ	**৩২৫**
উৎপাদিত শষ্যের যাকাত ও উশরী/খারাজী জমির পরিচয়	৩২৫
বাংলাদেশের জমির হুকুম	৩২৬
বাংলাদেশের জমিতে ওশরের পরিমাণ	৩২৮
খাজনা আদায়ের দ্বারা ওশর আদায় হবে না	৩২৯
খাজনা দ্বারা ওশর আদায় হয় না খারাজ আদায় হয়	৩৩০
হিন্দুস্তানের জমির ওশর-খারাজের বিধান	৩৩১
বর্গা জমির ওশরের বিধান	৩৩১
জমি ওশরী-খারাজী হওয়ার মাপকাঠি	৩৩৩
বর্গা জমির ওশর কৃষক ও মালিক উভয়ে দিবে	৩৩৫
খারাজের নিয়তে ট্যাক্স দিলে খারাজ আদায় হয়ে যাবে	৩৩৬
উৎপাদন বৃষ্টি বা সেঁচের পানি দ্বারা হলে ওশরের পরিমাণ	৩৩৭
ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন শর্ত নয়	৩৩৮
প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে ওশর-খারাজ আদায় করবে	৩৩৯
আমওয়ালে জাহেরার যাকাত ঃ আলোচনা করা জরুরী	৩৩৯
উৎপাদিত তামাকের ওশর দিতে হবে	৩৪০
পানের বরের ওশর দিতে হবে	৩৪১
ওশর কোনো পরিমাণ নির্ভর নয়, এটাই গ্রহণযোগ্য মত	৩৪১
মসজিদ মাদ্রাসায় ওশর দেওয়া	৩৪২
ওশর খারাজের টাকা মসজিদ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা	৩৪৩
কোনো সংগঠনকে ওশর প্রদান করা	৩৪৪
ওশরের হুকুম পানির কারণে ভিন্ন হয়	৩৪৪
উৎপাদন খরচের চেয়ে ফসল কম হলেও ওশর দিতে হবে	৩৪৫
পরিচ্ছেদ : যাকাতের খাতসমূহ	**৩৪৭**
যাকাতের খাত সমূহ, যাকাতের টাকায় কাউকে তাবলীগে পাঠানো	৩৪৭
পিতা সাহেবে নেসাব হলে নাবালেগ সন্তান যাকাত খেতে পারবে না	৩৪৮
কেউ নেসাবের মালিক না হলে যাকাতের টাকায় তার সহযোগিতা করা যাবে	৩৪৯
যাকাতের টাকা দিয়ে রাস্তা করলে যাকাত আদায় হবে না	৩৫০
সরকারি ফান্ডে যাকাত প্রদান করা	৩৫১

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকায় মাদ্রাসার রান্নাঘর শিক্ষকদের বেতন ও বিভিন্ন আসবাব ক্রয় করা	৩৫২
যাকাতের টাকা এতিমখানার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা	৩৫৩
যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানা পরিচালনা করা	৩৫৪
যাকাত সংগ্রহকারী সংগঠনের বিভিন্ন খরচ যাকাতের টাকা থেকে কর্তন করা	৩৫৪
কোনো রাজনৈতিক দলকে যাকাতের টাকা প্রদান করা	৩৫৫
যাকাত ও ওয়াজিব সদকা জামায়াতে ইসলামীকে দিলে যাকাত আদায় হবে না	৩৫৬
যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয় করলে করণীয়	৩৫৭
মাদ্রাসায় প্রচলিত হিলায়ে তামলীক : সঠিক পদ্ধতি	৩৫৮
হীলার নিয়তে যাকাত ও চামড়া কালেকশন করা	৩৬০
যাকাত ফান্ডকে সাধারণ ফান্ড থেকে পৃথক করা জরুরী	৩৬০
যাকাত ও চামড়ার টাকা তামলীকের পর সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করা	৩৬১
যাকাত ও ফেতরার টাকা নির্মাণ ও বেতন বাবদ ব্যয় করা	৩৬১
যাকাত ফিতরা ও চামড়ার টাকায় ছাত্রদের বেতন-ভাতা ও ভর্তি ফি	৩৬২
যাকাতের টাকা দিয়ে জমি কিনে এতিমখানা নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বহন করা	৩৬৩
নাবালেগ ছাত্রদের দিয়ে হীলায়ে তামলীক	৩৬৪
তামলীকের প্রচলিত হীলা শরীয়ত পরিপন্থী	৩৬৫
হীলার প্রচলিত পদ্ধতি অবৈধ : সঠিক পদ্ধতি	৩৬৬
যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসা, হাসপাতাল বানানো ও জমি ক্রয় করা অবৈধ, কোনো গরিবকে ঘর বানিয়ে দেওয়া বৈধ	৩৬৭
কালেক্টরের মাধ্যমে হীলায়ে তামলীক	৩৬৮
যৌতুকের জন্য যাকাতের টাকা প্রদান	৩৬৯
ইনকাম ট্যাক্সের হুকুম : ইনকাম ট্যাক্স দিলে যাকাত আদায় হয় না	৩৬৯
জামাতাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, মেয়ে ও নাতি-নাতনিকে নয়	৩৭০
গোরাবা ফান্ডের টাকা কর্জ বাবদ দেওয়া	৩৭০
নাবালেগকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়	৩৭১
কালেক্টর প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর	৩৭১
যাকাতের টাকা দিয়ে সুদমুক্ত দাতব্য সংস্থা গঠন করা	৩৭২
যাকাতের টাকায় দরিদ্র কল্যাণ ফান্ড	৩৭৪
সৎ দাদির কাফ্ফারার টাকা সৎ নাতি নিতে পারবে	৩৭৫
সোনার গহনার মালিককে যাকাতের টাকা দেওয়া	৩৭৬
ভাই তার বোন থেকে যাকাতের টাকা নিতে পারবে	৩৭৬

Scanned by CamScanner

গরিব যাকাতের জিনিস নিসাবের মালিক হওয়ার পরও ব্যবহার করতে পারবে	৩৭৭
ভাইবোনের সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ	৩৭৭
ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহে নিয়োজিতদের যাকাত দেওয়া	৩৭৮
যাকাতের টাকায় কালেক্টরের যাতায়াত ও খানা খরচ	৩৭৯
যাকাতের টাকায় শাশুড়ি ও শালা-শালির ভরণপোষণ	৩৭৯
অন্যের থেকে যাকাত নিয়ে বোনের শ্বশুরালয়ে ঘরের আসবাব পাঠানো	৩৮০
যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণী ব্যক্তি ও তার পড়ুয়া সন্তানদের সাহায্য করা	৩৮১
শ্রমিক ও কর্মচারীদের যাকাতের টাকা দেওয়া	৩৮২
যাকাত ফান্ড থেকে বাবুর্চির বেতন দেওয়া	৩৮৩
দাতাকে যাকাতের টাকা হাদিয়া হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়া	৩৮৩
মাদ্রাসার কালেক্টররা والعاملين عليه এর অন্তর্ভুক্ত নয়	৩৮৪
কমিশনের শর্তে কালেকশন করার হুকুম	৩৮৫
খোরাকি বাবদ টাকা নিয়ে যাকাত ফান্ড থেকে খানা সরবরাহ করা	৩৮৬
যাকাতের টাকায় স্কুলের তহবিল গঠন করা	৩৮৭
স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীকে যাকাতের টাকা দেওয়া	৩৮৮
যাকাতের টাকায় হাসপাতালের সরঞ্জাম	৩৮৮
ধনীর ছেলের মাদ্রাসায় যাকাত খাওয়া	৩৮৯
ধনী সন্তানের গরিব মা-বাবাকে যাকাত দেওয়া	৩৯০
নিসাবের মালিক বানিয়ে দেওয়া এবং হাদিয়া দিয়ে পরে যাকাতের নিয়্যাত করা	৩৯১
পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর	**৩৯২**
যাদের ওপর কুরবানী ও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব এবং যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হয়	৩৯২
যৌথ সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সদকায়ে ফিতর দিতে হবে না	৩৯৪
সের ও কেজির হিসাবে সা'র পরিমাণ	৩৯৬
ফিতরার খাত, ফিতরার টাকা দিয়ে কারো বেতন দেওয়া	৩৯৭
নফল ফিতরা পিতা-মাতা বা সন্তানকে দেওয়া	৩৯৮
ভিটাবাড়ির মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ফিতরা ও কুরবানীর হুকুম	৩৯৮
পরিচ্ছেদ : সদকার বিবরণ	**৪০০**
ওয়াজিব ও নফল সদকার শরয়ী বিধান	৪০০
এক মসজিদে দান করার নিয়্যাত করে অন্য মসজিদে দেওয়া	৪০০

Scanned by CamScanner

দানের ক্ষেত্র নিয়্যাতের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না	৪০১
দান-সদকার বেলায় কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে	৪০২
দান-খয়রাতের সর্বোত্তম খাত	৪০২
হারাম টাকায় ক্রয় করা জমির উপার্জন : মুক্ত হওয়ার উপায়	৪০৩
নফল ওমরাহ করার চেয়ে অভাবীকে সাহায্য করা উত্তম	৪০৪
মসজিদ-মাদ্রাসায় অমুসলিমের দান ব্যয় করা	৪০৬
মুরব্বিদের স্থায়ী সাওয়াবের জন্য করণীয়	৪০৭
পথঘাটের ফকিরদের দান করা	৪০৭
ব্যক্তি বিশেষের নামে দান কয়া উত্তম নাকি ব্যাপকভিত্তিক দান	৪০৮
স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান করা	৪০৮
স্বামীর সম্পদ থেকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুমতিতে স্ত্রী দান করতে পারবে	৪০৯
রোজা অধ্যায়	**৪১১**
পরিচ্ছেদ : চাঁদ দেখা	**৪১১**
সৌদিতে চাঁদ দেখা গেলে এ দেশে রোজা ও ঈদ পালন করা অবৈধ	৪১১
সৌদিতে ঈদ করে বাংলাদেশে এসে রমাজান পেলে করণীয়	৪১৪
সৌদিতে ঈদ করে দেশে এসে রমাজান পেলে রোজা ও ঈদ উভয়টি পালন করবে	৪১৫
রোজা ও ঈদের চাঁদের সাক্ষীদের গুণাবলি	৪১৬
'জম্মে গফীর' বলতে কী বোঝায়	৪১৭
আকাশ পরিষ্কার হলে চাঁদ প্রমাণে শরয়ী বিধান	৪১৮
সরকারি হেলাল কমিটি থাকতে অন্যের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়া	৪১৯
সম্প্রচারিত চাঁদের খবরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পৃথকভাবে রোজা-ঈদ পালন করা	৪২০
চাঁদ দেখার ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি ঘোষণা সাংঘর্ষিক হলে করণীয়	৪২১
চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পরও হেলাল কমিটি ঘোষণা না দিলে করণীয়	৪২২
অন্য দেশের ঘোষণার ওপর নয় নিজেরা চাঁদ দেখে রোজা-ঈদ পালন করবে	৪২৩
পুরো বিশ্বে একই দিনে রোজা-ঈদ পালন	৪২৫
রাত ১০টার পর চাঁদ দেখে পরের দিন ঈদ পালন করা	৪২৬
পরিষ্কার আকাশে চাঁদ না দেখার পরও দেখার খবর প্রচার করা	৪২৬
এলাকার সংজ্ঞা	৪২৮
২৯ তারিখে হেলাল কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী পরের দিন ঈদ করা	৪২৮
কেউ চাঁদ না দেখলেও সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ঈদ করতে হবে	৪২৯

Scanned by CamScanner

দেশ বিভক্তির পর ভারতে চাঁদ দেখার ঘোষণা বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না	৪৩১
পরিচ্ছেদ : রোজা আদায়ের বিধান	**৪৩৩**
কত সালে রোজা ফরয হয় এবং (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স তখন কত ছিল	৪৩৩
বিমানের যাত্রীরা সূর্য দেখাবস্থায় ইফতার করবে না	৪৩৪
২৪ ঘণ্টা সূর্য অস্ত না গেলে ইফতার ও সাহরী কখন করবে	৪৩৪
রাতের অন্ধকার নেমে এলে ইফতার করা এবং নামায তিন ওয়াক্ত ফরয হওয়ার প্রবক্তার হুকুম	৪৩৫
দেশে ফেরত সৌদিপ্রবাসীর রোজা ৩১টি হলে নফল কোনটি হবে	৪৩৮
যে দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষেধ	৪৪০
শা'বানের ৩০ তারিখে সন্দেহজনক রোজা রাখা	৪৪০
পরিচ্ছেদ : রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ	**৪৪২**
খাবারের চাহিদা পূরণকারী ইনজেকশন ব্যবহার করা	৪৪২
ইনজেকশন নিলে রোজা নষ্ট হয় না	৪৪৩
ইনজেকশনে রোজা না ভাঙার কারণ	৪৪৪
ইনহেলারের ব্যবহারে রোজা নষ্ট হয়ে যায়	৪৪৫
হাঁপানি রোগী ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে	৪৪৭
ভ্যান্টোলিন গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যাবে	৪৪৭
শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা ভাঙে না	৪৪৮
রোজা অবস্থায় 'নস্য' ও 'বিক্স' ব্যবহারের হুকুম	৪৪৮
কয়েলের ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত গলায় প্রবেশ করালে রোজা নষ্ট হয়	৪৪৯
রোজা অবস্থায় গুল ব্যবহার করা	৪৫০
রোজা রেখে রান্না করাবস্থায় নাকে মুখে ধোঁয়া প্রবেশের হুকুম	৪৫১
রোজা অবস্থায় পানি ব্যবহারের পরে পায়ুপথ না মোছার বিধান	৪৫২
পরিচ্ছেদ : রোজার কাযা ও ফিদিয়া	**৪৫৩**
খানাপিনায় অক্ষম ব্যক্তির রোজা না রাখার হুকুম	৪৫৩
পানিকাতর রোগীর রোজা না রাখার হুকুম	৪৫৪
রোজার ফিদিয়া কখন দেবে কাকে দেবে	৪৫৫
অপারেশনের রোগী রোজা রাখতে না পারলে ফিদিয়া দেবে	৪৫৬
যে ধরনের অক্ষমতায় ফিদিয়া দেওয়া যায় : ফিদিয়ার খাত ও পরিমাণ	৪৫৬

Scanned by CamScanner

রোগাক্রান্তের ফিদিয়ার বিধান ও ফিদিয়ার পরিমাণ	৪৫৭
ফিদিয়া দেওয়ার পর সুস্থ হলে রোজার কাযা করতে হবে	৪৫৮
ইনহেলার ব্যবহারে রোজা ভেঙে যায় : শ্বাসকষ্ট রোগীর করণীয়	৪৫৯
প্রেসারের রোগী অর্ধ ছোলার চেয়েও ছোট ট্যাবলেট খেলে রোজা ভেঙে যাবে	৪৬০
ওষুধ প্রয়োগ করে ঋতুস্রাব বন্ধ রেখে রোজা রাখা	৪৬১
ওষুধ প্রয়োগ করে হায়েয বন্ধ করলে রোজা রাখতে হবে	৪৬২
অতীতের রোজা না রাখা	৪৬৩
না রাখা ও ইচ্ছাকৃত ভেঙে ফেলা রোজার বিধান	৪৬৪
একই রমাজানের একাধিক রোজা ইচ্ছাকৃত ভাঙার হুকুম	৪৬৬
৩০ তারিখে সূর্যাস্তের আগে চাঁদ দেখে রোজা ভাঙার হুকুম	৪৬৭
কাফ্ফারা আদায়ের আগে পুনরায় স্ত্রী সহবাস করার বিধান	৪৬৯
কাফ্ফারা আদায় না করে পরের রমাজানের রোজা রাখার হুকুম	৪৭০
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখা যায় না	৪৭০
রোজা রেখে কাজ করতে অক্ষমের করণীয়	৪৭১
জঙ্গি বিমানের ট্রেনিংকালে রোজা ভাঙার হুকুম	৪৭২
পাওনা টাকার দাবি ছেড়ে দিলে রোজার কাফ্ফারা আদায় হয় না	৪৭৩
দিনের বেলা হায়েয শুরু বা বন্ধ হলে করণীয়	৪৭৪
পরিচ্ছেদ : নফল রোজা	**৪৭৬**
কাযার সাথে নফলের নিয়্যাত অগ্রহণযোগ্য	৪৭৬
কাযার সাথে শাওয়ালের রোজার নিয়্যাত করলে সাওয়াব পাবে না	৪৭৬
ছয় রোজার ফজীলত পেতে হলে ভিন্নভাবে রাখতে হবে	৪৭৭
২৭ রজব হাজারী রোজার ভিত্তি নেই	৪৭৮
আরাফার রোজা বাংলাদেশে ৮ নাকি ৯ তারিখে রাখবে	৪৭৯
আরাফার রোজা ৯ জিলহজ রাখতে হবে	৪৮০
জিলহজের রোজার বর্ণিত ফজীলত নফলের সমতুল্য	৪৮১
নফল রোজা ভাঙলে কাযা করতে হবে	৪৮২
পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ	**৪৮৩**
তিন দিন ই'তিকাফ করলে সুন্নাত আদায় হবে না	৪৮৩
কয়েকজনে পালাক্রমে ১০ দিন ই'তিকাফ আদায় করলে সুন্নাত আদায় হবে না	৪৮৪
টাকার বিনিময়ে ই'তিকাফ করানো নাজায়েয	৪৮৪
গ্রামে একাধিক মসজিদ থাকলে যেকোনো একটির ই'তিকাফই যথেষ্ট	৪৮৬

Scanned by CamScanner

একই গ্রামের সব মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম	৪৮৭
অন্য গ্রামের লোক ই'তিকাফ করলেও যথেষ্ট হবে	৪৮৭
ভাড়া করে ই'তিকাফ করানো অবৈধ, এতে কেউ দায়িত্বমুক্ত হবে না	৪৮৮
ঘরে বা মসজিদে মহিলারা ই'তিকাফ করলে পুরুষরা দায়িত্বমুক্ত হবে না	৪৮৯
মসজিদ মহিলাদের ই'তিকাফের স্থান নয়	৪৯০
ই'তিকাফ করার তরীকা ও উত্তম স্থান	৪৯১
শুধুমাত্র ২৭ রমাজানের ই'তিকাফ	৪৯২
ফ্যাক্টরির নামাযঘরে ই'তিকাফ সহীহ নয়	৪৯৩
ই'তিকাফকারী বায়ু ছাড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম	৪৯৪
প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাদ দিয়ে তৃতীয় তলায় ই'তিকাফ বৈধ	৪৯৪
নামাযের জন্য তৃতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় আসা বৈধ	৪৯৫
প্রথম জামাআত শেষে ওপর তলায় মু'তাকিফদের দ্বিতীয় জামাআত	৪৯৫
মুতাকিফ মসজিদের বাইরেও আযান দিতে পারবে	৪৯৬
যেকোনো কারণে ই'তিকাফ নষ্ট করলে কাযা করতে হবে	৪৯৬
ই'তিকাফ অবস্থায় গোসল করা	৪৯৭
ই'তিকাফকারীওজুর জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে	৪৯৮
জানাযায় অংশগ্রহণ ও রোগী দেখার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া	৪৯৮
প্রয়োজনে বাইরে আসা-যাওয়ার পথে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া	৪৯৯
ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে যাওয়া	৪৯৯
শর্তযুক্ত ই'তিকাফ নফল হবে সুন্নাত নয়	৫০০
নিষিদ্ধ দিনসমূহে রোজা রাখা এবং সারা বছর মসজিদে থাকা	৫০১
হজ অধ্যায়	**৫০৩**
পরিচ্ছেদ : হজ ফরয হওয়া	**৫০৩**
বিনা কারণে হজ না করে মৃত্যুবরণকারীর জানাযায় অংশগ্রহণ	৫০৩
হজের মৌসুমে হজ আগে, ঘর নির্মাণ ও মেয়ের বিয়ে পরে	৫০৪
প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ করা ফরয	৫০৫
হজ ফরয হওয়ার পর অসুস্থ হলে ফরয রহিত হয় না	৫০৫
জমি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ না করে হজ করা	৫০৬
প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ করতে হবে	৫০৭
নিয়্যাত করলেই হজ ফরয হয় না সামর্থ্য লাগে	৫০৮
প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা হজের জন্য যথেষ্ট হলে হজ ফরয	৫০৮
ঘর-বাড়ি বানানোর টাকা হজের মাসে হাতে থাকলে হজ করতে হবে	৫১০

Scanned by CamScanner

	৫১১
ছেলে সম্পদশালী হলে পিতার ওপর হজ ফরয হয় না	৫১২
হজের মাসসমূহ, জীবনে একবার হজ ফরয	৫১৩
স্ত্রী-পুত্রের নামে সম্পত্তি করলেও হজ ফরয হবে কর্তার ওপর	৫১৪
প্রয়োজনাতিরিক্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে হজ করতে হবে	৫১৪
কোনো মহিলা হজ না করে মারা গেলে করণীয়	৫১৫
সম্পদের ভিত্তিতে হজ ফরয হয়, আয়ের ভিত্তিতে নয়	৫১৬
ছবি উঠানোর মতো হারাম কাজ করে হজ না করার হুকুম	৫১৭
নফল হজ ও সদকার মধ্যে কোনটি বেশি ফজীলতপূর্ণ	৫১৮
বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে মহিলাদের জন্য নফল হজ না করা উত্তম	
পরিচ্ছেদ : হজ আদায় প্রসঙ্গ	**৫১৯**
ওমরাহ শেষে হজের এহরাম বাধার নিয়্যাত করলে তামাত্তু হবে	৫১৯
মদীনা হয়ে মক্কায় যাওয়ার সময় ইফরাদের নিয়্যাত	৫১৯
নতুনদের হজ্জে কেরানের প্রতি উৎসাহিত করা	৫২০
উকিল কুরবানী না করে মিথ্যার আশ্রয় নিলে তামাত্তুকারীদের করণীয়	৫২১
কুরবানীর স্থান	৫২৩
কঙ্কর মারার সময়	৫২৩
কোন ধরনের মাজুর মাগরিবের পর রমী করতে পারবে	৫২৪
কঙ্কর সঠিক জায়গায় পতিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের হুকুম	৫২৫
আরাফায় তাঁবুতে জোহর ও আসর একসাথে পড়ার হুকুম	৫২৫
আরাফা ও মুজদালিফায় দুই ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়ার কারণ	৫২৬
হজের সফরে কসর রমী ও সফরের আহকাম প্রসঙ্গ	৫২৭
সেলাইকৃত দুই ফিতাবিশিষ্ট স্যান্ডেল পরা বৈধ	৫৩০
শাওয়ালে মক্কা শরীফে থাকলে হজ ফরয হবে কি না	৫৩০
হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় ওমরা করলে হজ ফরয হবে কি না	৫৩১
পেনশনের টাকায় হজ করা বৈধ	৫৩২
হজে যেতে মায়ের নিষেধ-করণীয়	৫৩৩
কারণবশত মহিলাদের হজের ফরয বা ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয়	৫৩৩
তামাত্তুর এহরামে ওমরা পালনের আগে ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়	৫৩৫
কেরান ও তামাত্তুকারী নারীর ওমরার তাওয়াফ বা সাঈকালীন ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়	৫৩৬
তাওয়াফে জিয়ারতের আগে মারা গেলে হজের হুকুম	৫৩৭
ফরয হজ আদায়ে বিলম্ব করে ওমরা করা	৫৩৮

Scanned by CamScanner

দমে শোকরের পরিবর্তে কুরবানী করা	৫৩৯
মেয়েরা মামার সাথে হজে যেতে পারবে	৫৩৯
মহিলা কাফেলা বা বোন ও ভগ্নিপতির সাথে শালির হজে গমন	৫৪০
মাহরাম ছাড়া এহরাম সহীহ এবং বাধাগ্রস্ত হলে করণীয়	৪৫১
হজের সফরে শুধু বিমানে থাকাকালীন মাহরাম না থাকার হুকুম	৫৪৩
মাহরাম না থাকলে বদলি হজ	৫৪৩
হজের সফরে মাহরাম মারা গেলে মহিলার করণীয়	৫৪৫
হাজীদের সাথে মুয়াল্লিমের হজ বৈধ	৫৪৫
অন্যের ব্যবস্থাপনায় হজ করলেও ফরয হজ আদায় হয়ে যায়	৫৪৬
ফরয হজ যেকোনো দেশ থেকে গিয়ে করা যায়	৫৪৭
পিতার নামে হজের টাকা জমা করানোর পর তার মৃত্যু হলে টাকার হুকুম	৫৪৭
ঋণগ্রস্তের জন্য অন্যের ব্যবস্থাপনায় হজ করা বৈধ	৫৪৮
কোন ধরনের মাজুর অন্যকে দিয়ে রমী করাতে পারবে	৫৫০
হজে যাওয়ার প্রাক্কালে করণীয় বিষয়াদি	৫৫০
পরিচ্ছেদ : এহরাম	**৫৫১**
এহরাম অবস্থায় গোসল করে নতুন কাপড় পরা	৫৫১
পুরনো ধোয়া কাপড় ও নতুন আধোয়া কাপড়ে এহরাম	৫৫২
পরিচ্ছেদ : তাওয়াফ	**৫৫৩**
তাওয়াফের মাকরূহ সময় এবং শুরু ও শেষ করার স্থান	৫৫৩
তাওয়াফে জিয়ারতের প্রাক্কালে ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়	৫৫৪
বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে তাওয়াফ করা	৫৫৫
তাওয়াফে কুদুমের পর ইফরাদকারী নফল তাওয়াফ করতে পারবে, ওমরা নয়	৫৫৬
তাওয়াফ বা সাঈ অবস্থায় ওজু ছুটে গেলে করণীয়	৫৫৬
পরিচ্ছেদ : বদলি হজ	**৫৫৮**
বদলি হজের ফজীলত ও শর্ত	৫৫৮
হজ করেনি এমন ব্যক্তি দিয়ে বদলি হজ করানো	৫৫৯
যে নিজের হজ করেনি তাকে বদলি হজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা	৫৬০
হজ ফরয হওয়ার ও আদায়ের শর্ত এবং বদলি হজের শর্ত	৫৬০
বদলি হজকারীর ওপর কি হজ ফরয হয়ে যায়?	৫৬১
বদলি হজকারী কার পক্ষ থেকে কুরবানী করবে	৫৬২

Scanned by CamScanner

বদলি হজকারী হজের আগে মক্কায় মারা গেলে করণীয়	৫৬৩
হজ্জে বদলে নিয়্যাতের বিবরণ	৫৬৪
হজ্জে বদলে ইফরাদ, কেরান, তামাত্তু এবং দম ও কুরবানী প্রসঙ্গ	৫৬৫
মৌখিক অনুমতি ছাড়া তামাত্তু করার হুকুম	৫৬৬
বদলি হজকারী নিজের হজ করলে তাকে আবার বদলি হজ করতে বা করাতে হবে	৫৬৮
অসিয়ত না করে মারা গেলে হজ অ্যাকাউন্টের টাকা ও লভ্যাংশের হুকুম	৫৬৯
বদলি হজকারী সৌদি থেকে যেতে চাইলে হজ্জে বদল হবে কি না	৫৬৯
অসিয়ত করলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হজ করানো বাধ্যতামূলক	৫৭০
বদলি হজের টাকা নিয়ে সরকারিভাবে হজ করা	৫৭২
প্রেরকের টাকায় বদলি হজ না করে ট্রাভেলসের সুবিধায় হজ করা	৫৭২
বদলি হজ করানোর পর সুস্থ হলে কি আবার হজ করতে হবে?	৫৭৩
অনুমতি সাপেক্ষে কেরান বা তামাত্তু করা	৫৭৪
যার পক্ষ থেকে বদলি হজ, টাকা তার মালিকানায় নিতে হবে	৫৭৫
সুস্থ-সবলের বদলি হজ করানো	৫৭৬
যার ওপর হজ ফরয নিজস্ব অর্থে মৃতের পক্ষে বদলি হজের বিধান	৫৭৭
উচ্চ রক্তচাপের রোগীর বদলি হজ করানো	৫৭৮
যার বদলি হজ সে মারা গেলেও অসিয়ত রক্ষা করতে হবে	৫৭৯
বেপর্দা হজ না করে হজ্জে বদল করানো	৫৮১
অন্যের দ্বারা নফল হজ করানোর দায়িত্ব নিলে বদলি হজে ত্রুটি হবে না	৫৮২
হজ্জে তামাত্তু আদায় করলে প্রেরণকারীর হজ আদায় হবে	৫৮৩
পরিচ্ছেদ : হজের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ	**৫৮৪**
ভুলে সাঈ না করলে করণীয়	৫৮৪
এহরাম অবস্থায় সাবান দিয়ে হাত ধোয়া	৫৮৫
কুরবানীর পর একে অন্যের মাথা হলক করে দেওয়া	৫৮৫
শীতকালে এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা ও মোজা পরা অবৈধ	৫৮৬
সুগন্ধিযুক্ত বাহ্যিক ব্যবহারের ওষুধ ব্যবহার বৈধ	৫৮৬
পরিচ্ছেদ : ওমরা	**৫৮৮**
এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা	৫৮৮
মক্কায় অবস্থানকারীর মীকাত, একাধিক ওমরা ও সর্বোত্তম ইবাদত	৫৮৯
তামাত্তুকারী একাধিক ওমরা করতে পারবে	৫৯১
মৃত ব্যক্তির নামে ওমরা বৈধ	৫৯১
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ওমরা করা	৫৯২

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

التراويح
তারাবীহ নামায

হাফেজকে খানা খরচ বাবদ হাদিয়া প্রদান

প্রশ্ন : হাফেজ সাহেবগণ কোনো প্রকার বিনিময় চুক্তি ছাড়াই খতমে তারাবীহ পড়িয়েছেন। তবে খতমের পর হাফেজ সাহেবদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি মুসল্লিগণ রমাজান মাসের খানার খরচ বা হাদিয়া বলে জোরপূর্বক টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে ওই হাফেজের করণীয় কী? এবং হাফেজ সাহেব উক্ত টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করে থাকলে কী করণীয়?

উত্তর : চুক্তি ছাড়া তারাবীহ পড়ানোর পর যে হাদিয়া প্রদান করা হয় তার প্রচলন হওয়াতে তাও মূলত পারিশ্রমিক প্রদানের একটি পদ্ধতি বিশেষ। আর খতমে তারাবীহ পড়িয়ে যেহেতু পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ নয়, তাই উক্ত হাফেজ সাহেবগণের জন্য বাধ্যকৃত ওই হাদিয়া গ্রহণ করা এবং ওই টাকার বিনিময়ে কিতাব ইত্যাদি ক্রয় করাও জায়েয হবে না এবং দাতা-গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হবে। আর উক্ত টাকার ক্রয়কৃত কিতাব দাতাদেরকে ফেরত দিতে হবে। সম্ভব না হলে গরিব ছাত্রদের সদকা করে দিতে হবে। (১৯/২৭২/৮১৪২)

📖 سورة البقرة الآية ٤١ : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٤٤١ (١٥٦٧٠) : عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به ".

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٤٠٠ (٧٧٤١) : عن زاذان، قال: سمعته يقول: «من قرأ القرآن يأكل به جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم».

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح

Scanned by CamScanner

بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة-

📖 فيه أيضا ٦ / ٤٧ : لأنه معروف بينهم وان لم يذكر والمعروف كالمشروط-

ছুটে যাওয়া আয়াত তারাবীহতেই পড়তে হবে

প্রশ্ন : গত রমাজান মাসে আমাদের মহল্লার মসজিদে খতমে তারাবীহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খতমে তারাবীহে একজন হাফেজ সাহেবের প্রায় দিন ভুলক্রমে পারার কিছু অংশ ছুটে যায়। পরবর্তীতে উক্ত ছুটে যাওয়া অংশ বিতিরের নামাযে পাঠ করে নেন। এতে কিছুসংখ্যক লোক বলাবলি করছে যে খতম পুরা হবে না। আবার কেউ কেউ বলে, খতম পুরা হবে। প্রশ্ন হলো, তারাবীহের ছুটে যাওয়া অংশ বিতিরের নামাযে পাঠ করে নিলে খতম পুরা হবে কি না?

উত্তর : তারাবীহের নামাযে কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাত এবং খতম পূর্ণ করার জন্য তারাবীহের নামাযেই সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা জরুরি। অতএব ছুটে যাওয়া অংশ তারাবীহের নামাযেই পড়তে হবে, অন্যথায় খতম পূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ খতম শোনার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (১৩/৪৮৭/৫৩১৪)

📖 المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٢ / ١٢٥ : قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح-

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ١ / ٣١٤ : سوال- بسم اللہ جو سورۂ نمل میں ہے جزو قرآن ہے اگر کسی حافظ نے اس کے سوا تراویح میں بسم اللہ نہ پڑھی تو ختم قرآن کامل ہوا یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

جواب — ختم قرآن کامل نہیں ہوا کیونکہ بسم اللہ ایک آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں جدا کرنے کے لئے مکرر کی گئی ہے پس ختم قرآن کے وقت تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر اسے ترک کیا تو ختم قرآن میں قصور ہے۔

বিনিময় গ্রহণকারীর পেছনে তারাবীহের বিধান

প্রশ্ন : রমাজান মাসে খতমে তারাবীহ পড়িয়ে কি টাকা দেওয়া নেওয়া জায়েয আছে? যদি জায়েয না হয় তাহলে কি ওই হাফেজ সাহেবের পেছনে তারাবীর নামায পড়া জায়েয হবে? এমতাবস্থায় করণীয় কী? যারা বলে, আমরা তারাবীহের বিনিময় হিসেবে টাকা নেই না বরং হাদিয়া হিসেবে নেই। এর হুকুম কী? প্রশ্নাবলির উত্তর দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : রমাজান মাসে তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম করা অধিক সাওয়াবের কাজ, কিন্তু এই খতমের বিনিময়ে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। যে হাফেজ সাহেব খতমে তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেন তার পেছনে ইক্তিদা করা মাকরূহ। এমতাবস্থায় খতমে তারাবীহ না পড়ে সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম।

খতমে কোরআনের বিনিময় দেওয়া নেওয়ার নিয়্যাত না থাকাবস্থায় হাদিয়া হিসেবে লেনদেনের অবকাশ থাকলেও বর্তমান সমাজের উরফ তথা প্রচলনে বিনিময় উল্লেখ না করা হলেও বিনিময় হিসেবেই দেওয়া হয়। কেননা খতমের পূর্বে বা খতম করে চলে যাওয়ার পর হাফেজ সাহেবের কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় না। এমনকি যদি হাফেজ সাহেবকে টাকা না দেওয়া হয় তারা ওই মসজিদে দ্বিতীয়বার নামায পড়ানোর জন্য আসে না। সুতরাং খতমে তারাবীহকে কেন্দ্র করে দেওয়া টাকা হাদিয়ার নিয়্যাত করলেও হাদিয়া হবে না। (১৯/১৫/৭৯৭৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳/ ۴۰۹ : جواب—اجرت دے کر قرآن شریف تراویح میں پڑھوانادرست نہیں اگر بے اجرت لئے ہوئے پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو سورۃ تراویح پڑھنا بہتر ہے۔

📖 بدائع الصنائع (سعید) ۱ / ۱۵۷ : ولأن الإمامة أمانة عظيمة، فلا يتحملها الفاسق، لأنه لا يؤدى الأمانة على وجهها -

📖 منحة الخالق على البحر (دارالكتب العلمية) ۱/ ۶۱۱ : قال الرملي ذكر الحلبي في شرح منية المصلي أن كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۵۱۵ : فرائض میں فاسق کی امامت کا یہ حکم ہے کہ اگر صالح امام میسر نہ ہو یا فاسق امام کو ہٹانے کی قدرت نہ ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لی جائے، ترک جماعت جائز نہیں، مگر تراویح کا حکم یہ ہے کہ کسی حال میں بھی فاسق کی اقتداء میں جائز نہیں، اگر صالح حافظ نہ ملے تو چھوٹی سورتوں سے تراویح پڑھلی جائیں، اگر محلہ کی مسجد میں ایسا حافظ تراویح پڑھائے تو فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرکے تراویح الگ مکان میں پڑھیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۸۲ : الجواب—تراویح میں قرآن پاک سنانے کی اجرت لیناجائز نہیں، اگر پہلے سے باقاعدہ اجرت طے نہ کی جائے لیکن دستور کے موافق امام کے ذہن میں بھی ہے کہ مجھے ملیگا اور نمازیوں کے ذہن میں بھی ہے کہ امام کو دیا جائیگا تو المعروف کالمشروط کے تحت یہ صورت بھی طے کرنے کے حکم میں ہو کر ناجائز ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۵۱۵ : بالفرض کسی قاری مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا یہ اشراف نفس ہے جو حرام ہے، اگر کسی قاری کو اشراف نفس سے بھی پاک تصور کرلیا جائے تو بھی اس لین دین میں عام مروج فعل حرام سے مشابہت اور اس کی تائید ہوتی ہے، علاوہ ازیں دینی غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لئے بہر کیف اس سے کلی اجتناب واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۷۱ : جس علاقے میں حافظوں کو اجرت دینے کا رواج ہو وہاں ہدیہ بھی اجرت ہی سمجھا جاتا ہے چنانچہ اگر کچھ نہ دیا جائے تو لوگ اس کا برا مناتے ہیں اس لئے تراویح سنانے والے کو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہئے۔

তারাবীহে খতমের বিনিময় দেওয়া-নেওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় রমাজান মাসে হাফেজ সাহেবের জন্য মহল্লায় প্রতি ঘর হারে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা ধার্য করা হয়, যদি স্বেচ্ছায় না দেয় তাহলে বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক আদায় করে এবং তার পরও যদি না দেয় তাহলে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। কোন কোন সুরতে খতমে তারাবীহর টাকা দেওয়া-নেওয়া শরীয়তসম্মত এবং কোন কোন সুরতে শরীয়তসম্মত নয়? এবং টাকাদাতা ও গ্রহীতার কোনো গোনাহ হবে কি না? উক্ত বিষয়ে আমাদের এলাকায় দুই গ্রুপ হয়ে গেছে। হুজুর মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, যদি দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানানো হয় তাহলে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত হবে।

উত্তর : তারাবীর নামাযে খতমে কোরআন খালেস একটি ইবাদত। তাই এর বিনিময় আদান-প্রদান স্বেচ্ছায় হোক বা শর্তের মাধ্যমে হোক, নগদ টাকা হোক বা অন্য জিনিসপত্র, ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক বা সামাজিকভাবে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে হোক, সর্বাবস্থায় ফিকাহবিদদের মতে নাজায়েয বলে বিবেচিত। এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হবে। (১৬/৭০/৬৪২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴ /۲۴۶: اجرت پر قران شریف پڑھنا درست نہیں ہے اور اس میں ثواب نہیں ہے اور بحکم المعروف کالمشروط جن کی نیت لینے دینے

Scanned by CamScanner

کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے اس حالت میں صرف تراویح پڑھنا
اور اجرت کا قرآن شریف نہ سننا بہتر ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ /۵۳۶ : یہ پیسے کپڑے مشابہ اجرت کے ہیں لھذا حضرات
فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳ / ۴۰۹ : اجرت دیکر قران شریف تراویح میں
پڑھوانا درست نہیں اگر بے اجرت لئے ہوئے پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو سورۃ تراویح
پڑھنا بہتر ہے۔

বিশেষ কারণে একই মসজিদে তারাবীহের দুই জামাআত

প্রশ্ন : একই মসজিদের কিছু মুসল্লি ২৭-২৯ দিনে খতম করতে চায়, আর কিছু মুসল্লি প্রয়োজনবোধে ৭-১০ দিনে খতম করতে চায়। এমতাবস্থায় রমাজানে একই মসজিদে একই সময় নিচতলায় ও দ্বিতীয় তলায় দুই জামাআত হতে পারবে কি না?

উত্তর : অধিকাংশ মুসল্লির চাহিদা অনুযায়ী মসজিদের জামাআত হবে। বাকি মুসল্লিগণ মসজিদের বাইরে ঘরে বা যেকোনো স্থানে জামাআত করবে। তারাবীর নামায মসজিদের বাইরেও হতে পারে। সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই। একই মসজিদে, একই সময় একাধিক জামাআত নেক উদ্দেশ্যে জায়েয হলেও এ রকম করা অনুচিত। (১৯/৯৪৭/৮৫৪৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٦٢ (٢٠١٠) : عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: «إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل» ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: «نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ / ١٢٩ : ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٧٧ : وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمة والجماعات.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١ / ٤٦٩ : ایک مسجد میں دو جگہ تراویح پڑھنا بشرطیکہ از راہ نفسانیت نہ ہو اور ایک کا دوسرے سے حرج نہ ہو جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب پڑھیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٥٢٦ : جواب—مسجد میں جماعت کا تعدد مکروہ ہے اور اس کا عموم جماعت تراویح کو بھی شامل ہے لہذا یہ بھی مکروہ ہے خواہ ایک ہی وقت میں تراویح کی متعدد جماعتیں ہوں یا مختلف اوقات میں ہوں۔

একই মসজিদে খতমে তারাবীহ ও সূরা তারাবীহের জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি দোতলা মসজিদ আছে। তাতে কিছু মুসল্লি খতমে তারাবীহ পড়তে ইচ্ছুক, কিন্তু অধিকাংশ মুসল্লি সূরা তারাবীহ পড়তে চায়। এমতাবস্থায় এক তলায় সূরা তারাবীহ এবং অপর তলায় খতম তারাবীহ পড়তে পারবে কি না? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : তারাবীহতে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাত। তবে যদি তা অধিকাংশ মুসল্লির জন্য কষ্টকর হয় তাহলে সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় মসজিদে শুধু সূরা তারাবীহের ইন্তেজাম করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আর যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খতম তারাবীহ পড়তে ইচ্ছুক তারা ফরয নামায একসাথে আদায়ের পর আশপাশের অন্য কোনো স্থানে তার ইন্তেজাম করে নেবে। উল্লেখ্য, একই মসজিদে তারাবীহের একাধিক জামাআত কারো ব্যাঘাত না হওয়ার শর্তে জায়েয হলেও অনুচিত। (১৯/২৬০/৮১২৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٦ : (والختم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل. (ولا يترك) الختم (لكسل القوم) لكن في الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم، وأقره المصنف

Scanned by CamScanner

وغيره. وفي المجتبى عن الإمام: لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ، فما ظنك بالتراويح -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١/ ١٣٠ : السنة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم... ... والأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١/ ۴۶۹ : ایک مسجد میں دو جگہ تراویح پڑھنا بشرطیکہ از راہ نفسانیت نہ ہو اور ایک کا دوسرے سے حرج نہ ہو جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب پڑھیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۷/ ۲۹۵ : بہتر اور اعلی صورت یہ ہے کہ تمام لوگ عشاء کی نماز ایک جماعت کیساتھ ادا کریں اور اس کے بعد جو حضرات تین سپارے کی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں وہ کسی گھر میں پڑھیں، مسجد کی چھت یا مسجد کی دوسری منزل پر نہ پڑھیں دوسرے منزل پر چڑھنا بھی مسجد کی چھت پر چڑھنے کے حکم میں ہے۔

প্রতি চার রাক'আত পর ও তারাবীহ শেষে পঠিতব্য দু'আ

প্রশ্ন : রমাজান মাসে তারাবীহের প্রতি চার রাক'আত পর "সুবহানা যিল মুলকি..." দু'আটি পাঠ করার যে প্রথা রয়েছে তা শরীয়তসম্মত কি না? এবং উক্ত দু'আর পর নির্ধারিত কোনো দু'আ সুন্নাত কি না? আমাদের দেশে প্রচলিত "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা..." তারাবীহ শেষে পড়া হয়, শরীয়তে এ আমলের কোনো ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর : চার রাক'আত পর বিরতিতে কোনো নির্দিষ্ট আমলের নির্দেশ নেই। তাই ওই সময় চুপ করে বসে থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত যেকোনো যিকিরে মশগুল থাকা ভালো। প্রশ্নোল্লিখিত "সুবহানা যিল মুলকি..." দু'আটিও পড়া যায়। অনুরূপ তারাবীহ শেষে জরুরি মনে না করে প্রশ্নোল্লিখিত দু'আটিও পড়া যায়। (১/১৫৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٦ : (يجلس) ندبا (بين كل أربعة بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٦ : (قوله بين تسبيح) قال القهستاني: فيقال ثلاث مرات «سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار» كما في منهج العباد.

প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় তারাবীর নামাযের মধ্যে প্রতি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে বলার সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিছু আলেম বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার পক্ষে আর কিছু আলেম শুধু এক সূরার শুরুতে ছাড়া বাকি সূরায় বিসমিল্লাহ জোরে পড়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। জানার বিষয় হলো, উভয় মতের মধ্যে কোনটি সহীহ বা উত্তম?

উত্তর : ফরয, নফল বা তারাবীহ যে নামাযই হোক না কেন, প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিঃসন্দেহে পড়া এমন সুন্নাত, যার ব্যতিক্রম করা অনুত্তম। যদি কোনো জায়গায় তারাবীর নামাযে খতমে কোরআন হয় সেখানে যেহেতু তেলাওয়াতে কোরআন ইমাম হাফস (রহ.)-এর অনুসরণে পড়া হয় আর তার মতে কোরআন শরীফ পরিপূর্ণ খতম হওয়ার জন্য প্রতি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়তে হবে। তাই ইমাম সাহেব স্বশব্দে না পড়ে নিঃশব্দে পড়লে ইমাম সাহেবের কোরআন খতম পরিপূর্ণ হলেও মুক্তাদীদের কোরআন খতম পূর্ণ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, যেকোনো এক স্থানে বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়লে খতম পূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব উভয়ের ওপর আমল করার অবকাশ আছে। (১৯/১৩০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٩٠ : كذا في بعض النسخ وسقط سرا من بعضها ولا بد منه. قال في الكفاية عن المجتبى: والثالث أنه لا يجهر بها في الصلاة عندنا خلافا للشافعي، وفي خارج

Scanned by CamScanner

الصلاة اختلاف الروايات والمشايخ في التعوذ والتسمية، قيل يخفي التعوذ دون التسمية. والصحيح أنه يتخير فيهما ولكن يتبع إمامه من القراء وهم يجهرون بهما إلا حمزة فإنه يخفيهما... ... ... (قوله ولا تكره اتفاقا) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبي بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة بحر.

📖 معارف السنن ۲ / ۲۷۲

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۳۱۹ : جواب- مذہب حنفیہ میں بسم اللہ کاآہستہ پڑھنا سنت ہے، اور جہر سے پڑھنا ترک اولی ہے اور تراویح میں جو قرآن کا ختم ہوتا ہے اس میں بھی مذہب حنفیہ کے موافق یہی حکم ہے، مگر حفص قاری جن کی قراءت اب ہم لوگوں میں شائع ہے، ان کے نزدیک بسم اللہ جزو ہر سورت کا ہے اور جہر سے پڑھنا ان کے نزدیک ضروری ہے پس اگر اقتداء سے ان کے کوئی ہر سورت پر جہر سے بسم اللہ پڑھے تو مضایقہ نہیں جیساکہ بعض قراء کا دستور ہے تو اس حالت میں قرآن کا کامل ہونا حفص کے نزدیک جہر بسم اللہ پر موقوف ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دفعہ کہیں جہر سے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، بہر حال دونوں طرح درست ہے۔

সূরা তারাবীহের বিনিময় আদান-প্রদান

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে দীর্ঘ ১০-১৫ বছর যাবৎ সূরা তারাবীহ বাবদ ইমাম সাহেবকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। গত বছর থেকে ইমাম সাহেবসহ তিনজন হাফেজ সাহেবের মাধ্যমে খতম তারাবীহ আরম্ভ হয়। পূর্বের ন্যায় এতেও ইমাম সাহেবকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয় আর দুই হাফেজকে স্বেচ্ছায় কয়েকজন মুসল্লি তিন হাজার টাকা করে দেন। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব ও হাফেজ সাহেবগণের উক্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না? অথবা উক্ত ১০ হাজার টাকা ইমাম সাহেবসহ তিন হাফেজের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তারাবীহে কোরআন খতম করে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া জায়েয নেই। হাফেজদের পক্ষ থেকে দাবি না থাকলেও প্রচলন থাকার কারণে হাদিয়ার নামেও কোনো

Scanned by CamScanner

টাকার আদান-প্রদান জায়েয হবে না। তবে ইমাম সাহেবের ইমামতির ভাতা পূর্বের ন্যায় ১০ হাজার টাকা বা তার কমবেশি দেওয়া জায়েয হবে। (১৯/২৫০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الإستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة.

📖 رسائل ابن عابدين (سهيل اكيڈيمى) ١ / ١٦٨ : وإن ما أجازه المتأخرون إنما أجازوه للضرورة ولا ضرورة فى الاستئجار على التلاوة فلا يجوز.

চাঁদা করে সূরা তারাবীহের বিনিময় প্রদান

প্রশ্ন : সূরা তারাবীহের জন্য মুক্তাদীদের থেকে ঘর বা মাথাপিছু ১০০-২০০ টাকা হারে চাঁদা করে ইমাম সাহেবকে দেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সূরা তারাবীহকে কেন্দ্র করে চাঁদা উঠানোর ব্যাপারে সকলে একমত হলে এবং সকলের সাধ্যের ভেতরে হলে জায়েয হবে। অন্যথায় এভাবে টাকা উঠানো জায়েয হবে না। (১৯/২৫০/৮০৭৬)

📖 سنن الدار قطنى (مؤسسة الرسالة) ٣ / ٤٢٤ (٢٨٨٥) : عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».

Scanned by CamScanner

তেলাওয়াত না শুনলেও খতম পূর্ণ হবে

প্রশ্ন : খতমে তারাবীহ চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে সাউন্ড বক্সের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে দ্বিতীয় তলার মুসল্লি অথবা ইমাম থেকে দূরবর্তী অধিকাংশ বা কিছু মুসল্লি তেলাওয়াত একেবারেই শুনতে পায় না। এমতাবস্থায় তাদের খতম পরিপূর্ণ হবে কি না? অনুরূপভাবে নামাযে তন্দ্রা আসার কারণে যদি কিছু তেলাওয়াত শুনতে না পায় তাহলে তার খতম পূর্ণ হবে কি না?

উত্তর : খতম তারাবীহ চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে সাউন্ড বক্স বন্ধ থাকায় বা তন্দ্রা আসার কারণে কেউ তেলাওয়াতের কোনো অংশ শুনতে না পেলেও পরিপূর্ণ খতমের সাওয়াব পেয়ে যাবে। (১৯/২৯৮/৮১৩০)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ / ۶۸ : تراویح میں زیادہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اگر پیچھے والی صف قرآن نہ سن پائے تو بھی ان کو پورا ثواب ملے گا۔

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۵ / ۹۴ : امام کی قراءت کا ہر مصلی تک پہنچانا ضروری نہیں ہے جیساکہ خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حجۃ الوداع میں تمام مصلیوں کو پہنچانا ثابت نہیں بلکہ تمام مصلیوں کو خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا اور متوجہ رہنا کافی ہے۔

সূরা তারাবীহের বিনিময় বৈধ হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : সূরা তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয, আর খতমে তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া নাজায়েয হওয়ার কারণ কী? অথচ সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পুরোটাই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত। কারণসহ বিস্তারিত জানালে আমরা সকলেই উপকৃত হতাম।

উত্তর : খতমে তারাবীহে মুখ্য উদ্দেশ্য তেলাওয়াত হয়ে থাকে, আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। আর সূরা তারাবীহে মুখ্য উদ্দেশ্য তেলাওয়াত নয়, বরং ইমামতিই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইমামতি করে বিনিময় নেওয়ার অনুমতি আছে বিধায় সূরা তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নিতে পারবে। (১৯/৫১৯/৮৩০৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب.

📖 رسائل ابن عابدين (سهيل اكيڈيمى) ١ / ١٦٨ : وإن ما أجازه المتأخرون إنما أجازوه للضرورة ولا ضرورة فى الاستئجار على التلاوة فلا يجوز.

বাড়িতে মা-বোনদের নিয়ে জামাআত করে তারাবীহ আদায় করা

প্রশ্ন : আমি রমাজান মাসে আমার বাড়ির মহিলা সদস্য যেমন মা, বোন, স্ত্রী, চাচা ও ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে পর্দা সহকারে সূরা বা খতমে তারাবীহ জামাআতে আদায় করি, শরীয়তে তা জায়েয হবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যেহেতু মহিলাদের জন্য জামাআতে নামায পড়ার বিধান নেই, তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সূরা তারাবীহ বা খতম তারাবীহ জামাআতে আদায় করলে নামায সহীহ হলেও অনুচিত। (১৯/৫৬৯/৮৩০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه) كأخته (أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا) يكره بحر.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٦١٦ : وكذلك يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذلك إذا أمهن في المسجد لا يكره.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی مفتی محمود ۲/ ۴۹۱ : عورتیں باجماعت ادا کر سکتی ہیں اگر پردے کا انتظام ہو لیکن بغیر جماعت ادا کرنا ان کے لئے اولی و بہتر ہے کیونکہ ان پر جماعت کی نماز نہیں۔

দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে চার রাক'আত তারাবীহ পড়ার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীর নামায চার রাক'আতের নিয়্যাত করে শুরু করে এবং ভুলে দুই রাক'আতের পর বৈঠক না করে বরং চার রাক'আত শেষ করে বৈঠক করে, তাহলে তার নামায কত রাক'আত হবে? দুই রাক'আত, চার রাক'আত, নাকি তারাবীহ হবে না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি যদি নামায শেষে সিজদায়ে সাহু করে থাকে, তবে শুধু শেষের দুই রাক'আত তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে, আর তারাবীর নামায দুই রাক'আত করে পড়াই উত্তম। (১৯/৭২৭/৮৪৩৬)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ١١٧ : فلو صلى الإمام أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة أو تسليمتين قال أبو الليث تنوب عن تسليمتين وقال أبو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح كذا في الظهيرية والخانية وفي المجتبى وعليه الفتوى.

ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রদান

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদে খতমে তারাবীহ পড়া হয়, কিন্তু রমাজানের শেষের দিকে সভাপতি সাহেব মুসল্লিদের থেকে তারাবীহের চাঁদা তোলেন এ কথা বলে যে মাতা-পিতার সাওয়াবের জন্য হাফেজ সাহেবদের হাদিয়া দেব। এভাবে হাফেজ সাহেবদেরকে রমাজান শেষে হাদিয়া দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং তা হাফেজ সাহেবদের জন্য খাওয়া হালাল হবে কি না? এবং উক্ত তারাবীহ থেকে সূরা তারাবীহ পড়া উত্তম কি না? উল্লেখ্য, হাফেজ সাহেব রমাজানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়ান।

Scanned by CamScanner

উত্তর : রমাজানে খতমে তারাবীহের নামে হাফেজ সাহেবদের সাথে কোনো ধরনের বিনিময় বা হাদিয়ার নামে কোনো প্রকারের লেনদেন করা নাজায়েয। অতএব উক্ত পন্থায় অর্জিত আয় হাফেজ সাহেবদের জন্য হালাল হবে না। তবে হাফেজ সাহেব যদি ওয়াক্তিয়া নামাযও পড়ান এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমাম হিসেবে ইমামতের বেতন নেন, তাহলে তা তাঁর জন্য বৈধ ও হালাল হবে। কিন্তু এর দ্বারা খতমে তারাবীহের নামে প্রচলিত টাকা হালাল হবে না। (১৮/২৪০/৭৫৩৭)

📖 سورة البقرة الآية ٤١ : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٤٤١ (١٥٦٧٠) : عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به ".

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٤٠٠ (٧٧٤١) : عن زاذان، قال: سمعته يقول: «من قرأ القرآن يأكل به جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز... ... وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة.

📖 فيه أيضا ٦ / ٤٧ : لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط-

তারাবীহের চাঁদা হতে ইমামকে হাদিয়া প্রদান করা

প্রশ্ন : তারাবীহের চাঁদা থেকে নির্ধারিত ইমাম সাহেবকে কিছু টাকা হাদিয়া দেওয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব রমাজান মাসে অন্য স্থানে ই'তিকাফ করেন। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেবকে উক্ত টাকা থেকে হাদিয়া দেওয়া বা রমাজান মাসের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য রমাজান মাসের ছুটির অনুমোদন থাকলে এবং তার ওপর চাঁদা দানকারীগণ সন্তুষ্ট থাকলে উক্ত চাঁদা থেকে ইমাম সাহেবকে বেতন বা হাদিয়া দেওয়া জায়েয হবে। আর ছুটির অনুমোদন না থাকলে শুধু হাদিয়াস্বরূপ দিতে পারবে। (১৮/২৪০/৭৫৩৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٤١٩ : وكل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه وإلا فليس لغيره أخذ وظيفته... ... إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع اهوهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي، لا يسقط معلومه.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٧/ ٢٨٤ : جواب—اس میں مدارس کے عرف پر عمل ہوگا جتنی غیر حاضریاں عرفا معفو سمجھی جاتی ہیں ان کی اجرت کا استحقاق ہوگا زیادہ کا نہیں۔

খানা ও যাতায়াত বাবদ অগ্রিম টাকা প্রদান করা

প্রশ্ন : খতমে তারাবীহের জন্য নিয়োগকৃত হাফেজ সাহেবদের রমাজানের পূর্বেই যদি যাতায়াত ও খানা বাবদ মোটা অংকের টাকা দেওয়া হয় (চাই তা পুরোটা খরচ হোক বা না হোক) তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : খানা ও যাতায়াতের অতিরিক্ত টাকা অগ্রিম দিলেও তা উজরত তথা বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে খতমে তারাবীহের জন্য নিয়োগকৃত হাফেজ সাহেবদের খানা ও যাতায়াত বাবদ খরচের অতিরিক্ত টাকা দেওয়া এবং তাদের জন্য নেওয়া বৈধ নয়। (১৮/২৪৫/৭৫৪৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٥ : ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٥٣٦ : مسافر حافظ کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

আট রাক'আত পড়লে তা তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে কি না

প্রশ্ন : আট রাক'আত তারাবীহ পড়লে তাকে তারাবীহ বলা যাবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে অদ্যাবধি সর্বযুগের ইমাম, মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে তারাবীহের নামায ২০ রাক'আত পড়তে হবে। আট রাক'আত পড়লে বাকি ১২ রাক'আত না পড়ার গোনাহ হবে। (১৮/৩৪২/৭৬০২)

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ١٦٤ (٧٦٩٢) : عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر»-

📖 وفيه ايضا ٢/ ١٦٤ (٧٦٨٢) : عن يحي بن سعيد، «أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة»-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٤٥ : (قوله وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا.

সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে মহিলাদের তারাবীহের ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী বাড়িতে সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে মসজিদের জামাআতের সাথে মহিলাদের তারাবীহ নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ফরয নামাযের জামাআতে শরীক হওয়া যেখানে নিষিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে যেকোনোভাবে তারাবীহের জামাআতে শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (১৮/৪৪৪/৭৬৮৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির কারণে খতমে তারাবীহ বন্ধ করা যাবে না

প্রশ্ন : কোনো মসজিদে খতম তারাবীহ পড়ার কারণে কিছু লোক এশার নামাযও মসজিদে পড়তে আসে না। প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় ওই মসজিদে খতম তারাবীহ পড়ানো বৈধ হবে কি না?

উত্তর : খতম তারাবীহ সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া। মহল্লার মসজিদে তার ব্যবস্থা না থাকলে মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হবে না। সুতরাং কতিপয় লোকের কারণে তা বন্ধ করা যাবে না। তবে মা'জুর বা যাদের কষ্ট হয় তাদের জন্য মসজিদে জামাআতের সহিত এশার ফরয আদায় করে ঘরে বা অন্যত্র সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশ আছে। (১৮/৭৮৩/৭৮৬০)

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ / ١٣٠ : السنة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم... ... والأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة-

মসজিদে মহিলাদের জন্য তারাবীহের ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মহিলা কমিশনার এ মর্মে আবেদন করেছে যে পুরুষদের সাথে এলাকার মহিলাদের জন্য যাতে রমাজান মাসে পর্দাসহ মসজিদে জামাআতের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মহিলাদের জন্য তারাবীর নামায ও অন্য সব নামায ঘরে একাকী পড়াই শরীয়তের বিধান। এর বিপরীত করা নাজায়েয বিধায় এর আয়োজন করাও জায়েয হবে না। (১৮/৮৭৯/৭৯০৮)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٦٢٧ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه

Scanned by CamScanner

فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۳۴۷ : جواب—عورتوں کو چاہئے کہ پنجگانہ نماز اور نماز تراویح اور وتر منفردا (تنہا تنہا) پڑھیں ان کے لئے جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے.

এক-দুই ওয়াক্তের ইমাম বানিয়ে তারাবীহের বিনিময় প্রদান অবৈধ

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযে খতম করে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয কি না? যদি এক-দুই ওয়াক্ত ফরযের ইমামতি করানো হয় অথবা এক মাস পুরো করানো হয় তাহলে জায়েয হবে কিনা? এ-সংক্রান্ত জরুরি সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে ইমামতি করে বেতন নেওয়া বৈধ। তেলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু খতমে তারাবীহতে মুখ্য উদ্দেশ্য ইমামতি নয় বরং তেলাওয়াত, কেননা তারাবীহের জন্য খতমে কোরআন জরুরি নয়, সূরা তারাবীহই যথেষ্ট। তাই খতম তারাবীহের বিনিময় নেওয়া-দেওয়া জায়েয নয়। অনুরূপ দুই-এক ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতির বাহানা করে তার পরিবর্তে খতমে তারাবীর বিনিময় দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে রমাজানে পুরো এক মাসের ফরয নামাযের ইমামতির দায়িত্ব হাফেজ সাহেবদের প্রদান করে ওই এক মাসের যথার্থ বেতন প্রদান করা জায়েয হবে।

বিঃ দ্রঃ. শরীয়তের বিধান দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, যুক্তির দ্বারা নয়। তাই নামাযের ইমামতির বেতন বৈধ হলে তারাবীহের বিনিময় অবৈধ কেন? এটি দলিল নয়—যুক্তি, যা সর্বাবস্থায় পরিহারযোগ্য। (১৭/৪৬৯/৭১৩৭)

📖 سورة البقرة الآية ٤١ : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٤٤١ (١٥٦٧٠) : عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به ".

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن ابی شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٤٠٠ (٧٧٤١) : عن زاذان، قال: سمعته يقول: «من قرأ القرآن يأكل به جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم».

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة-

📖 فيه ايضا ٦ / ٤٧ : لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١/ ٤٨٥ : الجواب- یہ جواز کا فتوی اس وقت ہے جب امامت ہی مقصود ہو حالانکہ یہاں مقصود ختم تراویح ہے اور یہ محض ایک حیلہ، دیانات میں جو کہ معاملہ فی ما بین العبد وبین اللہ ہے حیل مفید جواز واقعی کو نہیں ہوتے لہذا یہ ناجائز ہوگا-

বিনিময়ে খতমে তারাবীহ পড়ার চেয়ে সূরা তারাবীহ পড়া উত্তম

প্রশ্ন : খতমে তারাবীহ পড়লে টাকা দিতে হয়, না দিলে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওই অবস্থায় টাকা দিয়ে খতমে তারাবীহ পড়ব? নাকি ঘরে সূরা তারাবীহ পড়ব? টাকা দিয়ে খতমে তারাবীহ পড়ার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা কী?

উত্তর : বিনিময় ছাড়া খতম তারাবীহের ব্যবস্থা না থাকলে ফরয নামায মসজিদে আদায় করে সূরা তারাবীহ পড়া উত্তম। (১৭/৮৫৩/৭৩৪৪)

📖 رد المحتار (ایج ایم سعید) ٦ / ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور

Scanned by CamScanner

التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن.

📖 فيه أيضا ٢/ ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳ / ۴۰۹ : اجرت دیکر قران شریف تراویح میں پڑھوانادرست نہیں اگر بے اجرت لئے ہوئے پڑھنے والا حافظ نہ ملے تو سورۃ تراویح پڑھنا بہتر ہے۔

মহিলাদের জামাআতবদ্ধ তারাবীহ

প্রশ্ন : হাফেজা মহিলাদের জন্য তারাবীর নামাযের সময় জামাআতবদ্ধ হয়ে একজন উঁচু আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে কি না? কারো কারো মতে ইমামতির ভঙ্গিতে ইমামের মতো সামনে না দাঁড়িয়ে একই সারিতে

Scanned by CamScanner

পাশাপাশি দু-চারজন একত্র হয়ে তারাবীর নামায উঁচু আওয়াজে পড়া যাবে, এতে কি নামায সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ তারাবীর নামাযের জামাআত করা নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মাকরূহে তাহরীমী। হাফেজা মহিলা হেফজ কোরআন ঠিক রাখার বাহানায় তারাবীহের জামাআত চালু করার প্রথা বর্জনীয়। তবে দু-একজন ঘরের মহিলা নিয়ে কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ আওয়াজে নামায পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। তবে নামায মাকরূহ বলে গণ্য হবে। (১৬/২১৯/৬৪৫০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٥ : (و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح في غير صلاة جنازة (لأنها لم تشرع مكررة) ، فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن؛ ... (فإن فعلن تقف الإمام وسطهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله فلو تقدمت) أثمت. أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في الفتح، وأن الصلاة صحيحة، وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة، وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٥ : ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل إلا في صلاة الجنازة. هكذا في النهاية فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة وإن تقدمت عليهن إمامهن لم تفسد صلاتهن. هكذا في الجوهرة النيرة وصلاتهن فرادى أفضل هكذا في الخلاصة.

বাসায় হাফেজের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ

প্রশ্ন : রমাজান মাসে বাসার ভেতরে শরয়ী পর্দা অবলম্বন করে ২০-৩০ জন মহিলা (করীবুল বুলুগ) হাফেজ সাহেবের ইমামতিতে খতমে তারাবীহ পড়া জায়েয কি না? অথবা পর্দার আড়ালে দুজন হাফেজ সাহেব কাতারে দাঁড়ালে তাঁদের পেছনে পর্দার

Scanned by CamScanner

আড়ালে মহিলাগণ দাঁড়ালে খতমে তারাবীহ পড়া জায়েয হবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো পদ্ধতিতে মহিলাদের খতমে তারাবীহ জায়েয কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ফরয, সুন্নাত ও নফল যেকোনো নামায পর্দার আড়ালে একাকী পড়া উত্তম। তাতে জামাআত অপেক্ষা ফজীলত অনেক গুণ বেড়ে যায়। সুতরাং তাদের জামাআত বা খতম তারাবীহের চিন্তা না করে একাকী নামায পড়ে বেশি বেশি ফজীলত অর্জন করা উচিত। একান্তই কেউ জামাআতের সহিত খতম তারাবীহ পড়তে চাইলে তবে করীবুল বুলুগ হাফেজের পেছনে নামায সহীহ হবে না, হাফেজ সাহেব বালেগ হওয়া জরুরি। মাহরাম পুরুষের পেছনে মাহরাম মহিলা ইক্তিদা করতে কোনো বাধা নেই। এমতাবস্থায় গায়রে মাহরাম মহিলাগণ মাহরাম মহিলাদের পেছনে পর্দার আড়ালে থেকে ইক্তিদা করতে পারে। (১৬/৬০৩/৬৬৭২)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤٥/ ٣٧ (٢٧٠٩٠) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي "، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢٣٨-٢٣٧ : "ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي". أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام " أخروهن من حيث أخرهن الله " فلا يجوز تقديمها وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٦١٦ : وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره.

তারাবীহ্ উপলক্ষে উঠানো টাকা রয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : রমাজান মাসে খতমে তারাবীহ্ উপলক্ষে যে টাকা উঠানো হয় ওই টাকা হতে হাফেজ সাহেব, ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিন সাহেবকে হাদিয়া দেওয়ার পর টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেলে এই টাকাগুলো মসজিদ ফান্ডে অথবা ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবের বেতন বাবদ নেওয়া যায় কি না?

উত্তর : রমাজান মাসে খতমে তারাবীহের বিনিময়ের আদান-প্রদান যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে রমাজান মাসে খতমে তারাবীহ উপলক্ষে টাকা উঠানো এবং হাফেজ সাহেবদের দেওয়া জায়েয নেই। এতদসত্ত্বেও যদি টাকা উঠিয়ে ফেলে তাহলে যাদের টাকা তাদের ফেরত দেওয়া আবশ্যক। ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে তা তাদের পক্ষ হতে সদকা করে দেবে। তবে যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে উক্ত টাকা মসজিদ ফান্ডে অথবা ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বেতন বাবদ দেওয়া যাবে, অন্যথায় দেওয়া যাবে না। (১৬/৯৯৭/৬৯০৯)

📖 سورة البقرة الآية ٤١ : ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٤٤١ (١٥٦٧٠) : عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به ".

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٦ / ٥٦ : فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - اهـ

খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রসঙ্গে কিছু কথা

প্রশ্ন : 'মাসায়েলে ইমামত' নামক উর্দু কিতাবের ১১৫ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে, যদি আল্লাহর ওয়াস্তে পড়ানোর মতো কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে কোনো হাফেজকে রমাজান মাসের জন্য ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করবে। এশা ও অন্য দু-এক ওয়াক্ত নামায তার দায়িত্বে অপরিহার্য করে দেবে এবং সাথে সাথে তারাবীহও পড়াবেন তাহলে এই অবস্থায় বিনিময় দেওয়ার সুযোগ বের হতে পারে, ফতওয়ায়ে রহীমিয়া (৪ নং খণ্ড)। একেবারে নাজায়েয ও হারাম বলার চেয়ে এই সুরতকে ব্যাপক প্রসার করা যাতে হাফেজ সাহেবরা বিপদে না পড়ে। তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?
যেহেতু তারাবীহের বিনিময় গ্রহণ হানাফী মাযহাবে হারাম, তাই বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে ও হাফেজদের কল্যাণের দিকে লক্ষ করে অন্য কোনো মাযহাব মতে হারাম না বলাটা ভালো কি না? যেমন কিছু কিছু মাসায়েলের ক্ষেত্রে হানাফী আলেম বিভিন্ন কল্যাণের দিকে লক্ষ করে অন্য মাযহাব মতেও ফাতওয়া দিয়েছেন।
সূরা তারাবীহ পড়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয, তাই এক হাফেজ পূর্ণ খতম না করে আংশিক পড়ালেন, অন্যজন্য বাকিটুকু পড়ালেন, এদেরও সূরা তারাবীহ হলো। অবশ্য সূরাটা লম্বা হলো, এর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না? তা ছাড়া পড়ানোর বিনিময় না নিয়ে বরং নামাযের মধ্যে হাফেজ সাহেবের ভুল ঠিক করে দেওয়ার বিনিময় নিল, এটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হাফেজ সাহেবকে খতম তারাবীহের উজরত দেওয়ার জন্য প্রশ্নে উল্লিখিত হিলার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে ফকিহ ও মুফতীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ জায়েয বলেছেন যেমন প্রশ্নে বর্ণিত বইটিতে বলা হয়েছে। কেউ এই হিলাকে অবৈধও বলেছেন, যেমন : ইমদাদুল ফাতওয়ায় উল্লেখ আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে হাফেজ সাহেবকে ইমাম বা নায়েবে ইমাম নিযুক্ত করে ওই ইমামতের উপযুক্ত বেতন দেওয়া যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

প্রশ্নের বিষয়টি এমন কোনো জরুরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে ভিন্ন মাযহাবের দিকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

খতম বলা হয় পুরো কোরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া, চাই একা পড়ুক বা একাধিক লোকে পড়ুক। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতও খতমে তারাবীহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার বিনিময় নেওয়াও বৈধ হবে না। তবে সামে' ভুল সংশোধন ও লোকমা দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত তার এ কাজে তা'লীমের দিক পাওয়া যায় বিধায় তার জন্য বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। (১৫/১২০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة كما أوضحت ذلك في شفاء العليل.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۸۵ : یہ جواز کا فتوی اس وقت ہے جب امامت ہی مقصود ہو حالانکہ یہاں مقصود ختم تراویح ہے اور یہ محض ایک حیلہ، دیانات میں جو کہ معاملہ فی مابین العبد وبین اللہ ہے حیل مفید جواز واقعی کو نہیں ہوتے لہذا یہ ناجائز ہوگا۔

মহিলাদের জন্য তারাবীহে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : রমাজান মাসে অনেক মহিলাই তারাবীহের নামায পড়ে না। আমাদের মসজিদে খতমে তারাবীহ হয়। অনেকের ধারণা, মহিলাদের তারাবীহের জামাআতে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করলে অনেক মহিলাই তারাবীহের জামাআতে শরীক হবে। মহিলাদের তরফ থেকেও এ ধরনের প্রস্তাব আসছে। আমাদের মসজিদের নিকটে একটি মহিলা মাদ্রাসা আছে। অনেকের মন্তব্য মসজিদ থেকে একটি সাউন্ড বক্সের সংযোগ দিলে তারাও মসজিদের জামাআতে শরীক হতে পারে। উক্ত দুটি বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মহিলাদের মসিজেদ এসে নামায না পড়ে ঘরে নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন, তখন একজন মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মন চায় আপনার পেছনে নামায পড়ার জন্য, আমাকে অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে যা বললেন তার মর্ম হলো আমি তোমার আগ্রহের মূল্যায়ন করি, তা সত্ত্বেও পঞ্চাশ হাজার রাক'আত সাওয়াব পাওয়ার জন্য আমার পেছনে নামায পড়া থেকে তোমার ঘরে একা নামায পড়া উত্তম।

Scanned by CamScanner

তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবর্তমানে তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ বিশেষ করে হযরত উমর ও হযরত আয়েশা (রা.) মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। যার অনুসরণে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কোনো আলেম, ফকীহ ইমাম মহিলাদের মসজিদে এসে নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করেননি এবং এর জন্য কোনো ব্যবস্থাও করেননি। উপরন্তু অনেক ফকীহ মহিলাদের ঘরেও জামাআত করে নামাযের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। যেহেতু ইসলামের স্বর্ণযুগে মহিলাদের মসজিদে জামাআতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়নি। বর্তমানেও পুরুষদের সাথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থার দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। (১৫/১২৫/৫৯৩৯)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٥/ ٣٧ (٢٧٠٩٠) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي "، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل .

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل».

📖 الدر المختار (سعيد) ١ / ٥٦٥ : (و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح في غير صلاة جنازة

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٢٨٣ : الجواب— عورتوں کیلئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

Scanned by CamScanner

হাফেজের ব্যবস্থাকারীকে হাদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে, সেখানে হাফেজ সাহেব আছেন। তিনি রমাজান মাসে হাফেজদের বিভিন্ন এলাকায় তারাবীর নামায পড়ানোর জন্য পাঠান এবং হাফেজদের বলেছেন যে টাকা ছাড়াই নামায পড়াতে হবে। তবুও হাফেজরা তাঁর কাছে ভিড় জমায়। রমাজানের শেষ দিকে মুরব্বি হাফেজ সাহেব যেখানে যেখানে হাফেজ দিয়েছিলেন এসব এলাকায় দাওয়াত খেতে যান, সবাই হুজুরের মন খুশি করার নিমিত্তে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হাদিয়া দিয়ে থাকেন। যাতে দেখা যায় বড় হাফেজ সাহেবের পকেটে ৪০-৫০ হাজার টাকা কামাই হয়। এরূপ টাকার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত সুরতে যিনি হাফেজ সাহেব পাঠান তাঁকে যদি হাদিয়া দেওয়ার প্রচলন পূর্ব থেকেই থেকে থাকে এবং হাদিয়ার সাথে হাফেজ পাঠানোর কোনো সম্পৃক্ততা না থাকে, সে ক্ষেত্রে উক্ত টাকা নেওয়া-দেওয়া বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। (১৫/১৯২/৫৯৭৭)

📖 أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٣٤ (٣٥٤١) : عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا».

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ٣٨٥ : اگرآپ کے ان سے تعلقات ہیں اور ہدیہ لینے دینے کا پہلے سے معمول ہے نیز اسکے لینے سے ان کی غلط رعایت نہیں کرتے تو آپ کو اس کا لینا درست ہے ورنہ اس کے لینے سے پرہیز کریں۔

বিনিময় নেওয়ার হিলা

প্রশ্ন : একজন হাফেজ সাহেব খুব গরিব। প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন অর্জনের টাকাও তাঁর কাছে নেই। আবার অন্য কাজেও অভিজ্ঞ নন। তাই তিনি এক মসজিদের তারাবীর নামায পড়ানোর ইচ্ছা করে মুসল্লিগণকে বললেন যে আমি ১৫ দিন শুধু সূরা তারাবীহ পড়াব ও তার বিনিময়ে ৫ হাজার টাকা নেব। অথবা এ কথা বললেন যে পুরো রমাজানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়ে তার বিনিময়ে ৫ হাজার টাকা নেব। আমি যেহেতু হাফেজে কোরআন, তাই বাকি ৫-৩০ দিন আল্লাহ তাওফীক দিলে খতম তারাবীহ পড়াব। আবার সূরা তারাবীহও পড়াতে পারি। তবে তার পরিবর্তে কোনো টাকা নেব না।

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন হলো, সূরা তারাবীহ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতির চুক্তি করে বা চুক্তি ছাড়া টাকা নেওয়া বৈধ আছে কি? যদি বৈধ হয় তাহলে উল্লিখিত সুরতে উক্ত গরিব হাফেজের প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য হাদিয়ার টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : খতম তারাবীহতে মূল উদ্দেশ্য তেলাওয়াত হয়ে থাকে, ইমামতি নয়। পক্ষান্তরে সূরা তারাবীহতে ইমামতি আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর ইমামতির বিনিময় নেওয়া জায়েয, তেলাওয়াতের বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। এ কারণে রমাজান মাসে তারাবীহতে কোরআন শরীফ শুনিয়ে বিনিময় নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই নাজায়েয। এ ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হবে।

আর সূরা তারাবীহের ইমামত ও অন্যান্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতের বিনিময় চাই চুক্তি সাপেক্ষে হোক বা বিনা চুক্তিতে, সর্বাবস্থায় জায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত হাফেজ সাহেবের জন্য সূরা তারাবীহ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করে তার বিনিময় নেওয়া শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে। (১৫/৩১৪/৬০৫৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۸۵ : یہ جواز کا فتوی اس وقت ہے جب امامت ہی مقصود ہو حالانکہ یہاں مقصود ختم تراویح ہے اور یہ محض ایک حیلہ، دیانات میں جو کہ معاملہ فی ما بین العبد وبین اللہ ہے حیل مفید جواز واقعی کو نہیں ہوتے لہذا یہ ناجائز ہوگا۔

মসজিদ বাদ দিয়ে অন্যত্র খতমে তারাবীহের ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : কোনো এলাকায় জামে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো জায়গায় পাঞ্জেগানা বা খতম তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা করা যাবে কি না?

উত্তর : মহল্লার মসজিদে পাঞ্জেগানা বা খতমে তারাবীহের ব্যবস্থা থাকার শর্তে অন্য যেকোনো স্থানে খতমে তারাবীহ পড়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১৫/৫৪৬/৬১৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦ : (قوله والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين، فلو تركها واحد كره، بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية، فلو تركها الكل أساءوا؛ أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة، وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط الثاني. ويظهر لي الثالث، لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساءوا. اهـ وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد، حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۳ / ۵۲۴ : ہر محلہ سے ایک مسجد میں تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ ہے لہذا اگر اس محلہ کی کسی دوسری مسجد میں تراویح کی جماعت ہوتی ہو تو مسجد سے باہر جماعت کی گنجائش ہے مگر فرائض کی جماعت بہر صورت مسجد میں ضروری ہے۔

দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠকের পর ইচ্ছাকৃত আরো দুই রাক'আত

প্রশ্ন : জনৈক হাফেজ সাহেব তারাবীর নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠকের সময় সে নিশ্চিত হয় যে নামায দুই রাক'আতই হয়েছে। অতঃপর সে আরো দুই রাক'আত মিলিয়ে চার রাক'আতের পর সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে নামায শেষ করে।
অতএব, হুজুর সমীপে আরজ এই যে উক্ত চার রাক'আত নামায সহীহ হয়েছে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় হাফেজ সাহেব যদি দ্বিতীয় রাক'আতের পর বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ অবস্থান করে থাকেন তাহলে তাঁর নামায সহীহ হয়েছে এবং চার রাক'আত নামাযই তারাবীহ হিসেবে গণ্য হবে। তবে সিজদায়ে সাহুর প্রয়োজন নেই। (১৫/৭০৬)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٦٢ : إذا صلى ترويحة واحدة أو أكثر أو أقل بتسليمة واحدة. يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين: الأول: أن يقعد على رأس الركعتين، في هذا الوجه اختلاف المشايخ، قال بعض المتقدمين: لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة، وقال بعض المتقدمين، وعامة المتأخرين: إنه يجزئه عن تسليمتين، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: لأنه أكمل ولم يجد بشيء إنما جمع المتفرق، واستدام التحريم، وإنه لا يؤثر في المنع في الجواز.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٦٧ : ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين، وهو قول العامة .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۵۱۲ : الجواب۔اگر دو رکعت پر بیٹھکر کھڑا ہوا تو چار رکعات ہو گئیں، سجدۂ سہو کی ضرورت نہیں اور اگر دو رکعت کے بعد نہیں بیٹھا تو دو رکعت ہو نگی اس صورت میں سجدۂ سہو واجب ہے، پہلی دو رکعتوں کا اعادہ کرے اور ان میں پڑھا ہوا قرآن مجید بھی لوٹائے۔

খতমে তারাবীহ শে'আরে ইসলাম নয়

প্রশ্ন : اجرت على الطاعات যেমন ইমামত, তা'লীমে কোরআনের বিনিময় মুতাকাদ্দিমীন ফকীহগণের মতে হারাম হওয়া সত্ত্বেও এগুলো ইসলামের শে'আর হওয়ায় ইসলাম টিকে থাকার জরুরতের প্রতি দৃষ্টি রেখে মুতাআখখিরীন ফকীহগণ জায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, খতমে তারাবীহ কি ইসলামের শে'আর নয়? এতে জরুরতের ভিত্তিতে বিনিময় জায়েয হবে না কেন? এবং সূরা তারাবীহ এর বিনিময় জায়েয হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : ইমামত শে'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। চাই ফরয নামাযের ইমামত হোক চাই তারাবীর নামাযের ইমামত হোক, আর যেহেতু খতম তারাবীহতে ইমামত মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং তেলাওয়াত বা খতমে কোরআনই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যাকে হাদীস শরীফে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে এবং ইবাদত হিসেবে কোরআন পাঠ করে বিনিময় নেওয়া নাজায়েয বিধায় খতমে তারাবীহের বিনিময়ে টাকা নেওয়া নাজায়েয। আর সূরা

Scanned by CamScanner

তারাবীহতে তেলাওয়াত বা কোরআন পাঠ করা মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না, বরং ইমামত করাই আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং সূরা তারাবীহের ইমামতি করে টাকা নেওয়া জায়েয। (১৪/৮২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رسائل ابن عابدين (سهيل اكيڈيمى) ١ / ١٦٨ : وإن ما أجازه المتأخرون إنما أجازوه للضرورة ولا ضرورة فى الاستئجار على التلاوة فلا يجوز.

তারাবীহতে লোকমার বিধান

প্রশ্ন : নামাযে তেলাওয়াতরত অবস্থায় মাঝখানে কোনো আয়াত ছুটে গেলে লোকমা দেওয়া হয়। সেই লোকমার দরুন ইমাম সাহেবের নামাযের গুরুত্ব ও খুশু খুজু নষ্ট হয়ে যায় এবং দুজন হাফেজ সাহেবের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হয় বিধায় সমাজের লোকেরা সমালোচনা করে। এমতাবস্থায় লোকমা না দিয়ে পরবর্তীতে ছুটে যাওয়া আয়াত তেলাওয়াত করে নিলে সমস্যা হবে কি না? তেলাওয়াতরত অবস্থায় লোকমা দিলে সামনে তেলাওয়াত করা কষ্ট হয়, এমতাবস্থায় লোকমা দিলে সমস্যা হবে কি না? এবং লোকমা দেওয়ার পদ্ধতি জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের ভেতর লোকমা দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করাই উচিত এবং ইমাম সাহেবের জন্য লোকমার অপেক্ষা না করে অন্য আয়াত পড়ে নামায শেষ করা উচিত। আর তারাবীর নামাযে খতমে কোরআনে যদি হাফেজ সাহেব লোকমার অপেক্ষা না করে, তাহলে লোকমা না দিলে কোনো অসুবিধা হবে না তবে ভুলে যাওয়া আয়াত পরবর্তীতে সূরা ফাতেহার পর পড়ে নিতে হবে। আর লোকমা দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো : প্রথমে ইমাম সাহেবকে আয়াত দোহরানোর সুযোগ দেওয়া, এতদসত্ত্বেও ইমাম সাহেব শুধরে না নিতে পারলে সে ক্ষেত্রে মুক্তাদী লোকমা দিলে কোনো ক্ষতি হবে না। (১৪/১৭০/৫৫৮০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٢٣ : يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه، بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ

Scanned by CamScanner

قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره وفي رواية قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل، وأقره في البحر والنهر .

📖 فيه أيضا ١ / ٦٢٢ : (قوله وينوي الفتح لا القراءة) هو الصحيح. لأن قراءة المقتدي منهي عنها والفتح على إمامه، غير منهي عنه بحر .

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٦٠ : وإذا غلط في القراءة في التراويح، فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها، فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون قد قرأ القرآن على نحوه .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢٦٦ : وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى.

তারাবীহের নিয়্যাত একবার করলেই হবে

প্রশ্ন : আমি ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায আদায় করছি। শুরুতেই এই নিয়্যাতের পরে দু-দুই রাক'আত করে ২০ রাক'আত নামায আদায় করেছি। এমতাবস্থায় নামায আদায় হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে তারাবীর নামাযের শুরুতে একবারে ২০ রাক'আতের নিয়্যাত করার দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে প্রত্যেক দুই রাক'আতের শুরুতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়্যাত করা উত্তম। (১৪/৩১৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٦٥ : ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٢٧٨ : وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي ويعين قال بعضهم يحتاج؛ لأن كل شفع صلاة والأصح أنه لا يحتاج؛ لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة. اه فقد اختلف التصحيح فلذا قال في منية المصلي والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل وفي السنة ينوي السنة .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۳۵۴ : الجواب–تراویح کے لئے شروع میں بیس رکعت کی نیت کافی ہے ہر دو رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں مگر بہتر ہے۔

তারাবীহ ২০ (বিশ) রাক'আত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব রমাজানের শুরু থেকে আট রাক'আত ও ছয় রাক'আত করে তারাবীর নামায আদায় করেন এবং মুসল্লিদেরও এ কথা বলে দিয়েছেন যে আমি এভাবেই পুরো রমাজান মাসের তারাবীহ আদায় করব। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তারাবীর নামায কমপক্ষে কত রাক'আত আদায় করা যায়? এবং উক্ত ইমাম সাহেবের তারাবীর নামায সঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোরআনে পাকের নির্দেশে রমাজান এবং রমাজানের বাইরে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, আর রমাজান মাসে এশার নামাযের পর কয়েক রাক'আত অতিরিক্ত নামায পড়তেন, যাকে তারাবীর নামায বলা হয়। এ কথাগুলো নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এর পরিমাণ ২০ রাক'আত উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে প্রথম খলিফার যুগেও দুই রমাজানে তারাবীর নামায পড়া হয়। দ্বিতীয় খলীফার যুগে ১০ রমাজান তারাবীহ জামাআতের সাথে ২০ রাক'আত প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাও শত শত সাহাবীদের উপস্থিতিতে হয়। পরবর্তীতে তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফার যুগেও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিলেন, কোনো আমলের ব্যাপারে কোরআনে না পেলে হাদীস দেখো, আর হাদীসে না পেলে আমার খলীফাদের কথা ও কাজ দেখো। তাই পরবর্তীতে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের যুগে কোনো মতবিরোধ ছাড়াই ২০ রাক'আত তারাবীর নামায চলে আসে। এখনো সারা বিশ্বে স্বয়ং বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় কেন্দ্র মক্কা-মদীনা শরীফে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। বর্তমানে কিছুসংখ্যক মূর্খ ব্যক্তি হাদীসের অপব্যাখ্যা করে আট রাক'আতের কথা বলে মুসলমান সমাজকে গোনাহগার বানাচ্ছে। (১৪/৪৭৮/৫৬৭৫)

📖 مصنف ابن ابی شیبة (إدارة القرآن) ٢/ ١٦٤ (٧٦٩٢) : عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر»

📖 السنن الكبرى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٦٩٨ (٤٢٨٨) : عن السائب بن يزيد قال: " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله

Scanned by CamScanner

عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة " قال: " وكانوا يقرءون بالمئين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام ".

দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে নামায ও তেলাওয়াতের বিধান

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযে দুই রাক'আতের পর না বসে ভুলবশত অথবা ইচ্ছাকৃত উঠে গেলে নামায এবং তেলাওয়াতকৃত কোরআন শরীফের হুকুম কী?

উত্তর : তারাবীর নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে তৃতীয় রাক'আতে সিজদা না করার আগে বসে তাশাহহুদ ও সিজদা সাহু আদায় করলে তেলাওয়াত ও নামায শুদ্ধ হবে। যদি তৃতীয় রাক'আতে সিজদা করে নেয়, তবে চতুর্থ রাক'আত মিলিয়ে নেবে। এতে শেষের দুই রাক'আত তারাবীহ ধর্তব্য হবে এবং প্রথম দুই রাক'আত তেলাওয়াতসহ পুনরায় পড়তে হবে। (১৪/৪৭৮/৫৬৭৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٥ : ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريين. وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١١٨ : إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم.

চার রাক'আত পর পর পঠিত দু'আর হুকুম

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযে চার রাক'আত পর পর যে দু'আ পড়া হয় তার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : তারাবীর নামাযে চার রাক'আত পর পর তাসবীহ-তাহলীল ও দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। তাসবীহযুক্ত দু'আ পড়া ভালো। তবে জরুরি মনে করে কোনো দু'আ পড়া নিষেধ। (১৪/৪৭৮/৫৬৭৫)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١ / ٣٤٧ : ترویحہ میں اجازت ہے چاہے تسبیح پڑھے چاہے تلاوت کرے چاہے خاموش رہے یا نفل پڑھے (در مختار مع الشامی) لہذا امام

Scanned by CamScanner

اور قوم کا اجتماعی دعا کرنے کو ضروری سمجھنا اور دعانہ کرنے والوں پر اعتراض کرنا درست نہیں، ہاں انفرادا دعا کرے تو منع نہیں۔

তারাবীহতে সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ জোরে পড়া

প্রশ্ন : খতীব সাহেব তারাবীহের সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েন এবং বলেন উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না পড়লে মুক্তাদীদের তারাবীহতে খতমে কোরআন হবে না। বা খতমে কোরআনের সাওয়াব পাবে না। ইতিপূর্বে কোথাও এরূপ পড়তে দেখিনি। এমনকি মক্কা-মদীনা শরীফের মসজিদেও তারাবীহতে সূরার প্রথমে এরূপ উচ্চস্বরে পড়তে দেখিনি। উল্লিখিত বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মুফতী সাহেবদের মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ কি না, এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মতে তা প্রত্যেক সূরার অংশবিশেষ। ফলে তারা জেহরী নামাযে বিসমিল্লাহকেও উচ্চস্বরে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা প্রত্যেক সূরার অংশ নয় বলে তারা জেহরী নামাযেও নিম্নস্বরে পড়ার কথা বলে। তবে তারাবীহতে কোরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল কিরাতের ফরীজা আদায় করা নয় বরং আসল উদ্দেশ্য তেলাওয়াত করা। ফলে প্রতি রাক'আতে অনেক লম্বা তেলাওয়াত করা হয়। সুতরাং অনেক বিজ্ঞ আলেমদের মতে তারাবীর নামাযে কোরআন পাঠের সময় তেলাওয়াতের নিয়মনীতি গ্রহণ করাই উত্তম। তা হলো বড় আওয়াজে তেলাওয়াত করা অবস্থায় বড় আওয়াজে বিসমিল্লাহ পড়া। নিম্নস্বরে তেলাওয়াতের সময় নিম্নস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া। অতএব হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের কেউ তারাবীহতে উল্লিখিত মত গ্রহণ করে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করলে আপত্তি থাকার কথা নয়। (১৪/৯৯৮/৫৮১৩)

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۱۹ : جواب- مذہب حنفیہ میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا سنت ہے، اور جہر سے پڑھنا ترک اولی، اور تراویح میں جو قرآن کا ختم ہوتا ہے اس میں بھی مذہب حنفیہ کے موافق یہی حکم ہے، مگر حفص قاری جن کی قرأت اب ہم لوگوں میں شائع ہے، ان کے نزدیک بسم اللہ جزو ہر سورت کا ہے اور جہر سے پڑھنا ان کے نزدیک ضروری ہے پس اگر اقتداء سے ان کے کوئی ہر سورت پر جہر سے بسم اللہ پڑھے تو مضایقہ نہیں جیسا کہ بعض قراء کا دستور ہے تو اس حالت میں قرآن کا کامل ہونا حفص کے نزدیک

Scanned by CamScanner

جہر بسم اللہ پر موقوف ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایک دفعہ کہیں جہر سے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، بہر حال دونوں طرح درست ہے۔

স্বেচ্ছা প্রদত্ত টাকায় খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রদান

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযের জন্য রমাজানুল মুবারকে মুসল্লিদের থেকে তারাবীর নামাযের কথা বলে চাঁদা উঠিয়ে হাফেজকে দেওয়ার শরয়ী বিধান কী? ঢাকা শহরের একটি মসজিদে তারাবীর নামাযের জন্য টাকা উঠানোর এলান করা হয় না। তবে সাধারণভাবে টাকা উঠানো হয় এবং যারা টাকা দান করেন তারা অনেকেই হাফেজ সাহেবদের পেছনে তারাবীর নামায পড়েছেন–এ নিয়্যাতেই দিয়ে থাকেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তারাবীর নামাযে কোরআন খতম করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। চাই মুসল্লিদের থেকে তারাবীর নামাযের চাঁদা হিসেবে বা সাধারণভাবে উঠিয়ে নেওয়া হোক। (১৩/৭১০/৫৪১৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز.

📖 فيه أيضا ٦ / ٥٦ : وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع.

তারাবীহে নাবালেগের ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি ছোট ছেলে হাফেজ হয়েছে। যে এখনো বালেগ হয়নি। তার বাবা-মা চায় তার পেছনে তারাবীর নামায পড়বে। এ জন্য তারা বাড়ির সকল মহিলাকে ডেকে ওই ছেলের পেছনে এশা ও তারাবীর নামায আদায় করে। এক আলেম সাহেব তাদের এভাবে তারাবীর নামায পড়তে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা তাঁর কথা

Scanned by CamScanner

মানল না। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এভাবে নাবালেগ হাফেজের পেছনে মহিলাদের জন্য তারাবীর নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ হাফেজের পেছনে বালেগ পুরুষ-মহিলা কারো জন্যই ইক্তিদা করা বৈধ নয়। (১২/৫৪২/৪০২৬)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ١٦٧ : (أو صبي) أي فسد اقتداء رجل وامرأة بصبي في فرض قضاء وأداء بالاتفاق إلا عند الشافعي وأحمد. وفي رواية عنه يجوز وفي النفل روايتان عنا قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وهو المختار؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد، ولا يبنى القوي على الضعيف.

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ / ١١٥ : الجواب— حنفیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نابالغ کی اقتداء بالغین کو فرض ونفل کسی میں درست نہیں ہے، پس تراویح بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی، یہی مذہب صحیح حنفیہ کا ہے۔

পুরুষ বা মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ

প্রশ্ন : মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের জন্য তারাবীহ ও ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা বৈধ হবে কি না? এবং মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে তারাবীহ ও ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা বৈধ হবে কি না? এবং রমাজানে বাসায় হাফেজ রেখে মহিলাদের জন্য তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায় করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য জামাআতের সাথে নামায পড়ার হুকুম নেই বিধায় তারাবীহ বা ফরয যা-ই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তারা জামাআতে শরীক হবে না, বরং একাকী নামায পড়বে। (১২/৫৪২/৪০২৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ / ١٣٥ : (وجماعة النساء) أي كره جماعة النساء وحدهن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» ؛ ولأنه يلزمهن أحد المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه

Scanned by CamScanner

في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ولهذا لم يشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣١٣ : (و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح في غير صلاة جنازة.

📖 البناية (دار الفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٨١ : (كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه) كأخته (أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا) يكره .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ / ۲۶۲ : الجواب—عورتوں کی جماعت اس طرح کہ عورت ہی امام ہو مکروہ ہے خواہ تراویح کی جماعت ہو یا غیر تراویح کی سب میں عورت کا امام ہونا عورتوں کے لئے مکروہ ہے۔

বাসায় পরপুরুষের পেছনে মহিলাদের তারাবীহ

প্রশ্ন : যদি কোনো লোক তারাবীর নামাযে মহিলাদের ইমামতি করে এভাবে যে প্রথমে ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন তারপর পর্দা থাকবে, এরপর মহিলাগণ দাঁড়াবে। এভাবে নামায পড়া-পড়ানো কতটুকু বৈধ? দলিল-প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।
বি: দ্র:. জামাআত অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোনো বাসায় এবং ইমাম ছাড়া কোনো পুরুষও নেই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের জামাআত নেই। বরং তারা একাকী নির্জন স্থানে নামায পড়বে, বিশেষ করে বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের জামানায়। মহিলাদের জামাআত ফিতনামুক্ত নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তারাবীর নামায পড়া কিংবা পড়ানোর পদ্ধতি বর্জনীয়। (১২/৯২৩/৫০৯৯)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامي) ٣/ ٩٤ (١٦٨٨) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها».

📖 الفتاوى السراجية مع قاضى خان (أشرفيه) صـ ٨٠ : صلاة النساء فرادى أفضل -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١ / ٣٤٧ : الجواب- عورتوں کو چاہئے کہ پنجگانہ نماز اور نماز تراویح اور وتر منفردا (تنہا تنہا) پڑھیں، ان کے لئے جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے-

তারাবীহতে কোরআন খতম করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : রমাজানের ২৭ বা ২৯ তারিখে তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ এভাবে খতম করা যে ১৮ রাক'আত স্বাভাবিকভাবে পড়া হলো এবং ১৯তম রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর ২৫-৩০টি সূরা অর্থাৎ ৩০তম পারা শেষ করে সূরা বাকারার প্রথম রুকু পড়া হলো ও ২০তম রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতে রব্বানা অর্থাৎ দু'আর আয়াতসমূহ : وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لآ إله إلا هو الحى القيوم ربنا اتنا فى الدنيا الخ، ربنا ظلمنا الخ

শেষ পর্যন্ত তারতীব অনুযায়ী পড়া হলো। উল্লেখ্য, ইমাম সাহেব দু'আর আয়াতসমূহ উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে পড়ল এবং তার সাথে কিছু মুক্তাদীও উচ্চস্বরে কেঁদে ফেলল। যেমন নামাযের বাইরে দু'আ করার সময় ক্রন্দন করা হয়।

প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতিতে নামায শেষ করলে নামায নষ্ট হবে কি না? নষ্ট সকলের হবে, না শুধু উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী মুক্তাদীদের হবে? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব। উক্ত পদ্ধতিতে ক্রন্দন করা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে নামায শেষ করলে সহীহ হবে কি? তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম করার উত্তম পদ্ধতি কী? দলিলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : তারাবীর নামায সুন্নাত এবং তারাবীহতে এক খতম কোরআন পড়া ও শোনা সুন্নাত। খতমে কোরআনের উত্তম পদ্ধতি হলো ১৯তম রাক'আতে সূরা নাস পর্যন্ত এবং ২০তম রাক'আতে সূরা বাকারার مفلحون পর্যন্ত তেলাওয়াত করা।

Scanned by CamScanner

এ ছাড়া যদি কেউ ২০তম রাক'আতে প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতগুলো কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। উপরন্তু আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে গিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে কারো শুধু অনিচ্ছায় ক্রন্দন এসে যায়, চাই ইমামের হোক বা মুক্তাদীর হোক কারো নামাযের কোনো অসুবিধা হবে না। তবে যদি কেউ ইচ্ছায় বা দেখাদেখি ক্রন্দন করে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (১১/১৭৯/৩৪৪০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٤ : فالحاصل أنها إن كانت من ذكر الجنة أو النار فهو دال على زيادة الخشوع- ولو صرح بهما فقال اللَّهُمَّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لم تفسد صلاته.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٧٨ : وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين فهو على ما ذكرنا في السور كذا في المحيط.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۲۳ : الجواب- ... ... اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ کی یاد سے اگر آہ یا اف وغیرہ بھی منہ سے نکل جاوے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

তারাবীহের হাদিয়া বেতনের সাথে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মসজিদ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রমাজানের তারাবীহের জন্য যে হাদিয়া হাফেজ সাহেবদের দেওয়া হতো তা প্রতি মাস বেতনের সাথে দেওয়া হবে। এভাবে দেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : খতমে তারাবীহের বিনিময় দেওয়া-নেওয়া এবং এর জন্য মুসল্লিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা সবই নাজায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত খতমে তারাবীহের নামে টাকা আদায় করে ওই টাকা হাফেজ সাহেবকে একসাথে বা প্রতি মাসে অথবা হাদিয়ার নামে দেওয়া কোনোটি শরীয়তসম্মত নয়। (১১/৫৮২/৩৬৫০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٥ : (قوله ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وفي آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو

Scanned by CamScanner

بن العاص «وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا» ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷/ ۱۷۱ : الجواب– محض تراویح میں قرآن شریف سنانے پر اجرت لینااور دینا جائز نہیں۔ دینے والے اور لینے والے دونوں گنہگار ہوں گے اور ثواب سے محروم رہیں گے، اگر بلا اجرت سنانے والا نہ ملے تو الم ترکیف سے تراویح پڑھیں۔

মসজিদে একই সাথে তারাবীহের তিনটি জামাআতের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদটি চার তলাবিশিষ্ট। রমাজান মাসে ইশার নামাযের পর একই সাথে প্রথম তলায় ৩০ দিনের খতমে তারাবীহ শুরু হয়, দ্বিতীয় তলায় ১০ দিনের খতমে তারাবীহ শুরু হয় এবং তৃতীয় তলায় সূরা তারাবীহ শুরু হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে একসাথে তিনটি তারাবীহের জামাআত আরম্ভ হওয়া বৈধ কি না। দলিলসহ জানতে চাই।

১০ দিনের খতমে যারা অংশগ্রহণ করে তারা অধিকাংশই ব্যবসায়ী। খতম শেষ হওয়ার পর তাদের অনেককে দেখা যায় ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হয়ে তারাবীর নামায পড়া থেকে বিরত থাকে। এখন মসজিদের মুতাওয়াল্লীর জন্য ১০ দিনের খতমে তারাবীহ বন্ধ করে দেওয়া বৈধ হবে কি না? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : একই মসজিদে একসাথে একাধিক তারাবীহের জামাআত পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সমীচীন নয়। মুতাওয়াল্লী সাহেবের জন্য তিন জামাআতকে এক জামাআত করে একই সাথে তারাবীর নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই পূর্ণ ফজীলত ও সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হবে। আর তারাবীর নামাযে এক খতম কোরআন পড়া ও শোনা সুন্নাত। ১০ দিনে খতম করা হলেও তারাবীহ যেহেতু সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, তাই খতম শেষে করার পর কমপক্ষে সূরা তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা রাখা মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব। (১১/৯৮৬/৩৭৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١١٦ : ولو صلى التراويح مرتين في مسجد واحد يكره، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۵۲۲ : مسجد میں جماعت کا تعدد مکروہ ہے اور اسکا عموم جماعت تراویح کو بھی شامل ہے، لہذا یہ بھی مکروہ ہے خواہ ایک ہی وقت میں تراویح کی متعدد جماعتیں ہوں یا مختلف اوقات میں ہوں۔

Scanned by CamScanner

সূরা তারাবীহ পড়লে খতম ছাড়ার গোনাহ হবে কি না

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযে খতমে কোরআন সুন্নাতে মুআক্কাদা। এতএব যে সমস্ত জামাআতে বা মসজিদে সূরা তারাবীহ হয় তাদের সুন্নাত গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : তারাবীর নামাযে খতমে কোরআন সুন্নাতে মুআক্কাদা কি না–এ ব্যাপারে উলামাদের মতানৈক্য রয়েছে। মুআক্কাদা না হওয়াই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মত। তবে যারা মুআক্কাদা বলেছে তাদের মতেও মুআক্কাদায়ে কিফায়াহ। সুতরাং কিছু লোকের খতমে কোরআন না করার দ্বারা গোনাহ হবে না। (১০/১২৪/৩০২৬)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٤٦ : (قوله والختم مرة سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة .

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٧ / ٦٥ : قلت : معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح وهذا لا ينفي كونه سنة -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۳۱۵ : پورا قرآن تراویح میں پڑھنا مستحب ہے۔

তারাবীহে নাবালেগের ইমামত এবং ওয়াজিব সুন্নাত তরক করা

প্রশ্ন : ১২-১৪ বছর বয়সী নাবালেগ ছেলের পেছনে বালেগ পুরুষদের খতম তারাবীহ পড়া জায়েয হবে কি না? নাবালেগ ছেলেরা অনেক জায়গায় খতম তারাবীহ পড়িয়ে থাকে। শরীয়তে এর কোনো বৈধতা আছে কি?
খতমে তারাবীহের মধ্যে অনেক হাফেজ ওয়াজিব তরক করে থাকেন (যেমন : সিজদায়ে তেলাওয়া না দেওয়া), সুন্নাতে মুআক্কাদা তরক (যেমন : দরূদ, দু'আ মাসূরা না পড়া) হয়ে থাকে। এ ছাড়া টাকা নেওয়ার রেওয়াজও আছে। এমতাবস্থায় কি সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম হবে?

উত্তর : ইমামত শুদ্ধ হওয়ার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত। তাই নাবালেগের পেছনে বালেগের ইক্তিদা করা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ফরয নামাযে হোক, যা তারাবীর নামাযে হোক, তা জায়েয হবে না। টাকার বিনিময়ে খতমে তারাবীহ পড়ার অনুমতি নেই। এ ক্ষেত্রে বিনিময়দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে। তাই এমতাবস্থায় খতমে তারাবীহ না পড়ে সূরা তারাবীহ পড়ে নেবে। তারাবীহের নামাযে ওয়াজিব ছেড়ে

Scanned by CamScanner

দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে মুসল্লিদের কষ্ট হলে সংক্ষিপ্ত দরূদ পড়ে দু'আ মাসূরা ইত্যাদি তথা সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত আমলগুলো ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ আছে। (১০/৪৩৩/৩১৭৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٣٨ : وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبني القوي على الضعيف.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٥٩ : ذكر الإسبيجابي، وقيد بفساد الاقتداء؛ لأن صلاة الإمام تامة على كل حال وأطلق فساد الاقتداء بالصبي فشمل الفرض والنفل وهو المختار.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٧٦ : (ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) وخنثى (وصبي مطلقا) ولو في جنازة.

দান করে দেওয়ার নিয়্যাতে খতমে তারাবীহের বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : তারাবীহের টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া এই নিয়্যাতে যে যখন সামর্থ্য হবে দান করে দেব। এটি জায়েয কি না?

উত্তর : খতমে তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। সুতরাং আপনি যদি খতমে তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নিয়ে থাকেন তা আপনার জন্য বৈধ হয়নি। সম্ভব হলে যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তাদের ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় তাদের পক্ষ হতে সদকা করে দেবেন। (১০/৬৭৫/৩২৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان.

📖 فيه أيضا ٢/ ١٩١ : إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به.

তারাবীহের টাকা ঋণ দিয়ে উসূল করার পর হালাল হয় কি না

প্রশ্ন : তারাবীহের টাকা কর্জ দেওয়ার পর ওই টাকা উসূল হওয়ার পর হালাল হবে কি?

উত্তর : খতমে তারাবীহের টাকা যেহেতু অবৈধ, তাই ওই সমস্ত অবৈধ টাকা কারো কাছে কর্জ হিসেবে দিলে তা বৈধ হয়ে যায় না। সুতরাং উক্ত টাকা উসূল হওয়ার পর মালিককে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় তাদের পক্ষ হতে সদকা করে দেবে। (১০/৬৭৫/৩২৭৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩١ : إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤ / ٩٦ : ولو بلغ الخبيث نصابا لا يجب فيه الزكاة لأن الكل واجب التصدق.

খতমে কোরআন সুন্নাতে মুআক্কাদা নাকি মুস্তাহাব

প্রশ্ন : বসুন্ধরা রিসার্চ সেন্টারের ফাতওয়া দপ্তর নং ১০ পৃ. ৪৩৩ ও ফাতওয়া নং ৩১৭৮-এ দেখলাম, এমদাদুল মুফতীনের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরো কোরআন শরীফ তারাবীহের মধ্যে পড়া মুস্তাহাব। এখন প্রশ্ন হলো, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) কর্তৃক লিখিত (অনুবাদক) বাংলা বেহেস্তী জেওর ১০ পৃষ্ঠা ১৬৭, মাসআলা ৬-এ উল্লেখ রয়েছে যে রমাজান মাসে তারাবীহের মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাতে মুআক্কাদা—এখন কোনটি সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফিকাহ ও ফাতওয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী তারাবীতে পূর্ণ এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা তথা মুস্তাহাব। 'ইমদাদুল মুফতীনে'র লেখকও এ ব্যাপারে একমত, যার উল্লেখ উক্ত কিতাবের ৩১৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। (১০/৬৯৩/৩২৮৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦ : (قوله والختم مرة سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة .

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٧ / ٦٥ : قلت : معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح وهذا لا ينفى كونه سنة-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٦٦ : والجمهور على أن السنة الختم مرة -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ۳۱۴ : عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تراویح میں ختم قرآن کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور سستی قوم کے عذر سے چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔

হাফেজের জন্য দুধ ও যাতায়াত খরচের ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : হাফেজ সাহেবকে দুধ এবং আসা-যাওয়ার খরচ দেওয়া জায়েয আছে কি না? প্রকাশ থাকে যে যাতায়াত খরচ দেওয়া হয় ৪০০ টাকা আর হাফেজ সাহেব খরচ করেন ৩০০ টাকা এতে কোনো অসুবিধা আছে? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : মেহমান হিসেবে যাতায়াত ও উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা নাজায়েয নয়। হাফেজ সাহেবের জন্য যাতায়াত খরচের পর বেঁচে থাকা টাকা ফেরত দেওয়াই উত্তম। (১০/৮৫৩)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ / ۲۹۵ : الجواب—آمد و رفت کا کرایہ دیکر حافظ کو باہر سے بلانا اور اس کا قرآن شریف بلا معاوضہ سننا جائز اور موجب ثواب ہے، اور جبکہ وہ باہر سے آیا ہوا اور بلایا ہوا مہمان ہے تو اس کو عمدہ کھلانا جائز ہے اور ثواب ہے۔

তারাবীহ ও খতমের বিধান

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের জন্য তারাবীর নামায পড়া কী? নারী-পুরুষের জন্য জামাআতের সাথে এই নামায আদায় করার বিধান কী?

Scanned by CamScanner

জামাআতের সাথে পুরো মাসে কোরআন শরীফ পড়াশোনার বিধান কী? খতমে তারাবীহ ছুটলে কোনো গোনাহ হবে কি? কোনো একদিনের খতম তারাবীহের কিরাত ছুটলে তা আদায় করার ব্যবস্থা কী?

উত্তর : নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তারাবীর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা তবে পুরুষ জামাআতের সাথে পড়বে এবং মহিলা বাড়িতে একাকী পড়বে। জামাআতে পড়া তাদের জন্য মাকরূহ।
রমাজান মাসে তারাবীর নামাযের মধ্যে একবার কোরআন খতম করা নিজে পড়ে হোক বা ইমামের পেছনে শুনে হোক–সুন্নাত। একদিনের কিরাত ছুটে গেলে পরবর্তীতে তারাবীর নামাযের মধ্যে তা আদায় করে নেবে। (৯/৪১৮/২৬৬৯)

مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٢٠٢ : (التراويح) جمع ترويحة وهي في الأصل مصدر بمعنى إيصال الراحة ثم سميت الركعات التي آخرها الترويحة بها كما أطلقوا اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام لأنه متصل بالركوع (سنة مؤكدة) للرجال والنساء جميعا بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة.

الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٦ : (والختم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل.

فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١ / ٣٤٧ : سوال—عورتیں اپنی تراویح باجماعت ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟

جواب—عورتوں کو چاہئے کہ پنجگانہ نماز اور نماز تراویح اور وتر منفردا (تنہا تنہا) پڑھیں ان کے لئے جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ٤/ ٢٩٣-٢٩٤ : سوال—تراویح میں امام کا بعض آیت سہوا چھوڑ دینا اور دوسرے یا تیسرے دن ان آیات کو متفرق طور سے یکے بعد دیگرے پڑھ دینا جائز ہے یا نہیں اور پورے ختم کا ثواب بلا کراہت ہوگا یا مع الکراہت؟

الجواب—پورے ختم کا ثواب ہو جاویگا۔

Scanned by CamScanner

খতমের দিন সূরা ইখলাস তিনবার পড়া

প্রশ্ন : তারাবীর নামাযে খতমের দিন অনেক হাফেজ সূরা ইখলাস তিনবার পড়েন, অনেকে একবার পড়েন—কোনটি সহীহ?

উত্তর : তারাবীহ শেষে তিনবার সূরা ইখলাস পড়ার কথা নির্ভরযোগ্য কিতাবে নেই। পড়তে পারে, তবে না পড়াই উত্তম। (৯/৭৮৬/২৮৫৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٠٧ : ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الصلاة المفروضة فهو مكروه في حالة الاختيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس. هكذا في المحيط.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٢٩ : وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۵۰۹ : سوال- تراویح میں آجکل قل ھو اللہ احد کا تکرار تین دفعہ جو مروج ہے یہ جائز ہے یا کہ ناجائز؟

الجواب- ... ...غرضیکہ تکرار کا ثبوت قرون مشہود لھا بالخیر سے قطعا نہیں، اور کراہت وعدم کراہت میں تردد ہے، اس لئے اس کا ترک ہی بہتر ہے، خصوص کہ جبکہ اس کا التزام ہو رہا ہو تو کراہت یقینی اور ترک لازم ہے۔

Scanned by CamScanner

হাফেজকে খানা ও যাতায়াত বাবদ কয়েক হাজার টাকা প্রদান

প্রশ্ন : তারাবীহের হাফেজ সাহেবকে খানা, নাশতা ও যাতায়াত খরচ বাবদ মাসের শুরুতে কয়েক হাজার টাকা দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : দূর থেকে আমন্ত্রিত হাফেজ সাহেবের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ যাতায়াত খরচ ও খানাপিনার ব্যবস্থা করা জরুরতের পর্যায়ভুক্ত। তাই আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে খাওয়া-দাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করলে তা খতমে তারাবীহের বিনিময় হিসেবে গণ্য হবে না। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিলে বিনিময়ের আওতায় পড়বে। (৯/৮১৫)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ / ۲۹۵ : الجواب—آمد ورفت کا کرایہ دیکر حافظ کو باہر سے بلانااور اس کاقرآن شریف بلامعاوضہ سننا جائزاور موجب ثواب ہے،اور جبکہ وہ باہر سے آیاہواور بلایاہوا مہمان ہے تواس کو عمدہ کھلانا جائز ہےاور ثواب ہے۔

নাবালেগের পেছনে আদায়কৃত তারাবীহের বিধান

প্রশ্ন : নাবালেগ হাফেজ সাহেবের পেছনে তারাবীর নামাযের ইক্তিদা করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে অতীতে যে সমস্ত তারাবীর নামায ওই নাবালেগ হাফেজ সাহেবের পেছনে পড়া হয়েছে ওই নামাযগুলো কি কাযা করতে হবে?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী বালেগদের জন্য নাবালেগ ছেলের পেছনে ইক্তিদা করা কোনো নামাযেই সহীহ নয়। তারাবীহের বেলায়ও একই হুকুম। সুতরাং বালেগদের জন্য কোনো নাবালেগ ছেলের পেছনে তারাবীর নামায পড়া সহীহ হবে না। অজানাবস্থায় পড়া তারাবীর নামাযের কাযা দিতে হবে না। অবশ্য সঠিক মাসআলা শিক্ষা না করার কারণে সংঘটিত ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেবে। (৭/৬৮৮/১৮৩১)

📖 حلبی کبیر (سهیل اکیڈیمی) صـ ٤٠٨ : (وذكر في بعض) كتب (الفتاوى أنه لا يجوز) أن يؤم البالغين في التراويح أيضا (وهو المختار) وقال شمس الأئمة السرخسي هو الصحيح، وذلك لأن نفل البالغ أقوى؛ لأنه يصير لازما عليه بالشروع بخلاف الصبي، فليزم من اقتدائهم بناء القوى على الضعيف وهو غير جائز عندنا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۵۲۵ : نابالغ کی اقتداء میں تراویح صحیح نہیں.

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۲۲ : مختار قول کے مطابق نابالغ کی اقتداء میں نماز جائز نہیں، تراویح ہوں یا کوئی اور نماز، ہدایہ میں اس بحث کے دوران لکھتے ہیں والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها .

ভুলে এক বৈঠকে তিন রাক'আত তারাবীহের হুকুম

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব তারাবীর নামাযে দুই রাক'আত শেষে না বসে তার সাথে অন্য এক রাক'আত মিলিয়ে তৃতীয় রাক'আতে বসে সাহু সিজদা করে নামায শেষ করেন। জনৈক আলেম নামায না হওয়ার ফাতওয়া দিয়ে নামায পুনরায় পড়ার কথা বললে ইমাম সাহেব অসন্তুষ্ট মনে নামায আদায় করে। স্থানীয় আলেম থেকে মাসআলার সত্যতা যাচাই করলে ওই আলেম সাহেব নামায হয়ে গেছে বলে জানালেন। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব ও ওই আলেমের সাথে মারাত্মক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত দুই আলেমের মধ্যে কার ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীর নামাযের দুই রাক'আত শেষে না বসে তৃতীয় রাক'আত মিলিয়ে বসে পড়ে এবং সিজদা সাহু করে নামায শেষ করে দেয় তাহলে ফিকাহবিদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী শেষ বৈঠক না করার কারণে উক্ত তারাবীর নামায সহীহ-শুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।
বরং উক্ত রাক'আতগুলোতে তেলাওয়াতকৃত কোরআনসহ উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তৃতীয় রাক'আত শেষে না বসে চতুর্থ রাক'আত পড়ে বসে পড়বে এবং সিজদা সাহু করে নামায শেষ করে দেবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাক'আত তেলাওয়াতকৃত কোরআনসহ পুনরায় পড়ে নিতে হবে। (৬/৮৫৬/১৪৭৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢٨٩ : ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية قال بعضهم: لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم؛ لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز، فكذا النفل، ولا يجوز عند بعضهم؛ لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح، ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه

Scanned by CamScanner

قضاء شيء؛ لأنه شرع في صلاة مظنونة؛ ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة، وإن كان عمدا فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان؛ لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة، وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاء، وعلى قول من قال بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء؛ لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة، وأنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳ / ۳۴۹ : سوال- امام نے دو رکعت تراویح کی نیت باندھی، بھولے سے دوسری رکعت کے قعدہ میں نہیں بیٹھا بلکہ تیسری رکعت کے سجدہ میں یا سجدہ کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ تیسری رکعت ہے، اس نے تیسری رکعت پر قعدہ کرکے سجدۂ سہو کے بعد سلام پھیر دیا..... ... ...

جواب- اس صورت میں یہ تینوں رکعتیں تراویح میں محسوب نہ ہوں گی اور ان تینوں کی قراءۃ کا اعادہ کرنا ہوگا۔

দ্বিতীয় খতমকারী হাফেজের পেছনে নতুনদের ইক্তিদা

প্রশ্ন : আমরা জানি, রমাজানে একবার কোরআন খতম করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এখন প্রশ্ন হলো, একজন হাফেজ এক মসজিদে ১৫ দিনে খতম করে পুনরায় অন্য মসজিদে যেখানে পূর্বে খতম হয়নি, খতম পড়ালে উভয় মসজিদের মুসল্লিদের সন্নাতে মুআক্কাদা আদায় হবে কি না? অর্থাৎ দ্বিতীয় মসজিদের খতম যেহেতু উক্ত হাফেজের জন্য নফল, তাই তার পেছনে ওই মুসল্লিদের ইক্তিদা বৈধ হবে কি না, যাদের জিম্মায় খতমে তারাবীহের সুন্নাতে মুআক্কাদা রয়ে গেল?
দুই হাফেজ উভয়ে শুনে ও পড়ে তারাবীহতে কোরআন খতম করলে তাদের উভয়ের সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় হবে কি না?

উত্তর : একজন হাফেজ এক মসজিদে তারাবীহে কোরআনে কারীম খতম করার পর অন্য মসজিদে দ্বিতীয় খতম করতে পারে। দ্বিতীয় মসজিদের মুসল্লিদের জন্য এটি প্রথম খতম হলেও ইক্তিদা ও খতমে কোরআনের সাওয়াবে কোনো ব্যাঘাত হবে না।

Scanned by CamScanner

দুজন হাফেজ উভয়ে পালাক্রমে শুনে এবং পড়ে তারাবীহতে কোরআনে কারীমের খতম করলে খতমের সুন্নাত অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে। (৪/৩৫৩/৭৩৮)

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۱ / ۲۲۴ : خزانۃ الروایات میں ہے : قدروی بعض أهل العلم عن كنز الفتاوى : رجل أم قوما فى التراويح وختم فيها، ثم أم قوما آخرين له ثواب الفضيلة ولهم ثواب الختم۔

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦ : (والختم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل.

তারাবীহ না পড়া ও জামাআতের সাথে না পড়ার গোনাহ

প্রশ্ন : তারাবীর নামায না পড়লে এবং জামাআতের সাথে না পড়লে কিরূপ গোনাহ হবে?

উত্তর : তারাবীর নামায ছেড়ে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী এবং কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত জামাআত ছাড়া অনুচিত। (৪/৪৬৯/৮০২)

📖 كتاب المبسوط (دار المعرفة) ٢ / ١٤٥ : (قال) ولو صلى إنسان في بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر وإبراهيم والقاسم وسالم الصواف - رضي الله عنهم أجمعين - بل الأولى أداؤها بالجماعة لما بينا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٥٣ : الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما، وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها.

এক সালামে তারাবীহ কত রাক'আত পড়া উত্তম

প্রশ্ন : তারাবীর নামায দুই রাক'আত করে পড়া উত্তম, নাকি চার রাক'আত করে? যদি চার রাক'আত করে পড়া উত্তম হয় তাহলে দুই রাক'আতের পর দরূদ এবং দু'আ মাসূরা এবং তৃতীয় রাক'আতে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' পড়তে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তারাবীর নামায দুই রাক'আত করে পড়াই সুন্নাত। তবে চার রাক'আত করেও পড়া যায়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, আবার দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ শরীফও পড়তে পারবে এবং তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে আউজুবিল্লাহ ও ছানা পড়বে। (২/১৫০/৩৬৪)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٦٧ : وأراد بالعشرين أن تكون بعشر تسليمات كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فلو صلى الإمام أربعا بتسليمة... ... ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين وهو قول العامة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٥ : (وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات)-

খতমে তারাবীহের বিনিময় প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি

প্রশ্ন : আমরা এত দিন যাবৎ শুনে এসেছি যে তারাবীর নামায পড়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। এখন একটি ফাতওয়া পেলাম যাতে লেখা আছে তারাবীর নামায পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয। এখন আমরা কোনটির ওপর আমল করব? জায়েযের ফাতওয়াটাও সঙ্গে দিলাম।

খুলনা হতে প্রকাশিত জায়েযের ফাতওয়া :

রমাজান মাসে তারাবীর নামাযের জামাআতের ইমাম সাহেবকে পারিশ্রমিক প্রদান জায়েয। চাই ইমাম হাফেজ হোক বা কারী হোক। অল্প হোক বা খতম হোক। যেহেতু রমাজান মাসে তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাতে মুআক্কাদা, আর তারাবীহ মূলত খতমে কোরআনের জন্য এবং তারাবীর নামাযে জামাআত ও সুন্নাতে মুআক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি। যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ও ইমামতি, যা সুন্নাতে মুআক্কাদা এর পারিশ্রমিক নেওয়া কোনো বাধা নেই। তদ্রূপ তারাবীর নামাযের ইমামতির জন্য পারিশ্রমিক নেওয়াতে কোনো বাধা নেই। কারণ উভয়টাই জরুরিয়্যাতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম তেলাওয়াতে মুজাররাদাহ (শুধু তেলাওয়াত) নয়।

এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাআখখিরীনদের ফাতওয়া নিম্নরূপ :
মুসলমানদের দায়িত্বে যে ইবাদত অত্যাবশ্যক সে ধরনের কোনো ইবাদত আদায় করে তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। এটিই মুতাকাদ্দিমীনের নিকট ফাতওয়াগ্রাহ্য

Scanned by CamScanner

মত। কেননা 'মুতাকাদ্দিমীন' দেখেছিলেন মুআল্লিম ও উস্তাদ কোরআন শরীফ ও হাদীসকে নেকী মনে করে শিক্ষা দিতেন, আর ছাত্ররা তাদের ইহসানের বদলা ইহসান দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং উভয়ের মধ্যে কোনো শর্ত থাকত না। পরবর্তীতে অবস্থা এ পর্যন্ত গড়ায় যে উক্ত বস্তু উম্মতের মধ্য হতে বিদায় নিয়ে যায় যে, না উস্তাদ এরূপ পাওয়া যেত না ছাত্রের মধ্যে এরূপ অবস্থা বিদ্যমান। তাই কোনো কোনো মুতাআখখিরীন (পরবর্তী মুফতীগণ) এ অবস্থাদৃষ্টে এই উজরতের নিয়ম চালু করা ভালো মনে করলেন, আর এ মতামতের ওপর ফাতওয়া প্রদান করেছেন। হেদায়ার মতো কিতাবের লেখক শাইখুল ইসলাম বোরহানুদ্দীন মোরগেনানী উল্লেখ করেছেন :

ولا الاستئجار على الأذان والحج، وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه" ... ...

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به" وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي العاص: "وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا" ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة، ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح. وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية. ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن

وفى الحاشية : على الامتناع فان المتقدمين من اصحابنا بنوا جوابهم على ما شهدوا فى عصرهم من رغبة الناس فى التعليم بطريق الحسبة ومروة المتعلمين فى مجازات الاحسان بالاحسان من غير شرط واما فى زماننا فقد انعدم المعنيان جميعا- هداية صـ ٣٠٣

উমদাতুল মুতাআখখিরীনে আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন,

(و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. الدر المختار ٦ /٥٥

এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে ইমামতি, আযান ও তালীমুল কোরআনের বিনিময় নেওয়া ফাতওয়াগ্রাহ্য মত। যা গ্রহণে কোনো বাধা নেই। তারাবীহের জামাআতে ইমামতি অন্য নামাযের ইমামতি হতে পৃথক নয় নিম্নে দলিল সন্নিবেশিত হলো :

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে

الاذان سنة (وبين السطر مؤكدة) هداية ١ / ٨٧ - * الجماعة سنة مؤكدة لقوعليه السلام الجماعة من سنن الهدى، الهداية ١ / ١٢١ *الجماعة سنة مؤكدة اى تشبه الواجب فى القوة - الكفاية ١ / ٢٩٩ * لان المؤكدة فى حكم الواجب فى لحوق الاثم بالترك، رد المحتار ١ / ٨٤ * والسنة فيها (فيالتراويح) الجماعة هداية ١ / ١٥١ * واكثر المشائخ على ان السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم وفى الحاشية والختم مرة سنة مؤكدة – هداية ١ / ١٥١

উমদাতুল মুতাআখখিরীন আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বলেন, মূলত তারাবীহ খতমে কোরআনের জন্যই প্রবর্তিত বলে

وفي شرح المنية: ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قال أبو علي النسفي، وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة اهـ. الدر المختار ٢ / ٤٧

ভুল বোঝাবুঝির নিরসন

তেলাওয়াতে মোজাররাদাহ ও ঈসালে সাওয়াবের ওপর তারাবীকে কিয়াস করা কিয়াস মাআল ফারেক (অশুদ্ধ কিয়াস)। কারণ তারাবীর নামাযে খতম হয়, নামাযে যেখানে রুক-সিজদাসহ নামাযের এমন কোনো আরকান নেই, যা কম পড়া হয়। কিন্তু তার পরও কিভাবে তেলাওয়াতে মুজাররাদাহের ওপর একে কিয়াস করা শুদ্ধ হয়? আর এরপর কিয়াসকরত একে তেলাওয়াতে মুজাররদাহের বিনিময় নেওয়া নাজায়েযের মতো নাজায়েয বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জুমু'আর নামায ঈদের নামাযের ইমামকে জরুরিয়্যাতে দ্বীনের খাতিরে পারিশ্রমিক দেওয়া যদি জায়েয হয়। তাহলে তারাবীর নামাযের ইমামকে পারিশ্রমিক দেওয়া অবৈধ হবে কেন? তারাবীহের জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা, খতম সুন্নাতে মুআক্কাদা। তাই যদি পারিশ্রমিক না দেওয়া হয় তাহলে হেফজও হারিয়ে যাবে। আর তারাবীহের জন্য কোনো হাফেজ পাওয়া যাবে না। যদিও পাওয়া যায় তার সংখ্যা খুবই কম হবে এবং সর্বত্র উজরত দেওয়া হচ্ছে। তাই الضرورة تبيح المحضورات *এই মূলনীতির আলোকে জরুরিয়্যাতে দ্বীনের খাতিরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামের ন্যায় তারাবীর নামাযের ইমামকে পারিশ্রমিক দেওয়া জায়েয।*

গোলাম রহমান
২/৮/২৪ হিঃ

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম করে কোনো ধরনের হাদীয়া বা বিনিময় গ্রহণ করা চাই সেটা চুক্তির মাধ্যমে হোক, বা চুক্তি ছাড়া হোক–সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় সূরা তারাবীহ পড়ে নেওয়াই শ্রেয়। (৯/৭৪১/২৮৩৮)

📖 ردالمحتار (سعيد) ٦ / ٥٦ : أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة -

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص٣١٥ : قال العينى فى شرح الهداية "ويمنع القارى للدنيا... ... ... عبارات مذكوره سے معلوم ہوا كہ اجرت لے كر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا گناه ہے، اس لئے تراويح ميں چند مختصر سورتوں سے بيس ركعت پڑھ لينا بلاشبہ اس سے بہتر ہے كہ اجرت دے كر پورا قرآن پڑھوائيں، كيونكہ پورا قرآن تراويح ميں پڑھنا مستحب ہے، اور اجرت دے كر قرآن پڑھوانا اور پڑھنا گناه ہے۔

জামাআতের সাথে তারাবীর নামায পড়া ও তাতে কোরআন খতম করার শরয়ী অবস্থা ভিন্ন। আর পাঞ্জেগানা নামাযের সাথে এর তুলনা করা কিয়াস মাআল ফারেক। নিম্নে পর্যায়ক্রমে সবিস্তারে লেখা হলো,

তারাবীর নামাযের জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া, আর ফরয নামাযের জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা করীবুম মিনাল ওয়াজিব, যা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত।

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٨ : وقول الجمهور على مافى الكافى أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٥ : والجماعة فيه سنة على الكفاية فى الاصح .

তাই তারাবীহকে এর সাথে তুলনাকরত পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া শুদ্ধ হবে না। কারণ :

১. যে ইল্লতকে কেন্দ্র করে আযান ও ইমামতির পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি উলামায়ে মুতাআখখিরীন দিয়েছেন সেই ইল্লত তারাবীর নামাযে পাওয়া যায় না। আর সেই ইল্লতটি হচ্ছে ফারায়েয, ওয়াজিবাত ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলিকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা। তাই কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামাযের জামাআত তরক করলে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে তারাবীর নামায একদল লোক জামাআতের সাথে

Scanned by CamScanner

পড়ে নিলে বাকি সকলে একাকী পড়লেই গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। তাই কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামকে ঘরে ব্যক্তিগতভাবে তারাবীহ আদায় করতে দেখা গেছে।

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٦٩١ : لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير، ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۸۷ : فی الدر المختار ورد المحتار : والختم مرة سنة ولا يترك لكسل القوم ... ... فالظاهر اختيار الأخف على القوم ١/ ٤٣٩ ان روایت سے اس کا ضروریات دین سے نہ ہونا ظاہر ہے، پس جب ختم ضروریات سے نہ ہوا، تو اس کا توقف جس اجرت پر بعارض عادت ثبت و مسلم ہو اس کا جواز علت ضرورت سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی حالت میں اس ختم ہی کا اہتمام چھوڑ دیا جاوے گا۔

📖 كتاب المبسوط (دار المعرفة) ٢ / ١٤٥ : (قال) ولو صلى إنسان في بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر وإبراهيم والقاسم وسالم الصواف - رضي الله عنهم أجمعين - بل الأولى أداؤها بالجماعة لما بينا.

২. যেহেতু ফুকাহায়ে কেরাম পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতাকে শুধুমাত্র আযান, ইমামতি ও দ্বীনি শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, তাই কারো জন্য মুজতাহিদ সেজে খতম তারাবীহকে এর অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون

Scanned by CamScanner

بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا.

📖 فتاوی رحیمیه (دار الاشاعت) ۴/ ۴۲۲ : الجواب- اصل حکم تو یہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا دینا ناجائز ہے، مگر متأخرین نے بقاء دین کی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر تعلیم قرآن امامت اذان وغیرہ چند چیزوں پر اجرت لینے دینے کے جواز کا فتوی دیا ہے، جن چیزوں کو مستثنی کیا ہے جواز کا حکم انہی میں منحصر رہے گا، تراویح مستثنی کردہ چیزوں میں نہیں ہے اس لئے اصل مذہب کی بنیاد پر تراویح پر اجرت لینا دینا ناجائز ہی رہے گا۔

📖 وهکذا فی امداد المفتین ص۲۱۳

৩. পাঞ্জেগানা নামায ছুটে গেলে তার কাযা করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে তারাবীহ কাযা হয় না এবং সফর অবস্থায় তারাবীর নামায সাওয়ারীর পিঠে বসে পড়া জায়েয আছে। পক্ষান্তরে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি নেই। এ ধরনের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে উভয় নামাযের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ٤٤ : (ولا تقضى إذا فاتت أصلا) ولا وحده في الأصح (فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراوح).

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۷۰ : رمضان شریف میں کوچ کے دن کوچ شب کو ہوگا تراویح کیونکر پڑھیں؟ آیا نوافل کی طرح سواری پر پڑھ سکتے ہیں؟ سواری ہاتھی کی ہوگی۔

جواب—پڑھ سکتے ہیں، فی رد المحتار: بخلاف سنة التراويح لأنها دونها فی التأکد فتصح قاعدا.

৪. الأمور بمقاصدها এর দৃষ্টিকোণ থেকে খতম তারাবীহের ক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য হলো খতম শোনা ও শোনানো। অন্যথায় হাফেজ সাহেবের প্রতি খতম শোনাতে বা নির্ধারিত সময়ে খতম শেষ করতে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকত না। তাই তেলাওয়াতে মুজাররাদার সাথে এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ফরয নামাযের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হলো জামাআত কায়েম করা।

Scanned by CamScanner

📖 مسائل تراویح (رفعت قاسمی) ۲۶ : چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ "الامور بمقاصدھا" پس اگر کسی حافظ کو ختم قرآن شریف کے لئے تراویح کا امام بنایا جائے تو ظاہر ہے اس سے مقصد امامت نہیں ہے بلکہ قرآن شریف کا ختم ہے...

📖 وھکذا فی فتاوی دار العلوم دیوبند ۴/ ۳۴۶

৫. বেতনভুক্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিন ছাড়া আযান ও জামাআত সংরক্ষণের বিকল্প নেই। আর হিফজে কোরআন সংরক্ষণের অনেক পন্থা আছে। তাই এটি নিষিদ্ধ পারিশ্রমিককে জায়েয করার বৈধতার ভিত্তি হতে পারে না।

📖 معجم لغة الفقهاء صـ ٢٨٣ : الضرورة الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التى لا مدفع لها.

যেহেতু তারাবীর নামাযে কোরআন খতম করার শরয়ী বিধানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা বা সাহেবাঈন (রহ.) থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাই ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। সাহেব হিদায়ার ইবারত (وأكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم مرة الخ)-ও এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। তাই কোনো কোনো কিতাবে এটিকে সুন্নাতে মুআক্কাদা বলে উল্লেখ করেন ও অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মতে খতম সুন্নাত বটে তবে সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। কারণ মুআক্কাদা হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। আর হিদায়ার হাশিয়ায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর যে মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে يقرأ فى كل ركعة عشر آيات এটা শুধুমাত্র তাঁর পরামর্শ। এতে মুআক্কাদা হওয়ার কোনো দলিল নেই। অন্যথায় হযরত উমর (রা.) কর্তৃক সর্বনিম্নে দুই খতম পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করার দ্বারাও দুই খতম সুন্নাতে মুআক্কাদা হওয়া দরকার ছিল। অথচ কেউই এ মত অবলম্বন করেনি।

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٧ / ٦٣ : قلت : فهذا يدل على ان المسئلة المذكورة ليست منقولة عن صاحب المذهب، ويشير اليه قول صاحب الهداية أيضا الذى مر، وهو قول أكثر المشايخ الخ حيث لم يعزه إلى ظاهر الرواية أو إلى الإمام أو صاحبيه -

Scanned by CamScanner

📖 وفيه ٧ / ٦٥ : قلت : معناه أن الختم-ليس بسنة مؤكدة كالتراويح
وهذا لاينفي كونه سنة -

তাই পাঞ্জেগানা নামাযের সাথে এর তুলনা করা ঠিক হবে না । কারণ :

ক. তারাবীহে কোরআন খতম করার শরয়ী বিধান মতবিরোধপূর্ণ। পক্ষান্তরে ফরয নামাযের জামাআত সর্বসম্মতভাবে سنت مؤکدہ قریب من الواجب যা ওয়াজিবের পর্যায়ে এবং হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۵۰۰ : مراجعت کتب فقہیہ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ علماء احناف میں مختلف فیہ ہے ... دوسرا تردد یہ تھا اور ہے کہ قائلین بالتاکد کی دلیل کیا ہے؟ سو اس کو میں متعدد علماء سے استفسار کیا کرتا ہوں جس سے مقصود تاکد کی نفی نہیں، بلکہ اس پر طلب دلیل ہے ...

খ. নিজ মহল্লার মসজিদে খতম তারাবীহ না পড়া হলে অন্য মসজিদে গিয়ে খতম তারাবীহ পড়ার চেয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মহল্লার মসজিদে সূরা তারাবীহ পড়াকেই উত্তম বলেছেন। পক্ষান্তরে ফরয নামাযের জামাআত তরক করার অনুমতির প্রশ্নই আসে না।

📖 هكذا في التاتارخانية ١ / ٦٥٨ والبحر الرائق ٢ / ٦٨

গ. الضرورة تبيح المحظورات এখানে জরুরত দ্বারা সাধারণ প্রয়োজন উদ্দেশ্য নয়, বরং নিরুপায় হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে অবস্থার সম্মুখীন হলে মানুষ নিরুপায় হয়ে যায়, শুধুমাত্র ওই অবস্থায় কোনো হারাম বস্তু হালাল বা জায়েয হতে পারে। আর ফুকাহায়ে কেরাম খতম তারাবীহকে এরূপ শরয়ী জরুরত বলে আখ্যায়িত করেননি। কেননা এটা এমন এক সুন্নাত, যার বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে। যেমন : মুসল্লিদের জন্য কষ্টকর হলে বা তাদের সংখ্যা হ্রাস পেলে খতম তারাবীহের পরিবর্তে সূরা তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বেতনভুক্ত ইমাম ছাড়া ফরয নামাযের জামাআত সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় নিরুপায় হয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ٤٧ : (قوله الأفضل في زماننا إلخ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة حلية عن المحيط. وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان .

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ۲ / ٦٨ : فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ۳۱۴ : ... عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تراویح میں ختم قرآن کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے اور سستی قوم کے عذر سے چھوڑ دینا بھی جائز ہے، اس لئے ختم کی ضرورت کو ضرورت امامت یا ضرورت تعلیم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ঘ. পারিশ্রমিক দিয়ে তারাবীর নামাযে কোরআন খতম করা ও করানো উভয়টা গোনাহ, আর খতম পড়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। তাই এ ক্ষেত্রে গোনাহ থেকে বাঁচাই বেশি প্রয়োজন। এ ধরনের খতম পড়া থেকে সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম। আর এতে কিয়ামে রমাজানের ফজীলতও পাওয়া যাবে এবং তারাবীর নামাযের সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে।

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۷۸ : چنانچہ قاعدہ فقہیہ مقررہ ہے اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة كذا في الشامية ١/ ٦٧١ ، پس جب اس سنت کے ادا سے ایک بدعت کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے تو اس سنت ہی کو ترک کردینگے۔

📖 حاشیۂ امداد الفتاوی ۱ / ۴۸۳ : پس جب تقلیل جماعت کے محذور سے بچنے کے لئے اس سنت کے ترک کی اجازت دیدی تو استیجار علی الطاعات کا محذور اس سے بڑھ کر ہے اس سے بچنے کے لئے کیوں کہا جاویگا کہ الم ترکیف سے پڑھ لے۔

📖 وهكذا فی امداد المفتین ۳۵۵

Scanned by CamScanner

ঙ. তারাবীহে এক খতম করা যদি সুন্নাতে মুআক্কাদাই হয় তাহলে তা পরিহারকারী অবশ্যই গোনাহগার হতো। অথচ বাস্তবে এমনটি নয়। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে ফরয নামাযে সূরায়ে ফাতেহার পর তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে নিলেই নামায হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার গোনাহ হয় না। ফরযের বেলায় যখন এই হুকুম তাহলে তারাবীহসহ অন্য সকল নামাযে ওই পরিমাণ তেলাওয়াত করে নিলে গোনাহ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٨ : فإن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها اهـ.

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٧ : وفي المجتبى عن الإمام: لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ، فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره.

তাই বিশেষ করে এ ব্যাপারে আসলাফ ও আকাবিরীনে দেওবন্দের সর্বস্বীকৃত ফাতওয়ার বিপরীতে ফাতওয়া দেওয়ার অবকাশ নেই।

Scanned by CamScanner

متفرقات الصلاة

নামাযের আনুষঙ্গিক বিষয়

সাদা জায়নামাযে নামাযের সাওয়াব কম হয় না

প্রশ্ন : সাদা জায়নামাযে নামায পড়লে সাওয়াব কম হবে কি?

উত্তর : সাদা জায়নামাযে নামায পড়লে সাওয়াব কম হবে না। (৫/৩৯৭/১০০১)

মহিলাদের নামাযের স্থানে মসজিদের দু'আ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ

প্রশ্ন : মহিলারা নামায শেষে চাটাই থেকে নামার সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ পড়লে এবং নামাযের চাটাইয়ে উঠে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যাতে দুই রাক'আত পড়লে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : মহিলারা নামায আদায়ের জন্য ঘরে নির্দিষ্ট জায়গা বানিয়ে থাকলে তা তাদের জন্য মসজিদ বলে ধরা যাবে, তাই সেখানে প্রবেশকালে اللهم افتح لی এবং বের হতে اللهم انی اسألك পড়লে এবং প্রবেশের পর تحية المسجد পড়ার সাওয়াব পাবে বলে আশা করা যায়। (১৪/১১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١١ : والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي.

Scanned by CamScanner

লোকমা দেওয়ার শব্দ

প্রশ্ন : নামাযে লোকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবহানাল্লাহ বলবে নাকি আল্লাহু আকবর? আল্লাহু আকবর বলে লোকমা দেওয়া যাবে কি না? কেউ কেউ বলে থাকে, আল্লাহু আকবর বলে লোকমা দেওয়া যাবে না। এ কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : নামাযে লোকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবহানাল্লাহ বলে লোকমা দেওয়াই আসল নিয়ম, তবে আল্লাহু আকবর বলে লোকমা দিলে নামায নষ্ট হবে না। যারা বলে আল্লাহু আকবর বলে লোকমা দেওয়া যাবে না, তাদের কথা ঠিক নয়। (১৯/৬৫৬/৮৩৩৯)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٤١٠ (٩٣٩) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٩٩ : ولو عرض للامام شيء فسبح الماموم لا بأس به لان القصد به اصلاح الصلاة ولا يسبح للامام اذا قام الى الاخر بين لانه لا يجوز له الرجوع اذا كان الى القيام اقرب فلم يكن التسبيح مفيدا-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٧ : لو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لا بأس به لأن المقصود به إصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عند الحاجة إلى الإصلاح ولا يسبح للإمام إذا قام إلى الأخريين لأنه لا يجوز له الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤/ ٢١٤ : جواب - لوعرض للإمام شيء فسبح الماموم الخ البحرالرائق اس میں لفظ شئ عام ہے یہی لفظ شئ حدیث میں بھی ہے رابه شئ فى صلاة فليسبح، كذا فى البحر الرائق جس کا تقاضا یہ ہے کہ قیام وقعود کے لئے یکساں تنبیہ کی جائے دونوں کا فرق مجھے کسی کتاب میں دیکھنا یاد نہیں تاہم اللہ اکبر کہہ کر تنبیہ کی جائے تب بھی فساد نماز کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইতুল্লাহর ভেতরে নামায পড়েছেন

প্রশ্ন : আমি জানি যে কা'বা শরীফ সামনে নিয়ে যেকোনো দিক থেকে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফের ভেতরে কোনো ফরয বা নফল নামায পড়েছেন কি? যদি পড়ে থাকেন তাহলে কোন দিকে ফিরে পড়েছেন?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে যেমনিভাবে কা'বা শরীফ যেকোনো দিক থেকে সামনে রেখে নামায পড়া জায়েয, তেমনিভাবে কা'বা শরীফের ভেতরে যেকোনো দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া জায়েয। নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনানুযায়ী নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফের ভেতরে প্রবেশ করে নফল নামায পড়েছেন। এ কথাও কিতাবে পাওয়া যায় যে কা'বা শরীফের দরজা এখনকার মতো তখনো পূর্ব দিকে ছিল এবং ছাদ ছয় খুঁটির ওপর অবস্থিত ছিল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভেতরে প্রবেশ করে দরজা ও পেছনের সারির তিন খুঁটির দুটিকে এক পার্শ্বে ও অপরটিকে এক পার্শ্বে রেখে নামায আদায় করেছেন। এতে বোঝা যায়, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফের ভেতরে পশ্চিমমুখী হয়ে নামায পড়েছেন। (৭/৭৫/১৫৩৭)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ٢/ ٨٦٤ (٢٠٢٣) : عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة الحجبي، وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها، قال عبد الله بن عمر، فسألت بلالا، حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «جعل عمودا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى».

নামাযে দুনিয়াবী চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়

প্রশ্ন : নামায পড়ার সময় দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা মাথায় এসে ভর করে, যেখানে আল্লাহর প্রতি ১০০% নিবেদিতভাবে মনোযোগ দিতে হবে, সেখানে অন্য চিন্তা বারবার ঘোরাফেরা করে–এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামাযে একাগ্রতা খুশুখুজু সৃষ্টি করার উপায় হলো নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক না তাকানো বরং দৃষ্টি যথাস্থানে রাখা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির রেখে এমনভাবে নামায পড়া, যেন এটাই জীবনের শেষ নামায। আর মনে মনে এই খেয়াল করা যে আমি আল্লাহকে দেখছি এবং আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সাথে সাথে নামাযে সকল রুকন স্থিরভাবে আদায় করা এবং সকল রুকনের সুন্নাত ও আদবগুলো সঠিকভাবে আদায় করার চেষ্টা করা। অন্য কোনো খেয়াল আসার সাথে সাথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। এভাবে নামায আদায় করলে ইনশাআল্লাহ এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। (১৮/৮৮৬/৭৯০৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۲۰۹ : جواب- محض خیالات آنے یا دل سے دعا نکلنے سے نماز میں خلل نہیں آتا خداوند تعالی کی عظمت اور جلال کا تصور کر کے نماز پڑھے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر رکن کے آداب کی رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ تعالی نماز کا حظ حاصل ہوگا۔

নামাযে মন বসার উপায়

প্রশ্ন : নামাযে মন বসার উপায় কী?

উত্তর : উদাসীনতা পরিহার করে নামাযে মন বসানোর চেষ্ট করতে হবে। নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে কি না সেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে নামাযে মন বসানো যাবে। (৬/২৮/১০৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤١ : قلت: واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما قال في الحلية: والأشبه الأول، وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه: ظهور الذل، وغض الطرف، وخفض الصوت، وسكون الأطراف، وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب.

📖 ملفوظات حکیم الامت ۱/ ۱۹۴ : ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کے حضرت خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ خشوع کی حقیقت شرعیہ اس کی حقیقت لغویہ ہی کے ایک

Scanned by CamScanner

فرد ہے یعنی یہ ایک لغت ہے جس کے معنی ہے سکون...... سو وہ طریقہ یہ ہے کے ایک محمود شئی کی طرف متوجہ ہو جائے اس سے دوسرے حرکات غیر محمودہ بند ہو جائے یہ تجربہ ہے اس سے یکسوئی ہو جاتی ہے پھر یہ کے وہ شئی کیا ہے؟ سو اس کی طرف متعدد ہیں مثلا یہ سوچ لے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے یا اگر الفاظ کی طرف توجہ تو آسان ہے یہ کر لے یا معانی کی طرف توجہ کرے یا اگر ذات حق کی طرف توجہ لے سکے تو سب سے اولی ہے۔

বোবা ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতি

প্রশ্ন : বোবা ব্যক্তি শরীয়তের মোকাল্লাফ (আদিষ্ট) কি না? মুকাল্লাফ হলে কোন কোন জিনিসের মুকাল্লাফ? এবং সে নামায কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : বোবা ব্যক্তি শরীয়তের সমস্ত বিষয়ের মুকাল্লাফ এবং সে নামাযের কিরাত ও তাকবীর শুধু ঠোঁট নাড়িয়ে আদায় করবে। (১৮/৩১৩/৭৫৭৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٨١ : (ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح -

📖 البحرالرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٥٠٨ : وفي المحيط الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا وهو الصحيح -

📖 قواعد الفقه (مكتبۂ أشرفيه) ص ٥٠٣ : المكلف: هو المسلم العاقل البالغ وكذا المسلمة العاقلة البالغة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ /٢٩ : الجواب- گونگا تکبیر تحریمہ اور قراءت کے لئے زبان ہلائے، بعض نے اس کو فرض قرار دیا ہے مگر راجح یہ ہے کہ زبان ہلانا فرض نہیں ہے مستحب ہے۔

Scanned by CamScanner

ফজর ও আসরের পর ইমামের ঘুরে বসা সুন্নাত

প্রশ্ন : আসর ও ফজরের জামাআতের পর ইমাম সাহেব ঘুরে বসা জরুরি কি না?

উত্তর : যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নেই যেমন আসর ও ফজর–এসব নামায শেষে ইমাম সাহেবের জন্য ডানে-বামে মুক্তাদীদের সামনে নিয়ে বসা সুন্নাত, জরুরি বা ওয়াজিব নয়। (৭/৮৬০/১৯০২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ١٩١ (٧٠٧) : عن عبد الله، قال: «لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله» .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٦٠ : فإن كان بحذائه أحد يصلي لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة مكروه، لما روي أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلا يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة وقال للمصلي: أتستقبل الصورة، وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك، وإن شاء انحرف؛ لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال، ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف، قال بعضهم: ينحرف إلى يمين القبلة تبركا بالتيامن، وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين، وقال بعضهم: هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح؛ لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه يحصل بالأمرين جميعا.

হারামের সীমায় নামাযের ফজীলত

প্রশ্ন : মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের যে ফজীলত হাদীসে বর্ণিত আছে, মক্কায় এক লক্ষ গুণ ও মদীনায় ৫০ হাজার গুণ সাওয়াব, মসজিদে হারাম

Scanned by CamScanner

ব্যতীত হারামের সীমায় অবস্থিত অন্যান্য মসজিদ বা মুসল্লায় সালাত আদায় করলে কি এই ফজীলত লাভ হবে?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মক্কা ও মদীনার মসজিদে হারামের বর্ধিত অংশসহ পুরো মসজিদের সাথেই উভয় ফজীলত প্রযোজ্য। বরং বর্তমান মসজিদের বাইরে খোলা ময়দানে বা মসজিদের নিয়্যাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে, এসব স্থানের ফজীলতও মূল মসজিদের সমান বলে গণ্য হবে। তবে কারো কারো মতে মক্কায় হারামের সীমানার যেকোনো স্থানে নামায আদায় করলে উক্ত ফজীলত পাওয়া যাবে। শুধু মসজিদে হারামের সাথে ফজীলতটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। সর্বাবস্থায় উভয় মসজিদের সীমানায় নামায আদায় করে উক্ত ফজীলত অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। (১৭/২৬৬/৭০১৬)

📖 فتح البارى (دارالريان) ٣/ ٧٧ : المسجد الحرام أي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب والمسجد بالخفض على البدلية ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم قال الطبري ويتأيد بقوله مسجدي هذا لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة فينبغي أن يكون المستثنى كذلك -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٢/ ٣٩٥ : واختلفوا في محل هذه المضاعفة على أربعة أقوال، الأول: أنه الحرم، والثاني: أنه مسجد الجماعة وهو ظاهر من كلام أصحابنا، واختاره بعض الشافعية ; لأن أصحابنا قالوا: التفضيل مختص بالفرائض دون النوافل فإنها في البيوت أفضل، فجعلوا حكم البيت غير حكم المسجد. قال العسقلاني: ويمكن إبقاء حديث: أفضل صلاة المرء، على عمومه، فتكون النافلة في بيت مكة أو المدينة، تضاعف على الصلاة في البيت بغيرهما، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. والثالث: أنه مكة، واختاره بعضهم لخبر ابن ماجه: «صلاة بمكة بمائة ألف» . والرابع: أنه الكعبة وهو أبعدها. قيل: ورد عن ابن عباس أن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة ألف. وأجيب: بأن حسنة الحرم مطلقا بمائة ألف، لكن الصلاة في مسجد الجماعة

Scanned by CamScanner

تزيد على ذلك، ولذا قيل: بمائة ألف صلاة في مسجدي، ولم يقل حسنة. وصلاة في مسجده عليه السلام بألف صلاة، كل صلاة بعشر حسنات، فتكون الصلاة في مسجده عليه السلام بعشرة آلاف حسنة، ويحتمل أن يلحق بعض الحسنات ببعض، أو يختص ذلك بالصلاة لمعنى فيها الكعبة وحدها. الرواية إلا الكعبة. وفي رواية للنسائي: إلا المسجد والكعبة، وفي أخرى لمسلم إلا مسجد الكعبة.

যেকোনো সময় যে কেউ মেহরাবে নামায পড়া

প্রশ্ন : মসজিদের মেহরাবে ইমাম সাহেব ব্যতীত অন্য কোনো মুসল্লি যেকোনো সময় নামায পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : ফরয নামায শেষে মেহরাব খালি থাকাকালীন সময়ে ইমাম ব্যতীত যেকোনো মুসল্লি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে। শরীয়তের পক্ষ হতে এতে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৮৫৫/১৪৯১)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴/ ۱۴۰- ۱۴۲ : سوال- محراب میں اکیلے نمازی کی نماز درست ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے۔

📖 فیہ ایضا۴/ ۱۴۰- ۱۴۲ : سوال- محراب میں نماز مقتدی کی ہو جاوے گی یا نہیں؟

الجواب- ہو جاوے گی۔

নামাযে মাইক ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, মাইকে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। ঈদের নামাযেও কি ইমাম সাহেব মাইকে নামায পড়াতে পারবে না?

উত্তর : মাইকে নামায পড়ার অনুমতি আছে তবে সুন্নাত নয়, বা সাওয়াবের কাজও নয়। তাই বিনা প্রয়োজনে নামাযে মাইক ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে যথাযথ

Scanned by CamScanner

ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নামাযে মাইক ব্যবহার করতে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো আপত্তি নেই। (৯/১৩৮/২৪৯৫)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۳۳۹ : حقیقت میں یہاں دو مسئلے جدا جدا ہیں، ایک جواز استعمال کا اور دوسرا صحت صلوۃ کا، بندہ کے خیال میں ان دونوں سوالوں کا جواب مختلف ہے یعنی آلہ مکبر الصوت کا استعمال نماز میں مکروہ ہے مگر اس کے باجود اگر کسی نے اقتداء کرلی تو نماز درست ہو جائے گی، کراہت استعمال اس لئے کہ بلاضرورت مسنون و معتمد علیہ اور یقینی طریق تبلیغ ترک کرکے ناقابل اعتماد طریق استعمال کرنا درست نہیں، البتہ عوام غلبۂ جہل فقدان اہلیت یا اور کسی وجہ سے مکبرین کا کوئی معقول انتظام نہ ہو تو بضرورت مکبر الصوت کے استعمال میں مضائقہ نہیں حتی الامکان احتراز اولی واحوط ہے دوسرا مسئلہ صحت نماز کا ہے جس میں وجوہ ذیل کی بناپر بندہ بھی مؤلف رسالہ مکبر الصوت و دیگر اکابر دیوبند کی رائے سے موافق ہے اور صحت نماز کا قائل ہے۔

প্যান্ট, শার্ট ও টাই পরে নামায পড়া

প্রশ্ন : ইংরেজি শিক্ষিতরা প্রায় সময় প্যান্ট-শার্ট পরিধান করে নামায পড়ে। তাদের নামায হারাম না মাকরূহ? এবং টাই পরিধান করে নামায পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর : নামায ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ ধরনের ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামের পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করাই বাঞ্ছনীয়। প্যান্ট-শার্ট ও টাই পরে নামায আদায় হয়ে গেলেও এগুলো পরে নামায পড়া অনুচিত। প্যান্ট-শার্ট ও টাই বিধর্মীদের আবিষ্কৃত পোশাক। বিশেষত কারো কারো মতে টাই খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় প্রতীকস্বরূপ ব্যবহার হয়। তাই এসব পরিহার জরুরি। (১৫/৯৯৭/৬৩৭৫)

📖 ردالمحتار (سعيد) ٤١٠/١ : وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر.

📖 کفایت المفتی ۹/ ۱۵۹ : الجواب-کوٹ پتلون ابھی تک عام قومی لباس نہیں ہوا بلکہ عیسائیوں اور ان کے نقل اتارنے والوں کا لباس ہے اس لئے ابھی تک اس میں تشبہ کی کراہت باقی ہے اور باقی اس لباس میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ /۱۵۲ :الجواب- پتلون جس جگہ کفار کا مخصوص شعار رہے اس جگہ اس کو پہننا ناجائز ہے اور پہنکر نماز مکروہ ہوتی ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/۴۱۴ : ٹائی کا استعمال مسلمان کے قطعا شایان شان نہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے اور صلیب چونکہ نصاری کا مذہبی شعار ہے لہذا مسلمان کیلئے اس کا استعمال کفار سے مشابہت کے مترادف ہے جبکہ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کے لئے غیر مسلموں سے مشابہت کو ممنوع قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن آدمی اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کی ہوگی لہذا ٹائی استعمال جائز نہیں۔

চাদরের পর্দা দিয়ে মসজিদে মহিলাদের নামায

প্রশ্ন : মসজিদের ভেতর চাদর দিয়ে আলাদা করে মহিলারা নামায পড়তে পারবে কি?

উত্তর : মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায পড়ার কোনো নির্দেশ শরীয়তে নেই। বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ মোতাবেক মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায আদায় করার তুলনায় স্বীয় ঘরের নির্জন স্থানে নামায পড়া অধিক সাওয়াব ও উত্তম। তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে একদিকে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান শরয়ী পর্দার লঙ্ঘন, অন্যদিকে বিভিন্ন ফিতনার আশঙ্কায় ফিকাহবিদগণের মতে মহিলাদের জন্য বর্তমান যুগে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। বরং মহিলারা আপন আপন ঘরে একাকী নামায আদায় করলে মসজিদের তুলনায় সাওয়াব অনেক বেশি পাবে, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। (৯/১৭২/২৫৪০)

📖 سنن ابی داود (دارالحدیث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢٧٥ : وأما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম ও তাকে পাশ কেটে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযরত ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে লোকজন চলাফেরা করতে পারবে? এবং নামাযরত ব্যক্তির সামনে যে বসা আছে, সে যদি প্রয়োজনে পাশ কেটে চলে যায়, তা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : বড় মসজিদে তথা ১৬০০ বর্গহাত বা তার চেয়ে বড় এবং ময়দানে নামাযরত ব্যক্তির সামনে আনুমানিক দুই কাতার সামনে দিয়ে চলাফেরা করার অনুমতি আছে। আর এর চেয়ে ছোট মসজিদে নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে মসজিদের ভেতরে চলাফেরা করা মাকরূহে তাহরীমী। নামাযরত ব্যক্তির সামনে বসা ব্যক্তি প্রয়োজনে ডানে বা বামে পাশ কেটে যেতে পারবে। (৪/৮৬৪/৭৮৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢١٧ : واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٣٤ : ولا يفسدها ... ... (ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير، فإنه كبقعة واحدة (مطلقا).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٣٤ : (قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار.

Scanned by CamScanner

নামাযীর কত কাতার বা ফুট সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে

প্রশ্ন : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম সম্পর্কে কিতাবে যে বিধান বর্ণিত আছে, তা কাতার হিসেবে বা গজ-ফুট হিসাবে কতটুক?

উত্তর : বড় মসজিদে নামাযী ব্যক্তি খুশুখুজু তথা একাগ্রতার সাথে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখলে সামনে যতদূর স্বাভাবিকভাবে দেখতে পায় তার বাহির দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি শরীয়তে দেওয়া হয়েছে, যা ফিকাহবিদগণের অনুমান অনুসারে দাঁড়ানোর স্থান থেকে দুই কাতার বা আট ফুট হবে। (১১/২৯০/৩৫০৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٣٤ : (ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير، فإنه كبقعة واحدة (مطلقا) ولو امرأة أو كلبا (أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها).

(قوله بموضع سجوده) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر، وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم، وإلا فالفساد منتف مطلقا (قوله في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي،ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه.

وخالفه في البحر وصحح الأول، وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢١٧ : ولم يذكر في الكتاب قدر المرور، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره وهو الأصح .

Scanned by CamScanner

احسن الفتاوی(سعید) ۴۰۹/۳ : اگر اتنی چھوٹی مسجد یا کمرے یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہے کہ کل رقبہ ۱۶۰۰ہاتھ= ۳۳۴،۴۵۱مربع میٹر سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقا ناجائز ہے خواہ قریب سے گزرے یا دور سے، بہر حال گناہ ہے البتہ اگر کھلی فضاء میں یا ۴۵۱ یا۳۳۴ میٹر یا اس سے بڑی مسجد یا بڑے کمرے یا بڑے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ کی جگہ پر نظر جمانے سے آگے جہاں تک بالتبع نظر پہنچتی ہو وہاں تک گزرنا جائز نہیں، اس سے ہٹ کر گزرنا جائز ہے، بندہ نے اس کا اندازہ لگایا تو سجدہ کی جگہ سے ایک صف کے قریب ہوا، لہذا نمازی کے موضع قیام سے دو صف کی مقدار تقریبا آٹھ فٹ= ۲۴۴ میٹر چھوڑ کر گزرنا جائز ہے۔

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুতরার সাইজ

প্রশ্ন : সুতরার ব্যাপারে বলা হয় যে তা এক হাত লম্বা ও এক আঙুল চওড়া হবে, তা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : সুতরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কমপক্ষে এক হাত লম্বা ও এক আঙুল মোটা হতে হবে, তবে কোনো নির্দিষ্ট আঙুলের কথা বলা হয়নি। তাই হাতের যেকোনো আঙুল পরিমাণ মোটা হলেই হবে। (১১/২৯০/৩৫০৯)

الدر المختار مع الرد(سعيد) ١/ ٦٣٧ : (الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع) طولا (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع (على) حذاء (أحد حاجبيه) ما بين عينيه والأيمن أفضل (ولا يكفي الوضع ولا الخط) وقيل يكفي فيخط طولا، وقيل كالمحراب (ويدفعه) هو رخصة، فتركه أفضل بدائع.

رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٧ : (قوله وغلظ أصبع) كذا في الهداية، لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفا، وأنه لا اعتبار بالعرض. وظاهره أنه المذهب بحر، ويؤيده ما رواه الحاكم وقال

Scanned by CamScanner

على شرط مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة» .

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ١/ ١٠٤ : وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة طولها ذراع وغلظها غلظ الأصبع ويقرب من السترة .

নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচলের হুকুম

প্রশ্ন : নামাযীর সামনে চলাচল করা বৈধ কি না? যদি বৈধ হয় কতটুকু সামনে দিয়ে নামাযীর সামনে চলাচল বৈধ হবে?

উত্তর : ছোট মসজিদ বা কামরা, যা ৪০x৪০ তথা ১৬০০ বর্গহাতের কম, তাতে নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচল করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, এ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বড় মসজিদ বা জায়গা হলে নামাযীর দৃষ্টি সিজদার স্থানে ঠিক রেখে স্বাভাবিকভাবে নজর যতদূর যায় ততদূর ব্যতিরেকে তার সামনে দিয়ে চলাচল করা বৈধ, এর ভেতরে নয়। যা প্রায় ৮ ফুট বা ২ কাতার সমপরিমাণ।

উল্লেখ্য, নামাযী যদি মুক্তাদী হয় এবং তার সম্মুখে কাতার খালি থাকে তাহলে পেছন থেকে সামনে দিয়ে এসে তা পূরণ করা বৈধ। (১২/২৯৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١ / ١٣٦ (٥١٠) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٤ : قوله ومسجد صغير هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين اى اربعون ذراعا فى اربعين بذراع وهو المختار -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١/ ٧٥٩ : ويجوز المرور بين يدى المصلى لسد فرجة فى الصف سواء كان مع المصلين قبل الشروع فى

Scanned by CamScanner

الصلاة او دخل وقت الشروع فيها كما يجوز من يطوف بالبيت
بين يدى المصلى.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۳ / ۴۰۹ : الجواب—اگراتنی چھوٹی مسجد یا کمرے یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا کل رقبہ ۱۶۰۰ ہاتھ = ۴۵۱ء۳۳۴ مربع میٹر سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقا ناجائز ہے۔

জুতার বক্সের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে রক্ষিত জুতা রাখার কাঠের বক্স, যার দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতা ১ ফুট (এক হাত নয়), এরূপ বক্স সামনে নিয়ে নামায আদায় করলে কি সুতরার কাজ হবে?

উত্তর : সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তার উচ্চতা কমপক্ষে এক হাত হওয়ার কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত জুতার বক্সে জুতা রাখা এবং সে বক্স সামনে রেখে নামায পড়া জায়েয হলেও এক হাত উঁচু না হওয়ায় সতর্কতামূলক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকবে। (১২/৬১৭/৪০৫৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٣٧ : (سترة بقدر ذراع) طولا (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٧ : (قوله بقدر ذراع) بيان لأقلها ط. والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية، وهو شبران (قوله وغلظ أصبع) كذا في الهداية، لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفا، وأنه لا اعتبار بالعرض. وظاهره أنه المذهب بحر.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢١٧ : والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودا أو يضع شيئا أدناه طول ذراع كي لا يحتاج إلى الدرء؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة».

Scanned by CamScanner

📖 البناية (دار الفكر) ٢/ ٥١٣ : في «حديث أبي جحيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، ومقدار العنزة طول ذراع غلظ أصبع» لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - يجزئ من السترة السهم، وفي " الذخيرة " طول السهم قدر ذراع وعرضه قدر أصبع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢١٣ : اگر سلاخیں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ نہیں بلکہ کم اونچی ہیں تو ایسی حالت میں قریب ہو کر سامنے سے گزرنا گناہ ہے۔

বড় মসজিদে নামাযীর সামনে দিয়ে চলাফেরা

প্রশ্ন : মুসল্লিদের সামনে চলাফেরা করার জন্য মসজিদ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত বড় হতে হবে এবং কতটুকু সামনে হাঁটা যাবে? আর এর ভেতরে হাঁটলে কি গোনাহ হবে? মক্কা শরীফে দেখা যায়, তারাবীর নামায কারো পড়তে মনে না চাইলে নামাযরত মুসল্লিদের কাতারের মাঝ থেকে মানুষ এদিক-ওদিক চলে যায় এবং পুলিশরাও এ রকম হাঁটাহাঁটি করে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় ৪০x৪০=১৬০০ বর্গহাত বা তার চেয়ে বড় মসজিদকে 'মসজিদে কাবীর' বলে, যাতে নামাযী ব্যক্তির দুই কাতার বা আট ফুট সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। আর ১৬০০ বর্গহাতের চেয়ে ছোট মসজিদকে মাসজিদে সগীর বলে, যাতে নামাযীদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। এর ভেতরে চলাচল করা গোনাহে কবীরার শামিল। আর পবিত্র মক্কা শরীফেও উল্লিখিত বিধান অভিন্ন, শুধুমাত্র তাওয়াফকারীদের জন্য নামাযীদের সিজদার স্থানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। (১৭/১২৩/ ৬৯৪২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٤ : (قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد، بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۱۱ : اس مسئلہ میں مسجد حرام کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ دوسری بڑی مساجد کی طرح اس میں بھی نمازی کے مقام سے دو صفوں کی جگہ چھوڑ کر گذرنا جائز ہے اس حد کے اندر گذرنا جائز نہیں مگر طواف کرنے والے موضع سجود چھوڑ کر گذر سکتے ہیں۔

সুতরা দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : একা অথবা জামাআতে নামায পড়তে সুতরা দেওয়ার পদ্ধতি কী? যদি কেউ দুই পাশে দুটি খুঁটি গেড়ে দিয়ে খুঁটিদ্বয়ের ওপরে একটি লম্বা লাঠি বা বাঁশ টানিয়ে দেয় তাহলে সুতরা আদায় হবে কি না?

উত্তর : একা অথবা জামাআতে নামায পড়লে সুতরা দেওয়ার পদ্ধতি হলো, কমপক্ষে এক হাত লম্বা ও এক আঙুল পরিমাণ মোটা কোনো জিনিস নামাযীর সামনে অথবা জামাআতে নামায আদায় অবস্থায় ইমামের সামনে স্থাপন করবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পাশের খুঁটির ওপর লম্বা লাঠি বা বাঁশ টানিয়ে দেওয়ার দ্বারা সুতরার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১৫/৬৮৪/৬১৯০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١٦٠/١ : وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم» . وينبغي أن يكون طولها ذراعا وغلظها غلظ الأصبع لما رويناه ولأن ما دون ذلك لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل به الغرض -

সুতরা না থাকলে নামাযীর কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম বৈধ

প্রশ্ন : সুতরা না থাকলে মুসল্লির কতটুকু সামনে দিয়ে চলাচল করা জায়েয?

উত্তর : মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা মারাত্মক গোনাহ। তবে মসজিদ বড় হলে অর্থাৎ ৪০×৪০ হাত বা তার উর্ধ্বে হলে একাগ্রতার সহিত নামাযরত মুসল্লির দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখার ফলে যে পর্যন্ত তার দৃষ্টি পৌঁছে তার বাইরে দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি আছে, যা সাধারণত দাঁড়ানোর স্থান থেকে দুই কাতার ধরা যায়। পক্ষান্তরে

Scanned by CamScanner

মসজিদ ছোট হলে অর্থাৎ ৪০×৪০ হাতের কম হলে নামাযরত মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা মারাত্মক গোনাহ। (৯/২৯২/২৬১৭)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ / ١٦٠ : ثم اختلفوا في الموضع الذي يكره فيه المرور قيل يقدر بثلاثة أذرع وقيل بخمسة وقيل بأربعين وقيل بموضع سجوده وقيل بقدر صفين أو ثلاثة قال التمرتاشي والأصح إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فلا يكره نحوه أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى صدور قدميه وفي سجوده إلى أرنبة أنفه وفي قعوده إلى حجره وفي السلام إلى منكبيه وهو اختيار فخر الإسلام وقال لو صلى راميا ببصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهذا حسن واختار شيخ الإسلام والإمام السرخسي وقاضي خان ما اختاره صاحب الهداية قال شيخ شيخي ما اختاره فخر الإسلام والتمرتاشي أشبه إلى الصواب.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٤٠٩ : الجواب — اگر اتنی چھوٹی مسجد یا کمرے یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا کل رقبہ ۱۶۰۰ ہاتھ — ۴۵۱ء۳۳۴ مربع میٹر سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقا ناجائز ہے۔

নামাযীর সামনে থেকে সরে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা জানি, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে গোনাহগার হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি নামাযীর সামনে থেকে উঠে যায়, তাহলে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : নামাযী ব্যক্তির সোজা সামনে বসা ব্যক্তির জন্য স্বীয় স্থান ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে আছে, তবে প্রয়োজন ছাড়া স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। (৭/৪৭২/১৭৩৫)

Scanned by CamScanner

য়

📖 ردالمحتار (سعيد) ١/ ٦٣٦ : أراد المرور بين يدي المصلي، فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه، ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١/ ٨٠٩ : محاذاۃ مصلی سے ہٹ جانا مرور نہیں، لیکن ایسے فعل سے عوام کو مرور کی جرأت ہو جاتی ہے، اس لئے بہتر ہے کہ آگے سے نہ ہٹے بالخصوص جب کہ کوئی ضرورت ہٹنے کی نہ ہو۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣/ ٤٠٨ : سوال- اگر کوئی شخص کسی مصلی کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، تو اٹھکر جا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- جا سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الجنائز
জানাযা অধ্যায়

باب عيادة المريض
পরিচ্ছেদ : অসুস্থের সেবা

রোগী দেখার দু'আ একজনে পড়ে সবাই আমীন বলা

প্রশ্ন : আমরা জানি, হাদীস শরীফে আছে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার নিকট গিয়ে أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك সাতবার পড়লে সে অবশ্যই রোগমুক্ত হবে যদি মৃত্যুর অবস্থার সম্মুখীন না হয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত দু'আটি একজনে পড়া আর সকলে আমীন সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে বলা–এ পদ্ধতিটি সঠিক কি না? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : রোগীর নিকট গিয়ে প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটি সাতবার পড়লে রোগমুক্তির সুসংবাদ এসেছে। তবে দু'আটি পড়তে পারলে প্রত্যেকেই পড়ার চেষ্টা করবে, কেউ পড়তে অক্ষম হলে সে অন্য ব্যক্তির পড়ার ওপর আমীন বললেও চলবে। আর দু'আ নিম্নস্বরে করা উত্তম হলেও বর্ণিত দু'আটি কমপক্ষে রোগী শোনার মতো উচ্চস্বরে পড়া উত্তমের পরিপন্থী নয়। (১২/৯৩৫/৫১১৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٥٧ (٣١٠٦) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من عاد مريضا، لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض ".

📖 السنن الكبرى للنسائي (مؤسسة الرسالة) ٩/ ٣٨٤ (١٠٨١٥) : عن عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه ذلك» .

Scanned by CamScanner

باب غسل الميت وتكفينه
পরিচ্ছেদ : গোসল ও কাফন

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে সুন্নাত তরীকায় গোসল দেওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : যে খাটে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হবে। প্রথমে তাতে আগরবাতি অথবা অন্য কোনো সুগন্ধি দ্বারা তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার ধোঁয়া দেবে। অতঃপর মৃতকে উক্ত খাটের ওপর রেখে মোটা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে শরীরের অন্যান্য কাপড় খুলে ফেলবে। অতঃপর নিজ হাতে কোনো কাপড় পেঁচিয়ে ঢিলা ও পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিয়ে এবং আঙুলে কাপড় পেঁচিয়ে দাঁত ও নাক পরিষ্কার করে দেবে। এরপর নাক, কান ও মুখে তুলা ভরে দেবে, যাতে পানি ঢুকতে না পারে। তারপর মাথা (যদি মাথায় চুল থাকে) এবং দাড়ি 'খিতমী' বা সাবান দিয়ে ধৌত করবে। অতঃপর মৃতকে বাম কাত করে শুইয়ে বরই পাতা সিদ্ধ গরম পানি তিনবার ডান পার্শ্বের ওপর ঢালবে, যাতে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে যায়। তারপর ডান কাত করে শুইয়ে বাম পার্শ্বের ওপর তিনবার পানি ঢালবে, যেন সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে যায়। তারপর বসিয়ে হালকাভাবে পেটে চাপ দেবে, কোনো কিছু বের হলে ধুয়ে নেবে। তারপর আবার বাম কাত করে শোয়াবে এবং সমস্ত শরীরে তিনবার কর্পূর মিশ্রিত পানি ঢালবে। অতঃপর সারা শরীর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলবে। মাথা এবং দাড়িতে আতর লাগাবে। কপালে, নাকে, উভয় হাতে ও হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে কর্পূর লাগাবে। (১৭/৮৮৩/৭৩৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٨ : ويوضع على سرير مجمر وترا قبل وضع الميت عليه وكيفيته أن تدار المجمرة حوالي السرير إما مرة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليها، هكذا في التبيين والعيني شرح الكنز.

وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح أنه يوضع كما تيسر، كذا في الظهيرية.

Scanned by CamScanner

ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه، كذا في السراج الوهاج. وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة، كذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح، كذا في المحيط.

ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين، كذا في الخلاصة هو الصحيح، كذا في الهداية، ويستنجى عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في محيط السرخسي.

وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة؛ لأن مس العورة حرام كالنظر إليها، كذا في الجوهرة النيرة.

ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة، كذا في التتارخانية.

ثم يوضأ وضوءه للصلاة إلا إذا كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ، كذا في فتاوى قاضي خان، ويبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين، كذا في المحيط.

ويبدأ بالميامن اعتبارا بما لو اغتسل في حياته ولا يمضمض ولا يستنشق، كذا في فتاوى قاضي خان، ومن العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة ويدخل الأصبع في فمه ويمسح بها أسنانه وشفتيه ولهاته ولثته وينقيها ويدخل في منخريه أيضا، كذا في الظهيرية.

قال شمس الأئمة الحلواني: وعليه عمل الناس اليوم، كذا في المحيط، واختلفوا في مسح رأسه، والصحيح أنه يمسح رأسه ولا يؤخر غسل رجليه، كذا في التبيين.

والغسل بالماء الحار أفضل عندنا، كذا في المحيط، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح، كذا في الهداية.

ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة،

Scanned by CamScanner

كذا في التبيين فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح، كذا في شرح الطحاوي.

ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه؛ لأن السنة هي البداءة بالميامن ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل أكفانه.

📖 فيه ايضا ١ / ١٦١ : ويوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده ... ويوضع الكافور على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه.

ঋতুকালীন মৃত্যুবরণকারীকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম কী? সাধারণ ও হায়েয নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মহিলার গোসলের নিয়ম কি একই রকম নাকি পৃথক? পৃথক হলে কী?

উত্তর : মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম হলো : ইস্তিঞ্জা করানোর পর ওজু করাবে। অতঃপর বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি ও সাবান দিয়ে প্রথমে মাথা ও দাড়ি ধুবে। পরে মাইয়্যেতকে বাম পাশে শুইয়ে ডান পাশে ও ডান পাশে শুইয়ে বাম পাশে ভালোভাবে ধৌত করবে। অতঃপর কোনো কিছুর সাহায্যে বসানোর মতো করে মৃতের পেট ধীরে ধীরে মালিশ করার পর কোনো নাপাকি বের হলে ধৌত করে দেবে। পরে স্বাভাবিকভাবে তাকে গোসল করিয়ে দেবে।

মাইয়্যেত জুনুবী, হায়েযা বা নুফাসা হলে তুলা ভিজিয়ে দাঁত ও মাড়িতে এবং নাকের ছিদ্রের অগ্রভাগে ওজুর সময় ভিজিয়ে দেবে। এতে ফরয গোসল ও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১৩/১২৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ١٩٥-١٩٤ : (ويغسلها تحت خرقة) السترة (بعد لف) خرقة (مثلها على يديه) لحرمة اللمس كالنظر (ويجرد) من ثيابه (كما مات) «وغسله - عليه الصلاة والسلام -

في قميصه» من خواصه (ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل يفعلان بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي، ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه (ويصب عليه ماء مغلى بسدر) ورق النبق (أو حرض) بضم فسكون الأشنان (إن تيسر، وإلا فماء خالص) مغلى (ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي) نبت بالعراق (إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شعر حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل (ويضجع على يساره) ليبدأ بيمينه (فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا) بالبناء للمفعول (إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم) بعد إقعاده (يضجعه على شقه الأيسر ويغسله) -

📖 بہشتی زیور ۲ / ۵۲ : نہلانے کا طریقہ یہ ہے، کہ پہلے مردے کو استنجاء کرادو اور لیکن اس کی رانوں اور استنجے الخ.

মৃতের পেটে কখন চাপ দেবে, কিছু বের হলে ওজু ভাঙে না কেন?

প্রশ্ন : আমরা জানি, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় প্রথমে তিন-পাঁচ ঢিলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করাবে, তারপর পানি দিয়ে পাক করবে, তারপর ওজু করাবে, তারপর বাম পার্শ্বের ওপর শুইয়ে ডান পার্শ্ব হতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে পানি দেবে, যাতে বাম দিকের নিচ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। তারপর ডান পার্শ্বের ওপর শোয়াবে, এরূপ তিনবার পানি দেবে। অতঃপর মুর্দাকে গোসলদাতার শরীরের সাথে হেলান দিয়ে সামান্য বসাবে তারপর মুর্দার পেট ওপরের দিক হতে নিচের দিকে আস্তে আস্তে মলবে এবং চাপ দেবে যদি কিছু বের হয় তা মুছে ধৌত করবে, ওজু-গোসল পুনরায় করানোর প্রয়োজন নেই। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কিছু বের হলে ওজু ভাঙবে না কেন? পেট মলাটা ইস্তিঞ্জা ওজুর পূর্বে করতে পারবে কি না? যদি না পারে, কেন পারবে না ? কেউ যদি ওজু-গোসলের পূর্বে পেট মলে পরে আর না মলে, গোসলের কোনো অসুবিধা হবে কি না? সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃতকে জীবিতের ওপর কিয়াস করা সঠিক নয়, মলমূত্র বের হলে ওজু ভঙ্গ হওয়ার সম্পর্ক জীবিতের সাথে, মৃতের সাথে নয়। মৃত ব্যক্তির গরম পানির ব্যবহারে পেট নরম হয়ে যায়, এরপর পেট মলার দ্বারা উত্তমরূপে ময়লা নির্গত হয়। এতে পরে আবার নির্গত হয়ে কাফন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই কিতাবে পেট মলার যে পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে, সে মোতাবেক আমল করাই উত্তম। (১০/৩৭৭/৪০১৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣٠١ : ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى، والأصل في المسح ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تولى غسله علي، والعباس، والفضل بن العباس، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي أسند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شيء فقال علي - رضي الله عنه -: طبت حيا وميتا» وروي أنه لما مسح بطنه فاح ريح المسك في البيت، ثم إذا مسح بطنه فإن سال منه شيء يمسحه كي لا يتلوث الكفن، ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية، ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسح ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا، وقال الشافعي: يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة.

(ولنا) أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة، فلأن لا يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى.

প্লাস্টার করা লাশের গোসলের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিদেশ থেকে একটি লাশ আনা হয়েছে। ওই লাশটি ছিল প্লাস্টারকৃত। এখন যদি প্লাস্টার খুলে ফেলা হয়, তাহলে হয়তো মৃত ব্যক্তির গোশত বা হাড্ডি পৃথক হয়ে যেতে পারে অথবা দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে–এমতাবস্থায় এ মৃতকে কিভাবে গোসল দেবে? এবং মৃত ব্যক্তি থেকে প্লাস্টার খুলে গোসল দিতে হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিদেশ থেকে লাশ দেশে আনা শরীয়তসম্মত নয়। তবে প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের প্লাস্টার করা লাশকে প্লাস্টার খুলে গোসল দেওয়া জরুরি হবে না। (১১/৩৬২/৩৫০৩)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٦٠٩ (١٧١٧) : عن جابر قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا القتلى إلى مضاجعهم» -

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٤٢ : قال: وقد جزم في التاجية بالكراهة، وفي التجنيس وذكر أنه إذا مات في بلدة يكره نقله إلى أخرى؛ لأنه اشتغال بما لا يفيد، وفيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١/ ١٧٤ : ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه، كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/۲۲۰ : تحقیق بالا سے ثابت ہوا کہ نقل میت کا عدم جواز امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے ثابت ہے اور یہی ظاہر المذهب ہے فقہاء حنفیہ امام ابن ہمام شرنبلالیم طحطاویم حلبی، شامی وغیرھم اسی کے قائل ہیں اس کے بعد کسی حنفی کے لئے قول جواز اور اس پر مختلف واقعات سے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں۔

মায়ের লাশের গোসল ছেলে ও মহিলাদের গোসল কে দিতে পারবে

প্রশ্ন :

১. মাইয়্যেত যদি মা হয় তবে মায়ের গোসল তার ছেলে দিতে পারবে কি?

২. পুরুষ মাইয়্যেতকে কোন কোন ব্যক্তি এবং মহিলা মাইয়্যেতকে কোন কোন ব্যক্তি গোসল দিতে পারবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মহিলা মাইয়্যেতকে মহিলা এবং পুরুষ মাইয়্যেতকে পুরুষ গোসল দেবে। কোনো মহিলাকে পুরুষের গোসল দেওয়ার অনুমতি নেই, চাই পুরুষ তার ছেলে বা স্বামীই হোক, কারো জন্য মহিলাকে গোসল দেওয়ার অনুমতি নেই। যদি কোনো মহিলাই পাওয়া না যায় তাহলে ছেলে অথবা স্বামী (নিজের হাতে কাপড় বেঁধে) তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে পুরুষের বেলায় যদি কোনো পুরুষ

Scanned by CamScanner

পাওয়া না যায়, তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বীয় স্বামীকে গোসল দেওয়ার অনুমতি আছে। অন্য কোনো মহিলা গোসল দিতে পারবে না বরং তায়াম্মুম করাবে। (১৩/১২৩/১৪৭)

📖 حاشية الشلبي على التبيين (المطبعة الكبرى) ١/ ٢٣٥ : والسنة في غسل الميت أن يغسل الرجل رجل والمرأة امرأة، وليس للمرأة أن تغسل أحدا من الرجال إلا زوجها الذي مات على الزوجية ـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ١٩٨ : فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس. اهـ وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته (قوله لا من النظر إليهما على الأصح) عزاه في المنح إلى القنية، ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر ـ

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٣/ ١٠٠ : عورت کو مرد اور مردوں کو عورتیں غسل نہیں دے سکتیں۔

মৃত স্ত্রীকে স্বামীর দেখা ও গোসল দেওয়া

প্রশ্ন : স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর দেখা ও গোসল করানো বৈধ, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর দেখা ও গোসল করানো বৈধ কি না?

উত্তর : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীকে দেখা, গোসল ও কাফন পরাতে পারবে। আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কেবল স্ত্রীকে দেখতে পারবে, স্পর্শ ও গোসল করাতে পারবে না। (১৬/৯৭৪/৬৮৮৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٧١ : ولو ثبت أن عليا – رضي الله تعالى عنه – غسلها فقد أنكر عليه ابن مسعود – رضي الله عنه – حتى قال له علي: أما علمت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فادعاؤه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته ـ

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣٠٤ : أما المرأة فتغسل زوجها لما روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بإباحة غسل المرأة لزوجها، ثم علمت بعد ذلك. وروي أن أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته، وهكذا فعل أبو موسى الأشعري؛ ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة، بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل، فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها-

পর্দার ঘেরাওয়ে মাইয়্যেতের গোসল

প্রশ্ন : মৃতকে গোসল দেওয়ার সময় ঘেরাও দেওয়ার হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির দেহকে সাধ্যানুযায়ী আবৃত রাখা শরীয়তের নির্দেশ। তাই গোসলের সময়ও পুরুষ-মহিলা সকলের বেলায় কাপড়ের ঘেরাও দিয়ে গোসলের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। যাতে গোসলদাতা ও একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ দেখতে না পায়। (৬/৭২৬/১৩৮৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢٣٩ : يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعنيه.

গোসলের আগে মৃতের দাঁত খিলাল করানো

প্রশ্ন : বর্তমানে কোনো কোনো জায়গায় একটি প্রথা আছে যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পূর্বে তার দাঁত খিলাল করা হয়। তা কি শরীয়তসম্মত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃতের গোসলের পূর্বে দাঁত খিলাল করানোর কথা শরীয়তে নেই। সুতরাং এ প্রথা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। (৯/৫২৭/২৭১৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩٥ : (ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل يفعلان بخرقة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩٥ : (قوله: بخرقة) أي يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا.

গোসল ও দাফনে কতক্ষণ বিলম্ব করা যাবে

প্রশ্ন : মুর্দাকে সাথে সাথেই গোসল দিতে হবে নাকি দেরি করা যাবে? গেলে কতক্ষণ করা যাবে? আত্মীয়স্বজন আসার জন্য মৃতের দাফনে কতক্ষণ পর্যন্ত দেরি করা যাবে? এবং কোন ধরণের আত্মীয়স্বজনের জন্য দেরি করা যাবে?

উত্তর : মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা জরুরি। হাদীস শরীফে এসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্পাদনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের অপেক্ষায় গোসল ও কাফন-দাফনে বিলম্ব করার অনুমতি নেই। তবে নিকটতম আত্মীয়স্বজনের জন্য সামান্য সময় বিলম্ব করাতে আপত্তি নেই। (৭/২১৯/১৫৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٧ : ويستحب أن يعلم جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له، كذا في الجوهرة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٢ : وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت بحر.

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) صـ ١٣١ : ويستحب أن يعلم جيرانه وأصدقاؤه بموته حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له

Scanned by CamScanner

ويكره النداء في الشوارع والأسواق وقال في المحيط لا بأس به على الأصح لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار، ويستحب أيضا أن يسارع إلى قضاء ديونه وإبرائه منه لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عجلوا بموتاكم فإن يك خيرا قدمتموه إليه وإن يك شرا فبعدا لأهل النار».

মৃতের অবাঞ্ছিত লোম কর্তন করা অবৈধ

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করে দেওয়ার বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা জায়েয নেই। (১০/২৫১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣٠١ : والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته؛ ولأن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل الزينة -

গোসলদাতা ও খাট বহনকারী অপবিত্র হয় না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় মুর্দাকে গোসল করালে কিংবা মৃতের খাট বহন করলে সে কি অপবিত্র হয়ে যায়? হলে পবিত্র হওয়ার উপায় কী? গোসল নাকি ওজু?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে বা তার খাট বহন করলে গোসলদাতা বা খাট বহনকারীর ওপর গোসল ও ওজু কিছুই ওয়াজিব হয় না। তবে গোসলদাতার জন্য গোসল করে নেওয়া শুধু মুস্তাহাবমাত্র। অনুরূপ খাট বহনকারীর জন্যও ওজু করে নেওয়া মুস্তাহাব। (৭/২১৯/১৫৭৮)

📖 معالم السنن ١ / ١١٠ : واما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق ...

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٠٢ : يندب الغسل من غسل الميت ويكره أن يغسله جنب أو حائض إمداد والأولى كونه أقرب الناس إليه.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٨٧ (٣١٦١) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

মৃতকে গোসল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, তার কাফন-দাফন ও জানাযা পড়া মুসলমান হিসেবে অপর মুসলিম ভাইয়ের ঈমানী দায়িত্ব ও বড়ই সাওয়াবের কাজ। তাই অন্য কেউ গোসল দেওয়ার মতো না থাকলে এমন কাজের বিনিময় গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তি গোসল দেওয়ার মতো থাকলে তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ হলেও অপছন্দনীয়। (৬/৭২৬/১৩৮২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٩٩ : (والأفضل أن يغسل) الميت (مجانا، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا) لتعينه عليه، وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك.

কোনো কিছু বের হয়ে কাফনে লাগলে কাফন পরিবর্তন বা পরিষ্কার করতে হয় না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর অসুস্থ অবস্থায় হাতের মধ্যে সুচবিদ্ধ করে অনেক স্যালাইন প্রবেশ করানো হয়। তার মৃত্যুর পর গোসল শেষে কাফন পরিধান করিয়ে রাখার পর হাতের ওই সুচের ছিদ্রপথ দিয়ে রক্ত বের হয়ে কাফনের কাপড়ে লেগে কাপড়গুলো রক্তাক্ত হয়ে যায়, এ অবস্থায় আমরা কী করব, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। ইমাম সাহেব বললেন, কোনো সমস্যা নেই, কাপড় পরিবর্তন করা লাগবে না। কিন্তু আমার নাতি-পুতিরা বলল, কাফনের কাপড় পরিবর্তন করা লাগবে, কেননা তা নাপাক হয়ে গেছে

Scanned by CamScanner

তাই মুফতী সাহেবের কাছে সমাধান চাই যে উভয় মতের মধ্যে কার কথার ওপর আমল করা জরুরি? সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কাফন পরানোর পর মৃতের শরীর থেকে কোনো কিছু বের হয়ে কাফনের কাপড়ে লেগে গেলে তা ধৌত করা জরুরি নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের কথাই সঠিক। (১৯/৫২/৮০১১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٠٣ : وفي ط عن الخزانة إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء. اهـ وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده لا كما قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۳۲ : غسل اور تكفين كے بعد بدن سے نكلى ہوئى نجاست سے كفن ملوث ہو جائے تو اس كو دھونا ضرورى نہيں.

মৃতের সামনে তেলাওয়াতের বিধান

প্রশ্ন : মুর্দাকে সামনে নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি না?

উত্তর : মুর্দার আপাদমস্তক কাপড় দ্বারা আবৃত অবস্থায় তাকে সামনে রেখে কোরআন শরীফ পড়া জায়েয হলেও গোসল দেওয়ার পর পড়া উত্তম। (৭/২১৯/১৫৯০৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٩٤ : قلت: والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا إذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا قال في الخانية: وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٧ : ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل -

Scanned by CamScanner

নর-নারী বিপরীত লিঙ্গের কাকে দেখতে ও গোসল দিতে পারবে

প্রশ্ন : মহিলারা কোন কোন পুরুষের লাশ দেখতে পারবে? এবং পুরুষরা কোন কোন মহিলার লাশ দেখতে পারবে? যাদেরকে দেখতে পারবে তাদের গোসল দিতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে জীবদ্দশায় মহিলার জন্য যে সমস্ত পুরুষ এবং পুরুষদের জন্য সে সমস্ত মহিলাকে দেখা হারাম ও নাজায়েয, মৃত্যুর পরও মহিলাদের জন্য ওই সমস্ত পুরুষের এবং পুরুষদের জন্য ওই সমস্ত মহিলাকে দেখা হারাম ও নাজায়েয। আর জীবদ্দশায় যে সমস্ত নারী পুরুষদের পরস্পর দেখা জায়েয মৃত্যুর পরও তাদের দেখা জায়েয। আর শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী পুরুষ মাইয়্যেতকে পুরুষরা এবং মহিলা মাইয়্যেতকে মহিলারাই গোসল দেবে। প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। (৭/২১৯/১৫৯৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٧٤ : وأما الغاسل فمن شرطه أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل والمجبوب والخصي فأما الخنثى المشكل المراهق إذا مات ففيه اختلاف، والظاهر أنه ييمم وإذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها، وإن لم يكن لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها، وإن كانت أمة ييممها الأجنبي بغير ثوب، وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء، ولا يغسل الرجل زوجته والزوجة تغسل زوجها دخل بها أو لا بشرط بقاء الزوجية.

ইহরামের কাপড় কাফন ও জামার জন্য ব্যবহার করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি ইহরামের সময় পরিহিত দুই কাপড় আসার সময় নিয়ে আসে, পরবর্তীতে বরকত মনে করে এই কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে যায়। প্রশ্ন হলো, ইহরামের কাপড় পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা কাফন দেওয়া উত্তম নাকি নতুন কাপড় দ্বারা উত্তম? এবং ইহরামের কাপড় জামা ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করা জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইহরামের কাপড় কাফন হিসেবে ব্যবহার করার বিশেষ কোনো ফজীলত নেই। এতদসত্ত্বেও কেউ ওই কাপড় কাফনে ব্যবহার করতে চাইলে আপত্তির কিছু নেই। কাফনের কাপড় নতুন-পুরাতন হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবে পুরাতন হলে ধুয়ে নেবে। ইহরামের কাপড় জামা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে। (১০/৫০০/৩১৯৭)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ١٣٤ : والخلق والجديد في التكفين سواء والكتان والقطن سواء لأن ما جاز لبسه في حال الحياة جاز التكفين فيه ويجوز أن تكفن المرأة في الحرير والمعصفر اعتبارا بالحياة وأحب الأكفان وأفضلها البيض لقوله - عليه السلام - «أحب الثياب إلى الله البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم وسواء كان جديدا أو غسيلا» وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما فقيل له ألا نكفنك من الجديد فقال إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو يوضع للبلاء والمهل والصديد والتراب المهل بضم الميم القيح والصديد وفي رواية ادفنوني في ثوبي هذين فإنما هما للمهل والتراب.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۱۰۸ : احرام کے کپڑے کا عام استعمال جائز ہے۔

আয়াত লিখিত কাপড় দ্বারা লাশ ঢেকে রাখা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির লাশের ওপর কোরআনের আয়াতযুক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা জায়েয কি না?

উত্তর : কোরআনে কারীমের আয়াতযুক্ত কাপড় দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ ঢেকে রাখার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে কোরআনে কারীমের আয়াতের অবমাননার প্রবল আশঙ্কা হয় বিধায় উলামায়ে কেরাম উক্ত প্রথা পরিহার করে কোরআনে কারীমের আয়াতবিহীন কাপড় বা লেখাবিহীন চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (৭/২০৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٧٩ : (قوله: يحرر) أقول: في فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش. اه والله تعالى أعلم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۳۰ : سوال—آجکل جنازہ کے اوپر ایسی چادریں ڈالی جاتی ہیں جن پر قرآنی آیات اور کلمات لکھے ہوتے ہیں کیا ایسی چادریں ڈالنا درست ہے؟
الجواب—اس کا کوئی ثبوت نہیں اور بے ادبی کا خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں۔

আয়াতুল কুরসী লেখা কাপড় দ্বারা লাশ ঢাকা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির খাটের ওপর আয়াতুল কুরসী লেখা কাপড় দ্বারা ঢেকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির খাটের ওপর আয়াতুল কুরসী বা অন্য কোনো আয়াত দ্বারা লিখিত কাপড় দ্বারা ঢাকা শরীয়তবহির্ভূত কাজ। (১৪/৩৮৮/৫৬১৭)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ١٥٠ : تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۳۰ : سوال—آجکل جنازہ کے اوپر ایسی چادریں ڈالی جاتی ہیں جن پر قرآنی آیات اور کلمات لکھے ہوتے ہیں کیا ایسی چادریں ڈالنا درست ہے؟
الجواب—اس کا کوئی ثبوت نہیں اور بے ادبی کا خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں۔

ধনী-গরিবের কাফনের কাপড়ের মানগত পার্থক্য

প্রশ্ন : ধনী-গরিব ব্যক্তির কাফনের কাপড় কি একই রকম হওয়া উচিত নাকি পৃথক? পৃথক হলে কার জন্য কেমন কাপড় হওয়া উচিত?

উত্তর : মৃত্যুর পর ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই কাফনের বেলায় তেমন পার্থক্য করা হয় না। তবে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অধিকাংশ সময় যে মানের কাপড় পরিধান করত, ওই মানের কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া উত্তম। (১৩/১২৩/১৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٦١/١ : ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين -

📖 بہشتی زیور ۱۷۹/۲ : کپڑا کفن کا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا کہ مردہ اکثر زندگی میں استعمال کرتا تھا۔

কাফনের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম

প্রশ্ন : কাফনের কাপড় কী রঙের হওয়া উচিত?

উত্তর : কাফনের কাপড় যেকোনো রঙের হতে পারে, তবে সাদা দেওয়া উত্তম। (১৩/১২৩/১৪৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٠٥ : (ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض -

খাটের চার কোণে আগরবাতি জ্বালানোর বিধান

প্রশ্ন : মৃতের খাটের চার কোণে আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখার বিধান কী?

উত্তর : মৃতের খাটের চার কোণে আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা শরয়ী দৃষ্টিকোণে আপত্তিকর নয়। (৬/৮০৭/১৪২৮)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٢/ ١٨٥ : (قوله ووضع على سرير مجمر وترا) لئلا يعتريه نداوة الأرض ولينصب عنه الماء عند غسله، وفي التجمير تعظيمه وإزالة الرائحة الكريهة والوتر أحب إلى الله من غيره، وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا، ولا يزاد عليها كذا في التبيين، وفي النهاية والكافي وفتح القدير أو سبعا، ولا يزاد عليه -

Scanned by CamScanner

باب صلاة الجنازة
পরিচ্ছেদ : জানাযার নামায

জানাযার রুকন, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের রুকন কী কী? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কী কী?

উত্তর : জানাযার নামাযের রুকন বা ফরয দুটি : ১. চারটি তাকবীর বলা ২. দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। ওয়াজিব একটি : সালাম ফিরানো। আর সুন্নাত তিনটি : ১. ছানা পড়া ২. দরূদ পড়া ৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। মুস্তাহাব হলো, নামাযের জন্য তিন কাতার বা বিজোড়সংখ্যক কাতার করা। কেউ কেউ ইমামের জন্য লাশের সিনা বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত বলেছেন। (১০/৯৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٠٩ : (وركنها) شيئان (التكبيرات) الأربع، فالأولى ركن أيضا لا شرط، فلذا لم يجز بناء أخرى عليها (والقيام) فلم تجز قاعدا بلا عذر.
(وسنتها) ثلاثة (التحميد والثناء والدعاء فيها) ذكره الزاهدي، وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركن والتكبيرة الأولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه -

📖 فيه أيضا ٢/ ٢١٤ : ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة، ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد.

জানাযার নিয়্যাত

প্রশ্ন : জানাযা নামাযে মাইয়্যেত পুরুষ অথবা স্ত্রী, নাবালেগ কিংবা বালেগ যাই হোক, তাতে অন্তরে বা মুখে কী বলে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবেন এবং মুক্তাদী কী বলে বাঁধবেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নিয়্যাত অন্তরের দৃঢ় সংকল্পকেই বলা হয়, তাই মুখে আরবী বা বাংলায় তার শব্দ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। জানাযার নামাযে মাইয়্যেত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, বালেগ হোক বা না বালেগ হোক, ইমাম সাহেব অন্তরে শুধু এটাই কল্পনা করবে যে আমি এই মাইয়্যেতের জানাযার নামায পড়াচ্ছি। অনুরূপ মুক্তাদীও ইমামের পেছনে জানাযার নামাযের নিয়্যাত করবে। (১১/২৬/৩৪১৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٤ : ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي: اقتديت بالإمام يجوز، كذا في المضمرات.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٣٥٢ : نیت دل سے ہوتی ہے کہ نماز اللہ تعالی کیلئے ہے اور دعاء میت کیلئے۔

ইমামের সাথে এক তাকবীর দিতে না পারলে করণীয়

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জোহরের নামাযের পর জানাযার নামায এত দ্রুত শুরু করে, যারা নিচতলায় ছিল তারা চার তাকবীরে নামায আদায় করে, আর যারা দ্বিতীয় তলায় ছিল তারা তিন তাকবীরে নামায আদায় করে। প্রায় জনাযার নামাযে এমনটি হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও জানাযার নামায নিয়ে এই প্রহসনমূলক আচরণ করার জন্য দায়ী কে? এতে কি গোনাহ হয়েছে? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এর ফয়সালা কী?

উত্তর : জানাযার নামাযের ঘোষণা হওয়ার পর ইমামের নামায শুরু করে দেওয়া আপত্তিকর নয়। এমতাবস্থায় উপস্থিত যারা প্রথম তাকবীর ইমামের সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না, তারা ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার পূর্বে নিজেরা প্রথম তাকবীর বলে নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমামের সালামের পর অবশিষ্ট তাকবীর বলে সালাম ফেরাবে। (১৩/৩৯৮/৫২৭৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢١٧ : وإن كان مع الإمام فتغافل ولم يكبر معه، أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر، ولا ينتظر تكبير الإمام الثانية في قولهم لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة المشارك. اهـ (قوله: في حال التحريمة) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة، وحضر في حالة التكبيرة الثانية مثلا لا يكون مدركا لها بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا بتكبيرتين لا بواحدة

Scanned by CamScanner

عندهما، لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد لما سيأتي فيما لو كبر الأربع والرجل الحاضر فإنه يكون مدركا لها، ويؤيده التعليل المار عن قاضي خان والآتي عقبه عن الفتح تأمل (قوله: لأنه كالمدرك) قال في فتح القدير: يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج؛ إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام، ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جدا؛ إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر مدركا لحضوره. اهـ (قوله ثم يكبران إلخ) أي المسبوق والحاضر، وقوله: ما فاتهما فيه خفاء لأن المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة، فإذا أتى بها لم يفته شيء إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سيأتي تأمل.

জানাযায় মাসবুক হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি জানাযার নামাযে ইমামের শেষ তাকবীরের পূর্বে শরীক হলো, ইমামের সালামের পর সে বাকি নামায কিভাবে আদায় করবে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রথম থেকে শরীক হতে না পারলে এসে সাথে সাথে শরীক না হয়ে ইমামের তাকবীরের অপেক্ষা করবে এবং যা পড়ার সুযোগ হয় তা পড়বে অতঃপর ইমামের সালামের পর জানাযা মাটি থেকে পৃথক করার পূর্বেই সে বাকি তাকবীরগুলো বলে নিলে নামায হয়ে যাবে। (১০/৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٤ : وإذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله تعالى- وكذا إن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين أو ثلاثا، كذا في السراج الوهاج.

Scanned by CamScanner

জানাযায় উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পড়া

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার চাচা ইন্তেকাল করেন, আমার ছোট চাচা জানাযার ইমামতি করেন, তিনি মুহাম্মদী জামাআতের অনুসারী। তিনি তাঁর মতবাদ অনুযায়ী প্রথম তাকবীরের পরে আস্তে ছানা পড়ে জোরে জোরে সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে বাকি কাজগুলো হানাফী মাযহাব অনুসারে আদায় করেন। প্রশ্ন হলো উক্ত নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : জানাযার নামাযের প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়ে কিরাত ও তেলাওয়াতের নিয়্যাতে জোরে ফাতেহা ও সূরা পড়া যাবে না। তবে এভাবে আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়তে হবে না, ফরয আদায় হয়ে যাবে। (১৩/১৪৭)

📖 البحر الرا ئق (سعيد) ٢/ ١٨٣ : ولم يذكر القراءة؛ لأنها لم تثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣/ ١٦٤ : نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۂ فاتحہ کے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ قائل ہیں، امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ قائل نہیں بطور حمد وثنا پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں سورۂ اخلاص کے ساتھ دوسری سورہ پڑھنے کا ائمہ اربعہ میں سے کوئی قائل نہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ میں اونچی قراءت کا بھی ائمہ اربعہ میں سے کوئی قائل نہیں.

জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়বে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলে, জানাযার নামাযে নাকি সূরা ফাতেহা পড়তে হয়, তা সঠিক কি না?

উত্তর : জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে হয় কথাটা সঠিক নয়। (১৮/৮৭২)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٢ / ٢٥٨ (١١٤٠٤) : عن نافع، أن ابن عمر كان «لا يقرأ في الصلاة على الميت» .

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٢ / ٢٥٩ (١١٤٠٨) : عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال له رجل: أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ قال: «لا تقرأ».

📖 رد المحتار(سعيد) ٢ /٢١٣ - ٢١٤ : ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة، وبه قال مالك كما في شرح المنية (قوله بنية الدعاء) والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد (قوله وتكره بنية القراءة) في البحر عن التجنيس والمحيط: لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اهـ ومثله في الولوالجية والتتارخانية. وظاهره أن الكراهة تحريمية، وقول القنية: لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره، أو أراد بالجواز الصحة، على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره، فقول الشرنبلالي في رسالته: إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته.

তৃতীয় তাকবীরের পর দু'আর সাথে আরো দু'আ মিলিয়ে পড়া

প্রশ্ন : জানাযা নামাযের তৃতীয় তাকবীরের পরে জানাযার দু'আর সাথে আরো কিছু মাসনূন দু'আ পড়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : জানাযা নামাযের তৃতীয় তাকবীরের পরে জানাযা নামাযের প্রসিদ্ধ দু'আর সাথে মাসনূন দু'আ পড়া শরীয়তসম্মত, বরং সম্ভব হলে তা পাঠ করা উত্তম। তবে মাসনূন দু'আ ছাড়া অন্য দু'আ পাঠ না করাই উত্তম। (১৩/৪৭৩/৫২৯৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٨٣ : ولم يعين المصنف الدعاء؛ لأنه لا توقيت فيه سوى أنه بأمور الآخرة، وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وأبلغه ومن المأثور حديث عوف بن مالك أنه «صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه: اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب

Scanned by CamScanner

الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت» رواه مسلم-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢١٢ : (ويدعو بعد الثالثة) بأمور الآخرة والمأثور أولى، ومن المأثور: «اللّٰهُمَّ اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللّٰهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللّٰهُمَّ اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار»، وثم أدعية أخر فانظرها في الفتح-

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ٤٣/٧: الجواب- ہاں اللهم اغفرلحينا و ميتنا کے ساتھ اللهم اغفر له الخ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہتر ہے۔

জানাযায় সালাম ফেরানোর সময় হাত কখন ছাড়বে

প্রশ্ন : জানাযার নামায শেষে হাত ছাড়া প্রসঙ্গে মাসিক 'আর রশীদ' পঞ্চম বর্ষ ১১তম সংখ্যায় লেখা হয়েছে, জানাযার নামাযে হাত ছাড়ার ব্যাপারে কোনো কোনো কিতাবে সালামের পূর্বে হাত ছাড়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। নিম্নে মতামতগুলো প্রদত্ত হলো :

ক. জানাযার চতুর্থ তাকবীর বলার পর উভয় হাত ছেড়ে দেবে, তারপর সালাম ফেরাবে।

খ. উভয় দিকে সালাম ফেরানোর পর উভয় হাত ছেড়ে দেবে।

গ. ডান দিকে সালাম ফেরানোর পর ডান হাত এবং বাম দিকে সালাম ফেরানোর পর বাম হাত ছাড়বে। সুতরাং যেকোনো একটি অবলম্বন করা যায়।

সূত্র : ফাতাওয়ায়ে শামী, খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৩১৪,

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে জনাব আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী নিত্যদিনের ৩১৩ ফাতওয়া কিতাবের ৪৬ নং পৃ: তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, জানাযার নামাযে চতুর্থ তাকবীর বলার পর উভয় হাত ছেড়ে দেবে। তারপর সালাম ফেরাবে, এটাই সঠিক নিয়ম।

সূত্র : রদ্দুল মুহতার ১/৪৫৫, আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৩৭, ইমদাদুল ফাতওয়া ১/৭৩৫, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১/২৬০-২৬১, আযীযুল ফাতাওয়া ১/৩৬৪, সিআয়াহ ২/১৫৯

এখন সমস্যা হচ্ছে, জানাযা নামায শেষে হাত ছাড়ার সঠিক মত কোনটি? দলিলের দিক দিয়ে মজবুত সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য মত কোনটি? নিজে যেকোনো একটির ওপর আমল করে অন্যকে এ বলে নিজের আমলের ওপর বাধ্য করা যে এটার দলিল মজবুত ও সঠিক নিয়ম, যেমনটি ফরদাবাদী সাহেব করেছেন। এটা করা কেমন?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত তিন পদ্ধতির যেকোনো একটির ওপর আমল করা জায়েয থাকলেও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে দলিলের ভিত্তিতে চতুর্থ তাকবীর বলার পর সালামের পূর্বে উভয় হাত ছেড়ে দেওয়ার মতটাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তাই সে অনুযায়ী আমল করা উচিত। তবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অবকাশ নেই। (৮/৫৪৬/২২৬৬)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢٢٥ : ولا يعقد بعد التكبير الرابع لأنه لا يبقى ذكر مسنون حتى يعقد، فالصحيح أنه يحل اليدين ثم يسلم تسليمتين.

📖 السعاية (أشرفيه) ٢ / ١٥٩ : ومن ههنا يخرج الجواب عما سئلت فى سنة ست وثمانين ايضا من أنه هل يضع مصلى الجنازة بعد التكبير الأخير من تكبيراته ثم يسلم أم يرسل ثم يسلم وهو أنه ليس بعد التكبير الأخير ذكر مسنون. فيسن فيه الإرسال.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ٧٣٥ : سوال—زید کہتا ہے کہ نماز جنازہ میں بعد چوتھی تکبیر کے تحریمہ چھوڑ کر سلام پھیرنا چاہئے..... زید کا قول صحیح ہے یا بکر کا؟

الجواب- جزیہ تو اس وقت ملا نہیں، مگر فقہاء نے جو قاعدہ لکھا ہے اس کے اعتبار سے زید کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے وهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون كذا فى الدر المختار.

Scanned by CamScanner

জানাযার তাকবীর পাঁচটি দিলে বা দ্বিতীয় তাকবীর বলে সালাম ফেরালে করণীয়

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি জানাযার নামাযে ভুলে দ্বিতীয় তাকবীরে সালাম ফিরিয়ে নেয় অথবা পঞ্চম তাকবীর বলে ফেলে তাহলে তার নামায সহীহ করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : ইমাম সাহেব জানাযার নামাযের দ্বিতীয় তাকবীর বলে যদি সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে। তবে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে যদি স্মরণ হয় এবং নামাযের পরিপন্থী কোনো কাজ (যেমন কথা বলা কিবলার দিক থেকে সিনা ফিরে যাওয়া) না হয়, তবে অবশিষ্ট তাকবীর বলে নেবে। আর যদি ইমাম সাহেব পঞ্চম তাকবীর বলে ফেলে তাহলে মুক্তাদী তাকবীর বলবে না বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, যখন ইমাম সাহেব সালাম ফেরাবে মুক্তাদীরাও তার সাথে সালাম ফেরাবে। (১০/৯৯)

📖 البحر الرا ئق (سعيد) ٢/ ١٨٤ : إذا سلم على ظن أنه أتم التكبير ثم علم أنه لم يتم فإنه يبني؛ لأنه سلم في محله، وهو القيام -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٤ : ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع) لأنه منسوخ (فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم) به يفتى -

তিন বা পাঁচ তাকবীরে জানাযা পড়ার কথা দাফনের পর স্মরণ হলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ইমাম সাহেব জানাযার নামাযে ভুলবশত তিন তাকবীর কিংবা পাঁচ তাকবীর বলে নামায শেষ করে দেয় এবং তা দাফন শেষে জানতে পারে, এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর : জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলা ফরয। অতএব একটি তাকবীর ছুটে গেলেও নামায শুদ্ধ হবে না। এমতাবস্থায় দাফনের পূর্বে পুনরায় নামায না পড়ে থাকলে প্রবল ধারণা মতে লাশ বিকৃত হওয়ার আগে কবর সামনে নিয়ে নামায পড়ে নিলে আদায় হয়ে যাবে। আর পাঁচ তাকবীর বলা অবস্থায় নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (৭/৫১৩/১৭৩০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣١٤/١ : ولأن كل تكبيرة من هذه الصلاة قائمة مقام ركعة، بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها تفسد صلاته.

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/١٨٣ : (وإن دفن) بعد غسله (بلا صلاة صلي على قبره) لأنه «- عليه الصلاة والسلام - صلى على قبر امرأة من الأنصار» (ما لم يظن تفسخه) أي تفرق أجزائه والمعتبر في ذلك أكبر الرأي على الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان -

📖 الفتاو ى الهندية (زكريا) ١/١٦٤ : وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته، هكذا في الكافي -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/٣٦٧ : تین تکبیر پر نماز ختم کرنے سے فاسد ہو جائیگی اور پانچ پر ختم کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔

জানাযা সামনে রেখে মৃতের ভালো হওয়ার সাক্ষ্য নেওয়া

প্রশ্ন : জানাযা সামনে রেখে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, লোকটি কেমন ছিল? সবাই বলে ভালো ছিল। একজন আলেম বলেন, হাদীস শরীফে আছে যে যদি কমপক্ষে ৪০ জন লোক বলে সে ভালো ছিল, তাহলে সে জান্নাতবাসী হয়ে যাবে। উক্ত কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, জানাযার মধ্যে ৪০ জন মুমিন বান্দা উপস্থিত হলে মৃতের জন্য তাদের শাফায়াত আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ৪০ জনের সাক্ষী সংগ্রহ করা এবং সাক্ষ্য দেওয়ার প্রথা হাদীসসম্মত না হওয়ায় বর্জনীয়। (১৯/১৮৫/৮০৯৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ١٨ (٩٤٨) : عن عبد الله بن عباس، أنه مات ابن له بقديد - أو بعسفان - فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه» -

Scanned by CamScanner

📖 شرح النووي على مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١٩ : والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا وإن لم تكن أفعاله تقتضيه، فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء -

লাশ সামনে রেখে মৃতকে তিনবার ভালো ছিলেন বলানোর প্রথা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব বলেছেন যে যদি মৃত ব্যক্তির জানাযার সময় উপস্থিত লোকদের সামনে মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে লোকটি কেমন ছিল? আর প্রতি উত্তরে সবাই বলে যে লোকটি ভালো ছিল তাহলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও ভালো হয়ে যায়। উক্ত কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : কোনো লোকের আমল-আখলাক, চাল-চলন দেখে তার সাথে উঠাবসা করে যদি আল্লাহর নেক ও পছন্দের বান্দারা তাকে ভালো লোক বলে মন্তব্য করে তবে সে আল্লাহর নিকটও ভালো লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, এ কথাটি সত্য। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে জনসমক্ষে কেমন ছিলেন মর্মে জিজ্ঞাসা করে ভালো বলানোর দ্বারা আল্লাহর নিকট সে মৃত ব্যক্তি ভালো হয়ে যাওয়ার আকীদা-বিশ্বাস সঠিক নয়। কেননা জানাযায় সব লোক দ্বীনদার থাকে না এবং দ্বীনদারগণও বাধ্য হয়ে ভালো বলা, যা বাস্তব নাও হতে পারে, এতে কোনো লাভ নেই। (১৬/৬৭৯/৬৭৪৬)

📖 شرح النووي على مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١٩ : وأما معناه ففيه قولان للعلماء أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا وإن لم تكن

Scanned by CamScanner

أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له۔

📖 فتح الباري (دار الريان) ٣/ ٢٧٣ : قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمال الحكم بالظاهر ونقل الطيبي عن بعض شراح المصابيح قال ليس معنى قوله أنتم شهداء الله في الأرض أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا العكس بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس۔

একাধিক জানাযা পড়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জানাযা নামায একাধিকবার পড়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামায একাধিকবার পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওলী নিজে বা তার অনুমতিতে কেউ পড়লে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়। ওলীর অনুমতি ব্যতীত পড়লে তখন ওলীর জন্য দ্বিতীয়বার নামায পড়ার অনুমতি আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যারা একবার পড়েছে তাদের জন্য দ্বিতীয়বার তাতে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই। (১৯/২৪০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣١١ : ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها۔

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٠١ : فعلم أنه لا تعاد الصلاة على الميت.

Scanned by CamScanner

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إلا أن يكون الذي صلى أول مرة غير الولي حينئذٍ يكون للولي حق الإعادة؛ لأن حق التقدم للولي، وليس لغيره؛ ولأنه إسقاط حقه، وهو تأويل فعل الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولاً بتسوية الأمور وتسكين الفتنة، وكانوا يصلون عليه قبل حضوره، وكان الحق لأبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه كان هو الخليفة. فلما فرغ صلى عليه، ثم بعده لم يصلِ عليه أحد.

জানাযা একবার পড়াই শরীয়তের বিধান

প্রশ্ন : এক লাশের কয়েকবার জানাযার নামায পড়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : একাধিকবার মৃতের জানাযার নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। তবে ওলী তথা মৃত ব্যক্তির মূল অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত যদি অন্য লোকেরা জানাযার নামায পড়ে নেয় তাহলে ওই অবস্থায় ওলী তথা মূল অভিভাবক পুনরায় জানাযার নামায পড়তে পারবে। (১৬/৬২৯/৬৭১৩)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٦٧ : وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا وحدانا عندنا إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها.

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٣١١ : ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها -

Scanned by CamScanner

জেনেবুঝে একাধিক জানাযা পড়ানো

প্রশ্ন : আমরা অনেক সময় একই মৃত ব্যক্তির জানাযা একাধিকবার পড়ার সম্মুখীন হই। অনেক ইমাম সাহেব নির্দ্বিধায় দ্বিতীয়-তৃতীয় জানাযা পড়িয়ে দেন, আবার অনেক ইমাম পড়ান না। এতে আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছি, কোন ইমামের কথা সঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ দুই ইমাম সাহেবই আলেম। তাই জানার বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তির জানাযা একাধিকবার করা যাবে কি না? যে সকল ইমাম দ্বিতীয়-তৃতীয়বার জানাযা পড়িয়ে থাকেন তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওলী নিজে জানাযা পড়ালে বা তার সম্মতিতে পড়ানো হলে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া বা পড়ানোর অনুমতি শরীয়তে নেই। যারা জেনেবুঝে এরূপ জানাযা পড়ায় তাদের কাজ শরীয়ত পরিপন্থী। (১৯/৫২২/৮২৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/ ١٤٦ : ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع (وإلا) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي (لا) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه.

(وإن صلى هو) أي الولي (بحق) بأن لم يحضر من يقدم عليه (لا يصلي غيره بعده) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٨١ : ولو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى-

মৃতের এক ছেলে জানাযা পড়লে অন্য ছেলেরা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারবে না

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির চার ছেলের মধ্যে এক ছেলে জানাযার নামায পড়েছে, বাকিরা পড়েনি। এখন বাকি তিন ছেলে আবার জানাযা পড়তে পারবে কি না? জানা গেছে ওলী জানাযা পড়ে ফেললে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া যায় না। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির এক শ্রেণীর একাধিক ওলী থাকলে তন্মধ্যে কোনো একজন ওলী জানাযার নামায পড়ে ফেললে অন্য ওলী বা কারো জন্য দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু মৃত ব্যক্তির একই শ্রেণীর ওলীদের (ছেলেগণ) মধ্যে একজন জানাযার নামায পড়ে ফেলেছে, তাই অন্য ওলীদের বা অন্য কারো জন্য দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া বৈধ হবে না। (৯/৩৮২/২৬৬৩)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ١٠٦ : والنفل بها غير مشروع ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى عليه متكاملة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٣ : ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، كذا في الإيضاح، ولا يعيد الولي إن صلى الإمام الأعظم أو السلطان أو الوالي أو القاضي أو إمام الحي -

📖 فيه أيضا ١٦٤/١ : ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء أخر بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا -

মৃত ব্যক্তির ওলী কারা? ও দ্বিতীয় জানাযার বিধান

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ওলী কারা? কাদের অনুমতি না হলে দ্বিতীয় জানাযা পড়া যাবে এবং কাদের অনুমতি হলে দ্বিতীয় জানাযা পড়া যাবে না। দ্বিতীয়বার জানাযা পড়লে কোনো গোনাহ হবে কি না? যদি হয় তাহলে কোন ধরনের গোনাহ?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওলী হলো প্রথমে ছেলে, তারপর ছেলের ছেলে–এভাবে নিচ পর্যন্ত। তারপর বাপ, তারপর দাদা, তারপর আপন ভাই, তারপর সৎভাই, তারপর আপন ভাইয়ের ছেলে, তারপর সৎভাইয়ের ছেলে, তারপর আপন চাচা, তারপর সৎ চাচা, তারপর আপন চাচার ছেলে, তারপর সৎ চাচার ছেলে, তারপর বাপের চাচা। (আপনের পর সৎ) এভাবে শেষ পর্যন্ত এরা কেউ না থাকলে নানার বংশের পুরুষরা ওলী সাব্যস্ত হবে।

বর্ণিত তারতীবের বিপরীতে অগ্রাধিকারী ওলীর অনুমতি ছাড়া কেউ যদি জানাযার নামায পড়ায় তাহলে ওলী ও তার সাথে যারা প্রথমবার জানাযা পড়েনি তাদের জন্য দ্বিতীয়বার

Scanned by CamScanner

...জন্য দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া শরীয়ত পরিপন্থী ...
...নাযা পড়া জায়েয হবে অন্যদের জন্য দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া শরীয়ত পরিপন্থী
জায়েয। (১৯/৫২২/৮২৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٩- ٢٢١ : (ويقدم في الصلاة عليه السلطان) إن حضر (أو نائبه) وهو أمير المصر (ثم القاضي) ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي (ثم إمام الحي) فيه إيهام، وذلك أن تقديم الولاة واجب، وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي، وإلا فالولي أولى كما في المجتبى وشرح المجمع للمصنف. وفي الدراية: إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي: أي مسجد محلته نهر (ثم الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى. فإن لم يكن له ولي فالزوج.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٢١ : (قوله ثم الولي) أي ولي الميت الذكر البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبي ومعتوه كما في الإمداد. قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولي؛ ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقدم السلطان ونحوه؛ لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة؛ ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي ... ...

قلت: والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية، والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط. فهم أولى من الأجنبي، وهو ظاهر، ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح تأمل (قوله: فيقدم على الابن اتفاقا) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن، والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات بحر عن البدائع، وقيل هذا قول محمد. وعندهما الابن أولى.

Scanned by CamScanner

জায়গা সংকুলান না হলে একাধিক জানাযা

প্রশ্ন : জায়গা সংকুলান না হলে একাধিক জানাযার নামায বৈধ হবে কি না? জনৈক আলেমের জানাযায় অনেক লোক জমা হয়েছে, জায়গা সংকুলান না হওয়ায় সমস্ত লোক একসাথে নামায আদায় করতে পারেনি। তখন উপস্থিত এক মুফতী সাহেব বলে উঠলেন, জায়গা সংকুলান না হলে একাধিকবার জানাযার নামায পড়া যায়। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নামাযে জানাযা জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সাতবার পড়া হয়েছে। কথাটি কতটুকু সহীহ?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযে জানাযার একাধিক জামাআত প্রমাণিত নয়। তাই জায়গা সংকুলান না হলেও একবারই আদায় করবে, তবে ওলীর অনুমতি ছাড়া অন্য লোক, যার জন্য জানাযা পড়ানোর অগ্রাধিকার নেই জানাযা পড়ে থাকলে ওলী ও যারা প্রথমে পড়েনি তাদের জন্য পুনরায় পড়ার অনুমতি আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জানাযার নামাযের ব্যাপারটাও এ রকম ছিল। অর্থাৎ ওলীর অনুমতি ছাড়া একাধিকবার পড়ানো হয়েছে। (১৯/৭৬৯/৮৪২৬)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٠١ : فعلم أنه لا تعاد الصلاة على الميت.

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إلا أن يكون الذي صلى أول مرة غير الولي حينئذٍ يكون للولي حق الإعادة؛ لأن حق التقدم للولي، وليس لغيره؛ ولأنه إسقاط حقه، وهو تأويل فعل الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولاً بتسوية الأمور وتسكين الفتنة، وكانوا يصلون عليه قبل حضوره، وكان الحق لأبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه كان هو الخليفة. فلما فرغ صلى عليه، ثم بعده لم يصلِ عليه أحد.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٨١ : ولو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى -

📖 تاريخ بغداد (دار الغرب الإسلامي) ١٥/ ٥٧٣ : قال أحمد بن عبد الله الأسلمي: حدثنا الحسن بن يوسف الرجل الصالح، قال: يوم مات أبو حنيفة صلي عليه ست مرار، من كثرة الزحام، آخرهم صلى عليه ابنه حماد.

Scanned by CamScanner

ওলীদের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণ ছাড়া প্রথম জামাআত এরপর তাদের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি মারা যায়, মৃতের সকল আত্মীয়স্বজন ওলীরা বাড়িতে আসার পর সবাই বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালে উক্ত মাইয়্যেতের দুটি জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ওলীদের মধ্যে কেউ প্রথম জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি, সবাই দ্বিতীয় জানাযার অপেক্ষায় থাকে। প্রশ্ন হলো, সকল ওলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় জামাআত করা বা দ্বিতীয় জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার দ্বিতীয় জামাআত করা বৈধ নয়। তবে যদি প্রথম জামাআতে মৃতের ওলীদের কেউ উপস্থিত না থাকে এবং ওলীর অনুমতি ছাড়া পড়া হয়, তখন ওলীদের জন্য দ্বিতীয় জামাআত করার শরীয়তে অনুমতি আছে, অন্যথায় নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি প্রথম জামাআত ওলীর সম্মতি বা অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে তবে তাদের দ্বিতীয় জামাআতের অপেক্ষা করা বা জামাআত করা জায়েয হয়নি। (১৩/৪৩৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٣١١ : ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها -

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتب خانه) ص ٥٩١ : أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة -

বিবাহিতা মৃত নারীর ওলী কে

প্রশ্ন : মৃত মহিলার ওলী তার স্বামী, পিতা নাকি ছেলে?

উত্তর : মৃত মহিলার ওলী তার পিতা । পিতার অবর্তমানে ছেলে। ছেলেও না থাকলে তার স্বামী ওলী হবে। (১/৯৯/৭৫)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٦٣ : ولا ولاية للزوج عندنا لانقطاع الوصلة بالموت ... ... فإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران أولى من الأجنبي. ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن عاقل بالغ منه فالولاية للابن دون الزوج لكن يكره للابن أن يتقدم أباه وينبغي أن يقدمه فإن كان لها ابن زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم؛ لأنه هو الولي وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه، كذا في البدائع.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٠٧ : (ثم الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٠٨ : (قوله: فيقدم على الابن اتفاقا) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن، والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات بحر عن البدائع.... (قوله فإن لم يكن له فالزوج ثم الجيران) كذا في فتح القدير، وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جارا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۱۷ : سب سے پہلے سلطان پھر اس کا نائب پھر قاضی پھر امام جامع مسجد پھر امام محلہ بشرطیکہ امام ولی سے افضل ہو، ولادۃ کی تقدیم واجب ہے اور امام کی مندوب ہے، پھر ولی بترتیب ولایت نکاح مگر اس میں باپ بیٹے سے مقدم ہے پھر شوہر پھر پڑوسی.

মৃতের ওলীদের মধ্যে ইমামতের হকদার কে

প্রশ্ন : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির জীবিত উত্তরাধিকারী কিংবা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য জানাযার নামায পড়ানোর ধারাবাহিকতা জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি তার পিতা, দাদা, চাচা, ভাই ও ছেলে জীবিত থাকে তাহলে শরীয়তের বিধান মতে সেই ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ানোর হকদার। সর্বপ্রথম তার পিতা, তারপর ছেলে, তারপর ভাই এবং তারপর তার চাচা হবে। (৭/৩২১/৬৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ١٦٣/١ : أولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فالقاضي ثم إمام الحي ثم الوالي، هكذا في أكثر المتون والأولياء على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب إلا الأب فإنه يقدم على الابن، كذا في خزانة المفتين -

📖 أيضا فيه ٤٥١/٦ : فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب ثم عم الجد، هكذا في المبسوط.

জানাযা শেষে খাট সামনে রেখে তিন কুল পড়ে মুনাজাত করা

প্রশ্ন : জানাযার নামায শেষ করার পর খাট সামনে রেখে তিন কুল পড়ার পর মুনাজাত করা শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় এবং এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে নিষেধ করার পরও যদি করে, তবে তার ব্যাপারে হুকুম কী?

উত্তর : জানাযার নামায শেষ করার পর খাট সামনে রেখে তিন কুল পড়া ও মুনাজাত করা শরীয়তসম্মত নয়। উপরোক্ত কাজগুলো নিষেধ করার পরও যদি করে তবে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার গোনাহ হবে। (১৮/৩২৫/৭৫১১)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة -

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ :لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعا مرة؛ لأن اكثرها دعاء -

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٣٧٦ : سوال - نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں ٹھہر کر دعاء کرنا کیسا ہے؟
الجواب - درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

সুন্নাত ভেবে জানাযার পরে মুনাজাত করা

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে লাশ সামনে রেখে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা হয় এবং তারা এ দু'আকে সুন্নাতও বলে। দলিলস্বরূপ নিম্নের হাদীসখানাও পেশ করে :

عن واثلة بن الأسقع، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: " اللَّهُمَّ إن فلان بن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر - قال عبد الرحمن: من ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر - وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللَّهُمَّ فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم " - سنن أبي داود (٣٢٠٢) -

এবং বায়হাকী শরীফে আছে, হযরত আলী (রা.) জানাযার পর দু'আ করেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : জানাযার নামাযের মূল উদ্দেশ্যই হলো মৃতের জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করা। এ উদ্দেশ্যে জানাযার নামায শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত একটি পরিপূর্ণ আমল। তাই ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে এ নামাযের পর পুনরায় দু'আ করার কোনো প্রমাণ নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এতে পরোক্ষভাবে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দু'আ অসম্পূর্ণ বলার নামান্তর। তাই জানাযার নামাযের সাথে সাথে দু'আ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়।

প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস দ্বারা জানাযার নামাযের পর মুনাজাতের প্রমাণ তো দূরের কথা, তাতে কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। বরং হাদীস বিশারদগণ বলেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই দু'আগুলো জানাযার নামাযে পড়েছেন, তবে উম্মতের শিক্ষার জন্য কোনো কোনো সময় পেছনের মুসল্লিদের শোনানোর জন্য শব্দ করে পড়েছেন। অনুরূপভাবে মুসান্নাফে ইবনে শাইবা নামক কিতাবে হযরত আলী (রা.) থেকেও এ ধরনের দু'আ শব্দ করে পড়ার কথা উল্লেখ আছে, নামাযের বাইরে পড়েছেন এর কোনো প্রমাণ নেই।

সুতরাং জানাযার পর দু'আর আনুষ্ঠানিকতা শরীয়তবিরোধী নব আবিষ্কৃত কাজ, যা সম্পূর্ণ পরিহারযোগ্য। এ নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা, মানুষের মধ্যে বিবাদ লাগানো উচিত নয়। বরং কৌশলে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে জাতিকে সঠিক পথে আনার দায়িত্ব আলেম সমাজের। (১৭/২৯৬/৭০২৯)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعا مرة؛ لأن اكثرها دعاء۔

📖 امداد المفتيين (دار الاشاعت) ص ٣٧٤ : سوال - نماز جنازه کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں ٹھہر کر دعاء کرنا کیسا ہے؟

الجواب— درست نہیں.

জানাযার পর দাফনের পূর্বে দু'আ করা

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে দু'আ করা শরীয়তের আলোকে বিদ'আত কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও মাগফিরাত তলব করাই জানাযার মূল উদ্দেশ্য। তাই জানাযার নামাযই মূলত দু'আ, এরপর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দু'আ করা শরীয়তে প্রমাণিত নয়। আর যা কোরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়তে প্রমাণিত নয় তা সাওয়াবের কাজ মনে করে করা বা তাকে সুন্নাত অথবা জরুরি মনে করা বিদ'আত, যা একান্ত বর্জনীয়। (১৯/১৮৫/৮০৯৩)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة۔

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعا مرة؛ لأن اكثرها دعاء۔

জানাযার পর দু'আর জন্য বাধ্য করা

প্রশ্ন : জানাযার পর দু'আ করা এবং এর জন্য জোরজবরদস্তি করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : জানাযার নামাযকে নামায বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আই। তাই সালামের পর দু'আ করা পুনরায় জানাযার নামাযের মতো হয়ে যায়। উপরন্তু শরীয়তের কোনো প্রমাণ না থাকায় ফিকাহবিদগণ সালামের পর পুনরায় দু'আ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (৬/২৯৫)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/٢١٠ : فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۱/ ۳۳۶ : نماز جنازہ کے بعد دعاء مانگنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں ہے اس لئے فقہاء اسے ناجائز اور مکروہ فرماتے ہیں چنانچہ تیسری صدی ھجری کے فقیہ امام ابوبکر بن حامد فرماتے ہیں ان الدعاء بعد صلوۃ الجنازۃ مکروہ (فوائد بہیہ ۱/ ۱۵۲)

জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত ও লাশের চেহারা দেখানো

প্রশ্ন : জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত করা এবং মৃতের চেহারা দেখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বস্তুত জানাযার নামাযই মাইয়্যেতের জন্য এক প্রকার দু'আ। তাই জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত করা শরীয়তে প্রমাণিত নয় বিধায় তা বর্জনীয়। হ্যাঁ, দাফনের পর দু'আ করা যাবে এবং নামাযের পর মৃতের চেহারা দেখা অনুচিত। (১৭/৬৮১)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعا مرة؛ لأن اكثرها دعاء -

জানাযার আগে মুনাজাত করা

প্রশ্ন : জানাযা হাজির কিন্তু বৃষ্টির কারণে নামায পড়া যাচ্ছে না, বৃষ্টি থামলে পড়বে। তাই নামাযের পূর্বে কিছু দু'আ পাঠ করে মুনাজাত করা শরীয়তসম্মত কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ওজরের কারণে জানাযার নামায দেরিতে পড়া যায়। তবে জানাযা নামাযের পূর্বে সকলে সমবেত হয়ে সমস্বরে দু'আ করা ভিত্তিহীন। অতএব একাকী দু'আ করাই শ্রেয়। (১৩/৪৭৩/৫২৯৮)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥: ولا يقوم بالدعاء في قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلاة الجنازة وقبلها -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت. وفيه عن الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله - تعالى - يذكره في نفسه {إنه لا يحب المعتدين} أي الجاهرين بالدعاء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣١٩ : كره أن يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلاة ويدعو للميت ويرفع صوته-

জোহরের আগে জানাযা পড়া

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের জন্য কিছু মানুষ এমন সময় একত্রিত হয়েছে, যখন জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তখন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিতব্য জোহর নামাযের আগে জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য, জোহরের নামাযের নির্ধারিত সময় ১টা ৩০ মিনিট। জানাযা এসেছে ১২টা ৪৫ মিনিটে।

উত্তর : যদিও ফরযে আইনের গুরুত্ব ফরযে কিফায়ার চেয়ে অনেক বেশি, তথাপি ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য মতে যদি ফরয নামাযের জামাআতের আগে এতটুকু সময় বাকি থাকে যে তাতে জানাযার নামায পড়ার কারণে ফরয নামাযের ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা হবে না, তাহলে ফরয নামাযের পূর্বেই জানাযার নামায পড়ে নেবে। অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় জোহর নামাযের পূর্বে এ পরিমাণ সময় থাকায় উক্ত সময়ে জানাযার নামায পড়তে কোনো সমস্যা নেই। (১৮/৪২৬/৭৬৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ١٦٧ : (وتقدم) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا اجتمعا) لأنه واجب عينا والجنازة كفاية (و) تقدم (صلاة الجنازة عن الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف، لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ١٦٧ : مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد وجنازة أو كسوف أو فرض أو سنة

Scanned by CamScanner

(قوله: والجنازة كفاية) فيه أن العيد إن ترجح على الجنازة بالعينية فهي ترجحت عليه بالفرضية فالأولى أن يعلل بأن العيد تؤدى بجمع عظيم يخشى تفرقه إن اشتغل الإمام بالجنازة ح.

قلت: بل الأولى التعليل بخوف التشويش على الجماعة بأن يظنوها صلاة العيد ثم رأيته كذلك في جنائز البحر عن القنية (قوله على الخطبة) أي خطبة العيد وذلك لفرضيتها وسنية الخطبة، وكذا يقال في سنة المغرب ط (قوله: وغيرها) كسنة الظهر والجمعة والعشاء -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳/ ۲۸۳ : ہاں اگر جماعت تیار ہو تو پھر فرض وقت کو مقدم کیا جائے اگر جماعت اتنی دیر ہو جتنی سوال میں مذکور ہے تو جنازہ ہی پہلے پڑھا جائے۔

ফরযের আগে জানাযা পড়া

প্রশ্ন : ফরয নামাযের ওয়াক্ত আসার পর ফরয নামায পড়ার আগে জানাযার নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের ওযাক্ত আসার পর ফরয নামায পড়ার আগে জানাযার নামায পড়া যাবে। তবে ওয়াক্ত সংকীর্ণ হলে প্রথমে ফরয পড়ে নিতে হবে। (১৯/৬২২/৮৩৬৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ /١٦٧ : (و) تقدم (صلاة الجنازة عن الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف، لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته

📖 ردالمحتار (سعيد) ٢ /١٦٧ : ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ينبغي تقديم الجنازة، وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۷۳٦ : سوال- اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نماز جنازہ بعد زوال قبل فرض ظہر جائز نہیں و بعد فرض ظہر بھی قبل جنازہ کی نماز کے سنت ظہر جائز نہیں ہے رائے شریف جناب عالی کی کیا ہے اگر جائز ہے مع الکراہۃ یا بلا کراہت؟
الجواب- عدم جواز کا دعوی بلا دلیل ہے البتہ ترتیب میں اقوال مختلف ہیں میرے نزدیک ترجیح اس قول کو ہے وروی الحسن انہ یخیر کذا فی رد المحتار۔

ফরয ও সুন্নাতের পর জানাযা পড়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ফরয পড়ে সুন্নাত নামাযের পর জানাযা আদায় করছেন, এ নিয়ে মুসল্লিদের মাঝে তুমুল বিবাদ চলছে। এমনকি ইমাম সাহেবকে রাখা না রাখার প্রসঙ্গও উঠেছে। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেবের উক্ত কাজে জানাযার নামাযের কোনো সমস্যা হয়েছে কি না?

উত্তর : বর্তমান যুগে নামাযীদের পরিস্থিতি হচ্ছে জানাযার জন্য বের হলে আর সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করতে অভ্যস্ত নয়, অথচ সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া গোনাহের কাজ। এ কারণে বিজ্ঞ ফকীহগণ যামানার অবস্থার প্রেক্ষিতে সুন্নাত ছেড়ে যাওয়ার গোনাহ থেকে উম্মতকে রেহাই দেওয়ার জন্য সুন্নাত আদায়ের পরই জানাযা পড়া উচিত বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। সুতরাং ইমাম সাহেব এমন কোনো দোষণীয় কাজ করেননি, যা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে হবে বা ইমাম সাহেবকে বাদ দিতে হবে।

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٤٠ : وفي شرح المنية معزيا إلى حجة الدين البلخي أن الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة وهي سنة فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب؛ لأنها آكد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ١٦٧ : (و) تقدم (صلاة الجنازة عن الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف، لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف -

Scanned by CamScanner

জামাআতের পর সুন্নাত আগে নাকি জানাযা

প্রশ্ন : নামাযের জামাআতের ওয়াক্তে কোনো জানাযা উপস্থিত হলে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফরয নামায আদায় করার পর জানাযার নামায আদায় করেন, পরে সুন্নাত ও নফল পড়েন। এতে কিছুসংখ্যক মুসল্লির আপত্তি দেখা দিলে ইমাম সাহেব বলেন, ফরযের পরপরই ফরযে কিফায়া আদায় করা উত্তম–এটাই সঠিক শরীয়তের বিধান। বিষয়টি শরয়ী সমাধান দিলে উপকৃত হব।

উত্তর : জানাযার নামায আদায় করে সুন্নাত পড়া হবে নাকি সুন্নাত পড়ে জানাযা আদায় করা হবে–বিষয়টি নিয়ে ফিকাহবিদদের মতবিরোধ রয়েছে। উভয় ধরনেরই উক্তি রয়েছে। এ হিসাবে আগে-পরে করাতে আপত্তি নেই। তবে ফরযের পর জানাযা পড়তে গিয়ে সাধারণ লোকের সুন্নাত আদায় না করার আশঙ্কা হলে জানাযা সুন্নাতের পরে পড়াই শ্রেয়। (৭/৪১২/১৭১০)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٦٧ : (و) تقدم (صلاة الجنازة عن الخطبة) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف، لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل.

লালনবাদীর জানাযায় অংশগ্রহণ অবৈধ

প্রশ্ন : মুসলিম পরিবারের কোনো ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মতে বা পথে চলে তাহলে তার মৃত্যুর পর তার নামাযে জানাযা পড়ার শরীয়তের বিধান কী?

১. কথিত লালন ফকীরের অনুসারী।
২. মা'রেফাতের দাবিদার লালনসংগীত চর্চাকারী।
৩. সংগীত চর্চাকালীন সময় একতারা, দফ ও অন্যান্য হালকা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকারী।
৪. সংগীতানুষ্ঠানে লালনবাদী পুরুষ ও মহিলাদের সমাবেশ ঘটায়।
৫. জুমু'আর দুই রাক'আত ফরয নামায পড়তে দেখা যায়।
৬. অন্যান্য নামায প্রকাশ্যে পড়ে না। তবে নিজ গৃহে বিশেষ নিয়মে তা আদায় করে বলে জানা যায়।

Scanned by CamScanner

৭. কোনো কোনো সময় বিশেষ করে রাতে তাসবীহ-তেলাওয়াত করে বলে মনে হয়।
৮. গরুর গোশতসহ কোনো প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না বলে পরিহার করে চলে।
৯. হজ ও কুরবানী ইসলামের কোনো ইবাদত নয় বলে দাবি করে থাকে।
১০. সন্তান জন্মদানে মায়ের ক্ষতিহেতু সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখে।
১১. স্বামী-স্ত্রী দুজনই এসব বিষয়ে বিশ্বাসী।
১২. এরূপ কথিত গুরুর কাছে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব নেওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অতঃপর সে কাফনের কাপড় পরিয়ে মৃত ব্যক্তির ন্যায় দুজনকেই জানাযা করে দিয়েছে। মৃত্যুর পর জানাযা না করলেই চলবে বলে থাকে। শুধু ব্যবহৃত কাফনের কাপড় পরিয়ে কবর দিলেই হবে।
১৩. এরূপ জিন্দা জানাযা করার পর গুরুর নির্দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভিক্ষা করতে ফকির সেজেছে। মৃত্যুর পর কবরে উক্ত ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে দেওয়ার নিয়মের কথাও বলে।

এখন প্রশ্ন, এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হলে মহল্লাবাসী বা সাধারণ আলেম বা মুসলমানের ওপর তার জানাযায় অংশগ্রহণ করার হুকুম কী? এবং কথিত জিন্দা জানাযার ব্যবহৃত কাপড় পরিয়ে জানাযা করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে একজন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার জন্য যেমন শরীয়ত নির্দেশিত বিষয়াদির ওপর আকীদা-বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি, তেমনি কোরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত ফরয আহকামগুলোকে ফরয হিসেবে অন্তরে মেনে নেওয়া এবং হারাম বস্তুগুলোকে হারাম হিসেবে মেনে নেওয়া জরুরি। উক্ত বিষয়গুলোর যেকোনো একটি অস্বীকার করলেই কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অকাট্য বিধানগুলোকে অন্তরে মেনে নেওয়ার পর কোনো শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে সেগুলো মোতাবেক আমল না পাওয়া গেলে শরীয়তের পরিভাষায় সে ফাসেক বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত ব্যক্তির কিছু কিছু কর্মকাণ্ড এমন উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর কারণে সে ঈমানদারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, আর কিছু কর্মকাণ্ড এমন, যেগুলোর দ্বারা সে ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমতাবস্থায় এ রকম ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। (৬/৮৯৫)

📖 رد المحتار (سعيد كمپنی) ٦ /٣١٣ : (قوله عملا لااعتقادًا) اعلم ان الفرض ما ثبت بدليل قطعی لا شبهة فيه كالإيمان وهو الأركان الاربعة، وحكمه اللزوم علمًا اى حصول العلم القطعی بثبوته

Scanned by CamScanner

وتصديقًا بالقلب: أى لزوم اعتقاد حقيته عملاً بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٢١٦: فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها-

📖 ردالمحتار (سعيد كمپنى) ٦ /٣١٤ : بخلاف منكر الواجب الظنى: أى منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه، أما إذا أنكر اصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة، فإنه يكفر-

📖 البحر الرائق (سعيد كمپنى) ٥ /١٢١ : ويكفر بإنكاره أصل الوتر والأضحية

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ٢ /٢٠٧ : وأما شروط وجوبها فهى شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العلم بموته.

📖 البحر الرائق (سعيد كمپنى) ٢ /١٧٠ : وسبب وجوبها الميت المسلم لأنها شرعت قضاء لحقه -

‘আল্লাহ চিঠি পাঠালে নামায পড়ব’ উক্তিকারীর জানাযা পড়া

প্রশ্ন : আমরা হিন্দু প্রভাবিত এলাকার লোক, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে সেখানে দ্বীনি আকায়েদ ঠিক রাখার জন্য মেহনত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার পরও কিছু লোক এমন আছে যখন তাদের নামাযের দাওয়াত দেওয়া হয় তারা বলে আল্লাহ আমাদের কাছে চিঠি পাঠালে আমরা নামায পড়ব। উক্ত ব্যক্তি নামায না পড়ে মারা যায়। তার জানাযার নামায নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আমরা মুফতী সাহেব হুজুরের কাছে জানতে চাই উক্ত ব্যক্তির হুকুম কী? এবং তার জানাযার নামায পড়া যাবে কি না? এবং নামায পড়ানোর জন্য ইমাম সাহেবকে চাপ সৃষ্টি করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত লোকের এ ধরনের উক্তি মারাত্মক অপরাধ বরং দ্বীন-ধর্মকে অস্বীকার করার শামিল। এ ধরনের উক্তি দ্বারা ইসলামের গণ্ডি হতে খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই অনতিবিলম্বে তাওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা তার জন্য জরুরি । তবে তার এ বাক্যতে নামায বা শরীয়তকে সরাসরি অস্বীকার

Scanned by CamScanner

করার কথা নেই বিধায় তাকে কাফের বলা যাবে না। সুতরাং ওই ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়া হবে। (১৫/১৬৭/৫৯৭৬)

📖 الفتاوى الهندية ٢ / ٢٦٨ : لو قال لمريض صل، فقال: والله لا أصلي أبدا، ولم يصل حتى مات يكفر وقول الرجل لا أصلي يحتمل أربعة أوجه: أحدها: لا أصلي لأني صليت، والثاني: لا أصلي بأمرك، فقد أمرني بها من هو خير منك، والثالث: لا أصلي فسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر.

والرابع: لا أصلي إذ ليس يجب علي الصلاة، ولم أؤمر بها يكفر، ولو أطلق وقال: لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۱۱۱ : الجواب—کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور اس پر حکم کفر نہ دیا جاوے گا جب تک ضروریات دین سے صریح انکار بلا تاویل نہ کرے اور ضروریات دین کا انکار صریح بلا تاویل کرے گا تو حکم کفر عائد ہوگا ورنہ نہیں لہذا بے نماز جب تک اقرار حکم فرضیت نماز کا کرے اور توحید ورسالت پر قائم رہے مسلمان رہے گا...

... بے نماز دائرہ اسلام میں داخل ہے اور اس کے جنازہ کی نماز جائز ہے.

আত্মহত্যাকারীর জানাযা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় বিষ পান করে বা ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে তাহলে তার জানাযা পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ? কতিপয় লোক এদের জানাযা পড়ে না এবং অপরকেও পড়তে বাধা দেয়—এদের হুকুম কী?

উত্তর : আত্মহত্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ তথা কবীরা গোনাহ। গোনাহগার মুসলমানের জানাযা পড়তে হয়। যেহেতু আত্মহত্যাকারীও অন্যান্য গোনাহগার মুসলমানের মতোই একজন গোনাহগার মুসলমান। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জানাযা পড়াও ফরযে কিফায়া। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযে শরীক হতে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ স্বেচ্ছায় শরীক হবেন না। যাতে এ ধরনের অপকর্মের বিকাশ না ঘটে। (১৮/৫৮৮/৭৭৫৪)

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٥٠ : ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو الأصح؛ لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد، وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين، والله أعلم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١١ : (من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل ويصلى عليه) به يفتى وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره.

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٢١١ : (قوله به يفتى) لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد، وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين زيلعي -

আত্মহত্যাকারীর জন্য আত্মীয়দের করণীয় ও জুমু'আর দিন আত্মহত্যা করা

প্রশ্ন : আমার একমাত্র ছেলে মেহেদী হাসান, বয়স ২৩ বছর। এই মহররমের ১০ তারিখে জুমু'আর রাত ২টার সময় সে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তার ব্যবহার একটু অস্বাভাবিক ছিল। এলাকার একটা মেয়ে তাকে ভালোবেসে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন তাবিজ-কবজের মাধ্যমে নষ্ট করতে চেয়েছিল। আর আমরা ব্যাপারটা একজন হুজুরকে প্রশ্ন করে জানতে পারি এবং মেয়ে নিজেও কথাটা স্বীকার করেছে। মৃত্যুর আগে আমার ছেলে প্রায়ই বলত যে তার অস্থির লাগে, ঘরে মন বসে না, মরে যেতে ইচ্ছে করে। বিভিন্ন কিতাব পড়েছি, জুমু'আর রাতে মৃত্যু হলে কবরের আযাব হয় না। আমি একজন বিশিষ্ট আলেমকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম আমার ছেলের ওপর কুফরী কালাম করা হয়েছিল, যার উল্টা অ্যাকশন হয়ে আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে। এখন আমার প্রশ্ন, এ অবস্থায় আমার ছেলে যদি ফাঁসি দিয়ে থাকে তাহলে ওর মৃত্যুকে কি আত্মহত্যা বলে গণ্য করা হবে? আর যদি হয় তাহলে এর থেকে মুক্তির উপায় কী? আত্মহত্যা করলে কি জুমু'আর রাতে মৃত্যু হলে যে সাওয়াব হয়, তা পাবে না? সবাইকে স্বপ্নের মাধ্যমেও বলে যে ও মরেনি সবাইকে ভয় দেখিয়েছে। আমি এবং আমার স্বামী যখন আমার ছেলেকে নামিয়ে বিছানায় শোয়ালাম তখনো ওর শরীর হালকা গরম ছিল এবং ফাঁসি হয়ে মৃত্যু হলে শুনেছি জিহ্বা বের হয়ে চোখ উল্টে যায়, এগুলোর কিছুই আমার ছেলের হয়নি, একদম স্বাভাবিক ছিল। মা হিসেবে কোন দু'আ করলে আমার ছেলের বেশি উপকার হবে জানাবেন, কোন উপায়ে ওর মুক্তি হবে? কোন নামায পড়ে দু'আ করলে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে। নফল নামায, চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায–তা জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানুষ যেহেতু নিজ আত্মার মালিক নয় তাই আত্মার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ। তবে ঘটনাচক্রে যদি কেউ আত্মহত্যা করে আর তা জুমু'আর দিনে হয়ে যায় তাহলে জুমু'আর দিনের ফজীলত পাবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

আত্মহত্যা করলে মানুষ যেহেতু কাফের হয় না তাই তার জন্য দান-খয়রাত বা যেকোনো ধরনের ভালো কাজ করে ঈসালে সাওয়াব করলে তা অবশ্যই পাবে।

উল্লেখ্য, কোনো মুসলমানকে কুফরী কালামের মাধ্যমে জাদু করা হলে ওই মুসলমান যদি জাদুর কারণে মারা যায় তাহলে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে শহীদের মর্যাদা হাসিল করবে। (১৩/১৫৬/৫২২৩)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٣ / ٢٥ : المراد به النهى عن قتل الانسان نفسه فى حال غضب او ضجر وحكى ذلك عن البلخى -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣ / ٢٥٠ (١٠٧٤) : عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة إلاوقاه الله فتنة القبر -

📖 ردالمحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٣ : من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۰۶ : خودکشی کرنے والا فاسق ہے کافر نہیں لہذا اس کے لئے دعائے مغفرت وایصال ثواب جائز۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۲۱۷ : خودکشی ایک گناہ اور سخت گناہ ہے، ... ... اس کے لئے دعائے مغفرت کریں، حق تعالی غفار ورحیم ہے اور جو ممکن ہو صدقہ کر کے ایصال ثواب کریں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۶۰۷

Scanned by CamScanner

আত্মহত্যাকারীর নাজাতের জন্য করণীয়

প্রশ্ন : একটি মেয়ের সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এমতাবস্থায় বিবাহের জন্য দুজনের পারিবার সম্মত না হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে। এখন আমি ও সে আখেরাতে কিভাবে নাজাত পেতে পারি? এবং এ মুহূর্তে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : পর নারীর সাথে অবৈধ প্রেম করা বড় গোনাহ, এর মন্দ পরিণাম বর্তমানে আপনার জন্য বোঝা সহজ। এ গোনাহের জন্য আপনাকে খাঁটি তাওবা করতে থাকতে হবে এবং ওই মেয়ের জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করে যেতে হবে। দান-খয়রাত এবং নেক আমলের দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করা তার জন্য উপকারী হবে। (১৯/৯৬৫/৮৫৫১)

📖 امدادالفتاوی(زکریا) ۴/ ۴۰۷ : اسی طرح قاتل نفس کے لئے بھی اوران سب میں زیادہ نافع بلاکسی قسم کے اختلاف کے دو عمل ہیں: دعائے مغفرت، صدقۂ مالیہ۔

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۴/ ۲۰۶ : الجواب-خودکشی کرنے والا فاسق ہے کافر نہیں، لہذااس کے لئے دعائے مغفرت وایصال ثواب جائز ہے۔

ইসলামের স্বার্থে আত্মহত্যা

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান আত্মহত্যা করতে পারবে কি না? যদি কোনো নেক উদ্দেশ্য তথা ইসলামের স্বার্থে আত্মহত্যা করা হয় তার হুকুম কী? আত্মহত্যাকারীকে বেঈমান বলা যাবে কি না? এবং তার নামাযে জানাযার ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মানুষ যেহেতু নিজ আত্মার মালিক নয় তাই আত্মার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করার অনুমতিও শরীয়তে নেই। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ, যা দ্বীনের স্বার্থে করার অনুমোদনও শরীয়তের বিধানে নেই। পক্ষান্তরে ঘটনাচক্রে যদি কারো থেকে এ রকম গর্হিত কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং এটাকে সে বৈধ মনে না করে, তাহলে তাকে কাফের বা বেঈমান বলা যাবে না এবং ইমামদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার জানাযার নামাযও পড়তে হবে। তবে তাতে উলামায়ে কেরাম ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবে না। যাতে ভবিষ্যতে মানুষ এ রকম গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে। তবে যদি সে আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করে থাকে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। (১২/২৩৫)

Scanned by CamScanner

📖 سورة النساء الآية ۲۹ : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ۳ / ۲۵ : المراد به النهى عن قتل الانسان نفسه فى حال غضب او ضجر وحكى ذلك عن البلخى -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ۱ / ۳٤٦ (۱۳٦۳) : عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم» -

📖 فيه أيضا (۱۳٦۵) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار» -

📖 عمدة القارى (إحياء التراث العربى) ۸/ ۱۹۱ : وقال ابن بطال في قوله: (ومن قتل نفسه بحديدة) : أجمع الفقهاء وأهل السنة على أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه عليه، كما قال مالك، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا فيصلى على جميعهم. قلت: قال أبو يوسف: لا يصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق، وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هذر كما لو مات حتفه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲ / ۲۱۱ : (من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل ويصلى عليه) به يفتى وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴/ ۲۰۶ : اگرچہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے مگر اس کا مرتکب کافر نہیں اس لئے اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۲۱۶ : جو فعل براہ راست قتل ہے مثلا اپنے ہاتھ سے چھری یا چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیا یا پیٹ پھاڑ ڈالا یا بندوق یا پستول سے گولی مار لی یا خود کو

Scanned by CamScanner

کنویں میں گرادیا یا تنور میں کودپڑا یہ تو خودکشی ہے اور یقیناً گناہ کبیرہ ہے اور جو فعل براہ
راست قتل نہیں ہے بلکہ مفضی الی القتل ہو سکتا ہے مثلاً تنہا ہزاروں دشمنوں پر حملہ کردیا
ان کی صفوں میں گھس گیا یا کھانا ترک کردیا کہ جب تک فلاں مطالبہ پورا نہ ہوگا کھانا نہ
کھاؤں گا ایسے افعال اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو سکتے ہیں یعنی ان کو علی
الاطلاق خودکشی قرار دینا اور بہر صورت حرام اور گناہ کہہ دینا درست نہیں۔

আত্মহত্যাকারীর জানাযায় ইমাম কে হবে?

প্রশ্ন : আত্মহত্যাকারীর জানাযা সম্পর্কে ইমামদের মতামত এবং তার ইমামতি কে করবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানানোর অনুরোধ করছি।

উত্তর : আত্মহত্যা করা মারাত্মক গোনাহ হলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আত্মহত্যাকারীকে কাফের বলা যাবে না। তাই মুসলমানদের ন্যায় তার কাফন-দাফন ও নামাযে জানাযা পড়তে হবে। তবে তার জানাযার নামাযে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আলেম-উলামা শরীক না হওয়া ভালো, যাতে অন্যরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (১৩/৭৭৫/৫৪০৪)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٢/ ٤٠٤ (١٧٦٨) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر» .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢١١ : (من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل ويصلى عليه) به يفتى وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره. ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه» .

📖 رد المحتار (سعيد) ٢١١ : أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى «أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل عليه» فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون، ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره.

Scanned by CamScanner

শরীরের নিম্ন অংশহীন অজ্ঞাত শিশুর জানাযা

প্রশ্ন : সমুদ্রে একটি ৬-৭ বছরের ছেলেকে কুমির বা পানীর জন্তুবিশেষ বক্ষের নিচ থেকে খেয়ে ফেলেছে। ওই কুমিরে খাওয়া সন্তানটি কার তা জানা যায়নি। এই সূত্রে ওই ছেলেটি মুসলিম না হিন্দু কিছুই জানা যাচ্ছে না, এ অবস্থায় ছেলেটির জানাযাও দেওয়া যাচ্ছে না। এই জটিল সমস্যাটি শরীয়তের বিধান মোতাবেক সমাধান দিতে আপনার মর্জি কামনা করি।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, পরিচয়হীন লাশে মুসলমানের চিহ্ন থাকলে মুসমান আর অমুসলিমের কোনো চিহ্ন থাকলে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রে উক্ত লাশ পাওয়া গেলে মুসলমান হিসেবে তার কাফন, জানাযা ও দাফন ইত্যাদি করতে হবে। লাশের অধিকাংশ অংশ অথবা মাথাসহ অর্ধেক পাওয়া গেলে তার গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা জরুরি, অন্যথায় শুধু কাপড় বেঁধে দাফন করতে হবে।

প্রশ্নে বর্ণিত লাশটি যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রে পাওয়া গেছে তাই উক্ত লাশের মাথাসহ অর্ধেক থাকলে কাফন, জানাযা ও দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় শুধু কাপড় বেঁধে দাফন করে দেবে। (৭/৫২৯/১৭৬১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٩٩ : (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٩٩ : (قوله ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٠٠ : لو لم يدر أمسلم أم كافر، ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٠٠ : (قوله فإن في دارنا إلخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع.

Scanned by CamScanner

মৃত্যুবরণের কত দিনের মধ্যে জানাযা পড়তে হবে

প্রশ্ন : মানুষের মৃত্যুর কত দিনের মধ্যে তার জানাযার নামায সম্পন্ন করতে হবে? শরীয়তে এর কোনো বিধিবিধান আছে কি না?

উত্তর : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে জানাযা আদায় করে দাফন করে দেওয়া উচিত, দেরি করা মোটেও সমীচীন নয়। তা সত্ত্বেও কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে লাশ ফেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানাযার নামায পড়া যাবে। এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। (১৬/২১৩/৬৪৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٨٢ : وقيد بعدم التفسخ؛ لأنه لا يصلى عليه بعد التفسخ؛ لأن الصلاة شرعت على بدن الميت فإذا تفسخ لم يبق بدنه قائما، ولم يقيد المصنف بمدة؛ لأن الصحيح أن ذلك جائز إلى أن يغلب على الظن تفسخه والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح من غير تقدير بمدة كذا في شرح المجمع وغيره-

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٣/ ٩٨ : الجواب- پھولی پھٹی نعش نماز جنازہ کے قابل نہیں-

আত্মীয়স্বজনের অপেক্ষায় কাফন-দাফনে বিলম্ব করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের জন্য কাফন-দাফন বিলম্ব করা যাবে কি? এবং প্রচলিত নিয়মে বিলম্ব করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোনো শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া শুধুমাত্র আত্মীয়স্বজনদের মৃতের মুখ দেখানোর উদ্দেশ্যে কাফন-দাফন ইত্যাদিতে বিলম্ব করা বৈধ নয়। সমাজে প্রচলিত প্রথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত প্রথা অবশ্যই বর্জনীয়। (১৬/৩২৪/৬৫৪০)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٢٥٠ (١٠٧٥) : عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا "-

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٢٣٩ : ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر-

Scanned by CamScanner

নিকটাত্মীয়ের অপেক্ষায় লাশ সংরক্ষণ করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ছেলে বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় বিদেশে থাকায় অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তিকে ইনজেকশনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরয়ী ওজর ছাড়া মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনে বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত নয়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করাই শরীয়তের নির্দেশ। প্রশ্নোক্ত কারণে কাফন-দাফনে বিলম্ব করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। এ ধরনের শরীয়তবিরোধী কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই গোনাহগার হবে। (১০/৭২৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٧٧ (٣١٥٩) : عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» .

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٩ : (قوله وتعجيله) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر.

জানাযার পর মৃতের চেহারা দেখানো

প্রশ্ন : জানাযার পর মৃত ব্যক্তিকে দেখানো বিদ'আত হবে কি? দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সাওয়াবের কাজ মনে না করে জানাযার পর মুখ দেখা বা দেখানো জায়েয হলেও অনুচিত। তবে এতে দাফনে বিলম্ব হয়ে থাকে, তাই দেখানোর প্রথা বর্জনীয় (৯/৩১৭/২৬২৪)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵/ ۱۰۹ :سوال :ہمارے یہاں نماز جنازہ کے بعد حاضرین کو میت کا منہ دکھلایا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب-یہ رسم غیر ضروری اور مکروہ ہے کہ موجب تاخیر ہے حالانکہ تعجیل مامور بہ ہے اسی لئے جنازہ لے جاتے وقت تیز چلنے کا حکم حدیث میں ہے "اسرعوا بالجنازۃ" ... جب تاخیر کی وجہ سے میت کے لئے بعد نماز جنازہ اجتماعی دعا ممنوع ہے تو منہ دکھلانے کے لئے اجتماع کیسے درست ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۵/۳۹۸ : سوال- میت کو لب گور یا قبر میں اتار
نے کے بعد کفن کھول کر ورثاء وغیرہ کو صورت دیکھنا ثابت ہے یانہ ؟
جواب-ثابت نہیں ہے۔

গায়েবানা জানাযার বিধান

প্রশ্ন : গায়েবানা জানাযা পড়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : জানাযার নামায বৈধ হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হলো মৃতের লাশ নামাযীদের সামনে উপস্থিত থাকা। তাই গায়েবানা জানাযা পড়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৬/৬২৯/৬৭১৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣ / ١٠١ (٤٠٩٠) : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رعلا، وذكوان، وعصية، وبني لحيان، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم «فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل، وذكوان، وعصية، وبني لحيان» قال أنس: " فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ".

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٦٧ : قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لا يصلى على ميت غائب.

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ١/ ٥٠٠ : ولم يكن من هديه وسنته - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على كل ميت غائب.فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم.

Scanned by CamScanner

মৃতের বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রথা আছে কোনো বাড়িতে কেউ মারা গেলে দাফনের জন্য আগত দূরবর্তী মেহমানদের জন্য মৃতের বাড়িতে খানার ইন্তেজাম করা হয়। তৎসঙ্গে নিকটবর্তী আত্মীয় ও গ্রামবাসীর জন্য মৃতের বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশ্ন হলো, মৃত্যুর দিন মাইয়্যেতের বাড়িতে খানার এন্তেজাম করা এবং মেহমানসহ গ্রামবাসীকে খাওয়ানো বা খাওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত? এবং মৃতের বাড়ি থেকে চাল-ডাল নিয়ে পাশের বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে মৃত্যুর দিন মৃতের বাড়িতে খানার এন্তেজাম করা এবং গ্রামবাসীসহ সকলকে তা থেকে খাওয়ানো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। যদিও তা মৃতের বাড়ি থেকে চাল-ডাল নিয়ে পাশের অন্য বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করা হোক না কেন। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। বরং ইসলামী বিধান অনুযায়ী আশপাশের লোকজন খানা পাকিয়ে মৃত ব্যক্তির ঘরে পৌঁছাবে, যাতে তারা এবং দূর থেকে আগত আত্মীয়স্বজনও তা খেতে পারে। (১৩/৫৬৮)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۱۲۱ : ضیافت از جانب میت اگر از مال میت باشد وورثہ راضی نباشد یا در ورثہ کسے نابالغ یا مجنون یا غائب باشد ایں ضیافت کردن وخوردن حرام است چہ مال غیر ست ومال غیر خوردن وخورانیدان ہر دو حرام ست، واگر ضیافت کنندہ از مال خود کند تاہم بدعت ومکروہ است۔

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۱/ ۳۵۹ : میت کے گھر تین ایام تک اتخاذ طعام وغیرہ کے ممنوع ہونے پر فقہاء نے حضرت جریرؓ کی روایت "كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة" اور دوسری روایت "لا عق فى الاسلام" تیسری دلیل "لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور" چوتھی دلیل یہ زمانہ جہالت کی رسم تھی اسلام نے اس سے منع فرمادیا پانچویں دلیل یہ کہ مذاہب اربعہ میں اس طعام کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، لہذا کسی مقلد کو اس میں بحث کرنے کا حق حاصل نہیں وغیرہ پیش کی ہیں۔

Scanned by CamScanner

মুসলিম ও অমুসলিম হিসেবে দাবীকৃত লাশের ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : মুসলমান ও অমুসলমান বসবাসের রাষ্ট্রে এক্সিডেন্টে কোনো ব্যক্তি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় এবং শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যে লোকটি মুসলিম নাকি অমুসলিম। এমন পরিস্থিতিতে উভয়েই নিজ নিজ স্বজাতীয় বলে দাবি করে। এমতাবস্থায় শরয়ী ফয়সালা কী?

উত্তর : রাষ্ট্রটি যদি দারুল ইসলাম বা মুসলিম রাষ্ট্র হয় তাহলে মুসলমান গণ্য করা হবে, অন্যথায় মুসলমান হওয়ার কোনো চিহ্ন না পাওয়া গেলে অমুসলিম গণ্য হবে। (১৫/১৩৯/৫৯৪৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٠٠ : لو لم يدر أمسلم أم كافر، ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا.

ইমাম মাইয়্যেতের কোন বরাবর দাঁড়াবে

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে ইমাম লাশের কোন বরাবর দাঁড়াবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? নিম্নে দুই ধরনের মাসআলা লেখা হলো কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন :

(ক) মৃতকে সামনে রেখে ইমাম তার বুক বরাবর দাঁড়াবে। মৃত নারী হলে তার নাভি বরাবর দাঁড়াবে, এটাই জানাযার নামাযে ইমাম দাঁড়ানোর (সুন্নাত, মুস্তাহাব) তরীকা। (ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.) ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বাংলা পৃ. ৪৬২)

(খ) লাশ পুরুষ হোক বা মহিলা, জানাযার জন্য ইমাম লাশের বুক (সিনা) বরাবর সোজা দাঁড়ানো সুন্নাত (মুস্তাহাব)। (ফাতহুল কদীর ১/৪৬২)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে এটাই ইমামের স্থান, অবশ্য মাথা এবং কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ালেও নামায হয়ে যাবে, (কাফন-দাফনের মাসআলা-মাসায়েল) মাওলানা মাহমুদুল হাসান (দাঃবাঃ) পৃ. ৬৫) দসূকী ১/৪১৮

উত্তর : ইমাম সাহেব লাশের কোন অঙ্গ বরাবর দাঁড়াবে, এ ব্যাপারে কিতাবে বিভিন্ন মতের উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত কিতাবসমূহে যে দুই ধরনের মত উল্লেখ করা হয়েছে এর কোনোটিকে ভুল বলার অবকাশ নেই। তবে প্রমাণের বিচারে সর্বাবস্থায়, অর্থাৎ মাইয়্যেত পুরুষ হোক বা মহিলা সিনা বরাবর দাঁড়ানোর মতটিই প্রণিধানযোগ্য।

Scanned by CamScanner

সুতরাং পুরুষ-মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই ইমাম সাহেব সিনা বরাবরই দাঁড়াবে। (৯/১৩/২৫০৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٢ : (ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر) لما روى أحمد أن أبا غالب قال صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره، ولأن الصدر محل الإيمان، ومعدن الحكمة والعلم، وهو أبعد من العورة الغليظة فيكون القيام عنده إشارة إلى أن الشفاعة وقعت لأجل إيمانه، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقوم من الرجل بحذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن أنسا فعل كذلك، وقال هو السنة، وعن سمرة بن جندب أنه قال «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» قلنا الوسط هو الصدر فإن فوقه يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٦ : (ويقوم الإمام) ندبا (بحذاء الصدر مطلقا) للرجل والمرأة لأنه محل الإيمان والشفاعة لأجله.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۴۴٦ : امام کو میت کے سر یا پیر کی جانب نہیں کھڑا ہونا چاہئے بلکہ سینہ کے مقابلہ کھڑا ہونا چاہئے اور جس روایت میں آتا ہے کہ میت کو سامنے رکھ کر اس کے بیچا بیچ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ سر اور ہاتھ سینہ سے اوپر ہیں اور پیٹ اور پیر سینے سے نیچے ہیں لہذا سینہ وسط میں ہوا دوسرے سینہ محل ایمان وحکمت وعلم ہے اس لئے بھی سینہ کو فوقیت ہے اور ایسا کرنا مستحب ہے اگر کسی نے گھٹنہ کے مقابل یا کندھے کے مقابل کھڑے ہو کر نماز پڑھادی تب بھی صحیح ہو جائیگی۔

ইমাম লাশের কোন বরাবর দাঁড়াবে

প্রশ্ন : জানাযার নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির শরীরের কোন বরাবর দাঁড়াবে? এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা ইমাম সাহেবের জন্য মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়ানো মুস্তাহাব। সামান্য কমবেশি হলে সমস্যা নেই। (১১/৫২৯/৩৫২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٦ : (ويقوم الإمام) ندبا (بحذاء الصدر مطلقا) للرجل والمرأة لأنه محل الإيمان والشفاعة لأجله -

জানাযায় জামায়াতপন্থীকে ইমাম বানানো

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী করে এমন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়াতে পারবে কি না?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় বিশ্বাসী ইমামের পেছনে নামায আদায় করা জরুরি। অতএব মওদুদী জামায়াতের মতবাদে বিশ্বাসী ইমামের পেছনে জানাযার নামায ও অন্যান্য নামায পড়া মাকরূহ। (১১/৫২৯/৩৫২৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٥٧ : ولأن الإمامة أمانة عظيمة فلا يتحملها الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجهها -

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ١/ ١٧٢ : نماز کے بارے میں یہ ہے کہ امام اس شخص کو بنانا چاہئے جو جمہور اہل سنت کے مسلک کا پابند ہو لہذا جو لوگ مودودی صاحب سے مذکورہ بالا امور میں متفق ہوں انہیں باختیار خود امام بنانا درست نہیں البتہ اگر کوئی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی گئی تو نماز ہو گئی۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٣٥١ :الجواب۔ شخص مذکور کے عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں اس لئے اس کو امام نہیں بنانا چاہئے۔

জানাযায় আলেম জারজ সন্তানের ইমামত

প্রশ্ন : জারজ সন্তান যদি আলেম হয় অন্য আলেম উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জারজ সন্তান জানাযার নামাযের ইমামতি করল, এতে তার ইমামতি সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত জারজ সন্তান দ্বীনদার ও আলেম হয়ে থাকলে তার পেছনে নিঃসন্দেহে নামায শুদ্ধ হবে। তবে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে তার চেয়ে

Scanned by CamScanner

অধিক এলম ও আমলের অধিকারী উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাকেই ইমাম বানানো উত্তম। (৭/৪৯৩/১৭৩৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٦٢ : (وولد الزنا) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة بحر بحثا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٦١ : ولو عدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير فالحكم بالضد۔

জারজ সন্তানের জানাযা পড়তে হবে

প্রশ্ন : জারজ সন্তানের ওপর জানাযার নামায পড়তে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, তাদের জানাযার নামায পড়তে হবে। (৭/৪৯৩/১৭৩৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٣ : ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا۔

জানাযায় কোন কাতারে দাঁড়ানো উত্তম

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে কোন কাতারে দাঁড়ানো বেশি সাওয়াব এবং কেন? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : জানাযার নামাযে পেছনের কাতারে দাঁড়ানো সাওয়াব বেশি, কারণ এতে বিনয় বেশি প্রকাশ পায়, যা মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ কবুল হওয়ার বেশি সহায়ক। (১১/২৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٤ : وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضع۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢١٤ : ولهذا قال في المحيط: ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة، ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد. اهـ فلو كان الصف الأول

Scanned by CamScanner

أفضل في الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا واحدا ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرها، هذا ما ظهر لي -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۴۷۴ : سوال- نماز جنازہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں صف اول کا ثواب اخری صف والوں کو ملتا ہے اور وہ اس کی دلیل میں اول الصفوف اٗخرها- پیش کرتے ہیں پتہ نہیں کہ حدیث ہے یا کسی مقولہ ؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ گڑبڑ مسئلہ ہے اس سے انتشار ہوتا ہے-

الجواب - حامداً ومصلیا، کہ مسئلہ کبری (۵۴۵) میں بھی اس طرح ہے أفضل صفوف الرجال فی الجنازہ اٗخرها وفی غیرها أولها إظهارا للتواضع لتكون شفاعته أوعى للقبول، صحیح مسائل کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، پڑھا ئے جاتے ہیں، فتاوی میں لکھے جاتے ہیں، زبانی بتائے جاتے ہیں عوام میں زیادہ سے زیادہ شائع کئے جاتے ہیں ان سے کوئی گڑبڑ نہیں، گڑبڑ کا سبب تین چیزیں ہیں، علم نہ ہونا ،ناقص علم ہونا، یا پھر طبیعت میں عناد کا ہونا-

জানাযার পেছনের কাতারে দাঁড়ানো উত্তম

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশে পেছনের কাতারে দাঁড়ানো উত্তম–কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : জানাযার নামাযে পেছনের কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। কারণ এতে বিনয় বেশি প্রকাশ পায়, যা মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ কবুল হওয়ার বেশি সহায়ক। এ ছাড়া অন্যান্য কারণও রয়েছে। (৬/৮০৭/১৪২৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢١٤ : وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضع -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٧٠ : (قوله في غير جنازة) أما فيها فآخرها إظهارا للتواضع لأنهم شفعاء فهو أحرى بقبول شفاعتهم ولأن المطلوب فيها تعدد الصفوف، فلو فضل الأول امتنعوا عن التأخر عند قلتهم رحمتي -

Scanned by CamScanner

মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ বহন করা

প্রশ্ন : মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা বানানো শরীয়তসম্মত নয়। (১৬/৭৬৬/৬৭৮২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٢٥ : وكما تكره الصلاة عليها في المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم .

'লাশ নিয়ে কবরস্থানের বিপরীতমুখী হাঁটা অবৈধ' বলা অবান্তর কথা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন, তাঁর বাড়ির পশ্চিম দিকে ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থান রয়েছে, আর পূর্ব দিকে হাই স্কুল মসজিদ মাঠ রয়েছে। তাঁর জানাযার নামায কোথায় অনুষ্ঠিত হবে–এ প্রশ্নের জবাবে মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় যিনি এক মসজিদের ইমাম তিনি বলেন, ঈদগাহ মাঠে হবে। উপস্থিত অনেকে বলেন, হাই স্কুল মসজিদ মাঠে হলে ভালো হতো। ইমাম সাহেব বললেন, লাশ নিয়ে কবরস্থানের দিকে হাঁটতে হবে, এর বিপরীত দিকে হাঁটা জায়েয নেই। তাই হাই স্কুল মসজিদ মাঠে না হয়ে ঈদগাহ মাঠেই নামাযে জানাযা হবে। ইমাম সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উভয় মাঠেই জানাযা পড়া যাবে। লাশ নিয়ে কবরস্থানের বিপরীত দিকে হাঁটা জায়েয নেই-এ কথাটি সঠিক নয়। (১৭/৪৩৯)

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٥٩٥ : وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي .

Scanned by CamScanner

ঈদগাহে জানাযার নামায বৈধ

প্রশ্ন : ঈদগাহে জানাযার নামায আদায় মাকরূহ কি না? একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায ঈদগাহে আদায় করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে জনৈক মৌলভী সাহেব মাইকে বলেন যে ঈদগাহে জানাযার নামায মাকরূহ। আমি এসে লাশ ঈদগাহের বাইরে পেলে ভেতরে ঢোকাতে দিতাম না–এ বক্তব্য শরীয়াহ মোতাবেক কি না?

উত্তর : ঈদগাহে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ নয়, উক্ত মৌলভী সাহেবের বক্তব্য শরীয়াহ মোতাবেক নয়। (১৪/২৪৯/৫৬০৪)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ص ٥٩٠: وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/٦٥٧ : أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية -

মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের অভ্যন্তরে মসজিদের বারান্দায় অথবা মসজিদের চত্বরে জানাযা পড়ার শরয়ী হুকুম কী? মসজিদে লাশ রাখা যাবে কি না? লাশ মসজিদের বাইরে রেখে ফরয নামাযান্তে কাতার না ভেঙে জানাযা পড়া যায় কি না?

উত্তর : বিহীত কোনো কারণ, যথা বৃষ্টি ইত্যাদি ছাড়া চাই লাশ ও নামাযী সবাই মসজিদের ভেতরে হোক বা লাশ বাইরে এবং মুসল্লিগণ মসজিদে, অথবা লাশ বাইরে মুসল্লিদের মধ্যে কিছু মসজিদে আর কিছু বাইরে সর্বাবস্থায় মসজিদে ও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বারান্দায় নামায পড়া মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে কোনো কারণে অপারগতায় মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ হবে না। তাই সাধারণ অবস্থায় জানাযার নামায মসজিদের বাইরে আদায় করাই সুন্নাত। (১০/৭৩৯)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٤٨٦ (١٥١٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء» -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٢٧ : (قوله ولا في مسجد) لحديث أبي داود مرفوعا «من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له، وفي رواية فلا شيء له» أطلقه فشمل ما إذا كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد وهو المختار-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٢٥ : (وكرهت تحريما) وقيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع القوم (واختلف في الخارجة) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقا خلاصة، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة، وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم-

বিনা কারণে লাশ বাইরে রেখে মসজিদে জানাযা

প্রশ্ন : বাইরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদের মেহরাবের সামনে লাশ রেখে ইমাম সাহেব মসজিদে থেকে শুধু একটি দরজা খুলে রেখে জানাযা পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : যদি মসজিদের বাইরে মেহরাবের সামনে লাশ রাখে তাহলে উক্ত নামায সহীহ হলেও বাইরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। (১৮/৯৩৩/৭৯১৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٨٩ (٣١٩١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء عليه»-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٠٧ : وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجد، والقوم مع الإمام في المسجد فمن اعتبر المعنى الأول يقول بالكراهية ههنا، ومن اعتبر المعنى الثالث لا يقول بالكراهية ههنا.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٥ : وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار، كذا في الخلاصة.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ١/ ٥٧٥ : میت کو محراب سے باہر رکھ کر اگر نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی جائے تو راجح قول کے مطابق یہ صورت بھی مکروہ ہے۔

প্রচলিত ব্যবস্থায় মসজিদে জানাযা পড়া

প্রশ্ন : মসজিদে জানাযার নামায পড়ানোর বিধান কী? এবং তা মেহরাব থেকে মসজিদের এক-চতুর্থাংশ দক্ষিণ অংশে ও তিন-চতুর্থাংশ উত্তরে দাঁড়ালে এ অবস্থায় নামায শরীয়তসম্মত সঠিক হবে কি না? উল্লেখ্য, মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদের জায়গা না থাকায় দেয়ালের বাইরে মাইয়্যেত রাখার স্থান করে দরজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ অবস্থায় শরীয়তের সঠিক সমাধানে হুজুরের মর্জি হয়।

উত্তর : বিনা ওজরে মসজিদে জানাযার নামায পড়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জানাযার নামায মসজিদে পড়া মাকরূহ। (৭/৯৩৪/১৯৫১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٢٤ : (وكرهت تحريما) وقيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع القوم. (واختلف في الخارجة) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقا خلاصة، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة.

📖 رد المحتار(سعيد) ٢ /٢٢٤ : (قوله: وقيل تنزيها) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير حاج، وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة، فرجح القول الأول لإطلاق المنع في قول محمد في موطئه: لا يصلى على

Scanned by CamScanner

جنازة في مسجد. وقال الإمام الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا ـ

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۳/ ۱۵۷ : الجواب- مسجد میں نماز جنازہ کی تین صورتیں ہیں اور حنفیہ کے نزدیک علی الترتیب تینوں مکروہ ہیں ایک یہ کہ جنازہ مسجد میں ہو اور امام و مقتدی بھی مسجد میں ہو؛ دوم یہ کہ جنازہ باہر ہو اور امام و مقتدی مسجد میں ہوں، سوم یہ کہ جنازہ امام اور کچھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں اور کچھ مقتدی مسجد کے اندر ہوں اگر کسی عذر صحیح کی وجہ سے مسجد میں جنازہ پڑھا تو جائز ہے۔

জানাযা বহনে ১০ কদমের আমল

প্রশ্ন : মানুষ মারা যাওয়ার পর জানাযার জন্য আনার সময় ১০ কদম করে ৪০ কদম পর্যন্ত যে আমল দেখা যায় তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত জানাযার জন্য লাশ বহন করার সময় শুরুতে ১০ কদম করে ৪০ কদম পর্যন্ত প্রচলিত আমল শরীয়তসম্মত। (১০/৯৭৭/৩৩৭৮)

📖 المعجم الاوسط (٥٩٦٠) : من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة.

📖 مصنف ابن ابی شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٤٨١ (١١٢٧٧) : عن علي الأزدي، قال: «رأيت ابن عمر في جنازة فحملوا بجوانب السرير الأربع، فبدأ بالميامن، ثم تنحى عنها فكان منها بمزجر كلب».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣١ : (وإذا حمل الجنازة وضع) ندبا (مقدمها) بكسر الدال وتفتح وكذا المؤخر (على يمينه) عشر خطوات لحديث «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة» (ثم) وضع (مؤخرها) على يمينه كذلك، ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك ـ

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۵۸/۴ : جواب—ہر مسلمان پر مسلمان میت کا یہ حق ہے کہ اس کے جنازے کو کندھا دے اور ہر پایہ کو دس دس قدم تک لے چلے اس حق میں امام کی یا کسی کی کوئی تخصیص نہیں نہ اس کا کوئی وقت اور موقع متعین ہے نہ

Scanned by CamScanner

ضروری ہے کہ لگاتار چاروں پائے اٹھائے اگرایک پایہ کودس قدم لے جاکر چھوڑنے
کے بعد فوراًدوسرا پایہ پکڑنے کا موقع نہ ملے توکچھ توقف کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر
چوتھا پایہ پکڑ سکتا ہے اور پھر یہ سب مستحب کے درجے میں ہے۔

খুলে রাখা নাপাক জুতার ওপর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি জানাযার নামাযে জুতা খুলে তার ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তা কি জায়েয হবে? উল্লেখ্য, উক্ত জুতার নিচের অংশে নাপাক লাগা ছিল এবং এ মাসআলাটি উল্লেখযোগ্য দুজন মুফতী সাহেব থেকে জিজ্ঞেস করা হলে দুজন দুই ধরনের ফাতওয়া দেন। এখন প্রশ্ন হলো, দুই মুফতী সাহেবের মধ্যে কার ফাতওয়াটি সঠিক?

উত্তর : জানাযার নামায জুতা খুলে খালি পায়ে পাক জমিনে আদায় করা শরীয়তের আসল নিয়ম। তবে জুতার তলাসহ পুরো জুতা পাক হলে পাক জমিনে জুতা পরিধান করে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, জুতা খুলে নিয়ে জুতার ওপর পা রেখে জানাযার নামায আদায় করা অবস্থায় পায়ের সাথে মেলানো জুতার অংশ পাক থাকলে চলবে, নিচের তলা নাপাক হলেও কোনো অসুবিধা নেই। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির জানাযার নামায শুদ্ধ হয়েছে, সংশয়ের কোনো কারণ নেই। (১৪/৮৬৩)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٦٦ : لو قام على النجاسة، وفي رجليه نعلان لم يجز، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت، وبهذا يعلم ما يفعل في زماننا من القيام على النعلين في صلاة الجنازة لكن لا بد من طهارة النعلين كما لا يخفى -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۸۳۲/۱ : (۱) اور جوتوں میں سے پیر نکال کر اوپر رکھ لئے تو یہ ضروری ہے کہ جوتوں کا اوپر کا حصہ جو پیر سے متصل ہے پاک ہو گو نیچے کا ناپاک ہو (۲) اگر جوتے پہنے پہنے نماز پڑھے تو یہ ضروری ہے کہ زمین اور جوتے کے اندر اور نیچے کی دونوں جانبیں پاک ہو۔

Scanned by CamScanner

লাশ বহনকালে ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে কিছু পড়া

প্রশ্ন : মৃতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে খাটের পেছনে পেছনে কালেমা ও সূরা-কিরাত পড়ার বিধান কী?

উত্তর : জানাযার সাথে গমনকারী জানাযার পেছনে নীরব থাকবে। কালেমা, সূরা-কিরাত পড়া সুন্নাত নয়। তবে চাইলে নিঃশব্দে পড়তে পারে। (৬/৭০৯/১৩৭৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت. وفيه عن الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله - تعالى - يذكره في نفسه {إنه لا يحب المعتدين} أي الجاهرين بالدعاء. وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها استغفروا له غفر الله لكم.

জানাযা পড়িয়ে ও কবর জিয়ারত করে বিনিময় নেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার জনৈক আলেম বলেন, জানাযার নামায পড়িয়ে ও কবর জিয়ারত করে বিনিময় নেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেমের উক্তি সঠিক কি না? এবং জানাযার নামায পড়িয়ে ও কবর জিয়ারত করে পয়সা নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ। এরূপ ইবাদতে সাওয়াবের আশা করাও নিষ্ফল। তবে কালের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ফিকাহবিদগণ যে সমস্ত দ্বীনি কাজ পারিশ্রমিক নিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেছেন, জানাযার নামায এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং জানাযার নামায পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তদ্রূপ ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করে বিনিময় গ্রহণ করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। (৫/৩৩৩/৯৫০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩٩ : أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين، وأجاز المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة كما بين في محله، ومقتضاه عدم الجواز هنا، وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز

Scanned by CamScanner

بالواجب، نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به القهستاني في الإجارات، وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا اهـ.

📖 فيه ايضا ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون -.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۷۴ : اور امامت نماز جنازہ کو فقہاء نے مستثنی نہیں کیا لہذا محض اس امامت پر اجرت لینا جائز نہیں.

বাথরুমে মৃত্যুবরণ করাকে মন্দ ভাবা যাবে না

প্রশ্ন : অনেক লোক বিশেষত যারা হার্টের রোগী, তাদের অনেকেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাথরুমে স্ট্রোকের শিকার হয় এবং সেখানেই মারা যায়। এ রকম মৃত্যুর কী হুকুম?

উত্তর : মুসলমান ব্যক্তির জন্য ঈমান ও আমলের ওপর মৃত্যুবরণ করাই তার একমাত্র সফলতা। এমন ব্যক্তি যদি হার্টের রোগে আক্রান্ত হয়ে অস্বাভাবিকভাবে বাথরুমেও মারা যায়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা খারাপ মৃত্যু বলে গণ্য হবে না। তাই এ ধরনের ঈমানদার মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করা শরীয়তসম্মত নয়। (৫/৯/৭৯০)

Scanned by CamScanner

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٤١ / ٤٩١ (٢٥٠٤٢) : عن عائشة، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة؟ فقال: " راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر ".

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ١١٦ (٦٠٦٤) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٨ / ١١٩ : اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں انکے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے حضرت ابوھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.

'ইন্না লিল্লাহি' বলে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাকে জরুরি মনে করা

প্রশ্ন : আমাদের অঞ্চলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে যখন মাইকে বলবে তখন সংবাদদাতা প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' একবার-দুবার মাইকে উচ্চস্বরে বলবে, তারপর বলবে অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে অমুক ইন্তেকাল করেছেন, এতটায় মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মাইক ছাড়া যদি একে অপরকে খবর দেয় তখন আর সংবাদদাতা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলেন না। এভাবে সংবাদদাতা বারবার মাইকে ইন্না লিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে আমার সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাই আমাদের হরিপুর বাজার মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসের এক ছাত্রের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার সময় ইন্না লিল্লাহি না পড়ে সংবাদ দিতে বলি এবং তারাও সেভাবে সংবাদ দেয়। কিন্তু মাইকে সংবাদদাতা ইন্না লিল্লাহ না বলার কারণে দুজন সাধারণ লোক এসে এক ছাত্রকে প্রশ্ন করে যে আজকে তোমরা ইন্না লিল্লাহ... ছাড়া কেন মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলে? তখন সে বলল, এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করুন, তাঁরা ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু তারা এ কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে ছাত্রদের ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং খুব মারধর করে। মাদ্রাসার উস্তাদদের খুব অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে ফিরে যায়। পরবর্তীতে এলাকাবাসী ও আলেম সমাজ বসে এর একটা সুরাহা করেন। তখন আমি উলামায়ে কেরামের নিকট এ মাসআলা উপস্থাপন করি। এর মধ্যে কিছু আলেমও আমার মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন যে এভাবে জরুরি মনে করে

Scanned by CamScanner

সংবাদদাতার ইন্না লিল্লাহ পড়া ঠিক হবে না বরং বিদ'আত হবে। সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে প্রত্যেকবার ইন্না লিল্লাহ পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কী? আবার সেখানে এভাবে বলাকে অতীব জরুরি মনে করে এমনকি না বললে মারামারি ও গালাগালিও করে। সেখানে এভাবে বলার শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী হবে–এ ব্যাপারে শরীয়তের দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির অতিমাত্রায় প্রশংসা ব্যতীত মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা জায়েয আছে এবং মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর ইন্না লিল্লাহ পড়া সুন্নাত। তবে তা কেউ জরুরি মনে করলে তা হবে নিছক মূর্খতা ও গোড়ামির নামান্তর। এমতাবস্থায় তা বর্জনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের পূর্বে ইন্না লিল্লাহ পড়ার কোনো অর্থই নেই। যেহেতু ইন্না লিল্লাহ পড়া মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সম্পৃক্ত, তাই প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের পূর্বে ইন্না লিল্লাহ পড়া যেহেতু শরীয়তসম্মত নয়–তাই এ ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য মাদ্রাসার ছাত্র ও উলামায়ে কেরাম থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর দরবারে খালেছ নিয়্যাতে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। (১২/২৪৩/৩৮৭৩)

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ٢٢٠ : قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون فيه فضيلة هذا القول وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه وإجماع المسلمين منعقد عليه -

📖 فتاوى قاضيخان (رشيديه) ١/ ٩٠ : إذا مات الانسان لا بأس بأنه يؤذن قرابته وإخوانه -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد".

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦ / ١٣٥ (٨٦٧) : عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم- وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة .

Scanned by CamScanner

ভাড়া করা মাইক ও মসজিদের মাইকে জানাযার এলান করা

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য মাইক ভাড়া নিয়ে অনেক দূরে বা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে এলান করা বা মসজিদের মাইক দিয়ে এলান করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওপর কারো হক থাকলে বা মৃত ব্যক্তির হক অন্যের ওপর থাকলে তা আদায় করার লক্ষ্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মুসলমানদের নিকট মৃত্যুর সংবাদ পৌছানো শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু জায়েযই নয় বরং পছন্দনীয় কাজ। এর জন্য প্রয়োজনে মাইক ভাড়া নিয়ে এলান করাও জায়েয আছে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে এলানের ব্যবস্থা করা বিশেষ করে, এ রকম ব্যবস্থা করতে গিয়ে জানাযার নামায ও দাফনকাজে বিলম্ব ঘটানো হলে শরয়ী দৃষ্টিতে তা মোটেই উচিত হবে না। এ রকমভাবে মসজিদের মাইকে শুধুমাত্র জানাযার নামাযের এলান করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। মসজিদের মাইক বাইরে নিয়ে দূর-দূরান্ত এলাকায় এলান করার অনুমতি শরীয়তে নেই। (৯/৫৪৬/২৭৩৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٩٣ : (قوله وبالإعلام بموته) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية. وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم، بل يقول: العبد الفقير إلى الله - تعالى - فلان ابن فلان الفلاني، فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٠ : وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق؛ لأنه نعي أهل الجاهلية، وهو مكروه والأصح أنه لا يكره؛ لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد، وليس ذلك نعي الجاهلية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٨٣ : نماز جنازہ کے لئے اطلاع کردینے میں تو مضائقہ نہیں پھر جس جس کو موقع ہو آکر شریک ہو جائے لیکن دوسرے محلے کے لوگوں کے انتظار میں مؤخر کرنا...... یہ ٹھیک نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الدفن والقبر

পরিচ্ছেদ : দাফন ও কবর

কবর খনন করার পদ্ধতি ও গভীরতা

প্রশ্ন : কবর খনন করার পদ্ধতি কী? এবং মুর্দাকে কবরে রাখার স্থান কতটুকু গভীর করতে হবে? প্রচলিত আছে যে "মুর্দাকে কবরে প্রশ্নোত্তরের জন্য বসানো হয়, তাই মুর্দার বসা পরিমাণ জায়গা রাখা জরুরি" কথাটি ঠিক কি না?

উত্তর : কবর দুই পদ্ধতিতে খনন করা যায়। তার মধ্যে প্রথমটি হলো, 'লাহাদ' আর দ্বিতীয়টি হলো 'শাক্ব'। লাহাদ খবর খনন করার পদ্ধতি হলো, মানুষের সমপরিমাণ অথবা সিনা পরিমাণ কিংবা অর্ধেক পরিমাণ মাটি নিচের দিকে খনন করে পশ্চিম পার্শ্বে একটি গর্ত খনন করবে। ওই গর্তে মুর্দাকে শুইয়ে বাঁশ অথবা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে মাটি দিয়ে দেবে।

আর শাক্ব/সিন্দুক কবর খনন করার পদ্ধতি হলো, মানুষ সমপরিমাণ অথবা সিনা পরিমাণ অথবা অর্ধেক পরিমাণ মাটি খনন করার সময় মধ্যখানে মুর্দাকে রাখার জন্য মাঝের অংশে গভীর করে একটি স্থান তৈরি করবে। ওই স্থানে মুর্দাকে শুইয়ে বাঁশ অথবা গাছ দিয়ে ঢেকে মাটি দিয়ে দেবে। মুর্দা রাখার স্থান এ পরিমাণ গভীর হওয়া প্রয়োজন, যে পরিমাণ জায়গাতে মুর্দাকে শুইয়ে ওপরে বাঁশ অথবা গাছ দিলে মুর্দার শরীরে লাগবে না।

মুর্দাকে প্রশ্নোত্তরের সময় বসানোর জায়গা পরিমাণ রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ মুর্দাকে আলমে বরজখের মধ্যে বসানো হবে। মুর্দাকে বসানোর জায়গা রাখার যে কথা শোনা যায়, তা ঠিক নয়। (১/৫৫/৪০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٤ : (قوله مقدار نصف قامة إلخ) أو إلى حد الصدر، وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة، فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة، وما بينهما شرح المنية، وهذا حد العمق، والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع. وفي القهستاني: وطوله على قدر طول الميت، وعرضه على قدر نصف طوله (قوله: ويلحد) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها

Scanned by CamScanner

الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف حلية (قوله ولا يشق) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت حلية.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٢٢٥ : "ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض صلبة من جانب القبلة "ولا يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا" -

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٦٠٧ : قوله: "يوضع فيها الميت" بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت -

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ۲ / ۴۰۵ : الجواب - قبر کا اوپر کا حصہ تو سینے کی برابر یا پورے قد کی برابر گہرا ہونا چاہئے، اور جس جگہ میت کو رکھا جاتا ہے وہ جگہ اتنی گہری ہو کہ قبر کا تختہ اس کے جسم سے نہ لگے تقریبا دو بالشت کی مقدار گہری ہو تو تختہ میت کے جسم سے نہیں لگے گا، میت کو قبر میں دفن کرتے وقت نہ فرشتوں کے آنے کے لئے جگہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ میت کے بیٹھنے کے لئے ضرورت ہے جب فرشتے آئیں گے وہ خود ہٹانے کی جگہ کرلیں گے اور قبر کی مٹی میت کے حق میں پانی کی طرح نرم ہو جائے گی۔

কবরের গভীরতা-প্রশস্ততার পরিমাণ ও কোন কবর উত্তম

প্রশ্ন : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ ও উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত, যেখানে বালুমাটি বেশি, এমন স্থানে লাহাদ কবর উত্তম, না শাক্ক উত্তম? আর কবরের গভীরতা ও প্রশস্ততার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত আছে কি না? দলিলসহ জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেখানের মাটি নরম সেখানে শাক্ব কবর খনন করবে, আর কবরের গভীরতা স্বাভাবিক মানুষের কাঁধ বরাবর হওয়া উত্তম। নিম্নে অর্ধকায় করার অনুমতি আছে। আর অর্ধকায় প্রশস্ত করার কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। (১০/৫০০/৩১৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٤ : (قوله مقدار نصف قامة إلخ) أو إلى حد الصدر، وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة، فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة، وما بينهما شرح المنية، وهذا حد العمق، والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع. وفي القهستاني: وطوله على قدر طول الميت، وعرضه على قدر نصف طوله (قوله: ويلحد) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف حلية (قوله ولا يشق) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت حلية (قوله إلا في أرض رخوة) فيخير بين الشق واتخاذ تابوت ط عن الدر المنتقى، ومثله في النهر.

ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحد لأن العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح، فإذا وضع التابوت في اللحد أمن انهياره على الميت، فلو لم يكن حفر اللحد تعين الشق -

মৃতকে কবরে রাখার পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি বহুদিন ধরে কবর খননের কাজে নিয়োজিত। তাই আমি জানতে চাই যে কোরআন-হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার তরীকা কী? এবং আমরা বহুদিনকাল যাবত মৃত ব্যক্তিকে চিত করে শুইয়ে শুধুমাত্র মুখটা পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে রেখে আসছি। এ নিয়মটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : একজন মুসলমান ঘুমের সময় যেভাবে ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শোয়া সুন্নাত, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে সমস্ত শরীর কিবলামুখী করে কবরে রাখা সুন্নাত, অপারগতায় কমপক্ষে চেহারাটা কিবলামুখী করে দেবে। (১৯/১৮৩/৮০৯৫)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٦ : ويوضع فى القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة -

📖 فتاوى قاضيخان (اشرفيه) ١/ ٩٣ : ويوضع فى القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة -

📖 الفتاوى الولوالجية (مكتبة الحرمين) ١/ ١٦٧ : ويوضع على شقه الأيمن موجها الى القبلة -

মৃতকে কবরে রাখার তরীকা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সুন্নাত তরীকা কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে চেহারাসহ পুরো শরীর কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত। (১৯/৫০২/৮২৭৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٢٥٥ (٢٨٧٥) : عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة أن رجلا سأله، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع» ، فذكر معناه زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٦ : ويوضع فى القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٦ : (ويوجه إليها) وجوبا، وينبغي كونه على شقه الأيمن -

কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহ ছড়া, জায়নামায ইত্যাদি দেওয়া

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে নারায়ণগঞ্জের জনৈক ইমাম সাহেব এক জিল্‌দ কোরআন শরীফ, এক ছড়া তাসবীহ ও একখানা জায়নামাযসহ তাঁর মৃত ভাইকে দাফন করেন। প্রশ্ন হলো:

Scanned by CamScanner

১. মৃত ব্যক্তির কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহের ছড়া ও জায়নামায দেওয়া জায়েয কি?
২. যদি জায়েয মনে করে কোনো ব্যক্তি এ-জাতীয় কার্য করে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার অপরাধ কতটুকু?
৩. এ-জাতীয় ইমামের ইমামতি করা কিংবা তাঁর পেছনে ইক্তিদা করে নামায পড়া দুরস্ত হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির কবরে কোরআন শরীফ দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ কাজ পবিত্র কোরআনের অবমাননা ও বেয়াদবীর শামিল, এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা প্রতিহত করা মুসলিম সমাজের ঈমানী দায়িত্ব। এ ধরণের কাজ যে করে সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। অনুরূপ তাসবীহ ছড়া ও জায়নামায রাখার প্রথাও ভিত্তিহীন। (৪/১৮১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٦ : وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٢٢ : أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر، وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب .

কবরে খেজুরের ডাল গাড়া

প্রশ্ন : আমরা মানুষকে দাফন করার পর দেখি যে তাদের কবরে একটা খেজুরের ডাল গেড়ে দেওয়া হয়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি এমন করেছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান যুগে কবরে এভাবে ডাল গাড়ানো বিদ'আত হবে কি না?

উত্তর : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক দুটি কবরের ওপর খেজুরের তাজা ডাল গেড়ে দেওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। তাই নবীজির অনুসরণে যদি কেউ খেজুরের তাজা ডাল অথবা যেকোনো গাছের তাজা ডাল গেড়ে দেয় তাহলে তা বিদ'আত বলা যাবে না। তবে ডাল গাড়া আবশ্যক মনে করা এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। বরং কেউ ডাল গাড়লে নিষেধ করবে না, আর কেউ না গাড়লে গাড়ার নির্দেশ দেবে না। (১৯/১৬৯/৮০৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 بذل المجهود(دارالكتب العلمية) ١/ ٥٥ : وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك فأوصى ان يوضع على قبره جريدتان كما سيأتى فى الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره -

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٢٤٥ : ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قال بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة - صلى الله عليه وسلم - أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان، والله تعالى أعلم -

কবরের ওপর গম্বুজের আকারে বাঁশ গেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই প্রথা আছে যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তার কবরের মধ্যে চার-পাঁচ হাত লম্বা মাঝারি ধরনের একটা বাঁশ ওপরের মাথা ঠিক রেখে তার নিচের মাথা থেকে বাঁশটা চিরে তার ওপরের মাথা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় অনুরূপ চারটা চির করা হয়। তারপর এই চার মাথাকে কবরের চার কোণে গেড়ে দেওয়া হয় এবং ওপরের মাথাটা ঠিক কবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে, যার আকৃতি হয় গম্বুজের মতো। উল্লিখিত মাসআলার বিধান কী? এবং সমাধান কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত কাজটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তাই তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য। (১৯/৪৮২/৮২৮১)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد» -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤ / ٤٦٩ (٢٦٧٦) : عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد

Scanned by CamScanner

صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٣ (٣٢٢٥) : عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص ويبنى عليه» -

বাঁশের চার খুঁটিতে চার কুল পড়ে গেড়ে দেওয়া ও কবরে পানি ঢালা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে মৃতকে দাফন করার পর চার ব্যক্তি বাঁশের চারটি খুঁটি নিয়ে কবরের চার কোণে হালকা গেড়ে খুঁটিগুলোকে ধরে চার কুল পাঠ করে পাঠ শেষে উক্ত খুঁটিগুলো উঠিয়ে একত্রিত করে কবরের মাঝখানে রেখে দেয়। আবার দাফন শেষে মৃতের আরামের নিয়্যাতে কবরের ওপর মৃতের সিনা বরাবর এক বদনা পানি ঢালা হয়। জানার বিষয় হলো, শরীয়তে এসব প্রচলনের কোনো ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃতকে দাফন করার পর উক্ত পদ্ধতিতে কবরের ওপর চার কুল পড়ার কোনো ভিত্তি নেই। তবে ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে বিশেষভাবে সূরা বাকারার শুরু ও শেষের আয়াতগুলো পাঠ করার কথা শরীয়তে আছে। অনুরূপ কবরের মাটি ঠিক করার উদ্দেশ্যে পানি দেওয়া উত্তম, কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে কবরের ওপর পানি দেওয়া ভিত্তিহীন ও বর্জনীয়। (৯/৪১২/২৬৮০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٧ : وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري

Scanned by CamScanner

قدر ما ينحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي- جوهرة

(قوله ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب «لأنه – صلى الله عليه وسلم – فعله بقبر سعد» كما رواه ابن ماجه «وبقبر ولده إبراهيم» كما رواه أبو داود في مراسيله «وأمر به في قبر عثمان بن مظعون» كما رواه البزار-

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۵۸ : مٹی جمانے کے لئے ہو تو گنجائش ہے ولا بأس برش الماء عليه حفظا لترابة عن الاندراس -

পুরনো কবরে শিয়াল বাচ্চা দিলে করণীয়

প্রশ্ন : প্রায় এক বছর পূর্বে লাশ দাফন করা হয় এমন একটি কবরে শিয়াল প্রবেশ করে বাচ্চা দিয়েছে এবং কবরের মাটি এদিক-ওদিক ফেলে দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও সরানো যাচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, শিয়ালগুলোকে এভাবে থাকতে দেওয়া হবে, নাকি কবর খনন করে হলেও বের করে দিতে হবে? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : যদি কবর এমন পুরনো হয়ে থাকে যে লাশ মাটি হয়ে গেছে, তাহলে শিয়াল তাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর যদি লাশ মাটি না হয় তাহলে শিয়াল বের করে দেবে, তবে কবর খনন করে নয় বরং শিয়াল যেদিক থেকে ঢুকেছে ওই দিকে খনন করে বের করে দেবে। (১৫/২৭৯/৫৯৫৩)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢/ ١٠١ : ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.

📖 نور الإيضاح (المكتبة العصرية) ص ١٢١ : وينبش لمتاع سقط فيه، ولكفن مغصوب، ومال مع الميت. ولا ينبش بوضعه لغير القبلة، أو على يساره.

Scanned by CamScanner

তিন দিন পর্যন্ত কবরে পানি ছিটানো

প্রশ্ন : লাশ দাফন করার পর তিন দিন পর্যন্ত কবরের ওপর পানি ছিটানো কতটুকু শরীয়তসম্মত কিনা?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে দাফনের পর কবরের ওপর মাটি বসার জন্য পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব, তবে তিন দিন পর্যন্ত পানি ছিটানোর প্রথা ভিত্তিহীন। (১০/৯৭৭/৩৩৭৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٧ : (ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : (قوله ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب «لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله بقبر سعد» كما رواه ابن ماجه «وبقبر ولده إبراهيم».

নদীতে বিলীন হওয়ার ভয়ে কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নদীর অতি নিকটে একটি কবরস্থান, যা নদীতে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কবরস্থানের এক মৃত ব্যক্তি তার ছেলেকে স্বপ্নে তিন রাত্রে তিনবার বলে যে তুমি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। এরপর ছেলে ওই মৃত ব্যক্তিকে উক্ত কবরস্থান থেকে সরিয়ে তার বাড়িতে দাফন করে। প্রশ্ন হলো, ওই লাশ স্থানান্তর করা বৈধ হলো কি না এবং যারা স্থানান্তর করেছে তাদের কোনো গোনাহ হবে কি না এবং ওই লাশকে আবারো গোসল, কাফন ও জানাযা দিতে হবে কি না?

উত্তর : উম্মতের স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল নয় তাই স্বপ্নভিত্তিক শরীয়তের কোনো বিধান নেই। সুতরাং স্বপ্নের ওপর নির্ভর করে স্বাভাবিক অবস্থায় লাশ উত্তোলন করার অনুমতি নেই। তবে নদী ভাঙার কারণে কবর বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে লাশ উত্তোলন করা যেতে পারে। প্রশ্নে বর্ণিত কবরটি যদি বাস্তবেই নদীভাঙনের শিকার হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে লাশ স্থানান্তর করা বৈধ হয়েছে। এমতাবস্থায় গোসল, কাফন ও জানাযাবিহীন দাফন করাই শরয়ী বিধান। (৯/২০৩/২৫৬৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٣١١ : ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها -

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتب خانه) ص ٦١٥ : وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح بن عبيد الله رؤي في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بتحويله.

কবর থেকে লাশ অন্যত্র স্থানান্তর করে সেখানে কোনো কাজ করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে অন্যত্র দাফন করে আগের জায়গায় কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির লাশ এক জায়গায় দাফন করার পর সেখান থেকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া অন্যত্র স্থানান্তর করার অনুমতি শরীয়তে নেই। স্থানান্তর করার পর পূর্বের জায়গা যদি ওয়াক্ফকৃত না হয়ে মালিকানাধীন হয়ে থাকে তাহলে সে জায়গায় মালিকের যেকোনো বৈধ কাজ করার অনুমতি আছে। পক্ষান্তরে পূর্বের জায়গা ওয়াক্ফকৃত হয়ে থাকলে যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেখানে সে কাজ ছাড়া অন্য কাজ করা জায়েয হবে না। (৮/৭৭৮/২৩৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٧ : إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٩٥ : أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو كفن بثوب مغصوب أو دفن في ملك الغير أو دفن معه مال أحياء لحق المحتاج ... ولو كان المال درهما ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه ينبش أيضا لحقه كما في فتح القدير وذكر في التبيين أن صاحب الأرض مخير إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع الأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها ... وأطلق المصنف فشمل ما إذا بعدت المدة أو قصرت.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۷۸ : قبر کا احترام لازم ہے لیکن جب قبر میں میت باقی نہ رہے مٹی بن جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے، احترام لازم نہیں رہتا، وہاں تعمیر وزراعت کی اجازت ہو جاتی ہے.

পা দিয়ে মাড়িয়ে কবরের মাটি চাপানো

প্রশ্ন : মুর্দা মাটি দেওয়ার পর মাটি বসানোর উদ্দেশ্যে কবরের ওপরে তিন-চারজন ভালোভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাটি বসানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কবর বহাল থাকাবস্থায় বিনা প্রয়োজনে পদদলন করা নিষিদ্ধ। (৯/৪০৮/২৬৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۲٤٥ : وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة: لا يوطأ القبر إلا لضرورة، ويزار من بعيد ولا يقعد، وإن فعل يكره.

কবর পাকা করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কবর পাকা করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, কোথাও পুরা কবরস্থানকে পাকা দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, কোথাও প্রত্যেক কবরকে পৃথক পৃথকভাবে চারপাশে ঘেরাও করা হয়, তবে কবরের ওপরের ভাগ খালি রাখা হয়। কোথাও পুরা কবর চারপাশে এবং ওপরের ভাগসহ পাকা করা হয়, কোথাও কোথাও কবরের উত্তর পাশে মাথা বরাবর একটি ছোট দেয়াল দিয়ে নিশান দেওয়া হয়, কোথাও শুধু ইট গেঁথে কবরের চারপাশে ঘেরাও করা হয়, আর কোথাও কবরের শিয়রের দিকে দু-একটি ইট দিয়ে নিশানা লাগানো হয়। প্রশ্ন হলো, এর মধ্যে কোনটি জায়েয ও কোনটি নাজায়েয?

উত্তর : হেফাজতের লক্ষ্যে কবরস্থানের চারপাশে পাকা দেয়াল নির্মাণের অনুমতি আছে, তবে কবর পাকা করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে নিষেধ। সুতরাং কবর পাকা করার প্রশ্নোল্লিখিত সব পদ্ধতিই শরীয়তে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, শুধু কবরের পরিচয়ের জন্য আলামতস্বরূপ মাথা বরাবর কোনো ইট-পাথর ইত্যাদি রাখতে আপত্তি নেই। তেমনিভাবে লোক দেখানোর নিয়্যাত না হলে একটি একটি ইট দিয়ে কবরের চারপার্শ্বে নিশানা দেওয়াও বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (৯/৫৯/২৪৪৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» .

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ٢٥٩ : في " المحيط ": لا يجص القبر ولا يطين، في رواية الكرخي، وكره التجصيص الحسن والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأباح أحمد التطيين.
وفي " منية المفتي ": المختار أنه لا يكره، وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط، أو يعلم بعلامة،... ...
وفي " قاضي خان " ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار؛ ليكون علامة.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۱۹۹ : سوال– قبر پر چار پانچ فٹ بلند صرف چار دیواری بغیر چھت کے بغرض حفاظت بنانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- قبر پر ہر قسم کی بنا بغرض زینت حرام ہے اور بغرض استحکام مکروہ تحریمی، گناہ میں مکروہ تحریمی بھی حرام ہی کے برابر ہے چار دیواری خواہ ایک ہی اینٹ کی ہو اس کا بنا ہونا ظاہر ہے۔

কবর চিহ্নিত করার জন্য দেয়ালে নামফলক ব্যবহার

প্রশ্ন : মৃত পিতার কবরের চিহ্ন সংরক্ষণ করার জন্য কবরের পাশে দেয়াল উঠিয়ে নামফলক দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় কবরের চারপাশে দেয়াল করা শরীয়তসম্মত নয়। একমাত্র কবরের অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হলে হেফাজত ও সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে কবরস্থানের চারপাশে দেয়াল দেওয়ার অবকাশ আছে। তবে সেখানে প্রশংসনীয় বাক্য ও কোরআনের আয়াত লেখার অনুমতি নেই। (১৭/৫৫৪/৭১৭৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٩٦ (٣٢٠٦) : عن المطلب، قال:
لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» -

📖 البناية (دارالمعرفة) ٣/ ٢٥٩ : وفي " قاضي خان " ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار؛ ليكون علامة. وفي " الميحط ": لا بأس بالكتابة عند العذر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٨-٢٣٧ : (قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت)۴/ ۵۰: حفاظت کے لئے قبرستان پر چار دیواروں بنانا قبر کے سرہانے کتبہ لگانا مباح ہے، قبر پر لکھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

Scanned by CamScanner

রওজা মোবারক কি পাকা ও গম্বুজবিশিষ্ট

প্রশ্ন : হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর মোবারক পাকা করা হয়েছে কি? তার ওপর গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে কি? অনেকে বলে এবং দেখাও যায় যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর পাকা এবং তাতে গম্বুজ রয়েছে, এটা কি আসলে ঠিক?

উত্তর : প্রাচীরবেষ্টিত ঘরে কবর দেওয়া শুধুমাত্র নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামের বেলায় প্রযোজ্য, উম্মতের জন্য অনুমতি নেই। খোলা জায়গায় অবস্থিত কবরকে পাকা করা ও গম্বুজ তৈরি করা হাদীসের ভাষায় সকলের জন্য নিষিদ্ধ। তবে রওজা পাককে কেন্দ্র করে কিছু অঘটন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গম্বুজ তৈরি হওয়ার পরে তা বহাল রাখাই সমীচীন বলে উলামায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করেছেন। উপরন্তু গম্বুজ তৈরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবা (রা.), এমনকি তাবেঈনের আমল নয়। বরং পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীর আমল, যা উম্মতের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। (১৭/৫৬৪/৭১৮৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٥ : وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي: المختار أنه لا يكره التطيين. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها» رواه مسلم وغيره -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٥ : ولا ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء واقعات.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۱۱۷ : پس جب کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ممانعت قبر کے پختہ کرنے اور گنبد وغیرہ بنانے کی ثابت ہو گئی اور اقوال فقہاء سے بھی ممانعت اس کی ہوئی تو اگر کسی نے سلاطین وغیر ہم میں سے رسول

Scanned by CamScanner

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنایا یا اسی طرح دوسرے لوگوں نے بزرگوں کی قبر کو
پختہ کیا تو یہ فعل بادشاہوں وغیرہم کا بمقابلہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعبارت کتب فقہ کے حجت نہیں ہوسکتا۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۱۴۳ : اور اعتبار قرآن وحدیث واقوال مجتہدین کا ہے، نہ
افعال مخالف شرع کا، اگر عرب اور حرمین میں امور غیر مشروع خلاف کتاب وسنت
رائج ہوگئے، تو جواز ان کا نہیں ہوسکتا۔

আয়াত ও অনুরোধমূলক বাক্যের ফলক কবরে লাগানো

প্রশ্ন : আমার বাবা আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, আমি বাবার কবর চিনতে পারি না, কবরের চিহ্ন না দেওয়ায় তা হারিয়ে ফেলেছি। কিছুদিন পূর্বে আমার আম্মাজানও মৃত্যুবরণ করেন, আম্মাজানের কবর চিহ্নিত রাখার জন্য পাথর তথা টাইলসের সাইনবোর্ড লাগাতে চাচ্ছি তাতে কিছু লেখা থাকবে এবং সেটি মাথার দিকে থাকবে। লেখার ধরন হবে নিম্নরূপ :

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

"যে সুহৃদয়বান ব্যক্তিই আমার কবরের কাছে আসবে আমি আশা করি সে যেন সূরা এখলাস পড়ে আমি অধমীনির জন্য সাওয়াব পৌঁছায়।"

এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : কবরে কোরআনের আয়াত, হাদীস, কবিতা ইত্যাদি লেখা নিষেধ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং পদদলন ও অসম্মান থেকে হেফাজতের প্রয়োজনে পাথর বা টাইলস লাগিয়ে মুর্দার নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখার অনুমতি আছে। (৯/৫৮৬/২৭৭২)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٢٣٩ (١٠٥٢) : عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٧ : (قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب

Scanned by CamScanner

على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا.

কবরের চারপাশে দেয়াল করা

প্রশ্ন : আমাদের জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী (রহ.) ইন্তেকাল করলে তাঁকে জামেয়ার আঙিনায় দাফন করা হয়। অতঃপর ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে তাঁর মাকবারায় চার দেয়াল নির্মাণ করা হয় এবং মজবুতের জন্য তাতে মেটে কালারের টাইলস লাগানো হয়। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, ১. উক্ত চার দেয়াল নির্মাণ করা জায়েয হয়েছে কি না? ২. যদি নাজায়েয হয় তাহলে এই চার দেয়াল বর্তমান অবস্থায় বলবৎ থাকবে না ভেঙে ফেলতে হবে?

উত্তর : নিজ মালিকানাধীন জায়গায় বা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কবর দেওয়াটাই শরীয়তের নির্দেশ। পক্ষান্তরে মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে কাউকে কবর দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। যদি দিয়ে থাকে তাহলে তাকে নিজ মালিকানাধীন জায়গায় বা কবরস্থানে স্থানান্তর করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হেফাজতের লক্ষ্যে কবরস্থানের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করায় আপত্তি নেই। কিন্তু মালিকানা জায়গায় প্রদত্ত কবরের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করা সমস্ত ইমামের বর্ণনা অনুযায়ী সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে হারাম এবং মজবুতীর লক্ষ্যে হয়ে থাকলে মাকরূহে তাহরীমীর পর্যায়ভুক্ত। (১২/১২৭/৩৮৩৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن)-

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٩٤ : (قوله ولا يجصص) لحديث جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه» وأن يوطأ والتجصيص طلي البناء بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب، وفي الخلاصة، ولا يجصص القبر ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء -

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٦٥٧ : متولی وقف کی ذمہ شرائط واقف کی پابندی ضروری ہے جو کام شرائط واقف کی خلاف ہوا گرچہ وہ فی نفسہ ثواب کا کام ہو بلکہ فرض اور واجب بھی ہو تب بھی متولی کو حق نہیں کہ شرائط واقف کے خلاف زمین موقوفہ کو اس میں خرچ کرے لهذا اس زمین میں جو مسجد یا کسی جائز کار ثواب کیلئے آمدنی حاصل کرنے کے واسطے وقف ہو متولی کو حق نہیں ہے کہ کسی شخص کیلئے قبر بنانے کی اجازت دیدے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢١٠ : جبکہ واقف اپنے زندگی مین جس جگہ قبرستان بنانے کی صراحۃ ممانعت کر چکاہے اور دینی درسگاہ کے لئے مخصوص کر چکاہے تو اب کسی کو اس جگہ قبرستان بنانے کا حق حاصل نہیں دینی درسگاہ بنانا عین منشاء واقف ہے۔

অন্যের জায়গায় অনুমতি ছাড়া কবর দিলে তা স্থানান্তর করা যাবে

প্রশ্ন : আমার জায়গায় আমার অনুপস্থিতিতে এবং অনুমতি ব্যতীত অন্যের মৃত দেহ দাফন করা হয়েছে এবং তাতে আমি রাজি নই। বিশেষ করে উক্ত স্থানে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা আমার একান্ত কাম্য। আমি উক্ত কবর স্থানান্তরিত করতে চাই। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু জমির মালিকের অনুমতি না নিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে তাই মালিকের জন্য কবরটি স্থানান্তরিত করা কিংবা সে কবরটি জমিনের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তাতে তার ইচ্ছানুযায়ী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করা জায়েয হবে। (১৬/৭০৭/৫৭৬৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٨ : (منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٦٧ : ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة، كذا في فتاوى قاضي خان. إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٥/ ٣٧٤ : در مختار میں ہے... مگر حقوق عباد کی وجہ سے کہ مثلاً زمین مغصوبہ اور غیر کی زمین میں بدون مالک کی اجازت کے دفن کر دیا جاوے سو مالک کو اختیار ہے کہ میت کو نکلوادے یا زمین کو برابر کردے اور نشان قبر کا نہ کرنے دے۔

পুরনো কবরে মাটি ভরাট করে নতুনের মতো করা

প্রশ্ন : পুরনো কবর নতুন করে মাটি দিয়ে ভরাট করা এবং নতুন কবরের মতো করে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : পুরনো কবরে নতুন মাটি দেওয়াতে আপত্তি নেই তবে পদদলনের অনুমতি নেই। (১০/৩৮/২৯৮২)

📖 الطبقات الكبرى (دار صادر) ١/ ١٤١ : عن عطاء قال: لما سوي جدثه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كالحجر في جانب الجدث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بإصبعه ويقول: «إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه فإنه مما يسلي بنفس المصاب» -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٦ : وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها، كذا في التتارخانية، وهو الأصح وعليه الفتوى، كذا في جواهر الأخلاطي.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٢٢٦ : وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه جحرا فسده-

মাটি ভরাট করে কবরের ওপরে কবর দেওয়া

প্রশ্ন : কবরস্থানের স্বল্পতার কারণে কবরের ওপর মাটি দিয়ে আবার কবর খনন করে যদি লাশ দাফন করা হয় এবং কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত যদি চালু রাখা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রথম কবরের লাশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় লাশ দাফন করা নিষিদ্ধ। তবে কবরস্থানের স্বল্পতার কারণে দ্বিতীয় লাশ দাফন করতে বাধ্য হলে দুই লাশের মধ্যে মাটি দিয়ে আবরণ করে দেবে। (১১/৯১৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٩٥ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۴۱۱ : الجواب—اگر قبر اتنی پرانی ہو جائے کہ میت بالکل مٹی بن جائے تو اس قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا درست ہے ورنہ بلا ضرورت ایسا کرنا منع ہے اور بوقت ضرورت جائز ہے اور ایسی حالت میں جب میت کی ہڈیاں وغیرہ کچھ قبر میں موجود ہوں تو وہ ایک طرف علیحدہ قبر میں رکھدی جائیں اگر میت بالکل صحیح سالم قبر میں موجود ہو تب بھی بوقت ضرورت اس کے برابر اسی قبر میں دوسری میت کو رکھنا جائز ہے لیکن میت قدیم اور میت جدید کے درمیان مٹی کی آڑ بنادی جائے.

Scanned by CamScanner

যেসব কারণে কাফন-দাফনে দেরি করা যায় না

প্রশ্ন : আমরা জানি যে জানাযার নামায দ্রুত পড়ে মাইয়্যেতকে জলদি দাফন করা উত্তম। জানার বিষয় হলো, কী কারণে জানাযার নামাযে দেরি করা যায়?

উত্তর : কোনো মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তার কাফন-দাফনের কাজ যথাসাধ্য দ্রুত আঞ্জাম দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ হাদীসে আছে। অযথা বিলম্বের দ্বারা মাইয়্যেতের কষ্ট হয় বলে কিতাবে আছে। তাই বাস্তবসম্মত কোনো কারণ ছাড়া বিলম্ব করা অনুচিত। জানাযায় মানুষ বেশি হওয়ার জন্য অথবা বিদেশ বা দূরবর্তী স্থান থেকে আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত কারণ নয়। (১৫/১৯৬/৬০১৩)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ١ / ٣٣٤ (١٣١٥) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم».

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ /٢٣٢ : (وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه...

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ /٢٣٢ : (قوله إلا إذا خيف إلخ) فيؤخر الدفن.

কফিনসহ লাশ দাফন করা

প্রশ্ন : দূরে কোথাও মারা যাওয়ার পর যে কফিনসহ লাশ প্রেরণ করা হয় সেই কফিনসহ দাফন করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজন ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির লাশ কফিনসহ দাফন করা মাকরূহ। তবে যদি কবরের মাটি খুব নরম হয় যার দরুন মাটি মৃত ব্যক্তির ওপর পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে মৃত ব্যক্তির লাশ সিন্দুক বা কফিনসহ দাফন করা যেতে পারে। (৪/১৮৫/৬৩৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٢٤ : (ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الأرض .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٢٤ : (قوله: ولا بأس باتخاذ تابوت إلخ) أي يرخص ذلك عند الحاجة، وإلا كره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٦٦ : وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادنا لرخاوة الأرض قال: ولو اتخذ تابوت من حديد لا بأس به.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٩٣ : وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش فيه التراب كذا في غاية البيان، ولا فرق بين أن يكون التابوت من حجر أو حديد.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٠/ ٢٩٥ : الجواب—اگر قبر کی زمین نرم یا تر ہو تو صندوق میں میت کو رکھکر دفن کرنا درست ہے بلا ضرورت مکروہ ہے، (ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الأرض .....اى يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره ... قانون کی مجبوری معذوری ہے.

দাফনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লাশ স্থানান্তর করা

প্রশ্ন : যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেছে সে স্থানে দাফনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লাশ স্থানান্তরিত করার বিধান কী?

উত্তর : মৃতের স্থান হতে যত দূরত্বে দাফনের ব্যবস্থা করা যায় ততদূর পর্যন্ত স্থানান্তর করার শরীয়তে অনুমতি আছে। বিনা প্রয়োজনে এর বাইরে স্থানান্তর করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে সুন্নাত পরিপন্থী তথা মাকরূহ। (১৬/৬৫৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٨٠ (٣١٦٥) : عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فرددناهم -

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٤ / ٢٤٦ (٧٠٧٢) : عن منصور بن صفية، عن أمه، قالت: مات أخ لعائشة رضي الله عنها بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها فقالت: " ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه " -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢/ ١٠١ : واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك، فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه. ولم يعلم خلاف بين المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به، أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين.

قال المصنف في التجنيس: لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. وقال السرخسي: قول محمد بن سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، ونقل عن عائشة أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها: لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت.

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٢٣٩ : (قوله: يندب دفنه في جهة موته) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل، وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية، ويأتي الكلام على نقله. قلت: ولذا صح «أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفن قتلى أحد في مضاجعهم» مع أن مقبرة المدينة قريبة، ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد -

Scanned by CamScanner

দূর-দূরান্তে লাশ বহনকারী প্রতিষ্ঠান ও ভাড়া নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির লাশ কতটুকু দূরত্বে নিয়ে যাওয়া জায়েয আছে? যদি সফরের সীমানার বেশি দূরত্বে নিয়ে যাওয়া নাজায়েয হয় তবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অ্যাম্বুল্যান্স বা লাশ পরিবহনের গাড়ির মাধ্যমে সেবা দান করে তাদের যাওয়ার হুকুম কী? আর যারা ভাড়া হিসেবে লাশ বহন করে তাদের লাশ বহন করে ভাড়া গ্রহণ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যে স্থানে মৃত্যুবরণ করে তার নিকটস্থ কোনো কবরস্থানে দাফন করা উত্তম। তবে দুই-এক মাইল দূরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। দুই-এক মাইলের ভেতর দাফনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এর অধিক দূরে নেওয়া বৈধ নয়। তাই এরূপ কাজে সহযোগিতা করে সাওয়াবের আশা করা যায় না। (১৭/৮৯২/৭৩১৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ / ١٩٠ : ولأبي يوسف إن الأصل أن لا يجوز نقل الجيفة وإنما رخص في نقلها للضرورة وهي ضرورة رفع أذيتها، ولا ضرورة في النقل من بلد إلى بلد فبقي على أصل الحرمة كنقل الميتة من بلد إلى بلد، ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٩ : (قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا، وقيل إلى ما دون مدة السفر، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد. قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٥/ ٣٨٠ : قبل دفن میت کے نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض علماء جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز اور مکروہ، اور ظاہر امر اد ان کی مکروہ سے مکروہ تحریمی ہے، اور صاحب نہر کا اس کو الظاہر کہنا اس کی ترجیح کو مقتضی ہے۔

Scanned by CamScanner

মুসলমানের কাফন-দাফন ও হিন্দুর লাশ পোড়ানোর কাজে একে অপরের সহযোগিতা করা

প্রশ্ন : মুসলমান ব্যক্তির কবরে হিন্দু ব্যক্তি মাটি দিলে অথবা এর বিপরীত হিন্দু ব্যক্তিকে পোড়ানোর কাজে মুসলমান ব্যক্তি শরীক হওয়ার বিধান কী? তেমনি মুসলমান মুর্দাকে দাফনের কাজে প্রয়োজনমাফিক লোক না থাকায় পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের সাহায্য নিলে বা তাদের বিনিময় দিয়ে নেওয়া হলে অথবা এর বিপরীতে হিন্দুদের ক্ষেত্রে মুসলমান হলে শরীয়তে এর হুকুম কী?

উত্তর : প্রত্যেক জাতি নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অন্য জাতির সাহায্য নেবে না, সাহায্য করবে না। হ্যাঁ, যদি মুসলমানের নিকটবর্তী কোনো মুসলমান না থাকে তাহলে দূরের মুসলমানদের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর যদি অমুসলিমের বেলায় মুসলমান ছাড়া কোনো অমুসলিম না থাকে সে ক্ষেত্রে কোনো মুসলমান ওই অমুসলিমকে কাপড়ে মুড়িয়ে গর্তে পুঁতে দেবে। (১৫/১৩৯/৫৯৪৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٤٢٢ (وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه) بذلك أمر علي - رضي الله عنه - في حق أبيه أبي طالب، لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد، ولا يوضع فيها بل يلقى.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٠ : (ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه) كخاله (الكافر الأصلي) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركه لهم (من غير مراعاة السنة) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة وليس للكافر غسل قريبه المسلم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣١ : (قوله: وليس للكافر إلخ) أي إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيزه المسلمون. ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه بحر.

Scanned by CamScanner

باب زيارة القبور
পরিচ্ছেদ : কবর যিয়ারত

কবর জিয়ারতের সংজ্ঞা, ঈসালে সাওয়াব দূর থেকেও করা যায়

প্রশ্ন : ইসলামী শরীয়তে কবর জিয়ারত বলতে কী বোঝায়? কবরের পাশে না গিয়ে কোনো ইবাদতগাহে বসে দু'আ করলে কেমন হয়?

উত্তর : কবরস্থানে গিয়ে সালাম, কোরআন পাঠ, মৃতের মাগফিরাতের দু'আ করা ও সাওয়াব রেসানী ইত্যাদি করাকে জিয়ারতে কবর বলা হয়। কবর জিয়ারতের দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, মৃত্যুর স্মরণ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পয়দা হয়। তাই শরীয়ত মতে পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব, অন্যথায় কবরস্থানে না গিয়ে দূর থেকে কোনো নফল ইবাদত করে মৃতের জন্য সাওয়াব পৌঁছালেও মৃত ব্যক্তি একই রকম সাওয়াব পায়। (৪/৪৪৬/৭৮২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٤١ (٩٧٥) : عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول - في رواية أبي بكر -: السلام على أهل الديار، - وفي رواية زهير -: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا، إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية " -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٧ (٣٢٣٥) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١٨٨ (٥١٤٢) : عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله ويقول إلخ) قال في الفتح: والسنة زيارتها قائما، والدعاء عندها قائما، كما «كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم» إلخ.

কবর জিয়ারতের সুন্নাত তরীকা ও গর্হিত একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন : কবর জিয়ারত করার সুন্নাত পদ্ধতি কী? অনেকে দেখা যায় কবর সামনে নিয়ে দু'আ করে এবং দু'আ শেষে কবরের দিকে চেহারা দিয়ে পেছন দিকে বের হয়। যেমন পূর্বে রাজাদের দরবারে হতো। এর বিধান কী?

উত্তর : কবর জিয়ারতের সুন্নাত তরীকা হলো, কবরস্থানে গিয়ে এভাবে সালাম দেবে :

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية

অতঃপর মৃত ব্যক্তির পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে এসে চেহারার সামনে দাঁড়াবে। বসার প্রয়োজন হলে কাছে বা দূরে সুবিধাজনক স্থানে বসে যতটুকু সম্ভব কোরআন পাকের তেলাওয়াত করবে। বিশেষত সূরা ফাতেহা, সূরা তাকাসুর, সূরা বাকারার শুরু থেকে المفلحون পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, বাকারার শেষ রুকু, ইয়াসীন, মুলক, সূরা ইখলাস ইত্যাদি পড়ে দরূদ শরীফ পড়ে ঈসালে সাওয়াব করবে। উল্লেখ্য, ঈসালে সাওয়াবের জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করা জরুরি নয়। তা সত্ত্বেও কেউ মুনাজাত করতে চাইলে কিবলামুখী হয়ে করবে, যাতে কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে বলে ধারণা না হয়। আর দু'আ শেষে কবরকে সামনে রেখে পিছিয়ে পিছিয়ে বের হওয়ার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই বিধায় এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। (১৭/৭১৩/৭২৬৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٤١ (٩٧٥) : عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول - في رواية أبي بكر -: السلام على أهل الديار، - وفي رواية زهير -: السلام

Scanned by CamScanner

عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢- ٢٤٣ : (قوله ويقول إلخ) قال في الفتح: والسنة زيارتها قائما، والدعاء عندها قائما، كما «كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم» إلخ.

وفي شرح اللباب للمنلا على القارئ: ثم من آداب الزيارة ما قالوا، من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت، بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره، لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت «أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه» ومن آدابها أن يسلم بلفظ: السلام عليكم على الصحيح، لا عليكم السلام فإنه ورد: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون، ونسأل الله لنا ولكم العافية» ثم يدعو قائما طويلا، وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا بحسب مرتبته في حال حياته. اهـ قال ط: ولفظ الدار مقحم، أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنها، وذكر المشيئة للتبرك لأن اللحوق محقق، أو المراد اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة ... ...

وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي - وآمن الرسول - وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا، ثم يقول: اللّٰهُمَّ أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم.

Scanned by CamScanner

জান্নাতুল বাকীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী দু'আ করতেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতুল বাকীতে কী কী দু'আ করতেন?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে গেলে সালাম শেষে বিশেষভাবে উক্ত কবরস্থানে শায়িত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতেন এবং এভাবে দু'আ করার জন্য সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। (১৭/৩০৯/৭০৬৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٨ (٩٧٤) : عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا، مؤجلون، وإنا، إن شاء الله، بكم لاحقون .

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٢٢٩ : والسنة زيارتها قائما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العاقبة".

কবরের নিকট সুন্নাত অনুযায়ী দু'আ করার তরীকা

প্রশ্ন : কবরের নিকট গিয়ে সুন্নাতমাফিক দু'আ করার নিয়মাবলি জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : সুন্নাত তরীকায় কবর জিয়ারত ও দু'আ করার নিয়ম হলো, কবরের নিকট গিয়ে মৃত ব্যক্তির পায়ের দিকে দাঁড়াবে। অতঃপর সালাম ও জিয়ারতের দু'আ পড়ে সূরায়ে ইয়াসীন, সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে যিলযালসহ কোরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করে মুর্দার নামে সাওয়াব রেসানি করবে। অতঃপর কিবলার দিকে ফিরে নিজের জন্য ও মাইয়্যেতের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে। (১৭/৩০৯/৭০৬৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٢ : من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت، بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره.

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا ٣ / ٢٤٣ : ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي - وآمن الرسول - وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا، ثم يقول: اللَّهُمَّ أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم. اهـ مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له.

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٢٢٩ : والسنة زيارتها قائما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العاقبة".

📖 احسن الفتاوی ۴/ ۲۲

মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করার হুকুম

প্রশ্ন : মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়তসম্মত কি না? দলিলসহ জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : কবর জিয়ারতের প্রতি হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে নিকটবর্তী ও দূর-দূরান্ত কবরের কোনো উল্লেখ নেই। তবে কবর জিয়ারতের কিছু আদব ও পন্থা শরীয়তে উল্লেখ আছে, তা পালন করা জরুরি। বর্তমান যুগে কবরস্থানে বিশেষ করে বড় বড় আউলিয়াদের মাজারসমূহে জিয়ারতের নামে বহু বিদ'আত-শিরকের প্রচলন ঘটেছে, যা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর।

অন্যদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হায়াতুন্নবী, সর্বকালে তাঁর জিয়ারত করার প্রতি হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী পুরোপুরি কবর জিয়ারতের আদব নিয়ম রক্ষা করে কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার শর্তে কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা বৈধ আছে।

উল্লেখ্য, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা জিয়ারতে কোনো কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই রওজা জিয়ারতের নিয়্যাতে মদীনা শরীফ যাওয়া মুস্তাহাব বলে গণ্য। (১৫/৭৮৪)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٤١ (١٠٥٥) : عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال:

Scanned by CamScanner

فحمل إلى مكة، فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت:

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٤٢ : (قوله وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب ... ...قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته - صلى الله عليه وسلم - قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة. ورده الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها.

... ... قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤ / ٨٩٠ : ذهب جمهور العلماء الى انه يجوز شد الرحال لزيارة القبور لعموم الادلة وخصوصا قبور الانبياء والصالحين ومنع منه بعض الشافعية وابن تيمية لقوله عليه السلام: "لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد" وحمل القائلون بالجواز الحديث على انه خاص بالمساجد بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم والتجارة.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۶/ ۴۷۰ : الجواب—قبروں کی زیارت مستحب ہے اس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہونچانا بھی ثابت اور مفید ہے، جو کام محض ثواب کے ہیں ان میں بھی لوگوں نے ایسی چیزیں داخل کرلیں کہ ثواب کے بجائے ان سے گناہ ہوتا ہے مثلاً اجمیر شریف جاکر مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں ان سے منت مانگتے ہیں، قبر پر چڑھاتے ہیں، قوالی کرتے یا سنتے ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں بھی جاتی ہیں، ایسی باتیں شرعاً جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہیں بعض باتیں شرک کے قریب ہیں، اگر کوئی شخص خود یہ باتیں نہ کرے تب بھی دوسرے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں انکو دیکھنا یا انکے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے ایسی حالت میں وہاں جانا درست نہیں، اور زیارت قبور کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ میلہ اور تماشہ بن جاتا ہے.

📖 خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ۳ / ۲۰۵: الجواب—زیارت قبور کے لئے دور دراز سے سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے اور یہ اختلاف متقدمین سے چلا آرہاہے لہذا اس کا فیصلہ اب ہونا مشکل ہے ہکذا فی فتاوی رشیدیہ لیکن یہ اس وقت تک ہے جب سفر مذکور میں دیگر مفاسد موجود نہ ہوں مثلاً اہل قبور سے اپنی حاجات طلب کرنا ان کے تقرب کی غرض سے چڑھاوے چڑھانا قبروں کو سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ امور مذکورہ کے انضمام کی صورت میں یہ سفر بالکل ناجائز ہو جائیگا .

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۱۹۱ : الجواب—زیارت قبور کے لئے دور دراز مسافت پر سفر کر کے جانا گو حرام نہیں اور حد اباحت میں ہے تاہم موجب قربت بھی نہیں، دھوم دھام سے جانا اور وہاں جاکر کھانا پکا کر کھانا جائز نہیں، اگر اس کو شرعی کام اور موجب ثواب قرار دیا جاتا ہو تو اور بھی زیادہ برا ہوگا۔

মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে গমন

প্রশ্ন : দূর-দূরান্ত সফর করে বড় বড় পীর-মাশায়েখ ও ওলীগণের মাজার জিয়ারত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কবর জিয়ারত মুস্তাহাব। সুতরাং যদি তাতে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী দূর-

Scanned by CamScanner

দূরান্ত সফর করে বড় বড় পীর মাশায়েখ ও ওলীগণের মাজার জিয়ারত করা বৈধ ও জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয হবে। (১১/৫৯৩/৩৬৩৪)

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٢٤٢ : وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى ابن أبي شيبة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» والأفضل أن يكون يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي .

قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته - صلى الله عليه وسلم - قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة. ورده الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها. وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله - تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن. قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة، وإن كان معها نساء ونائحات تأمل .

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١/ ١٥٦ : زيارت قبور كى ترغيب حديث شريف ميں آئى ہے، يہ قيد نہيں ہے كہ اپنے شہر كى قبر كى ہى زيارت كى جائے اس كے لئے سفر كرنے كى بھى نہيں ہے، حضرت عائشہ صديقہ رضى الله عنہا نے اپنے بھائى عبد الرحمن بن ابى بكر كى قبر كى زيارت كى ہے اور ان كى قبر مدينہ طيبہ سے مسافت سفر پر ہے۔

📖 امداد المفتيين (دار الاشاعت) ص ١٨٢ : جواب- اگر وہاں بدعت و منكرات ميں مبتلا نہ ہو تو جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

পীর-মাশায়েখের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে দেখা যায়, অনেক মানুষ মাঝে মাঝে বড় বড় পীরের মাজার জিয়ারতের নিয়্যাতে সফর করে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে আছে, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد "তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও সফর করা যাবে না"। প্রশ্ন হলো, এভাবে সফর করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কবর জিয়ারত করার প্রতি হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাই শিরক ও বিদ'আত থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থেকে আউলিয়ায়ে কেরামের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ। আর প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস শরীফটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কীয়। অর্থাৎ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা অর্থহীন। মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য ব্যাপারে সফর করার সাথে এর সম্পর্ক নেই। (১৯/১২৫/৮০৩৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٧ (٣٢٣٥) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة» -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣ / ٢٤١ (١٠٥٥) : عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: فحمل إلى مكة، فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: [البحر الطويل]

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا،

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا،

ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى ابن أبي شيبة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: السلام

Scanned by CamScanner

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» والأفضل أن يكون يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي.

قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته - صلى الله عليه وسلم - قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة. ورده الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها. وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله - تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن. قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة، وإن كان معها نساء ونائحات تأمل -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ١٥٦ : زیارت قبور کی ترغیب حدیث شریف میں آئی ہے، یہ قید نہیں ہے کہ اپنے شہر کی قبر کی ہی زیارت کی جائے اس کے لئے سفر کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابي بکر کی قبر کی زیارت کی ہے اور ان کی قبر مدینہ طیبہ سے مسافت سفر پر ہے۔ حدیث پاک میں مساجد کی نیت سے سفر کرنے کو منع فرمایا گیا ہے کہ ایک مسجد کو دوسری مسجد پر فضیلت دیکر سفر مت کرو، صرف تین مساجد نہیں جن کو دیگر مساجد پر فوقیت حاصل

Scanned by CamScanner

নিয়মিত মাজার জিয়ারত করার হুকুম ও কোন ধরনের মাজার জিয়ারত বৈধ

প্রশ্ন : জিয়ারত করার জন্য কোনো ওলীগণের মাজারে যাওয়া জায়েয কি না? জায়েয হলে নিয়মিত মাজার জিয়ারতে যাওয়া দরকার কি না? কোন ধরনের মাজার জিয়ারত করা জায়েয, কোন ধরনের নাজায়েয?

উত্তর : ওলীগণসহ যেকোনো মুমিন মুসলমানের মাজার জিয়ারত করা জায়েয, বরং মুস্তাহাব। তবে যদি শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে জায়েয হবে না। (১৯/৪৬৬/৮২৬৪)

📖 سنن أبي داود (٣٢٣٥) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى، فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد، وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل. قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل. وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى ابن أبي شيبة: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» والأفضل أن يكون يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي.

قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته – صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم – قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة. ورده الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها. وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله – تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن. اهـ قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة، وإن كان معها نساء ونائحات تأمل -

প্রতি শুক্রবারে নিয়মিত ডাকাডাকি করে কবর জিয়ারত করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে প্রায় ৮-৯টি মসজিদ হয়েছে। মুসল্লিগণ প্রত্যেক শুক্রবারে ফজরের নামাযের পর একসাথে কবর জিয়ারত করতে যান, এ ক্ষেত্রে অনেকে ডাকাডাকি করে যে, ভাই আসো! কবর জিয়ারত করতে যাই। এ নিয়ে মানুষের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। একজন বলেন যে এটা বিদ'আত, অন্য আরেকজন বলেন বিদ'আত নয়। এলাকাবাসী একজন আলেমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন জরুরি মনে না করে এবং ডাকাডাকি না করে কেউ না গেলে তার প্রতি খারাপ ধারণা না করে শুক্রবার ভালো দিন হিসেবে কবর জিয়ারত করলে বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সঠিক? এবং এভাবে জিয়ারত করা বিদ'আত হবে কি না?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারত করেছেন, দিনেও করেছেন, রাতেও করেছেন। তবে ডাকাডাকি করার কোনো নজির হাদীসেও নেই, ইতিহাসেও নেই। কবর জিয়ারতের জন্য আবশ্যকীয় কোনো নির্ধারিত দিনও নেই, সময়ও নেই। তবে কোনো কোনো হাদীসে শুক্রবারে কবর জিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হলেও কেবল শুক্রবারকেই জিয়ারতের দিন ধার্য করার প্রয়োজন নেই। কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব কাজ, মুস্তাহাব কাজ ব্যক্তিগতভাবে করাই আসল। এতে আনুষ্ঠানিকতা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। (১৬/১৬১/৬৩৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٣٣ : عن علي بن الحسين، عن أبيه، أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت «تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده» هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات، وقد استقصيت في الحث على زيارة القبور تحريا للمشاركة في الترغيب، وليعلم الشحيح بذنبه أنها سنة مسنونة، وصلى الله على محمد، وآله أجمعين " -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى، فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد، وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل. قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۷۷۴ : سوال-سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے ایصال ثواب کے لئے لوگوں کو جمع کر کے بلا کسی خاص انتظام واوقات متعینہ کے قرآن شریف پڑھا جاوے تو جائز ہے، تو اپنے دوست واحباب کو شمولیت کے لئے کہنا کیسا ہے؟

الجواب- یہ تداعی ہے غیر مقصود کے لئے جو بدعت اور مکروہ ہے۔

প্রতি ঈদের দিন ফজরের নামাযান্তে কবর জিয়ারত করা

প্রশ্ন : ঈদের দিন সকালে ফজরের নামাযের পর সকল মুসল্লি মিলে কবর জিয়ারত করার হুকুম কী?

উত্তর : কবর জিয়ারত করা অতিশয় ফজীলতপূর্ণ আমল। কিছু বিশেষ বরকতময় দিনগুলোতেও জিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। ঈদের দিন সকালে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দিনের মতো জিয়ারত করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনে,

Scanned by CamScanner

নির্দিষ্ট সময়ে ফরয-ওয়াজিবের ন্যায় অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত দলবদ্ধ হয়ে জিয়ারত করতে যাওয়া অবশ্যই শরীয়ত কর্তৃক বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। (১১/২৬২)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٤٧٦ : فلا تختص زيارتها بيوم بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه ۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۱۲۹ : سوال۔ قبرستان جانے کے لئے سب سے بہتر وقت اور دن کونسے ہیں؟

جواب - قطعی طور پر کسی خاص وقت اور دن کی تعلیم نہیں دی گئی، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں وہاں جانے سے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے، موت وآخرت کو یاد کرنا ہے، البتہ بعض روایات میں شب برأت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے قبرستان (بقیع) میں تشریف لے جانا اور ان کے لئے دعا مغفرت فرمانا آیا ہے، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فرمایا ہے، اور ان کو ضعیف کہا ہے، ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کی اس کی بخشش ہو جائیگی اور اسے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا لکھ دیا جائیگا، (مشکوۃ از شعب الایمان بیھقی) فی الجملہ ان روایات سے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۱/۴۴-۴۳ : الجواب - حامدًا ومصلیا، جس چیز کا استحباب شرعی دلائل سے ثابت ہو اس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استحباب ختم ہو کر اس میں کراہیت آجاتی ہے، الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہیۃ (سباحۃ الفکر) اگر یہ شان نہ ہو تو استحباب باقی رہتا ہے، اور جس چیز کے استحباب کا ثبوت شرعی دلائل سے نہ ہو اس کے متعلق یہ بحث نہیں۔

ঈদের দিন ফজর বা ঈদের জামাআতের পর সম্মিলিত কবর জিয়ারতের প্রথা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রায় গ্রামেই দেখা যায়, ঈদের দিন ফজরের পর অথবা ঈদের নামাযের পর প্রায় সকল মুসল্লি কবর জিয়ারত উপলক্ষে কবরস্থানে যায় এবং ইমামের পরিচালনায় হাত উঠিয়ে দু'আ করা হয়। এমনকি দু'আ করার জন্য ইমাম সাহেবকে বাধ্য করা হয়। প্রশ্ন হলো, বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী দু'আ করা যাবে কি না? যদি না যায়,

Scanned by CamScanner

তাহলে এ ভুল প্রথা দূর করার পদ্ধতি কী হবে? এবং দু'আ করার সঠিক পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : ঈদের দিন ও বিশেষ ফজীলতপূর্ণ দিনগুলোতে কবর জিয়ারত করা শরীয়ত সিদ্ধ বটে। কিন্তু সেটা একসাথে দলবদ্ধ হয়ে ইমামের নেতৃত্বে করতে হবে মনে করা অথবা ইমামকে দু'আর জন্য বাধ্য করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হওয়ায় বর্জনীয়। বরং প্রত্যেকের সুবিধা অনুযায়ী জিয়ারত করবে। মানুষকে সুকৌশলে বুঝিয়ে ভুল প্রথা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে কবরের দিকে মুখ করে দু'আ-কালাম পাঠ করা উত্তম এবং হাত উঠিয়ে দু'আ করার মধ্যেও কোনো আপত্তি নেই। (১৬/৩২১/৬৫৩০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٠ : وأفضل أيام الزيارة أربعة يوم الاثنين والخميس والجمعة والسبت والزيارة يوم الجمعة بعد الصلاة حسن ويوم السبت إلى طلوع الشمس ويوم الخميس في أول النهار وقيل في آخر النهار وكذا في الليالي المتبركة لاسيما ليلة براءة وكذلك في الأزمنة المتبركة كعشر ذي الحجة والعيدين وعاشوراء وسائر المواسم كذا في الغرائب.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۹/ ۲۰۱ : الجواب- عید کا دن مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات مسرت میں لگ کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبور کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کا التزام خواہ عملا ہی سہی جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے درست نہیں، نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں اس کی احتیاط لازم ہے۔

ঈদ, বরাত ও কদরের রাতে কবর জিয়ারত করা

প্রশ্ন : ঈদের দুই রাতে এবং শবেবরাত ও শবেকদরে কবর জিয়ারত করার হুকুম কী? এবং দুই ঈদের নামাযের পর ঈদগাহ হতে কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার হুকুম কী? এগুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে করার প্রমাণ আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ডাকাডাকি করে দলবদ্ধ হয়ে যাওয়া ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে কবর জিয়ারতের জন্য যাওয়া শরীয়তসম্মত। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং দুই ঈদের রাত শবেবরাত ও শবেকদরে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও ফজীলতপূর্ণ রাতে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কবর জিয়ারতে যাওয়া শরীয়তসম্মত হবে। তদ্রূপ দুই ঈদের নামাযে ও জুমু'আর নামাযের পর এবং অন্যান্য ফজীলতপূর্ণ দিনেও কবরস্থানে জিয়ারতের জন্য যাওয়ার অনুমতি আছে। তবে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার প্রথা ভিত্তিহীন। (১৫/৯৫২/৬৩৫১)

📖 شعب الإيمان (دارالكتب العلمية) ٣/ ٣٨٠ (٣٨٢٦) : عن عائشة، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء، فقال: " يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ "، قالت: قلت: وما بي من ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: " إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٠ : وأفضل أيام الزيارة أربعة يوم الاثنين والخميس والجمعة والسبت والزيارة يوم الجمعة بعد الصلاة حسن ويوم السبت إلى طلوع الشمس ويوم الخميس في أول النهار وقيل في آخر النهار وكذا في الليالي المتبركة لا سيما ليلة براءة وكذلك في الأزمنة المتبركة كعشر ذي الحجة والعيدين وعاشوراء وسائر المواسم كذا في الغرائب.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۹/ ۲۰۱ : الجواب- عید کا دن مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات مسرت میں لگ کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبور کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کا التزام خواہ عملاً ہی سہی جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے درست نہیں، نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں اس کی احتیاط لازم ہے۔

Scanned by CamScanner

শুক্রবারে কবর জিয়ারতের হুকুম

প্রশ্ন : শুক্রবার কবর জিয়ারত করা কি মুস্তাহাব?

উত্তর : কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। শুক্রবারে কবর জিয়ারত করা উত্তম। শুক্রবারে কবর জিয়ারত করার ফজীলতের একটি হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হলো : "হযরত মোহাম্মদ বিন নোমান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবার আপন মাতা-পিতা অথবা যেকোনো একজনের কবর জিয়ারত করবে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।" (৯/৯৩/২৫০৬)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٦/ ١٧٥ (٦١١٤) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له، وكتب برا» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل. قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل.

কবরস্থানে কোরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি মুখস্থ কোরআন মাজীদ পড়তে পারে না তার জন্য কবরস্থানে দেখে দেখে কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কবরস্থানে কোরআন শরীফ নিয়ে যাওয়াতে সাধারণত কোরআন শরীফের আদব সম্মান রক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায় কবরস্থানে কোরআন শরীফ সাথে না নিয়ে মুখস্থ যা আছে যথা সূরা ফাতেহা, ইখলাস ইত্যাদি বারবার পড়তে থাকবে। (১০/৩৮/২৯৮২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٣ : وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي - وآمن الرسول - وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر

Scanned by CamScanner

والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا، ثم يقول: اللّٰهُمَّ أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۰۲ : الجواب-درست ہے کذا فی الدر المختار، مگر بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک وہاں نہ لے جائے، بلکہ حفظ پڑھے۔

মহিলাদের কবর জিয়ারতে যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মহিলাগণ কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত করতে পারবে কি না? যদি পারে কাদের কবর জিয়ারত করতে পারবে? জিয়ারতের সময় মহিলাদের পর্দা ও পাক-সাফের কী হুকুম?

উত্তর : মহিলাদের কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারত জায়েয হবে কি না, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ বৃদ্ধা মহিলাদের পর্দাসহ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বর্তমানে ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে মহিলাদের ধৈর্যহারা ও পর্দার ব্যাঘাত হওয়ার কারণে মহিলাদের জন্য সব প্রকারের কবরস্থানে গিয়ে কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন না। তাই মহিলাদের জন্য কবরস্থানে না গিয়ে ঘরে বসে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করাই হবে ফিতনামুক্ত ও সর্বোত্তম পন্থা। (৯/৫৮৭/২৭৪৩)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٢٤١ (١٠٥٦) : عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور» وفي الباب عن ابن عباس، وحسان بن ثابت.: «هذا حديث حسن صحيح» - وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن " -

📖 البناية (دارالفكر) ٣/ ٢٦١ : ويكره للنساء زيارة القبور، وهو قول الجمهور-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد، وهو توفيق حسن -

পর্দা রক্ষা করে মহিলাদের কবর জিয়ারতে যাওয়া

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করার হুকুম কী? শরয়ী পর্দা করে কবর জিয়ারত করতে গেলে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : মহিলারা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী। কবরস্থানে গিয়ে শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার দরুন নানা ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদের কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছেন। অতএব মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারতে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে শরীয়তবিরোধী কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া এবং কোনো ধরনের ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে মহিলাদের জন্য পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা রক্ষা করে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি আছে। তবে যুবতী মহিলাদের জন্য এভাবে যাওয়াও সমীচন নয়। (১৭/১৫১/৬৯৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين

Scanned by CamScanner

فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد، وهو توفيق حسن-

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٤٢ : من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت، بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره.

বাড়ির আঙিনায় অবস্থিত কবর জিয়ারতে নারীদের গমন

প্রশ্ন : নিজ বাড়ির আঙিনায় যদি কবর থাকে সেখানে মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান কী?

উত্তর : বাড়িসংলগ্ন কবর হলে পর্দার ব্যাঘাত না হয়, এমনভাবে কবর জিয়ারতে আপত্তি নেই। (৯/৫৮৭/২৭৪৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٢ : (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد، وهو توفيق حسن-

কবরের পাশে গিয়ে ও দূর থেকে দু'আ করার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : বাবা-মা বা কারো জন্য তার কবরের কাছে গিয়ে দু'আ করা এবং দূর থেকে দু'আ করা উভয়ের মাঝে সাওয়াবে পার্থক্য আছে কি না? বাবার কবর সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। এখন কবরের কাছে গিয়ে দু'আ করতে পারি না। দূর থেকে দু'আ করলে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি আসে না। এটা কি আমার অজ্ঞতা, না অন্য কিছু?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের আলোকে যেকোনো নেক আমলের সাওয়াব পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন বা মুমিন নারী-পুরুষের আত্মায় পৌঁছানো যায়। কবরের পাশে গিয়ে অথবা দূর থেকে উভয় অবস্থায় সাওয়াবে পার্থক্য হয় না। তবে কবরের পাশে গিয়ে জিয়ারত করার দ্বারা মৃত্যুর কথা ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। এতে জিয়ারতকারীরও তৃপ্তি লাভ হয়। মনে হয় মাসআলা না জানার কারণে তৃপ্তি আসে না, কিন্তু সাওয়াব পৌঁছাতে তৃপ্তির প্রয়োজন নেই। (৭/৫৫৮/১৭৬৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ٢١٨٨ (٥١٤٢) : عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» -

📖 فيه أيضا ٣ / ١٤٠٧ (٣٢٣٥) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة» -

জিয়ারতের বিনিময়ে অর্থের লেনদেন অবৈধ

প্রশ্ন : কবর জিয়ারতের পর মৌলভী সাহেবকে যে অর্থ দেওয়া হয় তা দেওয়া-নেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : কবর জিয়ারত করে বিনিময় নেওয়া শরীয়ত মতে জায়েয নেই। বিনিময়ের মাধ্যমে কোরআন পাঠকারী ও ইবাদতকারী নিজেই সাওয়াবের অধিকারী হয় না, মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে সাওয়াব পৌঁছাবে? (৪/৪৪৬/৭৮২)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ١٢٧ : ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ.

وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ

Scanned by CamScanner

شيء للقرآن لا يجوز؛ لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٠٠ : ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية، وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين -

📖 فيه ايضا ٦/ ٥٦ : فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون -.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۴۶ : سوال—زید نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے واسطے عمرو و بکر خالد سے قرآن شریف پڑھوایا بعد مناجات کے زید اس کو پانچ روپے دے دے تو عمرو بکر خالد کو یہ روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب—قراءۃ قرآن پر کسی قسم کی اجرت لینا یا دینا قطعی ناجائز ہے اور بدعت ہے اور جو کوئی شخص ایسا کریگا وہ گناہ گار ہو گا۔

কবর জিয়ারতের বিনিময়ে ইফতার করানো

প্রশ্ন : রমাজান মাসে লোকদের ইফতারের দাওয়াত দেওয়া হয়। লোকেরা ওই দাওয়াত উপলক্ষে দাওয়াতদাতার কবরস্থানে গিয়ে সবাই মিলে একত্রে কবরবাসীর জন্য দু'আ করে এবং ইফতারের সময় দাওয়াতদাতার বাড়ি গিয়ে ইফতার করে। প্রশ্ন হলো, এভাবে সবাই মিলে দাওয়াতদাতার কবরস্থানে গিয়ে একত্রে দু'আ করা এবং তার বাড়িতে গিয়ে ইফতার করা শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো রোজাদারকে ইফতার করানো অনেক সাওয়াবের কাজ। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার অনুমতি থাকলেও অন্য সময় কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার শরীয়তে কোনো প্রমাণ নেই। অনুরূপ এর বিনিময়ে খাওয়া বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নয়।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিত দু'আ ও ঈসালে সাওয়াব করে তার বিনিময়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোনোটাই শরীয়তসম্মত নয়। তবে রমাজান মাসে রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার বা খাওয়ার যে সাওয়াব পাওয়া যায় তাতেই কবরবাসীর জন্য সাওয়াবের নিয়্যাত করা যথেষ্ট। দাওয়াতী মেহমানকে দিয়ে কবর জিয়ারতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। (১৯/১৬০/৮০৪৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ١٠٦ (٨٠٧) : عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٧ : ونقل العلامة الخلوتي في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم اهـ بحروفه، وممن صرح بذلك أيضا الإمام البركوي قدس سره في آخر الطريقة المحمدية فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا اهـ ملخصا.

Scanned by CamScanner

জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : জানাযার নামায পড়ার পর লাশ দাফন করার পূর্বে সবাই মিলে হাত তুলে দু'আ করার হুকুম কী?

উত্তর : জানাযার নামায পড়ার পর লাশ দাফন করার পূর্বে সবাই মিলে হাত তুলে দু'আ করার প্রথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাবেঈনের যুগে ছিল না, বিধায় এ ধরনের দু'আ শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৬/৬৩৬৯)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لأنه دعاء مرة لأن اكثرها دعاء -

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤/ ١٧٠ : ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة فى صلاة الجنازة -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /٢٢٥ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۸/ ۷۱۰ : الجواب-حامدا ومصليا، جولوگ ایسے عمل کو سنت کہتے ہیں ان سے مطالبہ کیا جائے کہ کس حدیث میں کس فقہ کی کتاب میں ہیں مگر آپ نے ان سے ثبوت طلب نہیں کیا کچھ حکمت ہی ہوگی۔ فقہاء نے نماز جنازہ سے فارغ ہو کہ بعد سلام میت کے لئے مستقلا کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے فقہ حنفی کی معتبر کتاب خلاصۃ الفتاوی میں اس کو منع کیا ہے۔اس دعا کا نیک کام ہونا کیا حضور ﷺ، خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین وغیرہ کو معلوم نہیں تھا آج ہی منکشف ہوا ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الإحداد والتعزية

পরিচ্ছেদ : শোক ও সমবেদনা

শোক পালন ও প্রকাশের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : হাদীস শরীফের বর্ণনা হতে জেনেছি যে, কারো মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে হয়। শোক পালন বা শোক প্রকাশ করার সুন্নাত তরীকা ও পদ্ধতি কী? শোক পালন অবস্থায় খাবার-দাবারে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : স্বামী ছাড়া অন্য নিকটতম কোনো আত্মীয়ের ইন্তেকালে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন সুন্নাত। শোক পালন করার সুন্নাত তরীকা হলো আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করবে এবং সমস্ত সাজগোজ ও সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার বর্জন করবে। আর চিন্তিত হলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়বে। (১৬/৪৫৩/৬৫৯১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٣٢٦ (١٢٨٠) : عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها، وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».

📖 فتح البارى (دار الريان) ٣ / ١٧٥ : قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد وليس ذلك واجبا.

Scanned by CamScanner

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর করণীয় ও স্বর্ণ ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে তার করণীয় কী? তার জন্য স্বর্ণ ব্যবহারের বিধান কী? কেউ কেউ বলে যে ওই মহিলার বড় ছেলে নাকি তাকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে দিলে ব্যবহার করতে পারবে, এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : স্বামী মারা যাওয়ার সময় স্ত্রী যে ঘরে ছিল সেখানেই ইদ্দত পালন করতে হয়। এ সময় কোনো আত্মীয়স্বজন বা কারো বাড়িতে যাওয়া যায় না, অলংকার ব্যবহার ও কোনো প্রকারের সাজসজ্জা করা যায় না। বড় ছেলের প্রদত্ত অলংকার ব্যবহার করতে পারার কথা ভিত্তিহীন। (৭/৪৪৮/১৬৭৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٣٦ : (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٥٣٥ : هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا، وشمل بيوت الأخبية كما في الشرنبلالية.

📖 فيه أيضا ٣ / ٥٣١ : (قوله: بحلي) أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف، فقد استدرك ما بعده، ويؤيده ما في قاضي خان: المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب. اهـ وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال.

قلت: فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها، وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها، وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها.

Scanned by CamScanner

মৃতের বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, যে বাড়িতে কেউ মারা যায় ওই বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত চুলায় আগুন দেয় না। কোনো খাবার-দাবারও পাকানো হয় না। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা মৃতের বাড়িতে তিন দিন খাবার সরবরাহ করে থাকে। কারো মৃত্যুর কারণে মৃতের বাড়িতে তিন দিন চুলা জ্বালানো বা খাবার পাকানোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : মৃতের আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের জন্য মৃতের বাড়িতে শুধুমাত্র প্রথম দিন (১ দিন) খাবার সরবরাহ করা মুস্তাহাব। তবে কারো মৃত্যুর কারণে মৃতের বাড়িতে চুলা জ্বালানো বা খাবার পাকানোর ব্যাপারে শরীয়তে কোনো বিধিনিষেধ নেই, বরং নিষিদ্ধ মনে করা বিদ'আত। (১৬/৪৫৩/৬৫৯১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٠ : (قوله وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم».

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۳ / ۱۱۸ : جس گھر میں میت ہو جائے وہاں چولھا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب الشهيد
পরিচ্ছেদ : শহীদের বিধান

স্বাধীনতাযুদ্ধে মৃত্যুবরণকারীদের হুকুম

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা কি শহীদ বলে গণ্য হবে?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ধর্মীয় জিহাদ না হলেও এটা একটি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল। তাই স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সকল মুসলমান নিজ ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে মজলুম হয়ে জীবন দিয়েছেন তারা শহীদের অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। (১২/৪২৫/৩৯৯৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ٢٠٤٠ (٤٧٧٢) : عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٢١٢ : من قتل مدافعا عن نفسه أو عن ماله أو عن أهل الذمة من غير أن يكون القاتل واحدا من الثلاثة في الكتاب فإن المقتول شهيد كما صرح به في المحيط.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٣٢٣ : إذا قتل الرجل في المعركة، أو غيرها وهو يقاتل أهل الحرب، أو قتل مدافعا عن نفسه، أو ماله، أو أهله، أو واحد من المسلمين، أو أهل الذمة فهو شهيد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۱۲۳ : جواب—دنیوی احکام کے لحاظ سے شہید وہ ہے (الف) جس کا کافروں یا باغیوں یا ڈاکوؤں نے قتل کردیا ہو۔(ب) یا وہ مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی کے دوران مقتول پایا جائے (ج) یا کسی مسلمان نے اسے ظلما جان بوجھ کر قتل کیا ہو.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۰۵ : سوال فرقہ وارانہ فسادات میں جو مسلمان مارے جاتے ہیں مقابلہ کرتے ہوئے یا اچانک کسی مسلمان کے چاقو مار دیا تو وہ شریعت کی نظر میں شہید ہوگا یا نہیں؟

الجواب—جو شخص ناحق قتل کردیا جائے وہ شہید ہے.

Scanned by CamScanner

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহণের বিধান

প্রশ্ন : স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারকে বলা হয় শহীদ পরিবার, যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে বলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। এদের জন্য বাংলাদেশ সরকার সামান্য ভাতা ও বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এই ভাতা ও সুবিধা গ্রহণ করা হারাম হবে কি? দলিল-ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় তার প্রমাণ ইসলামী স্বর্ণযুগেও পাওয়া যায়। তাই এ ধরনের সুবিধা ও ভাতা গ্রহণ করা হারাম হবে না। (১২/৪২৫/৩৯৯৭)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۳۱۷ : جبکہ حکومت بلا طلب بطور امداد اور غم خواری کے رقم دیتی ہے تو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خود استعمال کرے یا حاجت مندوں کو دیدے.

রাজনৈতিক মিছিল-মিটিংয়ে ও খেলায় অংশগ্রহণ করে মারা যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : রাজনীতির সমাবেশ, মিছিল, মিটিং ও পিকেটিং করতে গিয়ে বোমা হামলায় বা জনগণের গণপিটুনিতে যে সমস্ত মুসলমান মারা যায় তাদের হুকুম কী? এবং সাফ গেমস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যে সমস্ত সাঁতারু সাঁতার কাটা অবস্থায় পানিতে ডুবে যায় তাদের হুকুম কী? তারা কি শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শহীদ হওয়ার কারণসমূহ ও শর্তাদি বিদ্যমান থাকলে মৃত ব্যক্তির ওপর শহীদের হুকুম লাগানো সহীহ হবে, যদিও গোনাহের কাজ করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তবে সে পাপকর্মের জন্য গোনাহগার হবে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে হরতালে বোমা হামলায় নিহত ব্যক্তি এবং সাফ গেমসে সাঁতার কাটাবস্থায় ডুবে মরা মুসলিম ব্যক্তি হুকমী শহীদ বলে গণ্য হবে। যদিও হরতাল এবং সাফ গেমসে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি অবৈধ, যার জন্য সে গোনাহগার হবে। (১১/৩২৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٥٣ : من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب، أو

Scanned by CamScanner

كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية انتهى. ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها ثم نظر فيه لأنه مات بسببها لأن الشرقة بالخمر معصية لأنها شرب خاص.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٤٩٣ : المعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة، فيكون الميت شهيدا عاصيا؛ لأن الطاعة لا تلغي المعصية إلا في الصغائر، قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}أي إن الحسنات بامتثال الأوامر، خصوصا في العبادات التي أهمها الصلاة يذهبن السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». قال بعض الفقهاء: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد، وعليه إثم معصيته، وكل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة، فله أجر شهادته، وعليه إثم معصيته.،ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت، فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية.

ভণ্ড পীরের আস্তানা উৎখাত করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ

প্রশ্ন : ভণ্ড পীরের আস্তানা উৎখাত করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং তাদের আস্তানা উৎখাত করতে গিয়ে যারা প্রাণ দেবে তারা শহীদের মর্যাদা পাবে কি না? যদি তারা শহীদের মর্যাদা না পায়, বরং গোনাহগার হয়, উভয় অবস্থায় যাদের ডাকে তারা প্রাণ দিল তাদের হুকুম কী?

উত্তর : ভণ্ড পীরের আস্তানা উৎখাত করার কারণে যদি এর চেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে সরকারের সহায়তা ছাড়া জনগণের জন্য এ কাজ করা উচিত হবে না। এ ক্ষেত্রে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমেই হকের দাওয়াত দেওয়া কর্তব্য। এতদসত্ত্বেও যারা নিজ প্রেরণায় এই রাস্তায় শহীদ হলো তারা অবশ্য সাওয়াব পাবে। (১০/৩৫৯/৩১০৬)

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٤٩٤ : شهيد في حكم الآخرة فقط: كالمقتول ظلما من غير قتال،... ... المعصية والشهادة: المعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة، فيكون الميت شهيدا عاصيا؛ لأن الطاعة لا تلغي المعصية إلا في الصغائر...قال بعض الفقهاء: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد، وعليه إثم معصيته، وكل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة، فله أجر شهادته، وعليه إثم معصيته.،ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت، فلهم الشهادة، وعليهم إثم المعصية.

وهذا يعني أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد عاص، وإذا مات بسبب المعصية فليس بشهيد. فالمرأة التي تموت بالولادة من الزنا الظاهر أنها شهيدة، أما لو تسببت امرأة في إلقاء حملها فليست بشهيدة للعصيان بالسبب. ومن ركب البحرلمعصية أو سافر آبقا (هاربا) أو ناشزة، فمات فليس بشهيد.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۳/ ۴۹۲ : جواب- جن لوگوں نے کسی عالم کے فتوی یا ترغیب کی بناء پر ان جلوسوں میں حصہ لیا اور نیک نیتی سے یہ سمجھکر حصہ لیا کہ اسلام کے لئے جدوجہد کا یہی راستہ ہے، اور وہ ہلاک ہوگئے، ان شاء اللہ اخروی احکام کے اعتبار سے وہ شہید ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الزكاة

যাকাত অধ্যায়

باب وجوب الزكاة

পরিচ্ছেদ : যাকাত ফরয হওয়ার বিধান

নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়

প্রশ্ন : যদি এতিম, নাবালেগ ও পাগল নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ ও পাগলের মালের ওপর যাকাত নেই। (১/২৪০)

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ۲/ ۳۸۰ (۱۰۱۲٦) : عن إبراهيم، قال: «ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم» .

📖 فتح القدير (مكتبۂ حبيبيہ) ۲ / ۲۰۲ : وشرطها الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۲۵۸ : (وشرط افتراضها عقل وبلوغ وإسلام وحرية)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۲۵۸: فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها.

সাহেবে নিসাব কয়েদি ও প্রবাসীর ওপর যাকাত ফরয

প্রশ্ন : জেলখানার কয়েদি বা প্রবাসী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাদের ওপর যাকাত ফরয হবে কি না?

উত্তর : কয়েদি ও প্রবাসী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাদের ওপর যাকাত ফরয। (১/২৪০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١/ ١٧٢ : وعلى ابن السبيل زكاة ماله؛ لأنه قادر على التصرف بنائبه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة.

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সংজ্ঞা ও মেয়েদের অলংকারের বিধান

প্রশ্ন : হাওয়ায়েজে আসলিয়্যার (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস) সংজ্ঞা কী? হাওয়ায়েজে আসলিয়্যায় কোন কোন বস্তু অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে জানতে চাই মেয়েদের অলংকারসমূহ হাওয়ায়েজে আসলিয়্যার শামিল কি না?

উত্তর : যে সকল বস্তু ব্যতীত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন অসম্ভব বা কষ্টকর হয়ে পড়ে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় হাওয়ায়েজে আসলিয়্যা বলা হয়। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ঘরের ব্যবহৃত অসবাবপত্র ও মানুষের শ্রেণীভেদে চলাচলের যানবাহন ইত্যাদি হাওয়ায়েজে আসলিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু উপরোক্ত সংজ্ঞায় মহিলাদের ব্যবহৃত স্বর্ণ-রুপার অলংকার হাওয়ায়েজে আসলিয়্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বাবস্থায় অলংকারের যাকাত প্রদান করা জরুরি হবে। (৯/২২৮/২৫৮১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٦٧٣ (١٥٦٣) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» ، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله -

📖 فيه أيضا ٢/ ٦٧٤ (١٥٦٥) : عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» ، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا

Scanned by CamScanner

رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟»، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار» -

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٢٦ : ودليل وجوب الزكاة في الحلي أحاديث في السنن منها «قوله – عليه الصلاة والسلام – لعائشة لما تزينت له بالفتخات أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : (قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين (قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم.

হাজতে আসলিয়্যার পরিধি ও জমি বিক্রয়ের টাকা

প্রশ্ন : আমরা জানি, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত এবং উক্ত নিসাব 'হাজতে আসলিয়্যা' হতে অতিরিক্ত হতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কোন কোন ধরনের মাল হাজতে আসলিয়্যার অন্তর্ভুক্ত? কোনো ব্যক্তির ঢাকা শহরে বাড়ি এবং প্রাইভেট কার আছে এগুলো হাজতে আসলিয়্যার মধ্যে গণ্য হবে কি না? আর এক ব্যক্তির সামান্য কিছু জমি ছাড়া এমন অন্য কোনো সম্পদ নেই, যার দ্বারা আপন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। ফলে উক্ত জমিটুকু এ পরিমাণ টাকায় বিক্রি করে দিল, যা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয়। এরপর উক্ত টাকাগুলো দিয়ে ব্যবসা করে যে লাভ হয়

Scanned by CamScanner

তা দিয়ে কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করে। তার উক্ত টাকাগুলো হাজতে আসলিয়্যার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : ব্যবসায়িক মালামাল, স্বর্ণ, রুপা ও ক্যাশ টাকা নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর তা হাজতে আসলিয়্যা তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ হতে অতিরিক্ত হওয়া যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মৌলিক শর্ত। হাজতে আসলিয়্যা বলতে তার জীবনযাপনের সমুদয় জরুরি আসবাবপত্রকে বোঝায়, যা না হলে তার জীবন যাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। যথা, জীবিকা নির্বাহ করার আসবাবপত্র, বসবাস করার ঘর বাড়ি, পরনের কাপড়চোপড় ও চলাফেরার বাহন ইত্যাদি। সুতরাং বসবাসের বাড়ি ও চলাফেরার বাহন-গাড়ি ইত্যাদির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর জমি বিক্রির টাকা দিয়ে ব্যবসা করে তার ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (৮/৬২৬/২২৯২)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٠٦ : وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية؛ لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح المجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان له دراهم مستحقة ليصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق لصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم اه.

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٧١ : كل ما كان من أموال التجارة كائنا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وهو ربع عشره وهذا قول عامة العلماء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٥٦ : اگراس کے پاس کپڑا یا روپیہ بقدر نصاب زکوۃ (ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت) قرض سے زائد ہو اور اس پر سال بھر گذر جائے تو اس کی زکوۃ (چالیسواں حصہ) واجب ہے ورنہ واجب نہیں۔

Scanned by CamScanner

স্বর্ণের মূল্য ও অতিরিক্ত আসবাবের সমন্বয়ে নিসাব

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির নিকট দুই তোলা পরিমাণ স্বর্ণালংকার আছে। আর কিছু এমন অতিরিক্ত আসবাবপত্র আছে, যার মূল্য ও ওই স্বর্ণের মূল্য একত্রিত করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ সম্পদ হয়। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তিটি খুবই গরিব এবং ওই ব্যক্তির এ ছাড়া আর অতিরিক্ত কোনো সম্পদ নেই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বর্ণের সাথে রুপা, নগদ টাকা অথবা ব্যবসার মাল থাকলে উভয়টাকে মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ হওয়া অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি স্বর্ণের সাথে রুপা, নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল না থাকে বরং অন্যান্য ব্যবহারের অতিরিক্ত আসবাবপত্র থাকে এবং উভয়টাকে মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য হয় তখন যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। (১২/৪২৯/৩৯৭৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٠٣ : (وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٢ : فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۹۸ : چاندی، سونا، نقد (نوٹ) اورمال تجارت پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ گھر کے استعمالی سامان، کپڑوں، برتنوں، صندقوں وغیرہ پر زکوۃ نہیں، اگرچہ وہ ویسے ہی رکھے ہوں استعمال میں نہ ہوں۔

Scanned by CamScanner

স্বর্ণ ও টাকার সমন্বয়ে নিসাব

প্রশ্ন : কারো নিকট এক তোলা স্বর্ণ এবং ২০ হাজার টাকা (যা ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্যের চেয়েও বেশি) থাকে। তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে কি? সে যাকাত আদায় না করলে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য যেহেতু নগদ ২০ হাজার টাকার সাথে যোগ করে ৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্য পরিমাণ অর্থ হয়ে যায় তাই তার ওপর যাকাত ফরয। যাকাত আদায় না করলে গোনাহগার হবে। (১৫/৭৬০/৬২৬০)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٣٥٨ (٩٨٨٥) : عن عبيد الله، قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة؟، قال: «أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة».

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٢٩ : رجل له عبد للتجارة إن قوم بالدراهم لا تجب فيه الزكاة، وإن قوم بالدنانير تجب فعند أبي حنيفة يقوم بما تجب فيه الزكاة دفعا لحاجة الفقير.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۶۴ : سونے کا نصاب ۵.۷ تولہ = ۴۷۹ .۸۷ گرام اس شخص کے لئے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی، مال تجارت اور نقدی میں سے کچھ بھی نہ ہو... اگر سونے چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوۃ بھی ہے تو سب کی قیمت لگائی جائیگی، اگر سب کی مالیت ۴۷۹ .۸۷ گرام سونے یا ۳۵ .۶۱۲ گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوۃ فرض ہے۔

যাকাত না দেওয়ার হীলা অবলম্বন করা গোনাহ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ মাল আছে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার বিশ দিন আগে সম্পূর্ণ টাকা তার স্ত্রীর মালিকানায় দিয়েছে। ২৫-৩০ দিন পর যেকোনো প্রকারে আবার টাকা ফেরত নেয়। এভাবে তার কয়েক বছর যায় কিন্তু সে যাকাত দেয় না। প্রশ্ন হলো, এভাবে হীলা বা কৌশল অবলম্বন করলে কি যাকাত থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বনে যাকাত আদায় করা ফরয না হওয়ার কথা বলা হলেও যাকাত না দেওয়ার জন্য এ ধরনের হীলা অবলম্বন করা কোনো খোদাভীরু মুসলমানের পক্ষে সম্ভব বলা যায় না। দুনিয়াবী হুকুমে যাকাত হতে বেঁচে গেলেও আখেরাতে জবাবদিহিতা হতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। (১২/৬৯৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٨٤ : وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف لا يكره؛ لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح.

وقال محمد: يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا، وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها. وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن شرح درر البحار.

قلت: وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في كتاب الشفعة، وعزاه الشارح هناك إلى الجوهرة، وأقره وقال: ومثل الزكاة الحج وآية السجدة -

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٣ / ٥٥ : اگراس سے مقصود یہ ہے کہ زکوۃ فرض نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف لا يكره؛ لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح.

স্বর্ণ, রুপা ও টাকার সমষ্টিতে নিসাব ও ঋণের টাকার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান বাজারদরে ৫২.৫ তোলা রুপার দাম ১০-১১ হাজার টাকা। অর্থাৎ আনুমানিক ২ তোলা স্বর্ণের দামের সমান। কারো কাছে ২ তোলা স্বর্ণ আছে তবে নগদ টাকা নেই–এমতাবস্থায় যাকাত দিতে হবে কি না? আবার ২ তোলা স্বর্ণ আছে এবং নগদ ১০-১২ হাজার টাকাও আছে। কিন্তু ওই ব্যক্তির নগদ টাকার চেয়ে ঋণের পরিমাণ বেশি। এ ক্ষেত্রে তার যাকাত দিতে হবে কি না? অন্য ব্যক্তি জমি বন্ধক অথবা অন্য

Scanned by CamScanner

লোকের কাছ থেকে ২৫-৩০ টাকা ঋণ এনেছে। এমতাবস্থায় তার ওই টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : নগদ টাকা অথবা অন্য সামগ্রী ছাড়া শুধুমাত্র দুই তোলা স্বর্ণের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। তবে দুই তোলা স্বর্ণের সাথে যাকাত ওয়াজিব হয়, এরূপ সামগ্রী বা টাকা অল্প পরিমাণও থাকলে ওই স্বর্ণের দাম হিসাব করে রুপার নিসাব পরিমাণ মূল্যের হলে যাকাত ওয়াজিব। উপরন্তু দুই তোলা স্বর্ণের সাথে বারো হাজারের মতো নগদ টাকা থাকলে স্বর্ণের মূল্য যাকাতের হিসাবে আসবে। কিন্তু সর্বমোট হিসাব থেকে ঋণের পরিমাণ টাকা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত দিতে হবে না। (৭/৪৭৬/১৬৭৬)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٤/ ٩٢ (٧٠٨٦) : عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يخطب وهو يقول: «إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليؤد زكاة ما فضل» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٩ (٧١١٥) : عن عائشة قالت: «ليس في الدين زكاة» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢ / ٦ : ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه " وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كظماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۵۲ : اگراس کے پاس کپڑا یا روپیہ بقدر نصاب زکوۃ (ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی قیمت) قرض سے زائد ہو اور اس پر سال بھر گذر جائے تواس کی زکوۃ (چالیسواں حصہ) واجب ہے ورنہ واجب نہیں۔

রুপার খুচরা মূল্য হিসাবে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : বাজারে রুপার দুই ধরনের মূল্য রয়েছে–পাইকারি ও খুচরা। যেমন পাইকারি মূল্য রয়েছে ৮৫০ টাকা আর খুচরা মূল্য ১০৫০ টাকা। পাইকারি হিসেবে ৫২.৫ তোলা রুপার দাম হয় ৪৪.৬২৫ টাকা, আর খুচরা হিসেবে তার মূল্য হয় ৫৫.১২৫ টাকা। প্রশ্ন হচ্ছে, নগদ টাকার যাকাত কোন হিসেবে ওয়াজিব হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নগদ টাকার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য রুপার পাইকারি ক্রয়মূল্য ধর্তব্য নয়। বরং তার খুচরা বিক্রয়মূল্য অর্থাৎ বাজারদর হিসাবে ৫২.৫ তোলা রুপার যেই পরিমাণ টাকা আসে ওই পরিমাণ টাকা থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী ১০৫০×৫২.৫ = ৫৫.১২৫ টাকা থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (১৯/৩০৬/৮১৪৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٠ : المال الذي تجب فيه الزكاة أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعا، وكذا إذا أدى زكاته من جنسه، وكان مما لا يجري فيه الربا، وأما إذا أدى من جنسه، وكان ربويا فأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - يعتبران القدر لا القيمة هكذا في شرح الطحاوي.

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١ / ٢٥٩ : وأجمعوا على أنه إذا أدى من الذهب أو من غيره مما سوى الفضة فعليه قيمة الواجب بالغا ما بلغ.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٩٧ : وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة.

বিগত কয়েক বছরের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমার আম্মার নিকট ২০০৫ সালে ৬ ভরি স্বর্ণ ও ৫ হাজার টাকা ছিল, যার ওপর বছর অতিবাহিত হয়েছে। তদ্রূপ ২০০৬ সালে তার নিকট ৬ ভরি স্বর্ণ ও ১০ হাজার টাকা ছিল, তার ওপর বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তেমনিভাবে ২০০৭ সালেও তার নিকট ৬ ভরি স্বর্ণ ও ৫০ হাজার টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই টাকাগুলোর যাকাত তিনি মাসআলা না জানার কারণে দেননি। প্রশ্ন হলো, এখন তাঁর ওপর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা ফরয কি না? হলে তার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : স্বর্ণ বা রুপার সাথে নগদ অর্থের মালিক হলে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে স্বর্ণ বা রুপার দাম ধরে সে সাথে নগদ অর্থ যোগ করে ৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্য হলে যাকাত প্রদান করা জরুরি। সুতরাং আপনার মায়ের ওপর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা ফরয।

Scanned by CamScanner

যাকাত আদায় করার পদ্ধতি হলো, ২০০৫ সালে যে টাকা ও স্বর্ণ ছিল তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ ৬ ভরি স্বর্ণের মূল্য ও ৫ হাজার টাকা যোগ করলে যা হয় তার ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ২০০৬ ও ২০০৭ সালের স্বর্ণ ও টাকার হিসাবও একই পদ্ধতিতে হবে। উল্লেখ্য, পরবর্তী বছরগুলোর হিসাব করার সময় পূর্বের বছরের যাকাত আদায়ের পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে হিসাব করবে। (১৪/৫৮১/৫৭১৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٣٥ : " ليس فيما دون مائتي درهم صدقة " لقوله عليه الصلاة والسلام " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " والأوقية أربعون درهما " فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم " لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه " أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٩ : ولو ضم أحد النصابين إلى الأخرى حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجا، وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره.

খাদমিশ্রিত স্বর্ণের নিসাব

প্রশ্ন : স্বর্ণ যাকাতের নিসাব হতে হলে সম্পূর্ণ খালেস স্বর্ণ ৭.৫ তোলা হওয়া জরুরি নাকি খাদমিশ্রিত স্বর্ণ ৭.৫ তোলা হলেও নিসাব ধর্তব্য হবে?

উত্তর : স্বর্ণে ব্যবহৃত খাদ স্বর্ণের তুলনায় কম হলে খাদ স্বর্ণের হিসাবে চলে যায় এবং খাদ ও স্বর্ণ একত্রে হিসাবকরত যাকাত দিতে হবে। (১১/৮৪৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٠٠ : (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٠٠ : (قوله: وغالب الفضة إلخ) ؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنها لا تنطبع إلا به فجعلت الغلبة فاصلة نهر، ومثلها الذهب ط (قوله: فضة وذهب) لف

Scanned by CamScanner

ونشر مرتب، أي فتجب زكاتهما لا زكاة العروض وإن أعدهما للتجارة كما أفاده في النهر.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٢٨ : أن الدراهم إذا كانت مغشوشة، فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة؛ لأن الغش فيها مستهلك لا فرق في ذلك بين الزيوف والنبهرجة...

... وحكم الذهب المغشوش كالفضة المغشوشة.

মেয়েদের জন্য রাখা স্বর্ণের যাকাত

প্রশ্ন : আমার এক মেয়ের স্বর্ণ আছে ৫০ ভরি আর অন্য মেয়ের আছে ৫ ভরি, উভয়ের স্বর্ণ মিলানো হলে উভয়ের ওপর যাকাত ফরয হয়, প্রশ্ন হলো উভয়েরটা মিলিয়ে দুজনের ওপর যাকাত ফরয? নাকি দ্বিতীয়োক্তের ওপর যাকাত ফরয হবে না।

উত্তর : ৭.৫ ভরি স্বর্ণ যার মালিকানায় থাকবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে। একজনের স্বর্ণ অন্যজনের স্বর্ণের সাথে যোগ করা হবে না। হ্যাঁ, যদি মেয়েদেরকে স্বর্ণের মালিক না বানিয়ে শুধু ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় এবং তা আপনারই মালিকানাধীন থাকে তবে আপনার অন্যান্য সম্পত্তির সাথে যোগ করতঃ যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ৫-৬ ভরি স্বর্ণের সাথে যদি কিছু রুপা বা নগদ টাকাও থাকে এবং স্বর্ণ, রুপা ও টাকার একত্রে মূল্য ৫২.৫ ভরি রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তখন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে। (৪/১/৫৭৩)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢/ ٩ : ومنها الملك المطلق وهو أن يكون مملوكا له رقبة ويدا -

ডায়মন্ড ও ব্যবহারের জন্য কেনা শাড়ির ওপর যাকাত নেই

প্রশ্ন : ডায়মন্ড যদি ব্যবসার জন্য না হয় তার ওপর যাকাত আসবে কি না? এ ব্যাপারে দুই রকম মন্তব্য শুনেছি। একজন মুফতী সাহেব বলেছেন, আসবে না, আর অপরজন বলেন, আসবে। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলার ৫০টি শাড়ি আছে, যা বছরে ব্যবহার করা হয় না। এ ক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় ছাড়া বাকিগুলোর ওপর তার মূল্য হিসাবে যাকাত আসবে। হুজুরের নিকট সঠিক মাসআলাটি জানতে ইচ্ছুক।

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বর্ণ, রুপা বা ক্যাশ টাকা ছাড়া অন্য যেকোনো মালামাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে খরিদ করা না হলে তার ওপর যাকাত আসে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ডায়মন্ড যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তার ওপর যাকাত আসবে না। এমনিভাবে কোনো মহিলার শাড়ি চাই তা ব্যবহার হোক বা না হোক, যাকাত আসবে না। (১৮/৩১৭/৭৬০১)

📖 مصنف ابن ابی شیبة (إدارة القرآن) ۲/ ۳۷٤ (۱۰۰٦۷) : عن عكرمة، قال: «ليس في حجر اللؤلؤ، ولا حجر الزمرد زكاة، إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱/ ۱۸۰ : وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها، وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة كذا في الجوهرة النيرة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۹۸ : چاندی، سونا، نقد (نوٹ) اور مال تجارت پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، گھر کے استعمالی سامان کپڑوں برتنوں، صندوقوں وغیرہ پر زکوۃ نہیں اگرچہ وہ ویسے ہی رکھے ہوں استعمال میں نہ ہوں۔

যাকাত না দেওয়ার জন্য সম্পদ দ্বারা হীরা-জওহর কিনে রাখা

প্রশ্ন : জনৈক লোক জানতে পেরেছে যে হীরা-জওহরের ওপর যাকাত আসে না, তাই সে যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সকল সম্পদ দ্বারা হীরা-জওহর কিনে রেখে দিয়েছে, তার ব্যাপারে যাকাতের বিধান কী?

উত্তর : হীরা-জওহর যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে তার ওপর যাকাত আসবে, নচেৎ আসবে না। যাকাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে গোনাহ হবে। (৭/৯৭৮/১৯৬৪)

📖 مصنف ابن ابی شیبة (إدارة القرآن) ۲/ ۳۷٤ (۱۰۰٦۷) : عن عكرمة، قال: «ليس في حجر اللؤلؤ، ولا حجر الزمرد زكاة، إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲/ ۲۷۳ : (لا زكاة في اللآلئ والجواهر) وإن ساوت ألفا اتفاقا (إلا أن تكون للتجارة) والأصل أن ما عدا

Scanned by CamScanner

الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة۔

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۸٤ : وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف لا يكره؛ لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح.

وقال محمد: يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا، وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها. وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن شرح درر البحار.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۵۵ : اگراس سے مقصود یہ ہے کہ زکوۃ فرض نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔

পাথর, প্লাটিনাম ও মোতির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : কিসের ওপর যাকাত দিতে হয়? পাথর, প্লাটিনাম ও মোতির যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : ইসলামের মৌলিক পাঁচটি রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম, যা সম্পদের পবিত্রতা এবং অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন নিবারণের জন্য আল্লাহপাক ধনবান ব্যক্তিদের ওপর ফরয করেছেন। স্বর্ণ, রুপা, নগদ টাকা ও ব্যবসায়িক মালের ওপর যাকাত দিতে হয়। প্রশ্নে বর্ণিত মোতি, পাথর ইত্যাদি ব্যবসার জন্য কিনলে যাকাত দিতে হবে, নচেৎ নয়। (৪/১/৫৭৩)

📖 مبسوط الإمام محمد (إدارة القرآن) ۲/ ۱۳۱-۱۲۹ : قلت : أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه قال ليس فيه شيء قلت ولم قال لأنه بمنزلة السمك قلت وما بال السمك لا يكون فيه شيء قال لأنه صيد وهو بمنزلة الماء لأن الأثر لم يأت في

Scanned by CamScanner

السمك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بعد ذلك أرى في العنبر الخمس-

قلت : أرأيت الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو في الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر قال لا ليس فيه خمس ولا عشر قلت ولم قال لأنه حجارة قلت ولو كان في شيء من هذا لكان في الكحل والزرنيخ والمغرة والنورة والحصى وهذا كله حجارة وليس في الحجارة شيء-

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٢١٣ : (قال) : وليس في الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو الجبل شيء؛ لأنه جامد لا يذوب بالذوب ولا ينطبع بالطبع كالتراب، وليس في التراب شيء فكذلك ما يكون في معناه لا يكون فيه شيء ولأنه حجر، وليس في الحجر صدقة-

ঋণের টাকার যাকাত ঋণগ্রহীতার ওপর ফরয নয়

প্রশ্ন : ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের টাকার বছরান্তে যাকাত আদায় করা ঋণগ্রহীতার ওপর ফরয কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মালের মালিক হওয়া। ঋণগ্রহীতা যেহেতু ঋণের টাকার প্রকৃত মালিক নয়, তাই ঋণের টাকার যাকাত ঋণগ্রহীতার ওপর ফরয নয়। (১৮/৫৪২/৭৬৯৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٥٩ : (قوله ملك نصاب) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٩ : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور.

Scanned by CamScanner

ব্যবসার উদ্দেশ্য হলে পুকুরের মাছও ব্যবসায়িক পণ্য

প্রশ্ন : জনৈক লোক বছরের শুরুতে মাছের ছোট বাচ্চা কিনে পুকুরে ফেলেছে এ উদ্দেশ্যে যে মাছগুলো বছরের শেষ দিকে বড় হলে মূল্য বৃদ্ধি হবে তখন বিক্রি করবে। এই মাছগুলোকে ব্যবসায়িক মাল বলা যাবে কি না? এবং এগুলোর ওপর যাকাত ফরয কি না?

উত্তর : যেহেতু মাছের পোনাগুলোর মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পুকুরে ফেলা হয়েছে তাই পোনাগুলো ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং মজুদ মাছের মূল্যের হিসাবে বছরান্তে যাকাত আসবে যদি নিসাব পরিমাণ হয়। (৬/৩১০/১২০১)

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ٢/ ٦٧٣ (١٥٦٢) : عن سمرة بن جندب، قال: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع».

📖شرح أبي داود للعينى (مكتبة الرشد) ٦/ ٢١٩ : قوله: "من الذي نعد للبيع " من الإعداد، وهو: التهيئة يقال: أعده لأمر كذا: هيأه له، وبالحديث استدل العلماء أن المال الذي يعد للتجارة إذا بلغت قيمته نصابا تجب فيه الزكاة من أي صنف كان، والحديث رواه المنذري أيضا، وسكت عنه كما سكت أبو داود، وقال عبد الحق في "أحكامه ": حبيب هذا ليس بمشهور، ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد، وليس جعفر ممن يعتمد عليه، وقال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.

জায়গা-জমি, সিকিউরিটি, ভাড়া ও হজের জন্য গচ্ছিত টাকার যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : আমার বাড়িসংলগ্ন উঠান, পুকুর এবং অন্য একটি পরিত্যক্ত ঘর আছে। প্রায় ৪০ শতাংশ, যার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। আর ফসলি জমি ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া কিছু জায়গা বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে কিনেছি, যার পরিমাণ ২০ শতাংশ, মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এই জায়গাটুকুও এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, আমার দোকান আছে প্রায় ৪০টি। দোকানগুলো থেকে সিকিউরিটি (অগ্রিম) বাবদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছি, যা

Scanned by CamScanner

পরবর্তীতে আমাকে পরিশোধ করতে হবে। দোকানগুলো থেকে মাসিক ভাড়া আসে ১৫ হাজার টাকা। আমার ইসলামী ব্যাংকে হজ বীমা নামে একটি বীমা আছে, বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার টাকা হয়েছে। সিকিউরিটি বাবদ যে টাকা নিয়েছি তার বেশির ভাগই খরচ হয়েছে, এখন হাতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আছে, যা ব্যাংকে রেখে দিয়েছি। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এ অবস্থায় আমার ওপর যাকাত আসবে কি না? এবং কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত আসবে?

উত্তর : আপনার বাড়ি, ঘর, পুকুর, জমি এবং বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জায়গার ওপর যাকাত আসবে না। বর্তমানে আপনার হাতে ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে তা হতে ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ও অন্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে সেগুলোর ওপর যাকাত আসবে। (১৮/৩৩/৭৪৫১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٦ : "ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه" وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كظماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة " وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا " لفراغه عن الحاجة -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٦٤ : (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /٣٥٥ : (قوله وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام، ولو تقديرا) لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدر السبب به، وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم: إن سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة كذا في المحيط وغيره -

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦ /١١٢ : سوال- ایک عورت نے عرصہ چھ سال سے دو آدمیوں کی آمد ورفت حج کا خرچ علیحدہ نکال کر رکھدیا ہے امسال حج کو جانا چاہتی ہے آیا اس روپے پر تمام سالہائے گذشتہ کی زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- اس روپے کی زکوۃ دینا واجب ہے جب تک وہ روپیہ خرچ نہ ہو جائے اس وقت تک تمام سالہائے گذشتہ کی زکوۃ دینا لازم ہے۔

ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা গাড়ির যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি ১৮ বছর ধরে জাপানে গাড়ির ব্যবসা করে আসছি। কোনো মাসে গাড়ি বিক্রি করে আমার পরিবার খরচ চালানোর পরও আমার কাছে অনেক টাকা থাকে, আবার কোনো মাসে থাকে না। আমি কোটি টাকার লেনদেন করি। বছর শেষে দেখা যায়, আমার কাছে কোটি টাকা থাকে না, কিন্তু গাড়ি থাকে। সব গাড়ি একসাথে বিক্রি করাও সম্ভব নয়। কোনো মাসে আমি গাড়ি কিনেও থাকি। আমি জানি, ১ বছরের জমাকৃত কোটি টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু আমার টাকা প্রতি মাসেই মুভ হচ্ছে। আমার এক বছরের জমাকৃত কোনো টাকা নেই। তবে এক বছরের গাড়ি আছে। এ ক্ষেত্রে আমি গাড়িগুলোর হিসাব করে কিভাবে যাকাত দেব?

উত্তর : জমাকৃত ক্যাশ টাকার ওপর যেমন যাকাত ওয়াজিব তদ্রূপ ব্যবসায়িক পণ্যের ওপরও যাকাত ওয়াজিব হয় যদি তা ৫২.৫ তোলা রুপার সমপরিমাণ হয়। তাই আপনার কাছে নগদ টাকা না থাকলেও ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা গাড়ির ওপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হবে। বর্তমান মার্কেট মূল্য হিসাব করে আপনাকে গাড়িগুলোর শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (১৯/২৭৮/৮১৬৫)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٢٨ : (قوله: وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) معطوف على قوله أول الباب في مائتي درهم أي يجب ربع العشر في عروض التجارة إذا بلغت نصابا من أحدهما، وهي جمع عرض.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٩٨ : (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد. وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه (من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة.

Scanned by CamScanner

জমি ক্রয়ের টাকা ফেরত নিলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : খালেদ জমি কেনার জন্য রাশেদকে তিন লাখ টাকা দিল, কিন্তু রাশেদ তিন বছরেও তা বুঝিয়ে না দেওয়ায় তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে জমির টাকা ফেরত নিল। জানার বিষয় হলো, খালেদের জন্য উসূলকৃত টাকার গত তিন বছরের যাকাত আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় খালেদকে ফেরতপ্রাপ্ত টাকার বিগত বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে। (১৯/৪৮৫/৮২২৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢ / ١٠ : ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٦ : (ولا في مال مفقود) وجده بعد سنين (وساقط في بحر) استخرجه بعدها (ومغصوب لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى... ... وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز. واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ... (ولو كان الدين على مقر مليء أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٦ : (قوله: وعن محمد لا زكاة) أي وإن كان له بينة بحر (قوله: وهو الصحيح) صححه في التحفة كما في غاية البيان وصححه في الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسي بحر. وفي باب المصرف من النهر عن عقد الفرائد: ينبغي أن يعول عليه. قلت: ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي قال: وهو المعتمد، وإليه مال فخر الإسلام اهولذا جزم به في الهداية والغرر والملتقى وتبعهم المصنف. والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح.

Scanned by CamScanner

বছরান্তে টাকার পরিমাণ নিসাবের চেয়ে কম হলে যাকাত ফরয নয়

প্রশ্ন : গত রমাজানে যাকাতের নিসাব ছিল ৩৫ হাজার টাকা, যা এ রমাজানে ৭০ হাজার টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। জানার বিষয় হলো, গত রমাজানে যার কাছে ৩৫ হাজার টাকা ছিল, এ রমাজানে তার ওপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে এ রমাজান পর্যন্ত যদি তার কাছে শুধু ৩৫ হাজার টাকাই বিদ্যমান থাকে। তাহলে প্রথম দিকে নিসাব পূর্ণ থাকলেও শেষ দিকে নিসাব পূর্ণ না থাকায় তার ওপর যাকাত ফরয হবে না।

উল্লেখ্য, যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি নিসাবের ওপর পূর্ণ বছর হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। রমাজানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। (১৮/৩১৩/৭৫৭৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ١٦ : ولنا أن كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في أول الحول وآخره لا غير؛ لأن أول الحول وقت انعقاد السبب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : والشرط تمام النصاب فى طرفى الحول.

জমি বিক্রয়ের যৌথ টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমরা ৫০ সদস্য মিলে ঢাকার নিকটে কিছু জায়গা বসবাসের জন্য ক্রয় করেছি। তবে তার দাম বাড়লে তা বিক্রি করে ঢাকায় জায়গা ক্রয় করে তা সদস্যদের মাঝে বণ্টিত হবে। প্রশ্ন হলো, ওই জায়গার মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উক্ত জায়গাটি বিক্রি করার পর ঢাকায় জায়গা কেনার পূর্বে যদি ওই টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হয় তাহলে ওই টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? জানালে ভালো হয়।

উত্তর : স্বর্ণ, রুপা বা ক্যাশ টাকা ব্যতীত অন্য যেকোনো মালামাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হলে তার মূল্যের ওপর যাকাত আসে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জমি ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য যদি বসবাস হয় তবে দাম বাড়লে বিক্রি করার ইচ্ছা থাকলেও ওই জমির মূল্যের ওপর যাকাত আসবে না।

Scanned by CamScanner

জমি বিক্রির টাকায় সদস্যগণের অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয় বা তাদের ব্যক্তিগত অর্থের সাথে যোগ করলে নিসাব পরিমাণ হয়, তবে উক্ত জায়গা বিক্রির টাকার ওপর নতুন জায়গা কেনার পূর্বে বছর অতিবাহিত হলে অবশ্যই যাকাত ওয়াজিব হবে। (১৮/৩৫০/৭৬০৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٣ : وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض. ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٢/ ٤١ : جواب—اس سلسلے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ زمین، مکان، کار یا اسکوٹر کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہے اور ان پر صرف اس وقت زکوۃ واجب ہوگی جب انہیں خالص تجارت کی غرض سے خریدا یا حاصل کیا ہو، اور اپنی ملکیت میں لاتے وقت ہی نیت تجارت کی ہو، یہاں تک کہ اگر زمین کو محض لے ڈالنے کے لئے خریدا اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر کچھ نفع بخش ہوا تو اسے فروخت بھی کر دیں گے تب بھی اس پر زکوۃ واجب نہیں۔

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩ : قال أصحابنا: إنه يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا تجب الزكاة وإلا فلا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٧ : (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٢ / ٥٨ : اگر رقم ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گذر جائے تو زکوۃ واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

শেয়ারের যাকাত

প্রশ্ন : আমি গ্রামীণফোনে কর্মরত আছি। ২০০৩ সালে কোম্পানিটি যখন শেয়ারবাজারে আসে, তখন কর্মরত কর্মচারীদের পিপিওতে শেয়ার কেনার সুযোগ দেয় তার বেতন এবং কার্যকালের ওপর ভিত্তি করে। আমি আমার অংশের শেয়ার ক্রয় করেছি। এখন এই শেয়ারের যাকাত কিভাবে আসবে? গত বছরের যাকাত যা বিক্রয়যোগ্য ছিল না, তার যাকাত কি আসবে? কত আসবে? এখন চাইলে আমি সেই শেয়ার বিক্রি করে টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারব কি না?

উত্তর : যদি আপনি শেয়ার এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করেন যে কোম্পানির অংশীদার হবেন এবং বাৎসরিক মুনাফা লাভ করবেন তাহলে এ ক্ষেত্রে শেয়ারের বাজার মূল্যের ওই অংশের ওপর যাকাত আসবে, যা যাকাতযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, শেয়ারের বাজার মূল্য ১০০ টাকা, এর মধ্যে ৬০ টাকা বিল্ডিং, মেশিনারি ইত্যাদির পরিবর্তে তার ৪০ টাকা ব্যবসার মালের এবং নগদ অর্থ, এই ৪০ টাকা যাকাতযোগ্য। অতএব যাকাতযোগ্য অংশের প্রতি ৪০ টাকায় ১ টাকা হারে ১০০ টাকায় আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর বাকি ৬০ টাকার ওপর যাকাত আসবে না।

আর যদি আপনি কোম্পানির অংশীদার হয়ে শেয়ার নিজে রেখে বাৎসরিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় না করেন বরং শেয়ার অন্যের নিকট বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবেন। তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে শেয়ারের যে দাম হবে তার ওপর শতকরা ২.৫ শতাংশ করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

গত দুই বছরে যে শেয়ারগুলো বিক্রয়যোগ্য ছিল না তার মূল্য পরিমাণ টাকাগুলো কোম্পানির নিকট আমানত হিসেবে ছিল বিধায় অত্র টাকার ওপর উক্ত দুই বছরের যাকাত আদায় করা জরুরি।

এখন চাইলে আপনি সেই শেয়ার বিক্রয় করে টাকাগুলো নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। (১৮/৪২৩/৭৬১২)

📖 جدید فقہی مقالات (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۱۵۵ : اگر کسی شخص نے شیئرز صرف اس مقصد کے تحت خریدے ہیں کہ میں اس کو آگے فروخت کرکے اس سے نفع حاصل کروں گا گویا کہ کیپیٹل گین مقصود ہے ان شیئرز کا سالانہ منافع وصول کرنا مقصود نہیں، تو اس صورت میں ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس پر زکوۃ واجب ہے۔

لیکن اگر خریدتے وقت اس کا مقصد کیپیٹل گین نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد سالانہ منافع حاصل کرنا تھا، لیکن ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ اگر اچھا منافع ملا تو بیچ بھی دیں گے تو ایسی صورت میں زکوۃ اس شیئرز کی مارکیٹ قیمت کے اس حصے پر واجب ہوگی جو قابل زکوۃ اثاثوں کے مقابل میں ہوگی۔

Scanned by CamScanner

স্বামীকে চাষাবাদ করতে দেওয়া জমির হুকুম

প্রশ্ন : আমি জামিলা খাতুন পৈতৃকসূত্রে বাবার থেকে কিছু জমি পাই। আমি সেই জমি আমার স্বামীকে দিয়ে বলি, তুমি এটি সংসারে লাগাও। সে উক্ত জমি চাষাবাদ করে যা আয় হয় তা সংসারে ব্যয় করে এবং তা থেকে কোনো টাকা বাকি থাকে না। এভাবে প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হয়েছে আমি আমার স্বামী থেকে ওই জমি সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নেইনি যে জমি সে আবাদ করে কি না? এবং সেও আমাকে কোনো হিসাব-নিকাশ দেয়নি। কিন্তু জমির দলিল আমার নামে এবং মৃত্যুর পর আমার সম্পদ হিসেবে বণ্টন হবে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত জমিটি হেবা হিসেবে গণ্য হবে কি না? যদি না হয় তাহলে আমার ওপর কুরবানী, যাকাত ও হজ ফরয হবে কি না? যদি ফরয হয় তাহলে বিগত বছরের যাকাত ও কুরবানী আদায় করতে হবে কি না? যদি করতে হয় তাহলে কিভাবে করব?

উত্তর : উক্ত জমি শরীয়তের দৃষ্টিতে হেবা হিসেবে গণ্য হবে না। আর উক্ত জমির আয় ছাড়া যদি স্বামী সংসার চালাতে অপারগ হয় এবং এর সম্পূর্ণ আয় সংসারে ব্যয় হয়ে যায় তবে হজ ও কুরবানী কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর ব্যবসায়ী জমি ছাড়া অন্য জমিতে যাকাত আসে না। (১৮/৫৮৯/৭৭১২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٦٨٨ : (وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو) ذلك (على وجه المزاح) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها بحر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣١٢ : والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ / ٢٨٧ : لها دار تبلغ نصابا تسكنها مع الزوج اذا قدر زوجها على الاسكان تلزمها والا لا.

Scanned by CamScanner

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও বছরের মাঝে সম্পদের পরিমাণ কমবেশি হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : যাকাত প্রদান ইসলাম ধর্মে ফরয। কারো কাছে যদি ৭ ১/২ ভরি স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয। যাকাতের পরিমাণ মোট সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ। এখানে যাকাত বলতে কি নগদ অর্থকেই বোঝায় নাকি সম্পত্তি যেমন জমি, বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এগুলোর সমষ্টিকে বোঝায়?

ধরে নিই এক ভরি স্বর্ণের দাম ৬০,০০০ টাকা তাহলে ৭ ১/২ ভরি স্বর্ণের দাম ৪,৫০,০০০ টাকা হয়। যদি ০১.০১.২০১২ সনে আমার কাছে ৫ লাখ টাকা থাকে তাহলে ০১.০১.২০১৩ সনে যাকাত দেওয়া ফরয হয়ে যাবে এবং ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে ১২,৫০০ টাকা আসে। আমাকে এ টাকা কত দিনের মধ্যে আদায় করতে হবে? উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ০১.০১.২০১২ থেকে ৩১.১২.২০১২ সনের মধ্যে যদি আমার অত্যাবশ্যকীয় খরচের ফলে টাকা ২-৩ লাখে নেমে আসে, তাহলে হিসাব কী রকম হবে? আবার ওই সময়ের মধ্যে যদি আমার টাকা ৬-৭ লাখে বেড়ে যায় তখন তার হিসাব কী রকম হবে?

উত্তর : যাকাত ওয়াজিব হয় স্বর্ণ, রুপা, নগদ টাকা-পয়সা, ব্যবসায়িক পণ্য এবং বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে বিচরণ করে আহার গ্রহণকারী গবাদি পশুর ওপর। জমি ও বাড়ির ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তা ব্যবসায়িক পণ্য হলে যাকাত দিতে হবে। তদ্রূপ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কিন্তু তা হতে উপার্জিত অর্থের ওপর যাকাত ওয়াজিব। সুতরাং কারো নিকট যদি ২০০ দিরহাম বা ৫২.৫ তোলা রুপা, অথবা ২০ মিসকাল ৭.৫ স্বর্ণ বা ৫২.৫ রুপার মূল্য পরিমাণ টাকা বা ব্যবসায়িক পণ্য অথবা কিছু টাকার স্বর্ণ থাকে এবং এর ওপর চান্দ্রমাসের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার নিকট উপস্থিত সকল সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর বছরের মাঝে সম্পদ নিসাব থেকে কমে এলেও শুরু ও শেষে নিসাব পরিপূর্ণ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং বছর শেষে যত টাকা হাতে থাকে তার ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করতে হবে সঙ্গত কারণ ব্যতীত বিলম্ব করা উচিত নয়। (১৮/৮৮৬/৭৯০৫)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٢/ ٦٨٠ (١٥٧٣) : عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك».

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧١ : (وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٨٨ : والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الأصل.

যে জমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়নি তার যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : আমি একটি জমি ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া ক্রয় করেছি। এখন আমি ওই জমিটি ক্রয়মূল্য থেকে বেশি দামে বিক্রি করতে চাচ্ছি। প্রশ্ন হলো, আমার মালিকানায় থাকাবস্থায় উল্লিখিত জমির যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আপনার মালিকানাধীন জমির ওপর যাকাত আসবে না। কেননা ওই জমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়নি। (১৭/৩৭৭/৭১০৬)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ١٦٩ : وما نوى كان حديث النفس، وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا»، ثم الاستعمال فعل، وذلك لا يحصل بالنية ما لم يفعل، ألا ترى أن من نوى في عبد الخدمة أن يكون للتجارة لا يصير للتجارة ما لم يتجر فيه -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧٢ : (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها.

Scanned by CamScanner

ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : আমি বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে (BCIC) চাকরি করি। আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড ঐচ্ছিক এবং সুদমুক্ত। আমি ১০০ টাকা জমা দিলে নিয়োগকর্তা ১০০ টাকা জমা দেন। বাকি ২.৫% অতিরিক্ত জমা দিই। এর বিপরীতে নিয়োগকর্তা কোনো টাকা দেন না। আমি টাকা লোন চাইলে আমার জমাকৃত টাকার ২৫% টাকা অনুমোদন সাপেক্ষে পেতে পারি, যা সর্বোচ্চ ৪০ কিস্তিতে ফেরতযোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর কোনো যাকাত আসবে কি না? আসলে কোন অংশের যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : ঐচ্ছিক কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদমুক্ত হয় না, উক্ত ফান্ডে শুধু আপনার জমাকৃত টাকা হালাল। এর অতিরিক্ত টাকা, কোম্পানির প্রদত্ত এবং উভয়ের ওপর বর্ধিত টাকা আপনার জন্য বৈধ নয়। এ কারণে আপনার হালাল টাকা অন্যান্য মালিকানা টাকাসহ হিসাব করে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে, অন্যথায় নয়। অতিরিক্ত টাকা নিজে গ্রহণ না করা ভালো। নিজে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তা উত্তোলন করে সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। (১৭/৫৯৫/৭১৮৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٠٦ : (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف -

📖 پروویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ٣ : (١) جبری پروویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعا سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پروویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

📖 فیہ ایضاص ٤ : (٢) اور پروویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے پر زکوۃ کا حکم امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ ہے کہ سالہائے گزشتہ کی زکوۃ واجب نہیں، وصول ہونے کے بعد سے قواعد شرعیہ کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی، صاحبین اور دوسرے بعض فقہاء کے

Scanned by CamScanner

نزدیک سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہے، اس لئے زکوۃ گزشتہ ایام کی اداء کر دینا افضل واولی ہے۔

📖 فتاوی عثانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲/ ۵۲ : البتہ جو پراویڈنٹ فنڈ جبری نہ ہو اور ملازم نے اپنے اختیار سے اس کے لئے رقم کٹوائی ہو اس کے معاملے میں احتیاط اس میں ہے کہ رقم وصول ہونے پر سالہائے گزشتہ کی زکوۃ ادا کر دی جائے۔

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। আমার বেতন হতে সরকার প্রতি মাসে ৮% টাকা কেটে রেখে দিয়ে এতে আরো কিছু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ সংযোজন করে চাকরির বয়সসীমা শেষ হলে অথবা চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে পরিবারকে সে অর্থ প্রদান করা হয়। চাকরিরত অবস্থায়ও এ অর্থ উঠানো যায়। পরিভাষায় একে প্রভিডেন্ট ফান্ড বলা হয়। আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে স্বেচ্ছায় আরো ৩% টাকা জমা রাখি। এখন প্রশ্ন হলো, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং আমার জমাকৃত অতিরিক্ত টাকার ওপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে কর্তনকৃত টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, ওই টাকা পাওয়ার পর নিসাব পরিমাণ হলে ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর অথবা আপনার নিকট যাকাতযোগ্য অর্থ থাকলে তার সাথে মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে। আপনার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জমাকৃত ৩% টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয় অথবা যাকাতযোগ্য অর্থ থাকলে তার সাথে মিলিয়ে যাকাত ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য, ৩% কর্তনকৃত টাকার মুনাফা গ্রহণ সুদের নামান্তর বিধায় তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (১৭/৭৪০/৭২৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٥ : وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضعيف، وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو

Scanned by CamScanner

ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٠٦ : (قوله: إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض. والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح. والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله، ولا يشترط له حول بعد القبض.

📖 پروویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ٣ : (ا) جبری پروویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعا سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پروویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

📖 فیہ ایضا ص ٤ : (٢) اور پروویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے پر زکوۃ کا حکم امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ ہے کہ سالہائے گزشتہ کی زکوۃ واجب نہیں، وصول ہونے کے بعد سے قواعد شرعیہ کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی، صاحبین اور دوسرے بعض فقہاء کے نزدیک سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہے، اس لئے زکوۃ گزشتہ ایام کی ادا کر دینا افضل واولی ہے۔

বেচাকেনা শরীয়তসম্মত না হলেও পণ্যের যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার বাবা চালের ব্যবসা করেন এবং অনেক কৃষক তাঁর কাছে প্রতি সিজনে ধান জমা রাখে এ ভিত্তিতে যে আড়তদার তা দ্বারা ব্যবসা করবেন, যখন আমাদের (কৃষকদের) যত মণ ধানের টাকার প্রয়োজন হবে তখন তত মণ ধানের টাকা তখনকার বাজারমূল্য হিসেবে দিয়ে দেবেন। এভাবে বাবার কাছে প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ধান-চাল থেকে যায় সারা বছরই। তন্মধ্যে প্রায় দুই লাখ নিজস্ব। তবে ব্যবসা চালু রাখতে সারা বছরই ২-৩ লাখ টাকা বাকি হিসেবে পাওনা থেকে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,

Scanned by CamScanner

ক. এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না?
খ. আমার বাবার ওপর কৃষকদের জমাকৃত ধানের যাকাত আসবে কি না?
গ. এবং বাবার ওপর নিজস্ব দুই লাখ টাকার যাকাত আসবে কি না?
ঘ. এবং অন্যের কাছে পাওনা হিসাবে যে ২-৩ লাখ টাকা থেকে যায় তার যাকাত বাবার ওপর আসবে কি না?

উত্তর : ক. আপনার পিতার সঙ্গে কৃষকদের চুক্তিটি শরীয়তসম্মত নয় বিধায় এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, চুক্তির সময় যদি ধানের মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় করে অথবা গৃহীত ধান মজুদ থাকলে তার মূল্য আদায়ের প্রাক্কালে বেচাকেনা করে তাহলে বৈধ হবে।
শরীয়ত পরিপন্থী চুক্তির পরও ধানগুলো হস্তগত করায় সেগুলোর মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং এর হস্তগতকালীন বাজারমূল্য আপনার পিতার জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে। (১৬/৩৭/৬৩৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٥٣٩ : (قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن)... ... فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز.

📖 فيه أيضا ٥/ ٨٩-٨٨ : (وإذا قبض المشتري المبيع برضا) عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحا أو دلالة) بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته (في البيع الفاسد) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية: وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال، لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه. (ولم ينهه البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط (ملكه)... ... (بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده (يوم قبضه) ؛ لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب.

📖 فتاوى حقانيہ (مكتبۂ سيد احمد) ٦/ ٢٧ : اگر كارخانہ والے مال وصول كركے بطور امانت اپنے پاس ركھيں يا باقاعدہ طور پر نرخ طے كركے اور رقم كى ادائيگى كى تاريخ طے كركے اس كو استعمال ميں لائيں تو اس ميں شرعا كوئى حرمت يا فساد نہيں، ليكن اگر نرخ طے كرنے سے قبل ہى كارخانہ والے اس كپاس كو اپنے استعمال ميں لائيں اور استعمال كے بعد

Scanned by CamScanner

نرخ مقرر کیا جائے تو یہ معاملہ (بیع) فاسد ہے، کپاس کے استعمال سے قبل نرخ مقرر کرنالازمی ہے۔

খ, গ. সুতরাং ধানগুলোর হস্তগতকালীন বাজারমূল্য বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত টাকার যাকাত আপনার পিতা আদায় করতে হবে।

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢٥٩ : (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب. أقول: إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) -

ঘ. পাওনা টাকা হস্তগত হওয়ার পর তার বিগত বছরের যাকাতসহ আদায় করবে।

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٠٥ : (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم -

ভাড়া ও ঋণ নিসাব থেকে বিয়োগ হবে

প্রশ্ন : আমার ব্যক্তিগত একটি পুকুর আছে। আর অন্য একটি পুকুর ২০ হাজার টাকায় লিজ নিয়েছি। উভয় পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া বাবদ ৩০ হাজার টাকা আর খাদ্য বাবদ ৭ হাজার টাকা খরচ হয়। বিভিন্ন সময় পুকুর থেকে মাছ বিক্রি করে সংসার চালাই এবং কিছু টাকার খাদ্য ক্রয় করি। খাদ্য বাবদ আমি ১০ হাজার টাকা ঋণী। পোনা ছাড়ার ১০ মাস পর উভয় পুকুর হতে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করি। উক্ত টাকা থেকে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ১ লাখ ২০ হাজার টাকা সংসারে খরচ হয়ে যায় এবং বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আমার নিকট ৩০ হাজার টাকা ছিল। আর আগামী বছর মাছ চাষের জন্য প্রায় ১০ হাজার টাকার পোনা আছে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, ওই পুকুর বাবদ আমি

Scanned by CamScanner

ঋণী আছি ১০ হাজার টাকার। হযরত মুফতী সাহেবের কাছে আমার জানার বিষয় হলো আমি এখন বছর শেষে কত টাকার যাকাত দেব? পুকুর ভাড়া বাবদ ২০ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে কারো কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে ৫২.৫ ভরি রুপার মূল্য পরিমাণ নগদ টাকা অথবা সমপরিমাণ ব্যবসার মাল থাকে এবং তার ওপর এক বছর পূর্ণ হয়ে যায় অথবা বছরের মাঝে না থাকলেও শুরু ও শেষে ওই পরিমাণ পণ্য থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাষ করা মাছের মূল্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ, ভাড়া ও ঋণ থাকলে তা ব্যতিরেকে উল্লিখিত পরিমাণ বা ততোধিক হয়ে বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। (১৬/৬১৩/৬৭০৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٠ : وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء.

📖 فيه أيضا ٢ / ١٦ : ولنا أن كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في أول الحول وآخره لا غير؛ لأن أول الحول وقت انعقاد السبب وآخره وقت ثبوت الحكم فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه، فإذا هلك كله لم يتصور الضم فيستأنف له الحول.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٤٠ : الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب.

উসূল হওয়া বকেয়া বেতনের যাকাত

প্রশ্ন : মাদ্রাসার উস্তাদগণ রমাজান মাসে সারা বছরের বকেয়া বেতন এক সাথে পেলে যাকাত আসবে কি না? বিশেষ করে যখন বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পরিমাণ টাকা

Scanned by CamScanner

থাকে। অনুরূপ কারো কাছে পূর্ব থেকেই কিছু টাকা ছিল অতঃপর রমাজান শেষে বেতনের টাকা হাতে এলে সম্পূর্ণ টাকার যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : যে সকল উস্তাদ বেতন পাওয়ার পূর্বেই নিসাবের মালিক ছিল নিসাবের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি বেতনের টাকা হাতে এসে যায় সাবেক নিসাবের বছর পুরো হলেই সব মালিকানাধীন অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও হাতে আসা বেতনের টাকার ওপর বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রথম থেকে সাহেবে নিসাব না হলে বেতন পাওয়ার পর সাহেবে নিসাব হলে তখন থেকে যাকাতের বছর শুরু হবে। (১৫/৭৫৫/৬২৪৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٧ : وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ /١٥ : ولكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٣ / ٤٢٨ : جواب–جب يہ شخص شروع مہینہ میں صاحب نصاب ہوگیا تواس وقت سے اس کو حساب لگانا چاہئے.

ধান ও তার বিক্রয় মূল্যের যাকাত

প্রশ্ন : আমার ৫০ একর জমি রয়েছে। সে জমির ধান থেকে আমার পরিবারের সারা বছরের খোরাক ও খরচাদি বহন করা হয়। বছর শেষে তা থেকে ৪০-৫০ মণ ধান থেকে যায়। আমি ৪০-৫০ মণ ধানের টাকার পুঁজি দিয়ে ছোট একটা ব্যবসাও করি। তবে তা বছরব্যাপী নয়। কিছু করে সেই টাকা দিয়ে জমি কিনে ফেলি বা সংসারে খরচ করে ফেলি। আমার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ধানের ওপর সাধারণত উশর আসে, যাকাত আসে না। তাই বছর শেষে আপনার যতই ধান থাকুক না কেন, যাকাত দিতে হবে না। তবে ধান বিক্রির টাকার সাথে অন্যান্য যাকাতের সম্পদ থাকলে তার সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেওয়া জরুরি হবে।

Scanned by CamScanner

আপনার ব্যবসার মূলধনের ওপর পুরো এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যদি মূলধন ব্যবসা ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করে ফেলেন তাহলে উক্ত ব্যবসার মূলধনের ওপর যাকাত আসবে না। (১৪/৫৪/৫৫৫০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : ولا تصح نية التجارة إلخ) لأنها لا تصح إلا عند عقد التجارة، فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كإرث ونحوه كما سيأتي ومثله الخارج من أرضه، لأن الملك يثبت فيه بالنبات، ولا اختيار له فيه، ولذا قال في البحر: وخرج أي بقيد العقد ما إذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصابا، ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها حولا لا تجب فيها الذكاة كما في الميراث.

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٢٧١ : وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۳/ ۴۱۰ : جواب-ایک بار عشر ادا کردینے کے بعد جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جاتا، اس پر نہ دوبارہ عشر ہے نہ زکوۃ، اور جب عشر ادا کرنے کے بعد غلہ فروخت کردیا تو اس سے حاصل شدہ رقم پر زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس پر سال گزر جائیگا یا اگر یہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا اس وقت اس رقم کی بھی زکوۃ ادا کرے گا۔

চাষের জমি ও ব্যবহার/ভাড়া দেওয়ার জন্য কেনা গাড়ির ওপর যাকাত নেই

প্রশ্ন : আমি একটি গাড়ি ক্রয় করেছি। কখনো এটি নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করি আবার কখনো ভাড়া দিই। আর আমি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি সেখানে ৫-৭ হাজার টাকা বেতন পাই। চাষাবাদের জমিও আছে। এমতাবস্থায় আমার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : এসব আয় থেকে আপনার ও পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং এর ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়

Scanned by CamScanner

তবে যাকাত ফরয হবে। যদি অর্থ ওই পরিমাণ না থাকে কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় নয় এ ধরনের মালামাল থাকে যার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। (১৪/৮১৩/৫৮২০)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ١/ ٢٥٣ : إذا آجر داره أو عبده بمائتي درهم لاتجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية.

ঋণ দেওয়া টাকার যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি আমার ভাইকে ২০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছি এই চুক্তিতে যে সে ২০ বছর পর উক্ত টাকা পরিশোধ করবে। প্রশ্ন হলো, আমাকে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি না? হলে কিভাবে?

উত্তর : নগদ টাকা ঋণ দিলে ওই টাকা নিসাব পরিমাণ হলে ঋণদাতাকে ওই টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। ঋণের টাকা হাতে আসার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত একসাথে আদায় করবে। তবে টাকা হাতে আসার পূর্বে আদায় করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (১৩/৩০/৫১৩৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٠ : إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال القبض لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض، والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٠٧ : قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي

Scanned by CamScanner

القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

নার্সারির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : নার্সারির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? বর্তমানে নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করা হয় এবং চারা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হয়–এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কী? এবং নিয়ম কী?

উত্তর : নার্সারির চারা ইত্যাদির মূল্য এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার যাকাত প্রদান করতে হবে। (১৩/২৫৮/৪০৬৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٩١ : ولا يجب فيما يخرج من الأشجار كالصمغ والقطران ولا فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنها كالأرض ولهذا تستتبعها الأرض في البيع ولا في كل بذر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء بكونها غير مقصودة في نفسها ويجب في العصفر والكتان وبزره لأن كلا منهما مقصود وعدم الوجوب في بعض هذه مما لا يرد على الإطلاق بأدنى تأمل. فتح القدير- قال في الهداية والمراد بالمذكور القصب الفارسي أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٠ : وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء -

Scanned by CamScanner

রোপণকৃত গাছের যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : এক লোকের কিছু খালি জায়গা আছে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। এখন সে কিছু চারা লাগিয়ে দিল এ আশায় যে বড় হলে ১৫-২০ বছর পর বিক্রি করে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? এবং এর যাকাত আদায়ের পদ্ধতি কী?

উত্তর : খালি জায়গায় রোপণকৃত গাছের কোনো যাকাত দিতে হবে না। হ্যাঁ, বিক্রি করার পর তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বা সে মূল্য অন্য অর্থের সাথে মিলে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করতে হবে। (১৩/২৫৮/৪০৬৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٩١ : ولا يجب فيما يخرج من الأشجار كالصمغ والقطران ولا فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار لأنها كالأرض ولهذا تستتبعها الأرض في البيع ولا في كل بذر لا يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء بكونها غير مقصودة في نفسها ويجب في العصفر والكتان وبزره لأن كلا منهما مقصود وعدم الوجوب في بعض هذه مما لا يرد على الإطلاق بأدنى تأمل. فتح القدير- قال في الهداية والمراد بالمذكور القصب الفارسي أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض -

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ١٦٩ : وما نوى كان حديث النفس، وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا»، ثم الاستعمال فعل، وذلك لا يحصل بالنية ما لم يفعل، ألا ترى أن من نوى في عبد الخدمة أن يكون للتجارة لا يصير للتجارة ما لم يتجر فيه -

ফুল বিক্রেতা ও ফুলচাষির যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : কিছু লোক ফুল কিনে দোকানে বিক্রি করে আবার কিছু লোক ফুলের চাষ করে বিক্রি করে। এদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? হলে কার ওপর কিভাবে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ব্যবসায়িক ফুলের মূল্যের ওপর যাকাত আসবে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। আর চাষকৃত ফুলের ওপর যাকাত আসবে না। তবে ওশরী জমি হলে ওশর দিতে হবে। (১৩/২৫৮/৪০৬৩)

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ٣٨٢ : الزكاة واجبة حال كائن كونهما من أي شيء كان من جنس ما تجب فيه الزكاة، كالسوائم، أو من جنس ما لا تجب فيه الزكاة كالثياب والبغال والحمر، (إذا بلغت قيمتها) أي قيمة العروض (نصابا) لأن المعتبر فيها الغناء بقيمتها، وذلك موجود في جميع الأشياء -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٨٦ : ويجب العشر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد -

ব্যবসার নিয়্যাতে কেনা জমির যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : এক লোক জমি কিনেছে এ উদ্দেশ্যে যে দাম বাড়লে বিক্রি করবে, বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে। এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? হলে বাজারমূল্য নাকি ক্রয়মূল্যের ওপর?

উত্তর : যদি ব্যবসার নিয়্যাতে জমি ক্রয় করে তাহলে প্রত্যেক বছর তার বাজারমূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় যাকাত আসবে না। (১৩/২৫৮/৪০৬৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٠ : وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء...... ...وسواء كان مال التجارة عروضا أو عقارا -

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ٣٨٢ : الزكاة واجبة حال كائن كونهما من أي شيء كان من جنس ما تجب فيه الزكاة، كالسوائم، أو من جنس ما لا تجب فيه الزكاة كالثياب والبغال والحمر، (إذا بلغت قيمتها) أي قيمة العروض (نصابا) لأن المعتبر فيها الغناء بقيمتها، وذلك موجود في جميع الأشياء -

Scanned by CamScanner

ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া ক্রয়কৃত জমির যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি ২০০৩ সালে আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী সাভারে একখণ্ড জমি ক্রয় করি। জমিটি এই খেয়ালে ক্রয় করি যে পরবর্তীতে ১০-১৫ বছর পর তা বিক্রয় করে ঢাকা শহরে কোনো সুবিধাজনক স্থানে বাড়ি তৈরি কিংবা ক্রয় করব। জমিটি যেহেতু তথায় থাকার জন্য ক্রয় করিনি। এমতাবস্থায় বাৎসরিক যাকাত প্রদানের প্রয়োজন হবে কি না? উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে দীর্ঘদিন পর জমি বিক্রয়ের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশের জমিজমার দলিল জালিয়াতির কারণে বিক্রয়ের সময় সমুদয় জমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। বর্তমানে জমিটি অনাবাদ ও পতিত অবস্থায় রয়েছে। জমিটির যাকাত প্রদান প্রয়োজন হলে কিভাবে আদায় করা সহজতর তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জমিটি যেহেতু ব্যবসার নিয়তে খরিদ করা হয়নি, তাই উক্ত জমির ওপর যাকাত আসবে না। (১৩/৫৫৭)

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) صـ ٢١٩ :
التجارة عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليب المال لغرض الربح .

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٢٨ : (قوله: وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) معطوف على قوله أول الباب في مائتي درهم أي يجب ربع العشر في عروض التجارة إذا بلغت نصابا من أحدهما.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٣١ : (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة (لا ما ورثه ونواه لها) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل.

Scanned by CamScanner

দোকানের পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার একটি দোকান আছে, যাতে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মালামাল আছে। ফসলেরও কিছু জমি আছে। দোকানের লাভ ও জমির ফসলের মাধ্যমে কোনো রকম আমার সংসার চলে। দোকানের মাল ব্যবসার মাল হওয়ায় আমার ওপর যাকাত ফরয হবে কি না?

উত্তর : আপনার ও পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত আদায় করা জরুরি হবে। (১৩/৬৩২)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۰ : وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ۲/ ٤٠ : الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب.

মেশিনপত্র ও স্থাপনার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বহু শিল্পপতি রয়েছে, যারা বহু শিল্প-কলকারখানা তথা মিল-ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। আর শিল্প-কারখানা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে একটি কারখানার আমদানি দিয়ে আরেকটি কারখানার মালিক হবে। এভাবে কারখানা বৃদ্ধি করাই তাদের উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো, শিল্পপতিরা মিল-কারখানার কোন ধরনের জিনিসের যাকাত আদায় করবে?

উত্তর : কারখানা ও ফ্যাক্টরির মালিকের ওপর ফ্যাক্টরির মেশিন ও বিল্ডিংয়ের মূল্যের যাকাত আসবে না। এ ছাড়া যে সমস্ত মাল বাকিতে বিক্রি করা হয়েছে এবং তার মূল্য উসূল করাও সম্ভব এবং যে সমস্ত উপাদান মাল তৈরির জন্য বিভিন্ন স্তরে রাখা হয়েছে–এসব কিছুর সমষ্টি নিসাব পরিমাণ হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (১৩/৬৫১/৫৩৬৫)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲/ ٢٦٤– ٢٦٥ : (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور

Scanned by CamScanner

السكنى ونحوها) ․ ... ... وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة -

📖 فقہی مقالات (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۳ / ۱۵۳ : اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قیمت پر زکوۃ واجب ہے اسی طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے، البتہ فیکٹری کی مشنری بلڈنگ گاڑیاں وغیرہ پر زکوۃ واجب نہیں۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۲/ ۳۹ : مشنری اور آلات پر زکوۃ فرض نہیں ہے۔

ভাড়া দেওয়ার জন্য কেনা জিনিসের যাকাত দিতে হয় না

প্রশ্ন : আমি একটি মেশিন কিনে ভাড়া দিয়েছি। সেটির যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : উক্ত মেশিনের যাকাত দিতে হবে না, তবে তা থেকে লব্ধ ভাড়ার টাকা নিসাব পরিমাণ হয়ে বছর অতিক্রম করলে যাকাত দিতে হবে। (১৭/৭৪০/৭২৭৪)

📖 مسائل زکوۃ ص ۱۶۱ : مسئلہ - موٹر ہوائی جہاز وغیرہ کہ اگر یہ سب استعمال میں ہیں تو ان پر زکوۃ نہیں ہے، اور اگر ان کو کرایہ کے لئے مختص کر دیا گیا ہے تو اس کی کرایہ پر زکوۃ ہے (جبکہ اس کی آمدنی سال بھر کے بعد نصاب کے برابر یا دیگر مال وغیرہ کے ساتھ ملکر نصاب کے برابر ہو جائے)۔

ঋণ বিয়োগের পরে নিসাব বাকি থাকলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি ৩ কোটি টাকা লোন নিয়ে বাড়ি করেছি, যা আস্তে আস্তে ৩৫ বছরে পরিশোধ করব এবং ৫০ হাজার টাকা লোন নিয়েছি, যা ১ বছরে পরিশোধ করব। এখন আমার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা রয়েছে। আমি যাকাত কিভাবে আদায় করব?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর মালের পরিমাণ ও ঋণের পরিমাণ যদি সমান হয় তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর

Scanned by CamScanner

নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে তার মালিকানায় যদি নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে তবে বছরান্তে অতিরিক্ত মালের ওপরে যাকাত ওয়াজিব হবে। অতএব আপনার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হতে সম্পূর্ণ ঋণের টাকা বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকলে বছরান্তে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় হবে না। (১২/৩৯৫/৩৯৮০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٦ : " ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه " وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كظماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة " وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا " لفراغه عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٦ : ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا.

মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত টাকার যাকাত

প্রশ্ন : আমার আব্বার রেখে যাওয়া টাকা-পয়সা আমরা সবাই বণ্টন করে নিয়ে নেই। কিন্তু আমার ছোট ভাই প্রাপ্তবয়স্ক, তার টাকা আমার হাতেই রাখি। ওর হাতে দেইনি। আমরা দুই ভাই ৬০ হাজার টাকা করে পেয়েছি। আমি আমার ছোট ভাইয়ের টাকা আমার ব্যবসার কাজে লাগিয়েছি, পরে দিয়ে দেব। তার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ আমার নিজস্ব টাকা থেকেই হচ্ছে। এখন জনার বিষয় হলো, আমার ছোট ভাইয়ের ওপর যাকাত ফরয হবে কি না? এবং যাকাতের টাকা খাওয়া তার জন্য হালাল হবে কি না? কেননা তার টাকা এখন তার হাতে আসবে না। কারণ সেগুলো আমার ব্যবসার কাজে লেগে আছে।

উত্তর : যেহেতু আপনার ভাই প্রাপ্তবয়স্ক বালেগ, তাই মিরাসসূত্রে প্রাপ্ত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। (১১/৬৪৯/৩৬৬৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٥ : وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضعيف،

Scanned by CamScanner

وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٠٥ : (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم۔

ব্যবসায়ী ঋণের যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লোকের নিকট ব্যবসার বিপরীতে যে সমস্ত বাকি টাকা পাওনা আছি, উক্ত টাকার যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : আপনি যদি নিসাবের মালিক হন তাহলে প্রশ্নোল্লিখিত পাওনা টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব বটে; কিন্তু তা উসূল হওয়ার আগে তার যাকাত আদায় করা জরুরি নয়। তবে দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় টাকা উসূল হওয়ার পর অতীতের আনাদায়ী বছরসমূহ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। (১০/৭৭/২৯৯০)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٠٧ : ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٦١ : مدیون پر بقدر دین زکوۃ ساقط ہے، اور اپنا دین کسی پر ہو تو وصول کے بعد زکوۃ دینا لازم ہے۔

Scanned by CamScanner

ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত গাড়ি যাকাতের আওতামুক্ত

প্রশ্ন : আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। আমার কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহনের প্রয়োজনে গাড়ি ক্রয় করা হয়। উক্ত গাড়িটা মাঝে মাঝে ভাড়া দেওয়া হয় এবং গাড়িটার বিপরীতে কিছু ব্যাংক লোন আছে। উক্ত লোন দুই বছর মেয়াদি। প্রতি মাসে কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। আমি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছি। ২৪ মাসে কিস্তি পরিশোধ হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত গাড়িটার মূল্যের ওপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : উক্ত গাড়িটি যেহেতু ব্যবসায়ী পণ্য নয় বরং ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হয় তাই এর মূল্যের ওপর যাকাত আসবে না। তবে এর মাধ্যমে উপার্জিত ভাড়ার টাকা যাকাতের মূল হিসাবের সাথে যোগ করতে হবে। (১০/৭৬/২৯৯০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲٦٥ : (قوله: وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۸ / ۲۴۲ : ٹرک ٹرانسپورٹ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس پر زکوۃ ہے ٹرک کی قیمت پر نہیں ہے.

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : একজন মহিলার ১০ ভরি সোনার অলংকার ছিল। অজ্ঞতার কারণে ৬ বছর পর্যন্ত তার যাকাত আদায় করা হয়নি। এখন উক্ত সোনা হারিয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, ওই মহিলার জন্য বিগত ছয় বছরের যাকাত আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত মালের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার পরও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাকাত আদায় করেনি ওই মাল চুরি বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত চুরি হওয়া ১০ ভরি স্বর্ণের যাকাত আদায় করা মহিলার ওপর ওয়াজিব নয়। তবে যাকাত আদায় করতে বিলম্ব করার গোনাহের জন্য তাওবা করা জরুরি। (১০/৩৬৬/৩১৩৭)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۸۳ : لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب: أي بعد مضي الحول بل تسقط وإن طلبها الساعي منه فامتنع حتى هلك النصاب على الصحيح.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٠ : وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي على التراخي حتى يأثم عند الموت، والأول أصح كذا في التهذيب.

শেয়ারের যাকাত

প্রশ্ন : আমি ইসলামী ব্যাংক থেকে ২০ হাজার টাকার একটি শেয়ার ক্রয় করেছি। ইতিমধ্যে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, ক্রয়কৃত শেয়ারের ওপর যাকাত আসবে কি না? আর এলে কি শুধু মূলধনের ওপর আসবে? নাকি উক্ত শেয়ারের ওপর লব্ধ লাভের টাকার ওপরও আসবে? এবং সুদি ব্যাংকের সাথে উক্ত কারবার করলেও তার সামধান কি এ ধরনের?

উত্তর : শেয়ারের দাম বেড়ে গেলে তা বিক্রয় করে মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে শরীয়তসম্মত পন্থায় পরিচালিত কোম্পানিগুলো হতে শেয়ার ক্রয় করা হলে মার্কেট মূল্যে শেয়ারের মূলধন ও মুনাফা উভয়টার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে বছরান্তে বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। আর সুদি ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত শেয়ারের ওপর যাকাতের বিধান উপরোক্ত বর্ণনা মতে প্রযোজ্য হবে। তবে সুদি ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত না হওয়ায় এ ধরনের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে ও উপার্জন অবৈধ হবে। (১০/৭৫১/৩৩৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٢٠ : وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة .

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴ / ۲۹۷ : حصص اگر بہ نیت تجارت خریدے ہوں یعنی خود حصص کی خرید و فروخت مقصود ہوں تو حصص کی کل قیمت پر زکوۃ واجب ہے، ورنہ حصص کی صرف اس مقدار پر زکوۃ ہوگی جو تجارت میں لگی ہوئی ہے۔

জমি ক্রয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য না হলে যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : কেউ যদি টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে (প্রয়োজনের খাতিরে নয়) জমি ক্রয় করে রাখে। তাহলে তার ওপর ওই জমির যাকাত আসবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কেউ যদি কোনো জমি ব্যবসার নিয়তে খরিদ না করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে খরিদ করে তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে ওই ব্যক্তির জন্য উক্ত জমির যাকাত আদায় করতে হবে না। (৯/১০৯/২৫০৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ٢٠ : وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء فإنها لا تجب إلا في المال النامي-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۲۶۴ : اگر خود مکانوں کو بہ نیت تجارت خریدا گیا ہو توان کی قیمت پر زکوۃ ہوگی ورنہ نہیں-

ভাড়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত মার্কেট ও বাড়ির ওপর যাকাত আসবে না

প্রশ্ন : বর্তমানে ব্যবসা করা খুব কঠিন। তাই পাকা মার্কেট ও বাড়ি বানিয়ে ভাড়ার ব্যবসা করা ঠিক হবে কি না? এতে যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : পাকা মার্কেট ও বাড়ি বানিয়ে ভাড়ার ব্যবসা করা বৈধ। এ পাকা বাড়ি ও মার্কেটের মূল্যের ওপর যাকাত আসবে না। তবে এগুলো থেকে অর্জিত অর্থ (ভাড়া) যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছরান্তে যাকাত আসবে। (৯/৪৭৭/২৭০০)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦ : أموال الزكاة أنواع ثلاثة أحدها: الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة، والثاني: أموال التجارة وهي العروض المعدة للتجارة، والثالث: السوائم.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ / ١١٤ : اگر جائداد سے مراد زمین، مکان، دکان وغیرہ ہے تو ان چیزوں کو کرایہ پر دینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے، اس لئے اس کو سود سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔

ফ্যাক্টরির যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির একটি ডায়িং ফ্যাক্টরি রয়েছে। তাতে ক্রয়কৃত জমি আছে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের, ব্যবহৃত মেশিন ১ কোটি টাকা মূল্যের, ভবন ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের, কাঁচামাল ও কেমিক্যাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ২ লক্ষ টাকা। এখন বর্ণিত সম্পদের যাকাতের বিধান কী? এ সম্পর্কে নিম্নে আরো কিছু প্রশ্ন করা হলো :

Scanned by CamScanner

১. ব্যবসার উপকরণ যেমন–জমি, বিল্ডিং, মেশিন, হাত ক্যাশ ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে কি না?
২. ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত আসবাবপত্র যেমন–ফ্রিজ, ফার্নিচার এবং মূলধনের যাকাত দিতে হবে কি না?
৩. ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার যাকাতের বিধান কী?
৪. কারখানা বা ব্যবসার লভ্যাংশের টাকা দিয়ে যদি আরো একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলা হয় কিংবা লভ্যাংশকে পূর্বের ব্যবসার সাথে একত্রিত করে উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্ধিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান কী?
৫. কারখানা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ দিয়ে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে অন্যত্র জমি ক্রয় করা হয় তবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে কি?
৬. বাড়ি ভাড়ার টাকার ওপর যাকাত ফরয হবে কি না?

উত্তর :

১, ২. উক্ত ফ্যাক্টরির সম্পদসমূহ হতে জমি, ভবন, মেশিন এগুলোর ওপর যাকাত আসবে না। কাঁচামাল, রং, কেমিক্যাল হিসেবে ব্যবহৃত সম্পদ ও ক্যাশ টাকার ওপর যাকাত আসবে।

৩. ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে এক বছর পর যাকাত দিতে হবে।

৪, ৫. কারখানা বা ব্যবসার লাভের টাকায় বর্ধিত প্রতিষ্ঠান বা কারখানার ক্ষেত্রেও একই নিয়মে যাকাত দিতে হবে তথা জমি, ভবন ও মেশিনারির ওপর যাকাত আসবে না। আর তৈরি মাল, কাঁচামাল, ক্যাশ টাকা ও যাকাতযোগ্য মালের ওপর যাকাত আসবে।

৬. বাড়ি ভাড়ার টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। (৯/৮৮৭/২৮৭৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٥ : قوله: ولا في ثياب البدن محترز... وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٥ : أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٨ : وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة " لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين.

Scanned by CamScanner

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ١ / ٥٥٠ : الحنفية قالوا: الأوراق المالية - البنكنوت - من قبيل الدين القوي، إلا أنها يمكن صرفها فضة فوراً، فتجب فيها الزكاة فوراً.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٠ : ولو اشترى جوالق ليؤاجرها من الناس فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٩١ : کرایہ پر مکان چلانے کیلئے لینا یعنی کرایہ پر دینے کے لئے مکان خریدنا یہ بھی تجارت کے لئے ہی خریدنا ہے، پس زکوۃ اس کی قیمت پر واجب ہوگی۔

📖 جواہر الفقہ ٦/ ٨٩

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل ٣ / ٣٧١

📖 فقہی مقالات ٣/ ١٥٣

সমিতিতে গচ্ছিত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : কয়েকজন লোক মিলে একটি সমিতি করেছে। যেমন শিক্ষক সমিতি, ড্রাইভার সমিতি, রিকশাচালক সমিতি ইত্যাদি। এই শর্তে যে ১০ বছরের আগে কেউ এখান থেকে টাকা তুলতে পারবে না। এখন এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যের নিসাব পরিমাণ যাকাতের টাকা হয়ে গিয়েছে। এই টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? উল্লেখ্য, যদি যাকাত ওয়াজিব হয় তাহলে তার কাছে এমন টাকা নেই, যার দ্বারা ভরণ-পোষণের পর ওই মালের যাকাত আদায় করবে। আর ওই দিকে টাকাও উত্তোলন করতে পারছে না।

উত্তর : সমিতির মধ্যে জমাকৃত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হতে থাকবে। সাধ্যানুযায়ী আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে অপারগতায় এই টাকা হস্তগত হওয়ার পর পূর্বের সব বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। (৭/৪৮৩/১৬৮৪)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٢٦٧ : (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة.

Scanned by CamScanner

জমি বন্ধক বাবদ প্রদত্ত টাকার যাকাত কে দেবে?

প্রশ্ন : বন্ধকের ক্ষেত্রে জমির মালিক যে টাকাগুলো গ্রহণ করে তার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : জমি বন্ধকের বিনিময়ে প্রদত্ত টাকা জমির মালিকের মালিকানাধীন নয়। বরং বন্ধকগ্রহীতাই তার প্রকৃত মালিক, তাই জমির মালিকের ওপর উক্ত টাকার যাকাত দেওয়া জরুরি নয়। বরং কর্জদাতা নিসাবের মালিক হলে তার ওপর উক্ত টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে। (৭/৪৮৮/১৯৩৮)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٠ : إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال القبض لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض، والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٠٧ : قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٠٥ : (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض.

Scanned by CamScanner

ডেকোরেশনের আসবাবের যাকাত নেই

প্রশ্ন : ব্যবসা করতে যেসব আসবাবপত্র ব্যবহার হয় তার কি যাকাত দিতে হবে? বর্তমানে আমি মার্কেটের অন্য দোকানগুলোর মতো আমাদের দোকানেও ডেকোরেশন করতে চাই। আমার ব্যবসা কাপড়ের। আমি হিসাব করে দেখেছি আমার আসবাবপত্র ডেকোরেশন করতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে। আমাকে এই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : ব্যবসার মাল ব্যতীত দোকানের ডেকোরেশন বাবদ অন্য আসবাবপত্র, ফার্নিচার ইত্যাদির ওপর যাকাত আসবে না। আর নিসাব পরিমাণ টাকা যে উদ্দেশ্যেই জমা করে রাখা হোক না কেন, পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে এর যাকাত আদায় করতে হবে। (৭/৯২৯/১৯৩২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٤ : (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۵۳ : اگر یہ آلات خود فروخت کرنے کیلئے ہوں تو ان پر زکوۃ ہوگی، اگران کے ذریعہ سے کاشت کیجاوے یا آٹا پیسا جاوے خود ان کو فروخت نہ کیا جائے تو ان پر زکوۃ نہیں۔

চুক্তি বাতিল করে মূল্য ফেরত দিলে তার যাকাত কে দেবে

প্রশ্ন : নজরুল ইসলাম নামক জনৈক ব্যক্তি খালেদের কাছে একটি জিনিস ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রীত মাল ১ বছরেও বুঝিয়ে দিতে না পারায় তাদের আকদ বাতিল হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এক বছরের উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি না? যদি দিতে হয় তাহলে কে দেবে?

উত্তর : ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, উভয় ক্ষেত্রে বিক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য গ্রহণ করবে তার যাকাত বিক্রেতাই দেবে। (৭/৯৭৮/১৯৬৪)

📖 المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٣/ ٧٢ : ولو اشترى شيئا بعشرين دينارا، أو أسلم نصابا في شيء، فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق، فعلى

Scanned by CamScanner

البائع والمسلم إليه زكاة الثمن؛ لأن ملكه ثابت فيه، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع، أو تعذر المسلم فيه، وجب رد الثمن، وزكاته على البائع.

ফসলি ও অনাবাদি জমির ওপর যাকাত আসে না

প্রশ্ন : জমির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? একজনের ৫০ বিঘা জমি আছে। ধান হয় মাত্র ১০ বিঘায়, আর ওই ১০ বিঘার ধানে বাৎসরিক খোরাক হয়ে যায়, উদ্বৃত্ত থাকে না। বাকি ৪০ বিঘার কারণে যাকাত কুরবানী ও সদকায়ে ফিতি ওয়াজিব হয় কি না? অথবা ৫০ বিঘায় ধান হয়। কিন্তু অল্প হওয়ার কারণে তাতে মাত্র ১ বছরের খোরাক পরিমাণ ধান হয়। এর বিধান কী?

উত্তর : ব্যবসার জমি ব্যতীত অন্য জমির ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। জমির উৎপাদনের ওপর ওশর (দশমাংশ) বা নিসাফে ওশর (বিশমাংশ) যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়, যদি জমি ওশরী হয়। আর জমি খারাজী হলে খারাজ (কর) ওয়াজিব হয়। ওশরী না খারাজী জানা সম্ভব না হলে ওশরই দেবে। প্রশ্নে বর্ণিত ৫০ বিঘা জমির সম্পূর্ণ উৎপাদন তার খোরাকিতে লেগে গেলে তার ওপর যাকাত কুরবানী সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না। আর বাৎসরিক খোরাকি এবং সব খরচ বাদ দিয়ে ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ জমি বা উৎপাদন উদ্বৃত্ত থাকলে সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী ওয়াজিব হবে। (৬/১২৫/১১০৮)

📖 الفقه الاسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٧١٧ : أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة، فلا زكاة فيه.

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ۳ / ۴۳ : جو غلہ تجارت کیلئے نہیں اس میں زکوۃ فرض نہیں خواہ وہ کتنی بھی مقدار میں ہو یہی حال زمین کھیت باغ کا ہے، البتہ زمین اور باغ کی پیداوار میں عشر واجب ہوگا اگر وہ عشری ہے اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں بلکہ کل پیداوار کا عشر واجب ہوتا ہے خواہ کتنی ہی پیداوار ہو اور اس کی قیمت کتنی ہی ہو۔

Scanned by CamScanner

আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ঋণ বেশি হলে যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : আমার বোনদের মাসিক আয় ১৭ হাজার টাকা। তারা ব্যাংকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণী। তবে একটি সমিতিতে তারা বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে মাসিক ৫০০ টাকা করে জমা দেয়। এমতাবস্থায় তাদের ওপর কোনো যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি তাদের বাৎসরিক ব্যয়, বাৎসরিক আয়ের চেয়ে বেশি বা সমান হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হয়ে উদ্বৃত্ত থাকে এবং ওই উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাংকের উল্লিখিত ঋণ সমপরিমাণ হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি উদ্বৃত্ত টাকা ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত হয় এবং ওই টাকা ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ হয়, তখন যাকাত ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত টাকা হিসাব করে প্রতি হাজারে ২৫ টাকা করে যাকাত আদায় করতে হবে। (৬/১৮৭/১১৫৪)

📖الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٥٩ : (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب. أقول: إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل، ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) .

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا ... ... لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب

Scanned by CamScanner

فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته ... ... وكذا لو كان يحتاج لشراء دار أو عبد فليتأمل.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ١٦٧ : لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق.

যাকাতের হুকুম নিসাব অতিরিক্ত ও নির্দিষ্ট টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

প্রশ্ন : যাকাত নিসাবের অতিরিক্ত টাকার ওপর ওয়াজিব হয় নাকি নিসাবের সব টাকার ওপর? যেমন যাকাতের নিসাব ৭,৫০০ টাকা, আর কারো কাছে আছে ১০,০০০ টাকা। এখন তার ওপর কি ২,৫০০ টাকার যাকাত আসবে নাকি ১০,০০০ টাকা সমুদয়ের ওপর? যে টাকার ওপর যাকাত আসে তা ব্যতীত যেকোনো টাকা থেকে যাকাত আদায় করা যায় কি?

উত্তর : মালের নিসাব পূর্ণ হলে বছরান্তে সব টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসাবে নিসাব ও অতিরিক্ত সব টাকার যাকাত দিতে হয়। হিসাবের ভিত্তিতে নিয়্যাত করে যেকোনো টাকা যাকাত বাবদ দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট ওই টাকা থেকে যাকাত আদায় করা জরুরি নয়। (৬/৬১৪/১৩৪০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٧ : وأما وجوب الزكاة فمتعلق بالنصاب إذ الواجب جزء من النصاب، واستحقاق جزء من النصاب يوجب النصاب.

📖 فيه أيضا ٢ / ١٨ : تجب الزكاة في الزيادة بحساب ذلك قلت أو كثرت حتى لو كانت الزيادة درهما يجب فيه جزء من الأربعين جزءا من درهم.

Scanned by CamScanner

📖 وفيه أيضا ٢ / ٤١ : وأما الذي يرجع إلى المؤدي فمنها أن يكون مالا متقوما على الإطلاق سواء كان منصوصا عليه أو لا من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه. والأصل أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا -

উৎপাদনের যাকাত দিতে হবে মেশিনের নয়

প্রশ্ন : কোনো লোক মেশিনে তৈরি জিনিসের ব্যবসা করে সে যাকাত দেওয়ার সময় ওই মেশিনেরও দাম হিসাব করে যাকাত দিতে হবে কি না? যেমন প্রেস বা ছাপাখানার মেশিন, বিস্কুট তৈরির মেশিন, আয়না তৈরির মেশিন বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি? না শুধু মেশিন দ্বারা উৎপাদিত মালের আয়ের ওপর দিতে হবে?

উত্তর : কল-কারখানা, মেশিন, ইত্যাদি দ্রব্যাদির মূল্য যতই হোক না কেন তার যাকাত দিতে হবে না। বরং তা থেকে উৎপাদিত আয় প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে বছরান্তে নিসাব পরিমাণ হলে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। (৬/৮০৫/১৪৪৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٤ : (ولا في ثياب البدن المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٥٣ : اگر یہ آلات خود فروخت کرنے کیلئے ہوں تو ان پر زکوۃ ہوگی، اگر ان کے ذریعہ سے کاشت کیجاوے یا آٹا پیسا جاوے خود ان کو فروخت نہ کیا جائے تو ان پر زکوۃ نہیں۔

সম্মিলিত সম্পদের যাকাত

প্রশ্ন : আমাদের ২৫ জন সদস্যসম্বলিত একটি সংগঠন, আমাদের সম্মিলিত ফান্ডের ৬০,০০০ টাকা দিয়ে একটি দোকান দিলে তাতে যাকাত আসবে কি না? উল্লেখ্য, ফান্ডে নিসাব পরিমাণ কারো টাকা নেই। যাকাত এলে কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে যদি কোনো সাবালক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ নগদ টাকা, স্বর্ণ, রুপা বা ব্যবসায়িক মালের মালিক হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে, নচেৎ যাকাত ওয়াজিব হবে না। নিসাবের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকাধীন মালের হিসাব করা হবে। যৌথ মালিকানার হিসাব গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণিত বিবরণ মতে সংগঠনের শরীক ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি উক্ত টাকা ও তার মালিকানাধীন যাকাতযোগ্য মালামালসহ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। (৬/৮৬৯/১৪৮০)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٩١ : أما إذا كانت مشتركة فعندنا يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حالة الانفراد فإن كان نصيب كل واحد منهما بلغ نصابا تجب الزكاة فيه وإلا فلا -

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٦ : ولو كانت الفضة مشتركة بين اثنين فإن كان يبلغ نصيب كل واحد منهما مقدار النصاب تجب الزكاة وإلا فلا. ويعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد وهذا عندنا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٠٤ : (قوله: وإن تعدد النصاب) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابا فإنه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه.

📖 امداد الفتاوی ٢ / ٥١

টাকা দিয়ে ব্যবসায়িক পণ্য কিনলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার কাছে যাকাত ওয়াজিব হবে, এমন কিছু টাকা আছে। অর্ধ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ওই টাকা দিয়ে ব্যবসার মাল কিনে ফেললাম। এমতাবস্থায় বছর অতিবাহিত হলে আমার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? শরীয়তের বিধান মতে উত্তর দিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ টাকার মালিক হওয়ার পর ওই টাকা দিয়ে ব্যবসার জন্য মাল কিনলেও মূল টাকার মালিক হওয়ার দিন থেকে চন্দ্র বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হয়ে যাবে। ক্যাশ টাকা এবং ব্যবসায়িক সামগ্রীর

Scanned by CamScanner

বিধান এক ও অভিন্ন হওয়ায় যাকাতের বছর গণনায় বিধানগত কোনো পার্থক্য হবে না। (৬/৯০৪/১৫০৮)

📖المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٦٥ : إذا استبدل الدراهم أو الدنانير بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حكم الحول، حتى لو تم حول الأصل تجب الزكاة، وكذلك إذا بادل عروض التجارة بعروض التجارة لا ينقطع حكم الحول.

বাড়ি করার জন্য জমানো টাকার যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার কাছে যাকাত ওয়াজিব হবে, এমন কিছু টাকা আছে। বর্তমানে আমার একটি বাড়ি করা দরকার। বাড়ি করতে ওই টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা খরচ হবে। এমতাবস্থায় আমার ওই টাকার ওপর যাকাত আসবে কি না? নাকি ওই টাকা হাজতে আসলিয়্যার মধ্যে গণ্য হবে? শরীয়তের বিধান মতে উত্তর দিয়ে চির কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : প্রয়োজনীয় থাকার ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমাকৃত নিসাব পরিমাণ ক্যাশ টাকার ওপর চন্দ্র বছর অতিবাহিত হলে ফুকাহায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ওই টাকা দ্বারা নির্মাণসামগ্রী ক্রয় করে নিলে এর ওপর যাকাত ফরয হবে না। সুতরাং আপনার ওই জমা টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দিতে হবে। (৬/৯১৪/১৫০৯)

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا ... ... لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب

Scanned by CamScanner

فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته ... ... وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل.

ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক গাড়ির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : ব্যবসায়িক ট্রাক, বাস বা বেবি ট্যাক্সির যাকাত দিতে হয় কি না? বেবি ট্যাক্সি যদি নিজের মাল বহন বা ব্যক্তিগত চলাফেরার জন্য থাকে তার যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : ব্যবসায়িক ট্রাক, বাস ইত্যাদি বিক্রির জন্য হলে যাকাত দিতে হবে। তবে যে গাড়ি নিজের ব্যবসার মাল বহন বা ব্যবহারের জন্য রাখতে হয় তার যাকাত দিতে হবে না। (৪/৩/৫৭৩)

📖 سنن ابى داود (١٥٦٢) : عن سمرة بن جندب، قال: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٢ : وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية.

ব্যবসায়িক পাওনার যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : আমার মৃত পিতার ৩টি ব্যবসায়ে ২৭ লক্ষ টাকার মতো বাকি আছে, যেখানে ৯ লক্ষ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বাকি ১৮ লক্ষ টাকার মধ্যে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আর অধিকাংশ টাকা ব্যবসায়ে বাকি হিসেবেই থাকবে। যেহেতু দেনাদার

Scanned by CamScanner

যদিও বাকি টাকা দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাল ক্রয় বাবদ আবার নতুন করে বাকি নিয়ে যায়। ফলে বাকির অংক সব সময় ১৩ লক্ষ টাকা বা এর চেয়ে বেশি থাকবে। এই চলতি বাকি ব্যবসার জন্য সর্বদা বাকি হিসেবেই পাওনা থাকবে। অতএব এরূপ বাকি টাকার ক্ষেত্রে যাকাত ফরয হবে কি? আর যে বাকি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বা কম তার ওপর যাকাত ফরয হয় কি? বা এরূপ অর্থের যাকাত দেওয়ার সহীহ তরীকা কী?

উত্তর : ব্যবসার বাকি টাকা যখন উসূল হবে, তখন অতীত বছরগুলোর হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। আর যে টাকা উসূল হবে না তার যাকাত দিতে হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অর্থাৎ দেনাদারগণ অতীতের কর্জ পরিশোধ করে যাচ্ছে এবং নতুন সূত্রে মাল নিয়ে যাচ্ছে। এতে বোঝা যায় তাদের অতীতের কর্জ পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার থেকে নতুন কর্জে মাল নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আপনার পিতা যদি উক্ত টাকাগুলোর যাকাত আদায় করার অসিয়ত করে থাকেন তাহলে উসূলকৃত টাকার হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

আর যদি অসিয়ত না করেন তাহলে আপনার পিতার উসূলকৃত টাকার যাকাত দিলে তাঁর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার আশা করা যায়। আর নিজ মালিকানাধীন হওয়ার পর বছরান্তে যাকাত দিতে হবে। (৪/৪৩২/৭৪৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٦ : (ولا في مال مفقود) وجده بعد سنين (وساقط في بحر) استخرجه بعدها (ومغصوب لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى... ... وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز. واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ... (ولو كان الدين على مقر مليء أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٦ : (قوله: وعن محمد لا زكاة) أي وإن كان له بينة بحر (قوله: وهو الصحيح) صححه في التحفة كما في غاية البيان وصححه في الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسي بحر. وفي باب المصرف من النهر عن عقد الفرائد: ينبغي أن يعول

Scanned by CamScanner

عليه. قلت: ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي قال: وهو المعتمد، وإليه مال فخر الإسلام اهولذا جزم به في الهداية والغرر والملتقى وتبعهم المصنف. والحاصل أن فيه اختلاف التصحيح.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٠ : ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا.

📖 الفقه الاسلامى وادلته (دار الفكر) ٣ / ٣٧٩ : لكن إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر، لم يؤخذ من تركته إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهم من أهل التبرع، فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز، وينفذ من ثلث ماله.

ঘর নির্মাণ ও কৃষিজমি ক্রয় বাবদ ব্যয়কৃত টাকার যাকাত দিতে হবে না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি বছরের মাঝে বাসস্থান তৈরি করে ও আবাদের জন্য জমি ক্রয় করে, যার ক্রয়মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়। বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (২/২৩৯/৩৪৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٨ : والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٥ : (ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣ / ٣٧٠ : جواب ـ پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کریں گے تب تو وہ مال تجارت ہے اور اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور اگر ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا تو اس پر زکوۃ نہیں۔

Scanned by CamScanner

রুপার নিসাবের মূল্য পরিমাণ টাকা হলেই যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির কাছে রুপার নিসাবের পরিমাণ টাকা আছে। কিন্তু এ টাকা সোনার নিসাবের পরিমাণ হওয়ার জন্য আরো ২-১ বছর অপেক্ষা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, সে ব্যক্তি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে সোনার নিসাবের পরিমাণ হলে যাকাত দেবে নাকি রুপার নিসাবে যাকাত দেবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির নিকট রুপার নিসাব থাকলে বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত দেবে। স্বর্ণের নিসাবের অপেক্ষা করার অনুমতি নেই। (১/১৭৪)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢١ : وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب ثم بماذا تقوم؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب. وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٧ : ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير... ... ففى كل اربعين درهم .

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ١٦٧ : لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق.

বছরের শেষ ভাগে সম্পদ বাড়লে তারও যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : বছরের শেষে সম্পদের পরিমাণ যদি মধ্যবর্তী সময়ের সম্পদের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে? অর্থাৎ বর্তমান সম্পদ অনুযায়ী যাকাত আদায় করবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যাকাতের অন্তর্ভুক্ত মাল নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হয়। আর বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয়। বছর পূর্ণ বলতে কেবল বছরের প্রথম ও শেষ বোঝায়, মধ্যবর্তী সময় নিসাব পরিমাণ না থাকলেও যাকাত আদায় করতে হবে। যদি বছরের শেষ মুহূর্তে নিসাব পরিমাণ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি বছরের শেষ মুহূর্তে নিসাব পরিমাণ মাল অতিরিক্ত এসে যায় সে সম্পদেরও যাকাত আদায় করতে হবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বছরের শেষ দিকের সম্পদই যাকাতের হিসাবে গণ্য হবে। (১/২৪০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ /٢٨٨ : فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل.

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ٤٢ : والحول باق فتلزمه الزكاة إذا تم الحول لوجود كمال النصاب في طرفي الحول مع بقاء شيء منه في خلال الحول -

Scanned by CamScanner

باب أداء الزكاة

পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায় বিষয়ক

তৈরি লুঙ্গি তাঁতে যুক্ত সুতা ও লুঙ্গির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : আমি একজন তাঁতি লোক। লুঙ্গি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করি। আমার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে। কিন্তু কিভাবে যাকাত আদায় করব বুঝতে পারছি না। কারণ আমার নিকট কিছু লুঙ্গি গুদামজাত করা আছে, আর কিছু বুনানো অবস্থায় তাঁতের সুতার সাথে লাগানো, আর কিছু নগদ অর্থ আছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো,

যে লুঙ্গি গুদামজাত করা আছে সে লুঙ্গির যাকাত আসবে কি না? যদি আসে তাহলে কিভাবে আদায় করব? আসল মূল্য ধরে আদায় করব, নাকি বাজারদর হিসাবে আদায় করব? উল্লেখ্য, মূল্য কখনো কমবেশি হয়।

আর যে লুঙ্গি তাঁতে বুনানো অবস্থায় সুতার সাথে লাগানো আছে তার ওপর যাকাত আসবে কি না? একজন আলেম বলেছেন যে বুনানো অবস্থায় যে লুঙ্গি আছে তার ওপর এবং তাঁতের সাথে লাগানো সুতার ওপর যাকাত আসবে না। উল্লেখ্য, তাঁতের সাথে লাগানো সুতার পরিমাণ জানা নেই। ইসলামী শরীয়তের আলোকে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে মাল তৈরি বা ক্রয় করা হয় তা নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে হিসাব করে যাকাত আদায় করা জরুরি। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে আপনার গুদামজাত করা লুঙ্গি বা বুনানো অবস্থায় তাঁতের সাথে যুক্ত লুঙ্গি এবং সুতা–সবগুলোর ওপর যাকাত ফরয হবে। আর যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হলো, এগুলোর সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারণ করে বর্তমান বাজারদর হিসাব করে ওই টাকার সাথে আপনার নগদ অর্থ একত্রিত করে বছরান্তে তার যাকাত আদায় করতে হবে। (১০/২৬৫/৩০৭৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٢ : لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء، والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا -

📖 درر الحكام (دار إحياء الكتب) ١/ ١٨١ : والخلاف في زكاة المال فتعتبر القيمة وقت الأداء في زكاة المال على قولهما وهو الأظهر وقال أبو حنيفة يوم الوجوب -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٩ : الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق۔

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٧٩٢ : يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها.

অনিবার্য কারণে বছর শেষ হওয়ার আগেই সম্পদের হিসাব করা

প্রশ্ন : আমার একটি কাপড়ের দোকান আছে। তা ১ রমাজানে চালু করি। গত বছর ১৪ শা'বানের আগে দোকানের সম্পূর্ণ মাল হিসাব করে যাকাত দিই। প্রশ্ন হলো, দোকানের মালের হিসাব নিজের সুবিধার জন্য রমাজানের ৩০ দিন অথবা ৪০ দিন আগে করলে পরবর্তী বছর যদি রমাজানের ১৫ দিন আগে করি তাহলে অসুবিধা আছে কি না? অর্থাৎ প্রতিবছর একই তারিখে মালামালের হিসাব করতে হবে, না কাজের ও সময়ের সুবিধার জন্য এক মাস আগানো-পেছানো যাবে? উল্লেখ্য, মালের সাথে নগদ টাকারও কি হিসাব হবে? আবার দোকানে মহাজনের বাকি মাল থাকলে এবং অন্য হাত থেকে কর্জ টাকা থাকলে এগুলোর যাকাতের কী হুকুম?

উত্তর : নিজ প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে যে তারিখে নিসাব পরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক সামগ্রী নিজ মালিকানায় আসে সেদিন থেকে চাঁদের হিসাবে বছর পূর্ণ হলে মালিকানাধীন সকল নগদ অর্থ ও সকল ব্যবসায়িক পণ্যের হিসাব করে ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়।
এ হিসেবে যেদিন থেকে আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন তার ৩৫৫ দিনের মাথায় আপনার অর্থ-সম্পদের হিসাব করে যাকাতের হিসাব লাগাতে হবে। ব্যবসার স্বার্থে আপনি অন্য তারিখে হিসাব করলেও যাকাতের জন্য ওই হিসাব চালু করতে হবে। ব্যবসায়িক সামগ্রীর সাথে আপনার মালিকানাধীন টাকার হিসাবও করতে হবে। যে পণ্যের আপনি ক্রয়সূত্রে মালিক হয়েছেন তা আপনার মালে হিসাব করে মহাজন ও অন্যান্যের পাওনা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের যাকাত দিতে হবে। কারো নিকট পাওনা টাকা উসূল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার যাকাত আপনাকে দিতে হবে। (৯/৬৭৯/২৭৯৮)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٦ : ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٧ : وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه.

📖 فيه أيضا ٢/ ٣٠٥ : (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٣ / ٢٢٨ : الجواب— جب یہ شخص شروع مہینہ میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس وقت سے اس کو حساب لگانا چاہئے۔

যাকাতের টাকা খরচ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা কোন কোন পদ্ধতিতে খরচ করা যায়?

উত্তর : কোনো স্বার্থ ছাড়া ফকির-মিসকিনকে তামলীক তথা মালিক বানিয়ে দিতে হবে। (৪/১/৫৭৩)

📖 مبسوط السرخسي (دارالمعرفة) ٢/ ٢٠٢ : والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة.

Scanned by CamScanner

বকেয়া যাকাত প্রদান ও সন্দেহ দূর করার নিয়ম

প্রশ্ন : ৩-৪ বছর আগের যাকাতের টাকা হিসাব করে সব আদায় করা হয়নি, কিছু বাকি আছে। এখন সেই বকেয়া যাকাতের ১০০% সঠিক হিসাব নির্ণয় করা যাবে না। তাই বকেয়া যাকাত আদায়ের মাসআলা কী? এবং চলতি বছরের যাকাত হিসাব করে যে টাকা হয় তা সঠিক হয়েছে কি না? সন্দেহ দূর করার জন্য কিছু টাকা বেশি দিলে যাকাত আদায় হবে কি না? না হলে সন্দেহ দূর করার নিয়ম কী?

উত্তর : সাধ্যানুযায়ী হিসাব করে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বকেয়া যাকাত আদায় করে দিলে চলবে এবং সতর্কতামূলক কিছু বেশি দিয়ে দেবে। তদ্রূপ বর্তমানের যাকাতের বেলায়ও যথাযথ হিসাবের পরও সন্দেহ থাকলে কিছু অতিরিক্ত আদায় করে দেবে। (১৯/৯৪২/৮৫৫০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٢٩٥ : قلت: وحاصله أنه يتحرى في مقدار المؤدى: كما لو شك في عدد الركعات، فما غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي، وإن لم يغلب على ظنه شيء أدى الكل، والله تعالى أعلم.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٤٤ : الجواب— گمان غالب کے موافق جس وقت سے وہ زیور ٩٥ تولہ ہو گیا ہے اسی وقت سے زکوۃ اس کی ادا کرنی چاہئے، سنین ماضیہ کی زکوۃ بھی دی جائے، اور گمان غالب سے سوچ لیا جاوے یا قرائن سے اندازہ لگایا جاوے اور احتیاطاً کچھ زیادہ ہی مدت لگالی جاوے مثلاً اگر اڑھائی برس کا گمان ہو تو تین برس سمجھکر تین سال کی زکوۃ دی جائے، علی ھذا القیاس کچھ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے اور کم ہو جانے کی صورت میں خوف عتاب ہے، اور زکوۃ کل زیور کی جو موجود ہے دی جاوے گی، بحساب اڑھائی روپے سیکڑہ کے۔

বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : ব্যবসায়ীদের সম্পদ থেকে যাকাত বের করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : ব্যবসায়ীদের সম্পদ থেকে যাকাত বের করার পদ্ধতি হলো, ব্যবসার মালগুলোর বর্তমান বাজারদর নির্ধারণ করে সমস্ত সম্পদের মূল্য রুপার নিসাব তথা ৫২.৫ তোলা

Scanned by CamScanner

রুপার মূল্য বা তার বেশি হলে কর্জ থাকলে সে পরিমাণ বাদ দিয়ে বছরান্তে বাকি সব মালের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করবে। (১৯/৬১৭/৮৩৪৪)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٢/ ٦٧٩ (١٥٧٢) : عن علي رضي الله عنه، - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢١ : أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها ... ... وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب ثم بماذا تقوم؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب. وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٩٧ : في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد... ... (من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف (مقوما بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به؛ ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم.(وفي كل خمس) بضم الخاء (بحسابه) ففى كل اربعين درهم .

Scanned by CamScanner

ইনকাম ট্যাক্স আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রচলিত ইনকাম ট্যাক্স শরীয়তসম্মত কি না? এবং এই ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যাবে কি না? এবং ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে নিলে ভালো হয়। তবে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। (১২/১৭৪/৩৮১৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣١٠ : لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا ثم قال: واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة وهذا ظن باطل.

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ٦/ ١٤٧ : ٹیکس میں جو کچھ روپیہ دیا جاتا ہے وہ زکوۃ میں محسوب نہیں ہو سکتا زکوۃ علیحدہ ادا کرنی چاہئے۔

ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে কয়েক লক্ষ টাকা মুদারাবার চুক্তিতে ফিক্সড ডিপোজিট আছে। ওই ব্যক্তি তার চাকরির বেতন ইত্যাদি দিয়ে কোনো রকম চলে, তার অন্য কোনো ব্যবসা নেই। প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির জন্য ফিক্সড ডিপোজিটের প্রাপ্ত মুনাফার টাকা দিয়ে বাৎসরিক যাকাত আদায় করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি হলো তারা শরীয়তসম্মত মুদারাবার লেনদেন করে। তাদের দাবির বিপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকলে প্রশ্নে বর্ণিত মুনাফার টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করা বৈধ হবে। (১৯/৬১১/৮৩৫৫)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٨٥ : (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة.

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۲۳۶ : الجواب—اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

ব্যাংকে রাখা টাকার যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : ব্যাংকে রাখা টাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে করজ নাকি আমানত? যদি করজ হয়, তবে আমরা শুনেছি সে টাকার যাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু তা হাতে আসা পর্যন্ত আদায় ওয়াজিব নয়। প্রশ্ন হলো, ব্যাংকের জমাকৃত অর্থ যত দিন উঠাব না, তত দিন কি তার ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না? নাকি প্রতিবছর আদায় করতে হবে?

উত্তর : বর্তমানে ব্যাংকে চার প্রকার অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার প্রচলন আছে। এগুলো হলো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং লকার। এ চার পদ্ধতির মধ্য হতে শুধু লকারে টাকা জমা রাখা হলে তা আমানত হিসেবে গণ্য হবে এবং নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্তে প্রতিবছর তার ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর বাকি তিন প্রকারের যেকোনো অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখা হলে তা কর্জের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যেহেতু এটা 'দাইনে ক্বাবী'-এর অন্তর্ভুক্ত, তাই নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্তে বছরান্তে যাকাত আদায় করতে পারে অথবা টাকা উঠানোর পর অতীতের বছরগুলোর যাকাতসহ একসাথে আদায় করতে পারে। (১২/৩৩৩)

📖 فقہی مقالات (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۳۳ : مروجہ بنکوں میں جو رقوم رکھوائی جاتی ہیں وہ بنک کے ذمہ قرض ہوتی ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۳۲۶ : قرضوں پر زکوۃ کا نفس وجوب متفق علیہ ہے البتہ امام ابو حنیفہؒ نے مقرض کو یہ سہولت دی ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی اس پر واجب اس وقت ہوگی جب قرض کی رقم اسے واپس ملے گی، چنانچہ جب بھی چالیس درہم کی مقدار اس کے پاس واپس آئے گی ایک درہم بطور زکوۃ اداء کرنا اس پر واجب ہوگا۔

Scanned by CamScanner

ঋণী ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে ঋণ বাবদ ফিরিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : আমি এক ব্যক্তির নিকট ১০ হাজার টাকা পাই। বহুদিন হলো দেওয়ার কথা বলে দেয় না। সে যাকাতের উপযুক্ত। আমি তাকে ১০ হাজার টাকা যা আমার ওপর যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয়েছে দিয়ে দিই, অতঃপর ঋণ বাবদ সে টাকা পুনরায় আমি নিয়ে নিই। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে আমার যাকাত আদায় এবং ওই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হয়েছে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে ওই টাকায় নিজের ঋণ আদায় করে নেওয়া জায়েয। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে আপনার যাকাত আদায় এবং ওই ব্যক্তির ঋণ শোধ হয়েছে। (১৯/৬২৮/৮৩৯৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧١ : وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٨/ ٢٣٨ : الجواب- قرض کی معافی سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی، زکوۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو (بشرطیکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور زکاۃ کا مستحق ہو تو) زکوۃ کی رقم بطور تملیک دے دے پھر اس رقم سے قرض وصول کرلیا جائے، اس طریقہ سے زکوۃ ادا ہوجائیگی اور وہ قرض سے بری بھی ہوجائیگا۔

যাকাতের নিয়্যাতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : মালিক তার কর্মচারীকে এক লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। বর্তমানে সে তা পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় মালিক যাকাত বাবদ তা কর্তন করে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : যাকাত আদায় হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো যাকাতের টাকা পৃথক করার সময় অথবা যাকাতের উপযোগী কাউকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়্যাত করা। যেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শর্তটি পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে পাওনা এক লক্ষ টাকা যাকাত বাবদ কর্তন করলে তার যাকাত আদায় হবে না। উল্লিখিত ব্যক্তির জন্য যাকাত আদায় করার সঠিক পদ্ধতি হলো, ঋণদাতা প্রথমে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিমাণ যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেবে। অতঃপর ওই টাকা থেকে ঋণ হিসেবে পাওনা টাকা আদায় করে দেবে। (১৬/১/৬২৮২)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢١١ : فلو كان له على فقير دين فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى الزكاة أو لم ينو لما قدمناه ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض، ولا تسقط عنه زكاة الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقي؛ لأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا الدين عن العين

والأصل فيه أن أداء العين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز، وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز كذا في شرح الطحاوي وحيلة الجواز أن يعطي المديون الفقير خمسة زكاة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه كذا في المحيط -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧٠- ٢٧١ : واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين، وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز. وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۴/ ۳۰۰ :جواب-مدیون مفلس ہو جائے اور اس سے ادائے دین کی امید نہ ہو اور دائن اس سے در گزر کرنا چاہے تو یہ صورت تو جائز نہیں کہ زکوۃ کو دین میں محسوب کر کے اس کو بری کردے مگر یہ صورت جائز ہے کہ زکوۃ کی رقم اس مدیون کو علیحدہ دیدے اور اس کے قبضہ ملک میں چلے جانے کے بعد پھر اس سے اپنے قرض میں واپس لے لے، نتیجہ ایک ہی ہے مگر یہ صورت ادائے زکوۃ کی شرعی صورت ہے۔

দেনা কর্তন করলে যাকাত হয় না, যাকাতের কথা বলে দিতে হয় না

প্রশ্ন : কোনো লোক যদি আমার নিকট দেনা থাকে, যাকাত থেকে দেনা কর্তন করা যায় কি না? এবং তা কি তাকে বলতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পাওনা টাকা যাকাত হিসেবে কর্তন করা যাবে না। তবে যাকাতের টাকা দিয়ে সে টাকা পাওনা টাকার পরিবর্তে ফেরত নিতে পারবে। যাকাতের টাকা জানিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। (৪/৫/৫৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧١ : ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٧٠- ٢٧١ : واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين، وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز. وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه.

স্বর্ণ ৭.৫ ভরি হলেই যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : স্বামী এবং ভাইয়ের দেওয়া স্বর্ণ একত্রে ৭.৫ ভরির কিছু বেশি হয়েছে, কিন্তু ওই মহিলার নিকট কোনো নগদ টাকা নেই, তার যাকাত দিতে হবে কি না? কিভাবে দেবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার ওপর যাকাত আদায় করা ফরয, তবে যদি তার কাছে নগদ টাকা না থাকে তাহলে কর্জ করে আদায় করবে, পরবর্তীতে তা শোধ করবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে সে ওই স্বর্ণ দিয়েই যাকাত আদায় করবে। (১৯/৯৪৯/৮৫৪৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٥ : (نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) (والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا) لا قيمتهما. (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٩٨ : (قوله: أو حليا) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام: ما

Scanned by CamScanner

تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة نهر قلت: ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير، إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والحلي (قوله: أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة (قوله: ولو للتجمل) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال.

নির্ভুল হিসাব সম্ভব না হলে করণীয়

প্রশ্ন : যার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। কড়া-ক্রান্তি হিসাব করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে ১-২ লক্ষ টাকা বেশি ধরে হিসাব করে যাকাত দিলেও হয়তো কিছু বাদ পড়ে যাবে। এমতাবস্থায় কি তার যাকাত আদায় হবে না? নাকি গোনাহ হবে?

উত্তর : সাধ্যানুযায়ী হিসাব করে কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার পর সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলে গোনাহগার হবে না। (৪/২/৫৭৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٥ : قلت: وحاصله أنه يتحرى في مقدار المؤدى: كما لو شك في عدد الركعات، فما غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي، وإن لم يغلب على ظنه شيء أدى الكل، والله تعالى أعلم.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٦/ ٣٣ : الجواب- گمان غالب کے موافق جس وقت سے وہ زیور ٩٥ تولہ ہو گیا ہے اسی وقت سے زکوۃ اس کی ادا کرنی چاہئے، سنین ماضیہ کی زکوۃ بھی دی جائے، اور گمان غالب سے سوچ لیا جاوے یا قرائن سے اندازہ لگایا جاوے اور احتیاطا کچھ زیادہ ہی مدت لگا لی جاوے مثلا گر اڑھائی برس کا گمان ہو تو تین برس سمجھکر تین سال کی زکوۃ دی جائے، علی ھذا القیاس کچھ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے اور کم ہو جانے کی صورت میں خوف عتاب ہے، اور زکوۃ کل زیور کی جو موجود ہے دی جاوے گی، بحساب اڑھائی روپے سیکڑہ کے۔

Scanned by CamScanner

স্বর্ণের যাকাত বাজারদরে দিতে হবে

প্রশ্ন : মহিলাদের ব্যবহৃত সোনা বিক্রি করতে গেলে ১০% বা ১৫% সোনা বাদ দিয়ে বাকি সোনা বাজারদরে দোকানদারগণ কিনে থাকে। অথচ সোনা কিনতে গেলে বাদ না দিয়ে মোট ওজনের দাম রাখে। প্রশ্ন হলো, ব্যবহৃত সোনার যাকাত দিতে গেলে বর্তমান বাজারদর হিসাবে পুরো সোনার দাম হিসাব করে দিতে হবে? না দোকানদারদের নিয়মানুযায়ী ১০-১৫% বাদ দিয়ে বাকি সোনার বাজারদর হিসাবে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : স্বর্ণ-রুপার মূল্য দিয়ে যাকাত আদায় করতে গেলে বর্তমান মার্কেটের যে দামে স্বর্ণ বিক্রয় করা হয় সে দাম অনুযায়ী ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত আদায় করতে হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দোকানদার ক্রয় করতে গেলে যদিও ১০% বা ১৫% কম মূল্যে ক্রয় করে থাকে, কিন্তু যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের তৈরি গহনার বাজারদর তথা বর্তমান মার্কেটের মূল্য হিসাবেই ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে। (১৬/৩৬৫/৬৫৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٨ : ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته لصياغته ثلثمائة إن أدى من العين يؤدي ربع عشره، وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع كذا في التبيين.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٨٦ : وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، وهو الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٦/ ١٢٤ : الجواب—جو نرخ بازار میں ایسے سونے کا ہے یعنی جس قیمت کو دوکاندار فروخت کرتے ہیں، وہ قیمت لگا کر زکوۃ دیوے، اور اگر سونا ہی زکوۃ میں دیوے تو سونے موجودہ کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں دیوے یہ بھی درست ہے، اور زکوۃ ادا ہو جاوے گی۔

Scanned by CamScanner

নিসাবের মালিক হওয়ার সময়ক্ষণ জানা না থাকলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি প্রতিবছর ১ রমাজানে মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত প্রদান করি। প্রথম নিসাবের মালিক হওয়ার তারিখ আমার জানা নেই। এ অবস্থায় আমার যাকাত প্রদানের তারিখ সহীহ আছে কি না? সহীহ না থাকলে সহীহ করার উপায় কী?

উত্তর : নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চান্দ্রমাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাতের বিধান আরোপিত হয়। কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছে, কিন্তু চান্দ্রমাস হিসেবে কোন তারিখে মালিক হয়েছে তার স্মরণ নেই। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ভালোভাবে চিন্তা করে যে তারিখের ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা হবে সেটাই নিসাবের তারিখ হবে এবং তদনুযায়ী চান্দ্রমাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আদায় করবে। (১৮/৪২৪/৭৬২২)

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٣ / ١٣٤ : سئل الحسن بن علي رضى الله عنهما عن الحول في الزكاة أقمرى أم شمسى؟ فقال قمرى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٥٩ : الحول أى الحول القمرى لا الشمسى.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٣ / ٣٨٩ : الجواب- ایسے شخص کو جتنی مدت سے صاحب نصاب ہونے کا ظن غالب ہو تو اس وقت سے حساب کر کے زکوۃ ادا کرے تاہم احتیاط کے پہلو پر عمل کرنا زیادہ احوط ہے۔

গ্রাম হিসাবে স্বর্ণ-রুপার নিসাব

প্রশ্ন : বর্তমানে গ্রাম হিসাবে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ এবং ৫২.৫ তোলা রুপার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : পূর্বেকার তোলায় বর্তমান গ্রামের হিসাবে যাকাতের নিসাব নির্ধারণে মুফতীয়ানে কেরামের সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও সতর্কতামূলক ৭.৫ তোলা স্বর্ণের পরিমাণ ৮৭.৪৮০ গ্রাম এবং ৫২.৫ তোলা রুপার পরিমাণ ৬১২.৩৬০ গ্রাম নিসাব ধর্তব্য করে যাকাত দেওয়াই শ্রেয়। (১৭/৬০৬/৭২০৪)

📖 الهداية ١ / ١٩٥ : فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال.

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٩٥ : (نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم.

📖جواہر الفقه ١/ ٤٢٣، ١/ ٤٣٣

📖الأوزان المحمودة صـ ١٥، ١٧، ٣٤

প্রতিশ্রুত বোনাস হস্তগত হলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরিরত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বলেছে, যদি অত্র কোম্পানিতে ধারাবাহিকভাবে ১০ বছর চাকরি করে তাহলে কোম্পানির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু বোনাস দেওয়া হবে। কিন্তু ১০ বছর পার হওয়ার পরও কোম্পানির পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তিকে কোনো বোনাস দেওয়া হয়নি এবং তার নামে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি। পূর্বে যাদের এ বোনাস দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে বোনাসের পরিমাণ নিসাব সমপরিমাণ। প্রশ্ন হলো, ওই প্রতিশ্রুত বোনাসের ওপর যাকাত ফরয হবে কি না? আর যদি যাকাত ফরয না হয়ে থাকে কিন্তু ওই ব্যক্তি বিগত দিনে যাকাত আদায় করেছে তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রতিশ্রুত বোনাস নিজের হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং যাকাতের নামে আদায়কৃত টাকা নফল সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (১৭/৮৬৩/৭৩৫২)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٠٦ : (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف.

📖مسائل زکوٰۃ ص٢٠٦ : مالک نصاب ہونے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا جائز ہے ہاں نصاب پورا ہونے سے پہلے دینا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত স্বামী আদায় করা

প্রশ্ন : স্ত্রীর স্বর্ণের যাকাত স্বামীর পক্ষ থেকে আদায় করার হুকুম কী? যদি স্ত্রীর কাছে অলংকার ছাড়া নগদ অর্থ না থাকে তাহলে যাকাত কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : স্ত্রীর মালিকানাধীন স্বর্ণ বা অলংকারের যাকাত আদায় করা স্ত্রীর ওপরই ওয়াজিব, স্বামীর ওপর নয়। যদি স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার সম্মতিতে আদায় করে দেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। অথবা স্বামী খোরপোশের জন্য যে খরচাদি দেয় তা থেকে স্ত্রী যাকাত আদায় করবে। আর নগদ অর্থের ব্যবস্থা না হলে যাকাত পরিমাণ অলংকার দ্বারা বা অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করতে হবে। (১৫/৮৩৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٥٩ : (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ١٦٧ : لو كان يقومه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقومه بما يتم به النصاب بالاتفاق .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٨ : تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مصوغا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبرا كان أو سبيكة.

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۶/ ۲۸۵ : الجواب- جو زیور زوجہ کا مملوک ومقبوضہ ہے اور بقدر نصاب ہے اس کی زکوۃ اس عورت کے ذمہ ہی واجب ہے اگر اس کا شوہر تبرعا اس کی طرف سے دیدے یا عورت اس سے لے کر دیدے یا جو خرچ اس کا شوہر اس کو دیتا ہے اس میں سے اداء کردے تو یہ جائز ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس عورت کو اسی زیور میں سے زکوۃ دینی پڑے گی۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۲/ ۵۳ : اگر نقد رقم موجود نہ ہو تو کسی کو زیور فروخت کر کے اس سے یہ فرائض ادا کرے۔

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনে অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা নির্ধারিত খাতে খরচ করতে গিয়ে প্রয়োজনে আগামী কয়েক বছরের যাকাতের টাকা অগ্রিম যাকাতের খাতে খরচ করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। কিন্তু উক্ত নিসাব পরিমাণ মালের ওপর বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপনি যাকাতের নিসাবের মালিক হয়ে থাকলে চলতি বছরসহ আগামী বছরসমূহের যাকাত অগ্রিম প্রদান করলেও জায়েয হবে। (১৫/৮৭৩/৬৩৩৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٠٣ (١٦٢٤) : عن علي، «أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» ، قال مرة: فأذن له في ذلك .

📖 شرح أبي داود للعيني (مكتبة الرشد) ٦/ ٣٥٤ : وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجازه كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها -

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ١٧٦ : (قال) وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٩٣ : (ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السبب .

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢٩٣: (قوله: لوجوب السبب) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة وأكثر.

Scanned by CamScanner

অগ্রিম যাকাত দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : প্রতিবছর রমাজানের প্রথম সপ্তাহে যাকাত হিসাব করি। কিন্তু রমাজানের এক বছর পূর্বে থেকে তা দিতে থাকি। এভাবে দেওয়া যাবে কি না? উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালে যাকাত হিসাব করে এখন থেকে যদি দেওয়া আরম্ভ করি জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যাকাত অগ্রীম দেওয়াতে আপত্তি নেই। (১০/৮৬৯/৩৩৩৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٠٣ (١٦٢٤) : عن علي، «أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» ، قال مرة: فأذن له في ذلك .

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ١٧٦ : (قال) وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك -

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়েছিল। কিন্তু সে যাকাত না দিয়েই মারা যায়। এখন তার পক্ষ থেকে (গোনাহ মাফের জন্য) যাকাত আদায় করতে হবে নাকি এস্তেগফার করে নিলেই চলবে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় করার অসিয়ত করে যায় (যা করা তার ওপর জরুরি) তাহলে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে যাকাত আদায় করা জরুরি। যদি অসিয়ত না করে থাকে তাহলে আদায় করা জরুরি নয়। হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় ওয়ারিশগণ নিজ সম্পদ থেকে আদায় করে দিলে ক্ষমার আশা করা যায়। সাথে সাথে মৃতের জন্য এস্তেগফারও করতে থাকবে। (১৪/৪৩০/৫৬৬৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٥٣ : أن من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إما أن كان، أوصى بالأداء وإما أن كان لم يوص فإن كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩٣ : وإذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم يؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهم من أهل التبرع فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله كذا في الجوهرة النيرة.

📖 البحر الرائق ٢ / ٢١١

যাকাত ও সুদের টাকা দিয়ে ব্যাংক লোন পরিশোধ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক থেকে আড়াই লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিল। এ পর্যন্ত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে, বাকি টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। প্রশ্ন হলো, বাকি টাকাগুলো যাকাত বা সুদের টাকা থেকে আদায় করা যাবে কি না? যদি আদায় করা যায় তার পদ্ধতি কী?

উত্তর : শরীয়তের নির্দেশ হলো, সুদের টাকা মালিক বা মালিকের ওয়ারিশীনদের ফেরত দেওয়া। তবে মালিক বা ওয়ারিশ জানা না থাকাবস্থায় ফকির-মিসকিনদের সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দিয়ে দিলে_দায়িত্বমুক্ত হবে।
যদি কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় এবং ঋণ পরিশোধ করার মতো সম্পদ না থাকে তাহলে কারো প্রদত্ত সুদের বা যাকাতের টাকায় ঋণ আদায় করা যাবে। এমতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুদের বা যাকাতের অর্থ ঋণ পরিশোধের জন্য দেওয়া বৈধ হবে। (১৪/৪৫১/৫৬৯৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٦٨ : باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز قال رحمه الله: " الأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية فهذه ثمانية أصناف ... ... والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : (ومنها الغارم)، وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه.

Scanned by CamScanner

کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۰۳ : سوال-ایک شخص کے پاس سود کا پیسہ ہے
اس سود کی رقم کو کہاں خرچ کر سکتا ہے، آیا غریبوں کو یا قرضداروں کو دے سکتے ہیں
یا نہیں؟
جواب- غریبوں اور مقروضوں کو دیا جاسکتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کی جاسکتی
ہے-

পরিশোধিত ঋণের অতীতের যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : আমি আমার ভাইকে ৪০ বছরের জন্য ২০ হাজার টাকা ধার দিয়েছি। ৪০ বছর পর যখন আমি ফেরত পাব তখন পুরো ৪০ বছরেরই যাকাত আদায় করতে হবে কি না? যদি আদায় করতে হয় তাহলে ২০ হাজার টাকা প্রায় শেষই হয়ে যাবে।
একজন আলেম বলেন, সেই ২০ হাজার টাকার যাকাত ৪০ বছর থেকে এভাবে আদায় করবে যে যখন ওই টাকা নিসাব থেকে কমে যাবে তখন আর ওই টাকার যাকাত লাগবে না। চাই ৪০ বছরের যাকাত আদায় হোক চাই ১০ বছরের যাকাত। উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : নগদ টাকা ঋণ দিলে ওই টাকা নিসাব পরিমাণ হওয়া অবস্থায় ঋণদাতাকে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। প্রতিবছরের যাকাত বছরান্তে আদায় করা ভালো। আর ঋণের টাকা হাতে আসার পর বিগত বছরের যাকাত একসাথে আদায় করারও অনুমতি আছে। তবে এর পদ্ধতি হলো, প্রথম বছরের যাকাত পূর্ণ ২০ হাজার টাকা হতে আদায় করবে। এবং পরবর্তী বছর বাকি টাকা হতে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। এভাবে নিসাব পরিমাণ টাকা হাতে বাকি থাকা পর্যন্ত বাকি বছরগুলোর যাকাত আদায় করবে। টাকা নিসাব পরিমাণ থেকে কমে গেলে আর যাকাত দিতে হবে না। (১৩/১০৬/৫২০০)

رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۰۵ : (قوله: كقرض) قلت: الظاهر ... ... فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون.

فيه أيضا (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۰۵ : وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي

Scanned by CamScanner

حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين.

যাকাতের নিয়্যাতে মোবাইলে রিচার্জ করা

প্রশ্ন : কারো মোবাইলে যাকাতের টাকা পাঠিয়ে বলে দিল যে আপনার মোবাইলে যাকাতের টাকা পাঠিয়েছি। এতে যাকাত আদায় হবে কি না? অথবা না জানালে তার বিধান কী?

উত্তর : গরিব-মিসকিনকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। যেহেতু মোবাইলে টাকা পাঠালে ওই ব্যক্তি টাকার মালিক হয়ে যায় তাই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (১৩/১০১৩/৫৫৩১)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٩ : وذكر في العيون عن أبي يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه، وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو الإطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٧٠٨ : وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح؛ لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال، وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٧/ ٢٦٠ : نیز اداء زکاۃ کے لئے تملیک ضروری ہے اور تسلیط بھی تملیک کی ایک صورت ہے جو کہ منی آرڈر میں یقینا متحقق ہے پس بوقت منی آرڈر اداء زکوۃ کی نیت کافی ہے۔

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকা হাদিয়া বলে দিলেও আদায় হবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার জন্য সে যাকাত খাওয়ার উপযোগী কি না তা জিজ্ঞেস করা জরুরি কি না? অনেক সময় নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাউকে যাকাত দেওয়ার ইচ্ছা থাকে কিন্তু যাকাত সম্পর্কে বলা যায় না বরং বলতে হয় হাদিয়া। আবার তার অবস্থা অর্থাৎ ধনী না গরিব বোঝা যায় না–এমতাবস্থায় তাদের যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকে যাকাত দেবে তাকে যাকাতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যার সম্পর্কে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাত খাওয়ার উপযোগী মনে হয় তাকে যাকাত প্রদান করবে। জিজ্ঞেস করার দরকার হবে না এবং যাকাতের টাকা বলারও প্রয়োজন নেই। গরিবকে হাদিয়া বলে দিলেও যদি নিয়্যাত যাকাতের থাকে, এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (১৩/১০১৩/৫৫৩১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : (قوله نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية؛ فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح، وإلى أنه لو نوى الزكاة والتطوع وقع عنها عند الثاني لأن نية الفرض أقوى.

📖 مسائل زکوۃ ص ۲۲۱ : بلکہ اس کے ظاہر حال سے اگر گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر حاجتمند ہے، تو اس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔

যাকাতের টাকা বলে দেওয়া জরুরি নয়

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা যাকাতের বলেই দিতে হবে? বলে দিলে হয়তো সে কষ্ট পাবে অথবা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিতে চাইবে না।

উত্তর : বলা জরুরি নয়। বরং যাকাতের উপযুক্ত পাত্র হওয়া নিশ্চিত হলে না বলাই উত্তম। (৪/১/৫৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧١ : ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ / ٢٦٨ : (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٢٦٨ : (قوله نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية، فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح.

সম্পদের হিসাব না করে আনুমানিক কিছু টাকা যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : সম্পদের পূর্ণ হিসাব না করে যাকাতের নিয়্যাতে কিছু টাকা আদায় করে দিলে সে পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে আদায় হবে কি না?

উত্তর : সম্পদের সঠিক হিসাব করে যাকাত দেওয়া জরুরি। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ভিত্তি করে যাকাত দেওয়া ঠিক নয়। তা সত্ত্বেও সারা বছর যাকাতের নিয়্যাতে কিছু কিছু আদায় করে থাকলে ওই পরিমাণ টাকার যাকাত আদায় হবে। (১২/২৪০/৩৮৯১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٦٧ : ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصاباً عندنا؛ لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن نظرنا إلى النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء فقد وجد أيضاً؛ لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجارة لا لنفس النماء، وقد وجد سبب النماء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧٠ : وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدي الزكاة، ولم يعزل شيئا فجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة، ولم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴ / ۲۹۸ : بکر اپنی زکوۃ سال بھر ادا کرتا رہتا ہے اور اخیر میں اداشدہ زکوۃ کی قیمت پوری کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ جائز ہے۔

যাকাত ফান্ড থেকে ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা

প্রশ্ন : আমাদের এখানে মহিলা ও ছোটদের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষার একটি অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। প্রাথমিক

Scanned by CamScanner

পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম হওয়ায় একজন শিক্ষিকা দ্বারা আরম্ভ করি। পর্যায়ক্রমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কমিটির পরামর্শক্রমে আরো একজন শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে।

মাদ্রাসার পাশে একটি বস্তি রয়েছে। সেখান থেকে অনেক গরিব, মিসকিন ও এতিম ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে আগ্রহী। তাই কমিটির পরামর্শক্রমে (জায়গার স্বল্পতায়) ২৫ থেকে ৩০ জন গরিব ও এতিম ছাত্রছাত্রী ফ্রি ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ২৪ জন ফ্রি শিক্ষারত আছে।

প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া হিসেবে নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা ও শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদিতে ব্যয় আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। তাই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী গরিব ও এতিম ছাত্রছাত্রীর একটি যাকাত ফান্ড খোলা হয়েছে। আর যাকাত ফান্ড থেকেই তাদের খানাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয়ভার বহন করা হয়।

যেমন : পড়াশোনার মাসিক বেতন, কায়েদা, আমপারা, কোরআন শরীফ, রেহাল ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, (ক) আমরা যে গরিব ও এতিমদের জন্য যাকাত ফান্ড থেকে খানা ছাড়াও অন্য খাতে ব্যয়ভার বহন করে আসেছি। তা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয হবে কি না?

খ. মাদ্রাসার পরিচালক যদি গরিব ও এতিম ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে ওকালতনামা লিখে (সকলের) স্বাক্ষরিত উকিল হয়ে তাদের পক্ষ থেকে যাকাত ফান্ড হতে বেতন আদায় করে তাহলে জায়েয হবে কি?

গ. উল্লিখিত পন্থায় জায়েয না হয়ে থাকলে যাকাত ফান্ড থেকে তাদের জন্য কোন পন্থায় বেতন এবং পড়াশোনা ইত্যাদির খরচ বহন করা যেতে পারে? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : যাকাতের টাকা দ্বারা খরীদকৃত বস্তু বিনা শর্তে যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনদের সম্পূর্ণ মালিকানায় প্রদান করা যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কায়দা, আমপারা, কোরআন শরীফ, রেহাল ইত্যাদি খরিদ করে গরিব ও এতিম ছাত্রছাত্রীদের বিনা শর্তে সম্পূর্ণ মালিকানায় দেওয়া হলে এ পরিমাণ মূল্যের যাকাত আদায় হবে।

যখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মতে গরিব, মিসকিন ও এতিম ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে ভর্তি করা হয়েছে, তখন যাকাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা সম্পূর্ণভাবে গরিব-মিসকিনদের হক ও প্রাপ্য ফ্রি ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতনের হীলা করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের জন্য হালাল হলেও অনুচিত। (৬/৪৬৩/১২৮৬)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ٢ / ٢٠٢ : (قال:) ولا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا

Scanned by CamScanner

بناء مسجد، والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۱۳ : الجواب— قطع نظر ورع سے میرے نزدیک قاعدۂ فقہیہ کی رو سے بھی یہ زکوۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ تملیک رکن زکوۃ ہے، اور تملیک میں جب عاقدین ہازل ہوں تملیک نہیں ہوتی، اور صورت متعارفہ میں دونوں بشہادت قرائن قویہ معترف ہیں کہ تملیک مقصود نہیں.

বছরের শেষভাগে নিসাবের সাথে বর্ধিত টাকারও যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন : ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার কাছে ১০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত জমা থাকে অর্থাৎ যাকাত ফরয পরিমাণ টাকা জমে যায়। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে যদি দেখা যায় যে ৪০ হাজার টাকা জমা হয়েছে তবে যাকাত প্রদান করা ফরয হবে কখন? সেপ্টেম্বর ৯৭ তে নাকি ৯৮ সালে?

সেপ্টেম্বর ৯৭ তে ছিল ১০ হাজার আর সেপ্টেম্বর ৯৮ তে ছিল ৪০ হাজার অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হয়েছে ১০ হাজারে। প্রশ্ন হলো, যাকাত ১০ হাজারের দেব, নাকি ৪০ হাজারের? যেদিন বছর পূর্ণ হয়েছে সেদিনই যাকাত দেওয়া কি ফরয? সেদিন না দিয়ে পরে (যেমন রমাজানে) দিলে কি গোনাহ হবে?

এখন যাকাত দেওয়ার নিসাব কিন্তু কোন প্রয়োজনে যাকাতের টাকাসহ খরচ করে পরে যাকাত অন্য টাকায় বা অন্য সময় আদায় করলে কি চলবে?

উত্তর : যাকাতের নিসাব পরিমাণ টাকা হাতে থাকলে চান্দ্রমাসের তারিখ হিসেবে তার ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। বছরান্তে উক্ত টাকার সাথে বর্ধিত সম্পূর্ণ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও বর্ধিত টাকায় বছর অতিবাহিত না হয়।

সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনায় ৯৮ সেপ্টেম্বর ৪০ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করায় গোনাহ হবে। তবে অপারগতা বা বিশেষ কোনো কারণবশত পরে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু চান্দ্রমাসের হিসেবে যেদিন বছর শেষ হয়েছে ওই দিন থেকে নতুন বছর গণনা শুরু করতে হবে। (৬/৮১৪/১৪৫১)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٨٨ : فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٧٥٣ : اتفق الفقهاء في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فورا بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما، فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، ويأثم بالتأخير بلا عذر، وترد شهادته عند الحنفية.

লাইন ধরিয়ে ভিড় জমিয়ে যাকাত প্রদান করা

প্রশ্ন : শত শত ফকিরের ভিড় জমিয়ে ১০-২০ টাকা করে যাকাত দেওয়া কি জায়েয? যদি কেউ এদেরকে না দেয় তাহলে এরা পাবে কোথায়?

উত্তর : যাকাত ফকির-মিসকিনকে দেওয়ার জন্যই ফরয করা হয়েছে। ভিড় না হওয়ার মতো ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেননা এতে ফকির-মিসকিনকে অবমাননা ও হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। অন্যদিকে দাতার লোকদেখানো ভাবও প্রকাশ পায়। তবে বাংলাদেশের সব ফকির-মিসকিনকে একজন লোকেই দেবে তা সম্ভব নয়। তাই সাধ্যমতো ভিড় না করে যতজনকে সম্ভব দেবে। আর যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ফকির-মিসকিনদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভিক্ষাভিত্তিক আয়-রোজগার থেকে মুসলিম সমাজকে বিরত রাখা ধনবান ব্যক্তিবর্গের ধর্মীয় দায়িত্ব, যা যাকাত আদায়ের বৃহত্তম উদ্দেশ্য। তাই একজন মিসকিনকে ১০-২০ টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজন মেটানোর পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদান করা উত্তম। (৪/২/৫৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧١ : إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل الإعلان والإظهار، وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٢٥٨ : (مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه) فلا يدفع لأصله وفرعه (لله تعالى) بيان لاشتراط النية-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٢٥٨ : (قوله لله تعالى) متعلق بتمليك أي لأجل امتثال أمره – تعالى (قوله: بيان لاشتراط النية) فإنها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلها بحر.

মৃতের পক্ষ থেকে যাকাত এবং মিরাসী সম্পত্তির যাকাত কখন দিতে হবে

প্রশ্ন : আমার পিতা ২৭ রমাজান হিসাব করে যাকাত দিতেন। কিন্তু তিনি এ বছর ১৫ রমাজান মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা ওয়ারিশগণ তাঁর পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে সম্মত হয়েছি। প্রশ্ন হলো, তিনি তো ২৭ রমাজানের পূর্বে মারা গেছেন, তাই তাঁর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে কি না? ওয়াজিব না হয়ে থাকলে আমরা ওয়ারিশরা পিতার সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক হয়ে ১২ দিন পর আমাদের যাকাত দিতে হবে কি? এ ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য কী?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের যে তারিখে মালিক হয় সে তারিখেই তার ওপর যাকাত ফরয হয়ে যায়। আর ওই তারিখ হতে এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয়। যদি কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় না করে মারা যায়, তবে তার ওয়ারিশগণ আদায় করবে যদি অসিয়ত করে যায়। আর অসিয়ত না করলেও বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ হতে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। প্রশ্নের বর্ণনা এ ব্যাপারে স্পষ্ট নয় যে আপনার পিতার ওপর কখন যাকাত ফরয হলো এবং বছর কখন শেষ হলো। তিনি কত দিন পূর্বে বা পরে যাকাত আদায় করতেন অথবা বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতেন কি না? তবে সর্বাবস্থায়ই আপনার পিতার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেওয়া ভালো হবে। উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের যারা পূর্ব থেকেই নিসাবের মালিক, তাদের নিসাবের ওপর বছর পূর্ণ হলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাকাতযোগ্য সম্পদেরও হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। (৪/৪১৫/৭৪৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١١ : ولو مات فأداها وارثه جاز.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣١١ : (قوله: جاز) في الجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع ولم يجيزوا عليه.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٨٨ : (والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الأصل.

সঞ্চয়ের টাকা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে খেতে পারবে না

প্রশ্ন : একজন মাদ্রাসার ছাত্র খুবই গরিব। সে বাড়ি থেকে পড়ার খরচ আনত এবং মাদ্রাসায় লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে খেত। কিছু টাকা সে মাসে মাসে সঞ্চয় করত এই উদ্দেশ্য যে সে ফারেগ হওয়ার পর তা বাবা-মায়ের জন্য খরচ করবে। এভাবে তার কাছে ৫০,৮০০ টাকা হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? হলে কিভাবে দেবে? এবং তার জন্য মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে খাওয়ার টাকা দিয়ে দিতে হবে কি না? দিতে হলে যে প্রতিষ্ঠান বা যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান থেকে খেয়েছে ওই রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানেই দেওয়া জরুরি? নাকি কোনো যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিলেই চলবে?

যেহেতু মাতা-পিতাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। তাই তার গরিব ভাই যে এখনো ছাত্র তাকে উক্ত যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি না? যাতে সে সংসারের খরচ করতে পারে?

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা মতে যখন থেকে উক্ত ছাত্রের মালিকানায় নিসাব পরিমাণ অর্থ ৫২.৫ ভরি রুপার মূল্য পরিমাণ টাকা জমা হয়েছে তখন থেকেই তার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে। সুতরাং বিগত বছরগুলো হিসাব করে প্রতিবছরে যত টাকা হয় তা আদায় করতে হবে। আর যখন থেকে সে বোর্ডিংয়ে খেয়েছে যদি সে গরিব অর্থাৎ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে উক্ত বছরের টাকা হিসাব করে উক্ত মাদ্রাসার যাকাত ফান্ডে ফেরত দেবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কোনো গরিব ছাত্রকে সদকা করে দেবে। ভাই যেহেতু গ্রহণের উপযুক্ত সুতরাং তাকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেবে। অতঃপর সে যদি স্বেচ্ছায় আপন মাতা-পিতার জন্য খরচ করে, তাহলে এতে শরীয়তের বাধা নেই। (১/৪৬/৩৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٧ : (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٧ : (قوله: وهو في ملكه) أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مر، والشرط تمام النصاب في طرفي الحول.

📖 فيه أيضا ٢ / ٣٠٣ : وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي.

📖 فيه أيضا ٢ / ٣٤٦ : وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة.

যাকাতের টাকা চুরি হলে যাকাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা চুরি হয়ে গেলে যাকাত আদায় হবে কিনা? যদি যাকাত আদায় না হয় তাহলে যাকাতের যে পরিমাণ টাকা চুরি হয়েছে পুনরায় সম্পূর্ণ টাকা আদায় করতে হবে কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা চুরি হয়ে গেলে যাকাত আদায় হবে না। যে পরিমাণ টাকা চুরি হয়েছে পুনরায় ওই পরিমাণ টাকা আদায় করতে হবে। (১/৫৮/৪২)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٤/ ٤٩ (٦٩٣٧) : عن قتادة قال: إذا بعث بزكاة ماله فهلكت أجزأ عنه؟ قال معمر: قال حماد: «لا تجزئ عنه، وإن بلغت» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٥٠ (٦٩٣٨) : عن الحسن قال: «إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها، هي بمنزلة الدين» -

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢١١ : لو أفرز من النصاب خمسة ثم ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات بعد إفرازها كانت الخمسة ميراثا عنه اهـ بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء كذا في المحيط، وفي التجنيس لو عزل الرجل زكاة ماله ووضعه في ناحية من بيته فسرقها منه سارق لم تقطع يده للشبهة وقد ذكر في كتاب السرقة من هذا الكتاب أنه يقطع السارق غنيا كان أو فقيرا اهـ.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧٠ : (قوله: ولا يخرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة.

অনুমাননির্ভর যাকাত প্রদান

প্রশ্ন : বাৎসরিক আয় ব্যয় হিসাব না করে অনুমান করে যাকাত দিলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর : বাৎসরিক আয় ব্যয় হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। অনুমান করে যাকাতের নিয়তে যত টাকা যাকাত আদায় করবে তত টাকা পরিমাণ সম্পদের যাকাত আদায় হবে। সম্পদ যদি তার চেয়ে অতিরিক্ত হয় তাহলে অতিরিক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে দিতে হবে। (১/৩৩৬)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢١٢ : أن من شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا، ولا يضبطه هل يلزمه إعادتها ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين -

📖 منحة الخالق (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢١٢ : أي حيث غلب على ظنه قدر معين أما إذا لم يغلب كما هو فرض كلام المؤلف فما معنى التحري تأمل.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣/ ٣٦٣ : زکوۃ پورا حساب کرکے دینی چاہئے اگر اندازہ کم رہا تو زکوۃ کا فرض ذمہ رہے گا، اگر پورے طور پر حساب کرنا ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگانا چاہئے۔

দাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে যাকাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা

প্রশ্ন : কোন এক ব্যক্তির নিকট কয়েকজন লোক এই বলে কিছু যাকাতের টাকা এবং কিছু মান্নতের টাকা দেয় যে, আপনি অমুক মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং-এ টাকাগুলো পৌঁছে দিবেন। কিন্তু ওই লোক ঐ মাদ্রাসায় না দিয়ে অন্য মাদ্রাসায় কিছু টাকা দেন আর বাকী টাকা তার নিকটবর্তী এক আত্মীয় মাদ্রাসার ছাত্রকে দেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ঐ ব্যক্তির জন্য এরূপ কাজ অর্থাৎ মালিকের ইচ্ছামত খরচ না করে নিজ ইচ্ছামত করা উচিত হয়েছে কিনা? এবং এমতবস্থায় মালিকের পক্ষ থেকে মান্নত বা যাকাত আদায় হবে কিনা ?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উকিলের জন্য মুয়াক্কিলের কথামত কাজ করা আবশ্যক। মুয়াক্কিলের কথার বিপরীত করা অনুচিত। প্রশ্নে বর্ণিত মান্নতের টাকা অন্যত্র দেয়াতে যাকাত ও মান্নত আদায় হলেও এতে ফুকাহায়ে কেরামের ভিন্ন মত রয়েছে। তাই সতর্কতামূলক দ্বিতীয়বার পুনরায় যাকাত আদায় করে দেয়াই হবে শ্রেয়। এমতাবস্থায় উকিলই উক্ত টাকার জিম্মাদার বলে বিবেচিত হবে। (১৭/৯৮৯/৭৪১৫)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢١٢ : وفي القنية من باب الوكالة بأداء الزكاة لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها إلى فقير آخر لا يضمن ثم رقم برقم آخر أنه في الزكاة يضمن، وله التعيين. اهـ

والقواعد تشهد للأول؛ لأنهم قالوا: لو قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدينار على فلان له أن يتصدق على غيره -

📖 منحة الخالق (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢١٢ : (قوله والقواعد تشهد للأول إلخ) أقول:: فيه نظر فإن ما ذكره قياس مع الفارق؛ لأنهم صرحوا بأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة، وهنا الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان، وأمر الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٩ : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٩ : (قوله: لولده الفقير) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى

Scanned by CamScanner

নির্মাণ, মেশিনারিজ ক্রয় ইত্যাদিতে তামলীকের উক্ত শর্তটি পাওয়া যায় না বিধায় এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। তবে যাকাতের অর্থে ঔষধ ক্রয় করে তা গরীব রোগীদের মাঝে বন্টন করা যেতে পারে। (১৯/৪০০/৮২১২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي.... (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۱۱۵ : سوال—زید گھر پر دوا فروخت کرتا ہے عمر اور دوسرے لوگ دوا کے لئے آتے ہیں جو مستحق زکوۃ ہیں تو کیا زید ان کو دوا بہ نیت ادائیگی زکوۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب—دے سکتا ہے مگر ان پر ظاہر کردے تو اچھا ہے کہ یہ زکوۃ کی مد سے ہے۔

Scanned by CamScanner

باب العشر والخراج

পরিচ্ছেদ : ওশর ও খারাজ

উৎপাদিত শষ্যের যাকাত ও উশরী/খারাজী জমির পরিচয়

প্রশ্ন : ১. জমি থেকে উৎপাদিত ধান, গম, শষ্য ইত্যাদির ফসলের উপরও যাকাতের বিধান রয়েছে কিনা? থাকলে তা কিভাবে আদায় করতে হবে ?
২. উশরী জমি এবং খারাজি জমির পরিচয় কী? উভয় জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাতের বিধান কি ভিন্ন, না একই ?

উত্তর : যেসব জমি বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে এবং মুসলমানদের থেকেই ক্রয় বা মীরাসসূত্রে মুসলমানদের মালিকানায় এসেছে তা উশরী জমি। পক্ষান্তরে যেসব জমি বর্তমানে বা অতীতের কোনোকালে বিজাতীদের মালিকানায় থাকা সাব্যস্ত হবে, তা খারাজী জমি বলে বিবেচিত। আমাদের দেশের হুকুমও অনুরূপ। আর উশরী জমিতে উশর দেয়া ওয়াজিব।
উশর ও খারাজের পরিমাণ : শ্রম বা অর্থের বিনিময়ে জমিতে সেঁচ দেয়া না হলে উৎপন্ন ফসলের উশর অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ দান করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রম বা অর্থের বিনিময়ে সেঁচ দেওয়া হলে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। খারাজের পরিমাণ মুসলিম রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। (১৪/৫২২/৫৬৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٢٣٧ : وكل بلدة فتحت صلحا وقبلوا الجزية، فهي أرض خراج، وكل بلدة فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية، وكل بلدة فتحت عنوة، وأسلم أهلها قبل أن يحكم الإمام فيهم بشيء كان الإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين، وتكون عشرية وإن شاء من عليهم وبعد المن كان الإمام بالخيار إن شاء وضع العشر، وإن شاء وضع الخراج إن كانت تسقى بماء الخراج كذا في فتاوى قاضي خان. كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا، فإنها تكون عشرية، وكذلك كل أرض من أراضي العرب إذا فتحت عنوة وقهرا وأهلها من عبدة الأوثان، فأسلموا بعد الفتح، وترك الإمام الأراضي عليهم فهي عشرية وكذلك كل بلدة من بلاد العجم إذا فتحها الإمام قهرا

Scanned by CamScanner

وعنوة، وتردد بين أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم، ويضع على الأراضي الخراج، وبين أن يقسمها بين الغانمين ويضع على الأراضي العشر، فقال: جعلت الأراضي عشرية ثم بدا له فمن عليهم برقابهم وأراضيهم، فإن الأراضي تبقى عشرية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۹ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں-ارثا او شراء و ہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی، وقدر العشر معروف، فقط-

বাংলাদেশের জমির হুকুম

প্রশ্ন : বাংলাদেশের জমি ওশরী না খারাজী?

উত্তর : বাংলাদেশী জমি সমূহের বিধান নিম্নরূপ :

- ⊙ যেসব জমি বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানাধীন রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের মালিকানায় ছিল। মাঝে কোনো অমুসলিমের হস্তগত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা না যায় এসব জমি ওশরী হিসেবে গণ্য।
- ⊙ কোনো অনাবাদি জমি রাষ্ট্রীয়ভাবে আবাদ করার পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হলে সেগুলোও ওশরী হিসেবে ধর্তব্য হবে।
- ⊙ রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষে কোনো মুসলমান অনাবাদী জমি আবাদ করলে সেটি যদি খারাজি জমির পাশ্ববর্তী হয় তবে খারাজী অন্যথায় ওশরী হিসেবে গণ্য হবে।
- ⊙ অমুসলিমদের মালিকাধীন সকল প্রকার জমি খারাজি হিসেবে গণ্য হবে।
- ⊙ যেসব জমি অমুসলিমদের হাত থেকে ক্রয়সূত্রে কিংবা অন্য যেকোনোভাবে মুসলমানদের মালিকানায় এসেছে সেগুলো খারাজী বলে বিবেচিত হবে।

(১৭/৩০৬/৭০৪১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٢٧٥ : " وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر " لأن الحاجة

Scanned by CamScanner

إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة وكذا هو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٥٠٢ : وجملة الكلام فيه أن الأراضي نوعان: عشرية وخراجية، أما العشرية فمنها أرض العرب ... ... ومنها الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا ومنها الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ لأن الأراضي لا تخلو عن مؤنة إما العشر وإما الخراج، والابتداء بالعشر في أرض المسلم أولى؛ لأن في العشر معنى العبادة وفي الخراج معنى الصغار ومنها دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء العشر فإن كان يسقي بماء الخراج فهو خراجي. وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، أو ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لا تملك مثل دجلة والفرات فهي أرض عشر، وإن شق لها نهرا من أنهار الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي أرض خراج.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۹ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں- ارثا و شراء و ہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی، وقدر العشر معروف، فقط.

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের জমিতে ওশরের পরিমাণ

প্রশ্ন : বাংলাদেশের জমিতে ওশর ওয়াজিব হবে কিনা? যদি হয় তার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : যে সব জমি বর্তমানে মুসলমানের মালিকানাধীন রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের মালিকানায় চলে আসছে, মাঝখানে কোনো হিন্দু বা অমুসলিমের হস্তগত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এসব জমি ওশরী হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যেসব জমি বর্তমানে বা অতীতের কোনোকালে অমুসলিমদের মালিকানায় থাকা সাব্যস্ত হবে, তা খারাজী জমি বলে বিবেচিত। আর উশরী জমিতে উশর এবং খারাজী জমিতে খারাজ দেয়া ওয়াজিব।

উশরের পরিমাণ : শ্রম বা অর্থের বিনিময়ে জমিতে সেঁচ দেয়া না হলে উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ উশর দিতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রম বা অর্থের বিনিময়ে সেঁচ দেওয়া হলে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। (১৭/৪২৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٦ : وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٢٨ : (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٥٩ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں-ارثا او شراء و ہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی، وقدر العشر معروف، فقط.

Scanned by CamScanner

খাজনা আদায়ের দ্বারা ওশর আদায় হবে না

প্রশ্ন : 'আহসানুল ফাতাওয়া'র কোনো কোনো ভাষ্যমতে বুঝা যায় পাকিস্তানের জমি ওশরী, অথচ ওশরী জমি থেকে সরকারিভাবে খাজনা আদায় করলে তার ওশর রহিত হয় না। তাহলে এ হুকুম কি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? যেহেতু পাকিস্তানও দারুল আমান, বাংলাদেশও দারুল আমান। যেমন "আহসানুল ফতোয়া"য় রয়েছে,

احسن الفتاوی ۴/ ۳۸۲ : آجکل زمین کا لگان پیداوار کے خمس سے بہت کم ہے، جس میں زمینداروں کی رضا متیقن ہے..... حکومت کو محصول مقرر ادا کرنے سے خراج ادا نہ ہو گا۔

এছাড়াও ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ায় আছে,

فتاوی محمودیہ ۳ / ۳۸ : اگر وہ زمین عشری ہے تو اس پر عشر واجب ہو گا، مالگذاری ادا کرنے سے عشر ساقط نہیں ہو گا۔

উত্তর : বাংলাদেশের যে সমস্ত জমি ওশরী বলে সাব্যস্ত হবে তা থেকে সরকারিভাবে খাজনা আদায় করার দ্বারা ওশর আদায় হবে না। (১৭/৭৯১/৭৩২৫)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۸۸ : (أخذ البغاة) والسلاطين الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة ك(السوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأخوذ (في محله) الآتي ذكره (وإلا) يصرف (فيه فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) لأنهم مصارفه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۰- ۶۱ : سوال- زمین عشری کی مالگذاری سرکاری ادا کرنے سے جیسے کہ جناب مولوی قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی اور حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہما کی تحقیق تھی عشر ادا ہو جاتا ہے یا نہ، معاملہ احتیاط تو ظاہر ہے کہ مستحقین کو علحدہ دے، مگر قول مضبوط آپ کے نزدیک کونسا ہے؟ الجواب- ہم کو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ادا نہیں ہوتا جیسے انکم ٹیکس سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳/ ۳۸ : الجواب- اگر وہ زمین عشری ہے تو اس پر عشر واجب ہو گا، مالگذاری ادا کرنے سے عشر ساقط نہیں ہو گا۔

Scanned by CamScanner

খাজনা দ্বারা ওশর আদায় হয় না খারাজ আদায় হয়

প্রশ্ন : আমাদের জমিতে ওশর/খারাজ দিতে হবে কিনা? নাকি খাজনা দেয়াই যথেষ্ট?

উত্তর : আপনাদের জমি ওশরী হলে ওশর দিতে হবে। আর খারাজী হলে খাজনা আদায়ের সময় খারাজের নিয়ত করে নিলে তা আদায় হয়ে যাবে। আর ওশরী বা খারাজী-র পরিচয় হলো, মুসলমানদের হাতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে জমির মালিকানা সব সময় কোনো মুসলমানই ছিলো সে জমি ওশরী। আর যে জমির মালিক অমুসলিম বা অতীতে কখনো কোনো অমুসলিম ছিলো, যা কোনো পন্থায় মুসলমানের মালিকানায় এসেছে, সে জমি খারাজী। আর যে জমির অতীতের খবর জানা নেই, তবে মুসলিম থেকে মুসলিম এর মালিকানায় চলে এসেছে, সেরূপ জমিও ওশরী হিসেবে গণ্য। (১৩/৬৩/৫১৩৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٢٧٥ : قال: " وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر " لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة وكذا هو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج.

" وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج " وكذا إذا صالحهم لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به ومكة مخصوصة من هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج.

" وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج ومالم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين فهي أرض عشر ".

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ۲ / ۵۹ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں- ارثا و شراء و ہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی، وقدر العشر معروف، فقط.

Scanned by CamScanner

হিন্দুস্তানের জমির ওশর-খারাজের বিধান

প্রশ্ন : "ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুমে" আছে, হিন্দুস্তানের জমিতে ওশর নেই, খারাজ ও নেই, কেননা হিন্দুস্তান দারুল হরব। আর 'আহসানুল ফাতাওয়া'য় রয়েছে,

ہندوستان یا کسی غیر مسلم حکومت میں واقع اراضی کا خراج ادا کرنے سے فرض ساقط نہ ہوگا، کیونکہ نہ تو کافر حکومت کو خراج وصول کرنے کا حق ہے اور نہ ہی اس کی فوج وغیرہ کا خرچ شرعی مصرف ہے، اس لئے وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے طور پر خراج نکال کر دینی کاموں میں خرچ کرے۔

এর দ্বারা বুঝা যায় হিন্দুস্তানে খারাজ ওয়াজিব হবে। উক্ত মাসআলার সমাধান কামনা করি।

উত্তর : হিন্দুস্তান দারুল হরব। আর দারুল হরবের জমি ওশরী ও খারাজী হয় না- দারুল উলুমের ফতওয়ার ভিত্তি এ মূলনীতির উপর ছিলো। অবশ্য পরবর্তীতে হিন্দুস্থান দারুল হরব না হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, 'আহসানুল ফাতাওয়া'র সিদ্ধান্ত এ ভিত্তিতে সঠিক। (১৭/৮৩৬/৭৩২৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٢٠ : ويحتمل أن يكون احترازا عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر.

📖 فيه أيضا ٤ / ١٧٥ : وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب.

বর্গা জমির ওশরের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের কিছু জমি বর্গা দেওয়া হয়েছে। উক্ত জমি হতে বছরে আনুমানিক ৬০/৭০ মণ ধান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় প্রাপ্ত ধানের যাকাত দিতে হবে কিনা? উল্লেখ্য, বর্গাদার উক্ত জমির সেঁচকার্য মেশিন দিয়ে করে। উক্ত জমির উপর শরয়ী উশরের বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় উশরী জমির পরিচয় নিম্নরূপ,

১. যে সকল জমি যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে এবং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত জমি মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করে দিয়েছে। উক্ত জমি উশরী বলে গণ্য হবে।

Scanned by CamScanner

২. যেসব জমি বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানাধীন রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে, মাঝখানে কোনো হিন্দু বা অমুসলিমের হস্তগত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা না যায় ওইসব জমি ওশরী হিসেবে গণ্য।

৩. কোনো অনাবাদি জমি রাষ্ট্রীয়ভাবে আবাদ করার পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হলে সেগুলোও ওশরী হিসেবে ধর্তব্য হবে।

৪. রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষে কোনো মুসলমান অনাবাদি জমি আবাদ করলে সেটি যদি খারাজি জমির পার্শ্ববর্তী হয় তবে খারাজি, অন্যথায় ওশরী হিসেবে গণ্য হবে।

৫. অমুসলিমদের মালিকানাধীন সকল প্রকার জমি খারাজি হিসেবে গণ্য।

৬. যেসব জমি অমুসলিমদের হাত থেকে ক্রয়সূত্রে কিংবা অন্য যেকোনোভাবে মুসলমানদের মালিকানায় এসেছে সেগুলো খারাজী বলে বিবেচিত হবে।

৭. যেসব জমির ওশরী বা খারাজি হওয়ার ব্যাপারে কোন ধরণের তথ্য পাওয়া যায় না, উক্ত জমিগুলো যদি কোনো মুসলমানের মালিকানাধীন হয় সেগুলো ওশরী বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নে উল্লিখিত জমির মালিক যদি উক্ত জমি ওশরী বা খারাজী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারে তাহলে সতর্কতামূলক উক্ত জমির মালিক ও বর্গাদার উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করবে। (১৭/৫৬১/৭১৮১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٥٠٢ : وجملة الكلام فيه أن الأراضي نوعان: عشرية وخراجية، أما العشرية فمنها أرض العرب .... ومنها الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا ومنها الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ لأن الأراضي لا تخلو عن مؤنة إما العشر وإما الخراج، والابتداء بالعشر في أرض المسلم أولى؛ لأن في العشر معنى العبادة وفي الخراج معنى الصغار ومنها دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء العشر فإن كان يسقي بماء الخراج فهوْ خراجي. وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، أو ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لا تملك مثل دجلة

Scanned by CamScanner

والفرات فهي أرض عشر، وإن شق لها نهرا من أنهار الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي أرض خراج.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٢٨ : (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۹ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں-ارثا او شراء وہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہوگیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہوگی، وقدر العشر معروف، فقط-

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۲/ ۲۷۳ : مسئلہ- اگر زمین دوسرے شخص کو مزارعت یعنی بٹائی پر دی ہے کہ پیداوار میں ایک معین حصہ مالک زمین کا اور دوسرا معین حصہ کاشتکار کا مثلا دونوں نصفا نصف ہو یا ایک تہائی ہو اور دو تہائی ہو اس صورت میں عشر دونوں پر اپنے اپنے حصہ پیداوار کے مطابق لازم ہوگا-

জমি ওশরী-খারাজী হওয়ার মাপকাঠি

প্রশ্ন : বাংলাদেশের জমি উশরী না খারাজী? এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত কী? এবং উশরী আর খারাজী হওয়ার মাপকাঠি কী?

উত্তর : যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানায় আছে এবং কোনো মুসলমানের হাত থেকে তাদের কাছে উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে এসেছে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। আর যে জমিগুলো অমুসলিমদের মালিকানায় আছে বা তাদের মালিকানা থেকে মুসলমানদের মালিকানাধীন হয়েছে তা খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের হাতে আছে কিন্তু পূর্বে মুসলিম বা অমুসলিম কার হাতে ছিলো তা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে তবে পূর্বে মুসলমানদের হাতে ছিল মনে করা হবে এবং ঐ ধরণের জমিও উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং বাংলাদেশের যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের হাতে রয়েছে এবং

Scanned by CamScanner

কোনো মুসলমানের মালিকানা থেকে তাদের নিকট উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে এসেছে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। আর এদেশের যে সমস্ত জমি অমুসলিমদের কর্তৃত্বে রয়েছে বা তাদের কাছ থেকে কোনো মুসলমানের মালিকানায় এসেছে তা খারাজী জমি হিসেবে পরিগণিত হবে। (১৭/১২২/৬৯৪২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ١٧٦ : (وما أسلم أهله) طوعا (أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة) أيضا بإجماع الصحابة (عشرية) لأنه أليق بالمسلم وكذا بستان مسلم أو كرمه كان داره درر ومر في باب العاشر بأتم من هذا وحررناه في شرح الملتقى (وسواد) قرى (العراق وحده من العذيب) طولا بضم ففتح قرية من قرى الكوفة (إلى عقبة حلوان) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمزان (عرضا ومن الغلث) بفتح فسكون فمثلثة قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية، وما قيل من الثعلبة بفتح فسكون غلط مصنف عن المغرب (إلى عبادان) بالتشديد حصن صغير بشط البحر في المثل: ليس وراء عبادان قرية مستصفى (طولا) وبالأيام اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه عشرة أيام سراج (وما فتح عنوة و) لم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء (أقر أهله عليه) أو نقل إليه كفار أخر (أو فتح صلحا خراجية) .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۹ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں-ارثا او شراء وہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی، وقدر العشر معروف، فقط.

Scanned by CamScanner

বর্গা জমির ওশর কৃষক ও মালিক উভয়ে দিবে

প্রশ্ন : বর্গা জমিতে উশর কি চাষীর উপর ওয়াজিব, না জমির মালিকের উপর?

উত্তর : উৎপাদিত ফসল থেকে চাষী ও জমির মালিক যে পরিমাণ ফসলের মালিক হবে উভয়ের অংশ অনুপাতে উভয়ের উপর উশর ওয়াজিব হবে। (১৭/১২২/৬৯৪২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٣٥ : وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه، ولو من العامل فعليهما بالحصة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٥ : (قوله: وفي المزارعة إلخ) قال في النهر ولو دفع الأرض العشرية مزارعة أن البذر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها وقالا في الزرع لصحتها، وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان إجماعا. اهـ ومثله في الخانية والفتح .

والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم، لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق الظهيرية وغيرها من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر التفصيل وهو الظاهر، لما في البدائع من أن المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما اهـ وفي شرح درر البحار عشر جميع الخارج على رب الأرض عنده؛ لأن المزارعة فاسدة عنده فالخارج له إما تحقيقا أو تقديرا؛ لأن البذر إن كان من قبله فجميع الخارج له وللمزارع أجر مثل عمله وإن كان من قبل المزارع فالخارج له ولرب الأرض أجر مثل أرضه الذي هو بمنزلة الخارج إلا أن عشر حصته في عين الخارج وعشر حصة المزارع في ذمة رب الأرض. وفائدة ذلك السقوط بالهلاك

Scanned by CamScanner

إذا نيط بالعين وعدمه إذا نيط بالذمة وأوجبا ومعهما أحمد العشر عليهما بالحصص لسلامة الخارج لهما حقيقة اهـ فكان ينبغي للشارح متابعة ما في أكثر الكتب، ثم اعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعا كما في البدائع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٨٧ : وفي المزارعة على قولهما العشر عليها بالحصة وعلى قوله على رب الأرض لكن يجب في حصته في عينه، وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته كذا في البحر الرائق.

📖 (كتبه تفسير القرآن) ٢/ ٢٧٣ : مسئله- اگر زمین دوسرے شخص کو مزارعت یعنی بٹائی پر دی ہے کہ پیداوار میں ایک معین حصہ مالک زمین کا اور دوسرا معین حصہ کاشتکار کا مثلا دونوں نصفا نصف ہو یا ایک تہائی ہو اور دو تہائی ہو اس صورت میں عشر دونوں پر اپنے اپنے حصہ پیداوار کے مطابق لازم ہوگا۔

খারাজের নিয়তে ট্যাক্স দিলে খারাজ আদায় হয়ে যাবে

প্রশ্ন : সরকার আমাদের থেকে যে ট্যাক্স নিয়ে থাকে তার দ্বারা খারাজি জমির খারাজ আদায় হবে কিনা?

উত্তর : বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। অতএব এ দেশে সরকারকর্তৃক খারাজী জমি সমূহের উপর যে কর বা ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়, খারাজের নিয়তে উক্ত ট্যাক্স আদায় করলে তা খারাজ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সরকারকর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স যদি খারাজের পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে অবশিষ্ট খারাজ বের করে তার নির্দিষ্ট খাতে তথা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জরুরী। (১৭/৩০৬/৭০৪১)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ١٨ : والنوع الثالث الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات بني تغلب وما يأخذ العاشر من أهل الذمة ومن أهل الحرب إذا مروا عليه فهذا النوع مصروف إلى نوائب المسلمين.

ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم؛ لأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من

Scanned by CamScanner

أموالهم ومن هذا النوع إيجاد الكراع والأسلحة وسد الثغور وإصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكري الأنهار العظام. ومنه أرزاق القضاة والمفتين والمحتسبين والمعلمين وكل من فرغ نفسه للعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكفايته في هذا النوع من المال.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۳۴۸ : حکومت زمین پر جو رقم وصول کرتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی کی قیمت جسے "آبیانہ" کہتے ہیں، دوسری رقم "محصول" یا ٹیکس کے نام سے وصول کی جاتی ہے، سو پہلی قسم کی رقم خراج میں شمار نہ ہوگی، البتہ دوسری قسم کو خراج میں محسوب کرنا درست ہے، لہذا اگر کسی زمین پر خراج مقاسمہ فرض ہے تو خراج کی کل مقدار سے سرکاری محصول (دوسری قسم) وضع کر کے باقی خراج ادا کیا جائے یہ حکم پاکستان کی اراضی کا ہے، جہاں حکومت مسلمہ ہے۔

উৎপাদন বৃষ্টি বা সেঁচের পানি দ্বারা হলে ওশরের পরিমাণ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার জমিগুলোতে দুই মৌসুমে ফসল উৎপাদন হয়, একটি বৃষ্টির পানির মাধ্যমে, অন্যটি সেঁচের মাধ্যমে। উভয়ের উশরের বিধান এক কিনা?

উত্তর : উশরী জমি হলে প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উশর এক দশমাংশ (১০%), এবং সেঁচের পানি দ্বারা উৎপাদিত হলে বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%) আদায় করতে হবে। (১৭/৩০৬/৭০৪১)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٢/ ٣٥ (٣٠٨٤) : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سحا، أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء أو بالدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٦ : وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٢٨ : (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة.

ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন শর্ত নয়

প্রশ্ন : উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসল উৎপাদনের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ আছে কিনা?

উত্তর : উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসল উৎপাদনের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ শর্ত নয়। উৎপাদিত ফসল কম-বেশি যাই হোক সর্বাবস্থায় ওশর দিতে হবে। (১৭/৩০৬/৭০৪১)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٢/ ٣٨ (٣٠٩٣) : عن مجاهد، قال: «سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر، العشر ونصف العشر».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٢٦ : (و) تجب في (مسقي سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٢٦ : (قوله: بلا شرط نصاب) وبقاء فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه.

Scanned by CamScanner

প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে ওশর-খারাজ আদায় করবে

প্রশ্ন : ওশর বা খারাজ উসূলের দায়িত্ব সরকারের ? না জনগণ নিজ দায়িত্বে আদায় করবে?

উত্তর : ওশর, খারাজ উসূল করে সঠিক খাতে ব্যয় করার দায়িত্ব মূলতঃ ইসলামী সরকারের। বর্তমানে ইসলামী সরকার না থাকায় জনগণ নিজ দায়িত্বে সঠিক খাতে আদায় করবে। (১৭/৭৯১/৭৩২৫)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٩٠ : وفي الظهيرية: الأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه؛ لأن هؤلاء لا يضعون الزكاة مواضعها فأما الخراج فإنهم يضعونه مواضعه؛ لأن موضع الخراج المقاتلة وهؤلاء مقاتلة -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ١٩٣ : (ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء سراج -

আমওয়ালে জাহেরার যাকাত ঃ আলোচনা করা জরুরী

প্রশ্ন : আমাদের বাংলাদেশে আমওয়ালে বাতেনা (যথা টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্য-দ্রব্য ইত্যাদি)-র যাকাত দেওয়া হয়। কিন্তু আমওয়ালে জাহেরা (যথা চতুষ্পদ জন্তু, উৎপাদিত ফসল, শস্য-তরকারি ইত্যাদি)-র যাকাত দেওয়া হয় না, অথচ তা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (سورة التوبة ١٠٣)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (سورة البقرة ٢٦٧)

ما سقت السماء أو كان سحا , أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق , وما سقي بالرشاء أو بالدالية , ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. شرح معاني الآثار (٣٠٨٤)

প্রশ্ন হলো, আমওয়ালে জাহেরার যাকাত দেয়া হয় না কেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আমাদের জানামতে মুসলমানরা যেভাবে টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায় করে, ঠিক তেমনিভাবে উৎপাদিত ফসলাদির যাকাতও আদায় করে। কেউ না করলে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উলামায়ে কিরামের জন্য ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে এসব বিষয়ে উম্মতকে দিকনির্দেশনা দেয়া অতীব জরুরী। (১৭/৮১৬/৭৩২২)

উৎপাদিত তামাকের ওশর দিতে হবে

প্রশ্ন : ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম (জাদীদ) ৬নং খন্ডের ১৭৯ নং পৃষ্ঠায় আছে, ওশরী জমিতে তামাক উৎপাদন করলেও ওশর দিতে হবে। জানার বিষয় হলো, বাস্তবেই কি তামাক উৎপাদন করলেও ওশর দিতে হবে?

উত্তর : ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূমের ওই ফতোয়া নিঃসন্দেহে সহীহ। (১৭/৮৩৬/৭৩২৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٥٨ : قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٨٦ : ويجب العشر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر، وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره؛ لأن كل واحد منهما مقصود كذا في شرح المجمع. ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا في المضمرات.

Scanned by CamScanner

পানের বরের ওশর দিতে হবে

প্রশ্ন : পান চাষীর পানের উপর বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আসবে নাকি ওশর আসবে?

উত্তর : পান চাষীর পানের উপর যাকাত আসবে না, তবে ওশরী জমি হলে নিয়মানুযায়ী ওশর ওয়াজিব হবে। (১৭/৯০০/৭৩৬২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٥٨ : قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٦٦ : وخرج أيضا ما إذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب، ونوى أن يمسكها ويبيعها وأمسكها حولا لا تجب فيها الزكاة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٨٦ : ويجب العشر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر، وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره؛ لأن كل واحد منهما مقصود كذا في شرح المجمع. ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا في المضمرات.

ওশর কোনো পরিমাণ নির্ভর নয়, এটাই গ্রহণযোগ্য মত

প্রশ্ন : হিদায়া, কুদুরী ইত্যাদি কিতাবে আছে, ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কম হোক বা বেশি হোক উৎপাদিত ফসলের ওশর (দশমাংশ) দিতে হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) রহ. বলেন, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণের কমে ওশর দিতে হবে না। জানার বিষয় হলো, কোনটি সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-র মতটিই ফতওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য। (১৭/৮৫৬/৭৩২৪)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٢/ ٣٨ (٣٠٩٣) : عن مجاهد، قال: «سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر، العشر ونصف العشر» -

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ٣ : ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - العشر يجب في القليل من الخارج وكثيره، ولا يعتبر فيه النصاب لعموم الحديثين كما روينا؛ ولأن النصاب في أموال الزكاة كان معتبر لحصول صفة الغنى للمالك بها، وذلك غير معتبر لإيجاب العشر فإن أصل المال هنا لا يعتبر فهو وخمس الركاز سواء -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٢٦ : (قوله: بلا شرط نصاب) وبقاء فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه.

মসজিদ মাদ্রাসায় ওশর দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদ, বোর্ডিং ছাড়া মাদ্রাসা, করবস্থান, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কল্যাণকর কাজে ওশরের সম্পদ দেওয়া যাবে কিনা? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : ওশর মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ বা সামাজিক কাজে ব্যয় করা যাবে না, কেননা ওশরের খাত যাকাতের খাতের অনুরূপ। (১৮/১৮৫/৭৫২৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٣٣٩- ٣٤٤ : باب المصرف : أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. (ومسكين من لا شيء له) ... ... ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ٦٩ : عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوۃ کا مصرف ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (نعیمیہ) ٥/ ١٨٥ : زکوۃ اور عشر کی رقم صرف فقراء و مساکین کو دی جاسکتی ہے، رفاہ عامہ پر خرچ کرنا جائز نہیں۔

ওশর খারাজের টাকা মসজিদ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : ওশর ও খারাজের টাকা মসজিদ নির্মাণ কাজে দেওয়া যাবে কিনা? বা ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা যে খাতে ব্যবহার করতে হয় ওশরও সেই খাতেই ব্যবহার করতে হয়। মসজিদের কাজে বা ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন বাবত যাকাতের ন্যায় ওশরের টাকাও ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য খারাজের টাকা ওই কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে। (৬/৭৬২/১৪০৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ١٨ : والنوع الثالث الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات بني تغلب وما يأخذ العاشر من أهل الذمة ومن أهل الحرب إذا مروا عليه فهذا النوع مصروف إلى نوائب المسلمين.

ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم؛ لأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم ومن هذا النوع إيجاد الكراع والأسلحة وسد الثغور وإصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكري الأنهار العظام. ومنه أرزاق القضاة والمفتين والمحتسبين والمعلمين وكل من فرغ نفسه للعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكفايته في هذا النوع من المال.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ٦٩ : عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوۃ کا مصرف ہے یعنی مساکین جو اصول و فروع میں سے اور ہاشمی نہ ہوں اور زوج و زوجہ نہ ہو۔

📖 فیہ ایضا ۲ / ٧٠ : خراج کے مصارف مصالح عامہ ہیں اور علماء مدرسین و مفتیین وطلبہ کی خدمت بھی ان میں داخل ہے۔

Scanned by CamScanner

نقراء ومساکین کو دی جاسکتی ہے، رفاہ عامہ پہ خرچ کرنا جائز نہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۹ : عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوۃ کا مصرف ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (نعیمیہ) ۵/ ۱۸۵ : زکوۃ اور عشر کی رقم صرف فقراء ومساکین کو دی جاسکتی ہے، رفاہ عامہ پہ خرچ کرنا جائز نہیں۔

ওশর খারাজের টাকা মসজিদ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : ওশর ও খারাজের টাকা মসজিদ নির্মাণ কাজে দেওয়া যাবে কিনা? বা ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা যে খাতে ব্যবহার করতে হয় ওশরও সেই খাতেই ব্যবহার করতে হয়। মসজিদের কাজে বা ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন বাবত যাকাতের ন্যায় ওশরের টাকাও ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য খারাজের টাকা ওই কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে। (৬/৭৬২/১৪০৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ١٨ : والنوع الثالث الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات بني تغلب وما يأخذ العاشر من أهل الذمة ومن أهل الحرب إذا مروا عليه فهذا النوع مصروف إلى نوائب المسلمين.

ومنها إعطاء المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم؛ لأنهم فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم ومن هذا النوع إيجاد الكراع والأسلحة وسد الثغور وإصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكري الأنهار العظام. ومنه أرزاق القضاة والمفتين والمحتسبين والمعلمين وكل من فرغ نفسه للعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة فكفايته في هذا النوع من المال.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۹ : عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوۃ کا مصرف ہے یعنی مساکین جو اصول وفروع میں سے اور ہاشمی نہ ہوں اور زوج وزوجہ نہ ہو۔

📖 فیہ ایضا ۲ / ۷۰ : خراج کے مصارف مصالح عامہ ہیں اور علماء مدرسین و مفتیین وطلبہ کی خدمت بھی ان میں داخل ہے۔

Scanned by CamScanner

কোনো সংগঠনকে ওশর প্রদান করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ছাত্র শিবির তাদের সংগঠনের নামে ওশর গ্রহণ করে থাকে তাদেরকে ওশর প্রদান করা উক্ত সংগঠনের নামে ওশর কালেকশন করা শরীয়ত সম্মত কিনা? এবং ওশর প্রদান করলে ওশর আদায় হবে কিনা?

উত্তর : ওশরের হকদার এক মাত্র ফকির মিসকীন। তাদেরকে ওশরের মালিক বানিয়ে দেয়া জরুরী। তাই কোন সংগঠনকে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে ওশর দেয়া জায়েয হবে না। দিলে আদায় হবে না। (১৫/৩৭৯/৬০৯১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲/ ۳۳۹- ۳٤٤ : باب المصرف : أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. (ومسكين من لا شيء له) ... ... ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۹ : عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوۃ کا مصرف ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۷۷: سوال– عشر لینے کا مستحق کون ہوگا؟ جواب– جو مصرف زکوۃ کا ہے وہی عشر کا بھی ہے.

ওশরের হুকুম পানির কারণে ভিন্ন হয়

প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ। আমি একটি বিষয় জানতে আগ্রহী, তা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের জমি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে (কোথাও জোয়ারের পানিতে আবার কোথাও শুধু বৃষ্টির পানিতে) চাষাবাদ করা হয়। এই জমি সমূহের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : বাংলাদেশের সব জমি এক নয়। কিছু জমি খারাজী (যা মুসলিম সরকারকর্তৃক স্বাধীন হওয়ার পর কোনো সময় অমুসলিমদের মালিকানায় ছিল বলে জানা থাকে) আর

Scanned by CamScanner

কিছু আছে ওশরী (যা কোন অমুসলিমদের মালিকানায় ছিল না বলে জানা থাকে)। প্রথম ধরণের জমির নির্ধারিত খাজনা দিলেই চলে। দ্বিতীয় ধরণের জমির মধ্যে যা সেচের পনি দ্বারা উৎপাদন করা হয়, সে উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর হিসেবে দেওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে উৎপাদন হলে উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ ওশর দেয়া ওয়াজিব। (১১/৯৩৯/৩৭৭১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٦٢ : فما سقي بماء السماء، أو سقي سيحا ففيه عشر كامل، وما سقي بغرب، أو دالية، أو سانية ففيه نصف العشر، والأصل فيه ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب، أو دالية، أو سانية ففيه نصف العشر».

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٥٩ : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں-ارثاو شراء و ہلم جرا- وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے، بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہوگی، وقدر العشر معروف،فقط.

উৎপাদন খরচের চেয়ে ফসল কম হলেও ওশর দিতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ফসল করতে খরচ হয়েছে ৫০০০ টাকা। ফসল পেয়েছে ৩০০০ টাকা পরিমাণের। উক্ত ফসলের ওশর দিতে হবে কিনা?

উত্তর : যে সব ওশরী জমিতে সেচের পানি দ্বারা ফলন হয় তার ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা হলে দশ ভাগের এক ভাগ ওশর আদায় করা ওয়াজিব। এতে অন্যান্য খরচাদি ফসলের মূল্যের বেশি হলেও তা ধর্তব্য হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জমির ৩০০০ টাকার ফসল থেকেও ওশর আদায় করতে হবে। (৮/৮৭২/২৩৭৭)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٦٢ : فما سقي بماء السماء، أو سقي سيحا ففيه عشر كامل، وما سقي بغرب، أو دالية، أو سانية ففيه نصف العشر، والأصل فيه ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب، أو دالية، أو سانية ففيه نصف العشر».

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٢٨ : (و) يجب (نصفه في مسقي غرب)... (بلا رفع مؤن) أي كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٢٨ : (قوله: بلا رفع مؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك.

Scanned by CamScanner

باب مصارف الزكاة
পরিচ্ছেদ : যাকাতের খাতসমূহ

যাকাতের খাত সমূহ, যাকাতের টাকায় কাউকে তাবলীগে পাঠানো

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা ব্যয়ের খাত কয়টি ও কি কি? দ্বীনি দাওয়াতের কাজে যারা বের হন তারা কি যাকাতের খাতের অন্তর্ভুক্ত? হলে কোন খাতে? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে ভালো হবে। কেউ যদি গরীব ব্যক্তিকে তার যাকাতের টাকা দিয়ে তাবলীগে পাঠায় তাহলে কি তার যাকাত আদায় হবে? এবং সে কি দাওয়াতের কাজের সাওয়াব ও আল্লাহর রাস্তার এক টাকায় সাত লাখ টাকা খরচের সওয়াবের অংশীদার হবে? বিস্তারিত জানালে খুশি হবো।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা যাকাতের ব্যয়ের খাত সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত মোট আটটি :

১. ফকির, যাদের নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই।

২. মিসকীন, যাদের কোনো সম্পদ নেই।

৩. যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকর্তৃক যাকাত সদকা ওশর ইত্যাদি উসুল করার কাজে নিয়োজিত।

৪. ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য যাকাত প্রদান । তবে এ খাতটি বর্তমান যামানায় প্রযোজ্য নয়।

৫. নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ দাস-দাসী।

৬. পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল না থাকার দরুন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণী ব্যক্তি।

৭. মুজাহিদগণ, যারা যুদ্ধের অস্ত্র যোগাতে অক্ষম অথবা টাকার কারণে হজের কাজ পূর্ণ করতে অক্ষম বা ইলম হাসিল ও দ্বীনি দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত গরীব ব্যক্তিরা।

৮. সফর অবস্থায় অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ।

কোনো ধণী ব্যক্তি যদি তার যাকাতের টাকা দিয়ে কোনো গরীব ব্যক্তিকে ইলম হাসেল ও তাবলীগ ইত্যাদি দ্বীনি কাজে পাঠায় তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে, বরং সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।

উল্লেখ্য, এসব খাতগুলোর মধ্যে যাকাত ইত্যাদি উসুলে নিয়োজিত ব্যক্তি ছাড়া সব ধরণের লোক গরীব হওয়ার কারণেই যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। আর গরীবকে শর্তহীনভাবে যাকাতের অর্থ প্রদান জরুরী এবং সম্পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। অতএব কাউকে কোনো কাজের জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে বাধ্য করা উচিত নয়। বরং শর্ত করাও শরীয়তসম্মত নয়। (১৫/৬৩৮/৬১৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٥ : وأما قوله تعالى: {وفي سبيل الله} عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٢٠٥ : أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٩ : ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي.

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ٧٢٠ : ويجوز للعامل الأخذ وإن كان غنيا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية .

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥٤ : وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥٤ : (قوله: أفضل) أي من الجاهل الفقير.

পিতা সাহেবে নেসাব হলে নাবালেগ সন্তান যাকাত খেতে পারবে না

প্রশ্ন : মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে যে সকল নাবালেগ ছাত্রকে খানা দেয়া হয় তাদের পিতা বছরের কোনো সময় সাহেবে নেসাব থাকে আবার কখনো থাকে না, যা মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের কাছে অজানা। এমতাবস্থায় এ সকল ছাত্রকে সারা বছরের জন্য খানা দেয়া এবং ছাত্রদের জন্য খাওয়া জায়েয হবে কিনা? এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : নাবালেগের পিতা নেসাবের মালিক হলে সেই নাবালেগ ছাত্রকে যাকাত দেয়া যায় না। মাদ্রাসার যাকাত ফান্ড থেকে খানা জারী করার ক্ষেত্রে নাবালেগ ছাত্রের পিতার আর্থিক অবস্থা জেনে নেয়া জরুরী। তবে কেউ নিজেকে গরীব বলে প্রকাশ করে ফ্রী খানা জারী করে থাকলে এর জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। দাতাদের যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিতাগণ জেনে-শুনে নিজ সন্তানদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে খানা খাওয়ালে তারাই গুনাহগার হবেন। (১৭/৮১৩/৭২৮০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٩– ١٩٠ : إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع، وكذا إن لم يظهر حاله عنده.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٤٨ : وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة.

কেউ নেসাবের মালিক না হলে যাকাতের টাকায় তার সহযোগিতা করা যাবে

প্রশ্ন : যাকাত দেওয়া যায় এরকম গরীবের মাপকাঠি কী? ধরুন নিজের একটি বাড়ী আছে, ছোট-খাট চাকুরী বা ব্যবসা করে, সংসার স্বচ্ছল নয় তাকে দেওয়া যায় কিনা? তার মেয়ের বিয়ের জন্য বা তার ঘর বানানোর জন্য দেওয়া যায় কিনা?

উত্তর : নিত্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আসবাব-পত্র, মালামাল বাদ দিয়ে যার অন্যান্য সমুদয় মালামালের মূল্য ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হবে না তাকে শরীয়তের পরিভাষায় গরীব বা ফকীর বলা হয়। এধরণের লোকদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। (৪/১/৫৭৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : (قوله: أدنى شيء) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح. والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح. وقد يقال: إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي، فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى؛ لأنه غاية ما يحصل به التمييز. والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني (قوله: أي دون نصاب) أي نام فاضل عن الدين، فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي (قوله: مستغرق في الحاجة) كدار السكنى -

যাকাতের টাকা দিয়ে রাস্তা করলে যাকাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যাকাত আসে। এখন এই যাকাতদাতা ব্যক্তি চাচ্ছে যে, উক্ত টাকা দিয়ে এলাকার রাস্তা করে দিবে। জানার বিষয় হলো, যাকাতের টাকা দিয়ে এলাকার রাস্তা করে দিলে তার যাকাত আদায় হবে কি না? কারণসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যাকাতের টাকা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোনো গরীবকে বিনা শর্তে ও স্বার্থে মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এ শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় যাকাত আদায় হবে না। (১৯/২৯/৭৯৮৮)

📖 تبيين الحقائق (المطبعة الكبرى) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي -

সরকারি ফান্ডে যাকাত প্রদান করা

প্রশ্ন : আমরা জানি, যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত, তার মধ্যে একটি হলো বাইতুল মালে দেওয়া। জানার বিষয় হলো, যদি বাংলাদেশের সরকারি যাকাতফান্ডে যাকাত দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত আদায় হওয়ার জন্য 'তামলীক' তথা যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে ওই মালের মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। সুতরাং যদি বাংলাদেশের যাকাতফান্ডের পরিচালক গরীব-মিসকীন ও যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দেয়ার জন্য নেয় এবং তা সঠিকভাবে বন্টন করার বিষয় প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত যাকাতফান্ডে যাকাত দিলে আদায় হবে, অন্যথায় হবে না। (১৯/৬১৭/৮৩৪৪)

📖 الفتاوى الولوالجية (مكتبة الحرمين) ١ / ١٧٩ : ولا تجوز الزكاة إلا إذا قبضه الفقير أو نائبه -

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۲۷ : سوال—زکوۃ کی رقم جمعیۃ علماء اسلام کے فنڈ میں دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

الجواب—اگروہ غرباء ومساکین پر بطور تملیک صرف کرے تواس کو دینادرست ہے، ورنہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকায় মাদ্রাসার রান্নাঘর শিক্ষকদের বেতন ও বিভিন্ন আসবাব ক্রয় করা

প্রশ্ন : মাদ্রাসার ফান্ড দুর্বল হওয়ায় মাদ্রাসার পাকঘর নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে কিনা? অথবা কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে যাকাত ফান্ডের টাকা নির্মাণের জন্য ব্যয় করা যাবে?

মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন যাকাতফান্ড থেকে পরিশোধ করা যাবে কি? যদি না যায় তাহলে কোন পদ্ধতিতে যাবে?

মাদ্রাসার ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কার্পেট, পড়ার টুল, ব্লাকবোর্ড, বিদ্যুতবিল, ইলেক্ট্রিক সামগ্রী, আলমারি, শিক্ষকদের বিছানা ইত্যাদি যাকাতফান্ড হতে আদায় করা যাবে কি? কোন পদ্ধতি অবলম্বনে যাকাতফান্ড হতে এ সমস্ত খাতে ব্যয় করা সম্ভব?

উত্তর : শরীয়তের বিধানমতে যাকাতের উপযোগী গরীব-অসহায় ব্যক্তিদেরকে যাকাতের টাকার নিঃশর্তে মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। মালিক বানানো ছাড়া যাকাতের টাকা ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না এবং ব্যয়কারী গুনাহগার ও দায়ী হবে। পক্ষান্তরে যাকাতের উপযোগী সাবালক কোনো ছাত্রকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়ার পর ঐ ছাত্র যদি স্বেচ্ছায় উক্ত টাকা মাদ্রাসায় দান করে দেয় তখন উক্ত টাকা সাধারণ ফান্ডের ন্যায় যেকোনো খাতে ব্যয় করা যাবে, অন্যথায় নয়। উল্লিখিত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত খাতগুলোতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, একান্ত প্রয়োজনে করতে হলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে হীলা করে নিতে হবে। (১৯/৯৩০/৮৫৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٣٢٨ : (ولا تدفع) الزكاة (لبناء مسجد) ؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا يتملك فيه، وإن أريد الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۲۸۵ : الجواب—زکوۃ کی رقم عمارت میں خرچ نہیں کی جاسکتی کیونکہ ادائیگی زکوۃ کی حنفیہ کے نزدیک بدون تملیک کے کوئی صورت جائز نہیں ہاں حیلہ تملیک کرکے زکوۃ کی رقم تعمیر میں صرف کی جائے تو گنجائش ہے۔

যাকাতের টাকা এতিমখানার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন :

১. এতিমখানা মাদ্রাসায় যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

২. যাকাত, ফিতরা, মান্নত ও বিশেষ অনুদানের অর্থ এতিমখানা মাদ্রাসা পরিচালনার পর উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা এতিমখানার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ এবং এতিমখানা মাদ্রাসা ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য এতিমখানার নামে কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা যাবে কিনা?

৩. এতিম ট্রাষ্ট সংস্থায় যাকাতের টাকা দ্বারা এতিম প্রতিপালনের জন্য ঐ ট্রাষ্টের নামে জমি ক্রয় সহ স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা যাবে কিনা?

উত্তর : এতিমখানা গরীব মিসকীন এতিমদের খোরপোষের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয বরং উত্তম। যাকাত, ফিতরা, মান্নতের টাকা উদ্বৃত্ত হলেও তা দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা নির্মাণ বা তার উন্নয়নমূলক কাজ করা জায়েয নয়। তবে যাকাত, মান্নত ও ওয়াজিব সদকা ব্যতীত অন্যান্য অনুদানের অর্থ দ্বারা এতিমখানা নির্মাণ স্থায়ী সম্পদ খরিদ ও যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে বাধা নাই। অনুরূপ এতিম ট্রাষ্টের জন্য যাকাতের অর্থে জমি বা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা বৈধ নয়। (১৬/৪০৬/৬৫৪৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢ / ١٩٧ : الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيه قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمسٰكين}. فالآية جامعة محل الصدقات، من جملة ذلك الفقراء والمساكين .

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه).

যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানা পরিচালনা করা

প্রশ্ন : আমার একটি ছোট-খাটো এতিমখানা চালানোর নিয়ত আছে। যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমখানা চালানো যাবে কিনা? যাকাতের টাকা থেকে এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ভরণ-পোষণ ও বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাত খাওয়ার উপযোগী ফকীর-মিসকীনকে নিঃস্বার্থে মালিক বানিয়ে দেওয়া পূর্বশর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত যাকাতের টাকা দিয়ে শুধুমাত্র এতিমখানার গরীবদের ভরণ-পোষণ বাবদ খরচ করা যাবে। আর যে সমস্ত খাতে খরচ করলে গরীবদের মালিকানায় যায় না, যেমন : ঘর বানানো, পানি ও বিদ্যুৎবিল, শিক্ষকমন্ডলী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদিতে যাকাতের টাকা খরচ করা যাবে না। (১২/৮২৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٠ : فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى - هذا في الشرع كذا في التبيين.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي.

যাকাত সংগ্রহকারী সংগঠনের বিভিন্ন খরচ যাকাতের টাকা থেকে কর্তন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি সংগঠন রয়েছে যারা যাকাত ফেতরার টাকা আদায় করে গরীব দুঃখীদের মাঝে বন্টন করে থাকে। প্রশ্ন হলো, তারা উক্ত টাকা আদায় করা

Scanned by CamScanner

বা বন্টন করার জন্য যাতায়াত খরচ এবং যোগাযোগের জন্য টেলিফোন খরচ ইত্যাদি উক্ত যাকাতের টাকা থেকে নিতে পারবে কিনা? উল্লেখ্য, তারা এ কাজের জন্য কোনো প্রকার বেতন ভাতা গ্রহণ করে না। মাসআলাটির শরয়ী সমাধান দিয়ে চির কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিতে যাকাতের টাকা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরীব মিসকীনকে নিঃস্বার্থে মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। অন্যথায় যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে না। ফিতরার টাকারও একই হুকুম। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংগঠনকর্তৃক যাকাতের টাকা উসুল করে তা যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরীব মিসকীনের মালিকানায় নিঃস্বার্থে দিয়ে দেয়া জরুরী। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যাকাতের টাকা যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচ করা জায়েয হবে না। (১০/২৬৭/৩০৮০)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٩ : وأما ركن الزكاة فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق.

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٧/ ١٢٧ : سوال—زكوة كى رقم جمعية علماء اسلام كے فنڈ ميں دى جاسكتى ہے يا نہيں؟

الجواب—اگر وه غرباء ومساكين پر بطور تمليك خرچ كرے تو اس كو دينا درست ہے.

কোনো রাজনৈতিক দলকে যাকাতের টাকা প্রদান করা

প্রশ্ন : যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়ার টাকা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সংগঠনে দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যাকাত ফিতরা ও কুরাবনীর চামড়ার টাকা বিনা শর্তে বিনা স্বার্থে শরয়ী বিচারে যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরীব মিসকীনকে প্রদান করা যাকাত ফিতরা আদায় হওয়ার

Scanned by CamScanner

পূর্বশর্ত। কোনো জামাত বা সংগঠনকে দেওয়ার দ্বারা ঐ শর্ত পূর্ণ হয় না। তাই যাকাত আদায় হবে না। (৯/১৫৯/২৫৫০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣ / ٢٥٩ : الأول ـ ركن الإخراج: هو التمليك، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} والإيتاء هو التمليك، لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} فلا تتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك من بناء المساجد ونحو ذلك.

যাকাত ও ওয়াজিব সদকা জামায়াতে ইসলামীকে দিলে যাকাত আদায় হবে না ১৭/৪২৯

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা যাকাত, ফেতরা, ওশর এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা কালেকশন করে এবং তারা বলে, ফী সাবীলিল্লাহ হিসেবে আমরাও এক অংশের হকদার। প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি যদি যাকাত, ফেতরা, ওশর এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা জামায়াতে ইসলামীকে অথবা কোনো ইসলামী সংগঠনকে দেয়, তাহলে সেটা আদায় হবে কিনা? যদি না হয় তার হুকুম কী?

উত্তর : যাকাত, ফেতরা, কুরবানীর চামড়ার টাকা ইত্যাদি একমাত্র অসহায় গরীব মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেওয়া তা আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। যেহেতু আমাদের জানামতে সাধারণতঃ জামাতে ইসলামী শুধুমাত্র অসহায় এতিম গরীব মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয় না। বরং তারা সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করা বৈধ মনে করে। অতএব তাদেরকে দেয়া যাকাত ফেতরা কুরবানীর চামড়ার টাকা ইত্যাদি দ্বারা যাকাত

Scanned by CamScanner

ফেতরা আদায় হবে না। তবে তারা বা অন্য কোনো ইসলামী সংগঠন গরীব মিসকীনকে যাকাতের টাকা প্রদান করে দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলে যাকাত ফিতরা ইত্যাদি আদায় হয়ে যাবে।

📖 سورة التوبة الآية ٦٠ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۷۳ : جماعت اسلامی کوزکوۃ دینے سے شرعازکوۃ اداء نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ اسے شرعی مصرف میں خرچ نہیں کرتی، یہی حکم صدقۃ الفطر اورچرم قربانی کا ہے۔

যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয় করলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি আমার যাকাতের টাকা দিয়ে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছি মাদরাসা এতিমখানা ভবন নির্মাণের জন্য। এখন বিভিন্ন আলেমের কাছে শুনছি, যাকাতের টাকা দ্বারা জমি ক্রয়, কোনো নির্মাণ কাজ ও ভবন তৈরি করা যায় না। এখন উক্ত জমির উপর কোনো এতিমখানা মাদরাসা তৈরি করা যদি না যায় তাহলে জমিটি কী করা যায়? এবং আমার যাকাত কিভাবে আদায় হতে পারে ?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত খাওয়ার উপযোগী ফকীর মিসকীনদেরকে নিঃস্বার্থ যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি যাকাতের অর্থের মালিক হওয়ার পর স্বেচ্ছায় এধরণের কাজে ব্যয় করলে কোনো বাধা নেই। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনামতে আপনার যাকাত আদায় হয়নি। পুনরায় যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত জমি পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় ক্রয়কৃত জমি আপনি আপনার অন্যান্য সম্পদের মত ভোগ করতে পারবেন। মাদরাসা এতিমখানা করলেও করতে

Scanned by CamScanner

পারেন। আর ইচ্ছা করলে ওই জমি বিক্রি করে তা থেকে যাকাত আদায় করতে পারবেন। (১০/৭৯৭/৩৩৩৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : وعلى هذا يخرج صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء المساجد، والرباطات والسقايات، وإصلاح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٣٢٨ : (ولا تدفع) الزكاة (لبناء مسجد)؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا يتملك فيه، وإن أريد الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٤ / ٢٨٥ : الجواب—زكوة كى رقم عمارت ميں خرچ نہيں كى جا سكتى كيونكہ ادائيگى زكوة كى حنفيہ كے نزديک بدون تمليک كے كوئى صورت جائز نہيں ہاں حيلہ تمليک كر كے زكوة كى رقم تعمير ميں صرف كى جائے تو گنجائش ہے.

মাদ্রাসায় প্রচলিত হিলায়ে তামলীক : সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে অনেক সময় প্রয়োজনে লিল্লাহ ফান্ডের টাকা সাধারণ ফান্ডে (উস্তাদগণের বেতন ও অন্যান্য কাজে) 'তামলীক' করে খরচ করা হয়। এই 'তামলীক' পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কিনা? তামলীকের সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : লিল্লাহ ফান্ডের টাকা শরীয়তকর্তৃক বর্ণিত খাত সমূহে ব্যয় করা জরুরী। সাধারণ ফান্ডে উক্ত টাকা খরচ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ। আর সাধারণ অবস্থায় তথা বিনা প্রয়োজনে 'তামলীক' করেও লিল্লাহ ফান্ডের টাকা সাধারণ ফান্ডে খরচ করা জায়েয নেই। তবে সাধারণ ফান্ড দুর্বল হয়ে পড়লে একান্ত প্রয়োজনে

Scanned by CamScanner

অপারগতায় শরীয়তসম্মত পন্থায় 'তামলীক' করে লিল্লাহ ফান্ডের টাকা সাধারণ ফান্ডে খরচ করা যেতে পারে।

'তামলীক' করার শরয়ী পদ্ধতি হলো, কোনো গরীব ছাত্র বা শিক্ষককে কর্জ করে সাধারণ ফান্ডে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং তার কর্জকৃত টাকা পরিশোধের আশ্বাসও দেয়া হবে। তারা কর্জ করে দান করার পর যাকাতের টাকা তাকে দিবে সে যেন তা দ্বারা তার কর্জ পরিশোধ করতে পারে। (১৩/৬৭৪/৫৩৯৮)

📖 الدر المختار (ايج يم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه).

📖 رد المحتار (ايج يم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧١ : وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد، وتمامه في حيل الأشباه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ١٣٣- ١٣٤ : کسی مستحق زکوۃ سے کہا جائے کہ ہمارے مدرسہ میں تعمیر یا تنخواہ یا خریداریٔ مال وکتب وغیرہ کی ضرورت ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، تم مدرسہ کی امداد کردو، وہ کہیگا کہ میں خود ہی غریب مستحق زکوۃ ہوں میرے پاس پیسہ نہیں میں کہاں سے دونگا اس سے کہا جائیگا تم کسی سے مثلا زید سے قرض لیکر دیدو، اللہ تعالی تمہارا قرض ادا کردیگا اس کی ذات سے امید ہے، وہ شخص زید سے قرض لاکر مدرسہ میں دیدے، اس سے تنخواہ، تعمیر وغیرہ کی ضرورت پوری کرلی جائے پھر اس کو مذکورہ رقم دی جائے، جس سے وہ قرض ادا کردے... جمیع صدقات واجبہ، چرم قربانی وغیرہ میں یہ صورت ہوسکتی ہے۔

Scanned by CamScanner

হীলার নিয়তে যাকাত ও চামড়া কালেকশন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি নূরানী মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসা কমিটি মাদ্রাসার উন্নয়নের লক্ষ্যে হীলার নিয়তে যাকাত ও কুরবানীর চামড়া কালেকশন করে থাকে। প্রশ্ন হলো, এভাবে হীলার নিয়তে যাকাত কালেকশন বৈধ কিনা? হলে তার নিয়ম কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত যাকাতের অর্থ ও কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকা গরীব মিসকীনদের প্রাপ্য হক বলে সাব্যস্ত করেছে। তাই ফকীর মিসকীনদের ব্যক্তি মালিকানায় হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় হয় না। সুতরাং যে মাদ্রাসায় গোরাবা ফান্ড নাই ওই মাদ্রাসায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যাকাত বা কোরবানীর চামড়া কালেকশন করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৩/৭২৪/৫৩৯৪)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢ / ٢٠٢ : (قال:) ولا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد، والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ١٣ : الجواب— قطع نظر ورع سے میرے نزدیک قاعدۂ فقہیہ کی رو سے بھی یہ زکوۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ تملیک رکن زکوۃ ہے، اور تملیک میں جب عاقدین ہازل ہوں تملیک نہیں ہوتی، اور صورت متعارفہ میں دونوں بشہادت قرائن قویہ معترف ہیں کہ تملیک مقصود نہیں۔

যাকাত ফান্ডকে সাধারণ ফান্ড থেকে পৃথক করা জরুরী

প্রশ্ন : আমাদের মাদ্রাসায় পৃথক লিল্লাহ ফান্ড নেই। শুধুমাত্র সাধারণ ফান্ড রয়েছে। আমরা যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার টাকা উসুল করি এবং তা খরচের খাতও রয়েছে, অর্থাৎ গরীব ছাত্রদের জন্য ব্যয় করি। এমতাবস্থায় মাদ্রাসার সাধারণ ফান্ড থেকে লিল্লাহ ফান্ড পৃথক করা জরুরী কিনা?

উত্তর : যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার টাকা একমাত্র গরীব মিসকীনদের হক। তাই এধরণের টাকা মাদ্রাসায় থাকলে গরীব-মিসকীন ছাত্ররাই একমাত্র এর অধিকারী, তাদের ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার করার কোনো অধিকার বা সুযোগ

Scanned by CamScanner

নেই। সুতরাং এ ধরণের টাকা নিশ্চিতভাবে যথাস্থানে ব্যয় হওয়ার জন্য ভিন্ন ফান্ড ও তার জমা খরচের সঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত জরুরী। (১৫/৭৬৩/৬২২৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

যাকাত ও চামড়ার টাকা তামলীকের পর সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করা

প্রশ্ন : যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার সব টাকা সাথে সাথে তামলীক করলে তা সাধারণ ফান্ড হিসাবে ব্যয় করা যাবে কিনা অর্থাৎ মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ বেতন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে কিনা?

বিঃ দ্রঃ তামলীক করা টাকা বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকে।

উত্তর : উপায়হীন কোনো কারণ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় যাকাতের টাকা তামলীক করে অন্য খাতে খরচ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। বিশেষ প্রয়োজনে পরিমাণ মত অর্থ সঠিক পদ্ধতিতে তামলীক করা যেতে পারে। (১৫/৭৬৩/৬২২৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة .

যাকাত ও ফেতরার টাকা নির্মাণ ও বেতন বাবদ ব্যয় করা

প্রশ্ন : যাকাত বা সদকায়ে ফিতরের টাকা মাদ্রাসা নির্মাণ কাজে বা শিক্ষকদের বেতনের কাজে ব্যয় করার কোনো বৈধ পন্থা আছে কিনা? থাকলে তা কি এবং কিভাবে ? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যাকাত বা সদকায়ে ফিতরের টাকা যাকাত খাওয়ার উপযোগী ফকীর মিসকীনদেরকে নিঃস্বার্থ মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত ফিতরা আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত তা না করে মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে বা শিক্ষকদের বেতনখাতে ব্যয় করলে যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। তবে ফকীর মিসকীনদের মালিকানায় দেওয়ার পর তারা স্বেচ্ছায় মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে বা শিক্ষকের বেতনখাতে দান করলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। (১২/৩১২/৩৯৫৬)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٣٤٤ : (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه).

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٣٤٤ : كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

যাকাত ফিতরা ও চামড়ার টাকায় ছাত্রদের বেতন-ভাতা ও ভর্তি ফি

প্রশ্ন : যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়া বিক্রিত টাকা এতিম, গরীব অসহায় ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী (ছাত্র/ছাত্রী)দের খাওয়া দাওয়া পোশাক পরিচ্ছেদ, বই কিতাব ও ঔষধপত্র ছাড়া মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, ভর্তি বাবদ উক্ত টাকা ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

উত্তর : যাকাত ফিতরা ও কুরবানীর চামড়া বিক্রিত টাকা যাকাত খাওয়ার উপযোগী এতিম গরীব ও অসহায় লোকদেরকে নিঃস্বার্থে তাদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া জরুরী। অনুরূপভাবে ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী তালিবে ইলম যদি যাকাত খাওয়ার উপযোগী হয় তাহলে যাকাত ফিতরার টাকা তাদের মালিকানায় দিয়ে দিয়ে তাদের বেতন, ভর্তি ফি বাবদ তাদের থেকে উসুল করা যেতে পারে। অথবা সরাসরি তাদের হাতে না দিয়ে তাদের পক্ষ হতে উকিল নির্ধারণ করতঃ উকিলের হাতে দিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বেতন ও ভর্তি ফি বাবদ টাকা উসূল করতে পারবে। (১২/৩২৩/৩৯৪৪)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٣ / ٣٣٩ : أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة. (ومسكين من لا شيء له) على المذهب.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٥١٠ : ولو قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ / ٣٣٩ : الجواب- اس سے طلبہ کو نقد، کھانا، کپڑا، جوتا، کتاب وغیرہ تملیکا دینا بغیر حیلہ کے بھی درست ہے، بشرطیکہ وہ مستحق ہوں یعنی صاحب نصاب اور سید نہ ہوں اور مدرسین کو تنخواہ میں دینا، تعمیر میں صرف کرنا، وقف کے لئے کتابیں وغیرہ خرید کر وقف کرنا بغیر حیلۂ تملیک کے درست نہیں، الغرض یہ واجب التصدق ہونے کی بناپر زکوۃ کے حکم میں ہے۔

যাকাতের টাকা দিয়ে জমি কিনে এতিমখানা নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বহন করা

প্রশ্ন :

১. যাকাতের টাকা দিয়ে এতিম ও গরীবদের জন্য জমি ক্রয় করে বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা?

২. যাকাতের টাকা দ্বারা নির্মিত ঘরের মধ্যে এতিম ও গরীব ছাত্রদের সাথে স্বচ্ছল লোকদের ছেলে/মেয়েরাও পড়াশোনা করতে পারবে কিনা?

৩. শরীয়ত অনুযায়ী কোন পন্থা অবলম্বন করলে আমরা যাকাতের টাকা দিয়ে এতিম ও গরীবদের তা-লীমী খরচ হিসেবে শিক্ষকদের বেতন ও বাবুর্চির বেতন, বিদ্যুতবিল প্রদান করতে পারবো কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা নিঃশর্তে তার সঠিক হকদার গরীব-মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই যাকাতের টাকা দিয়ে এতিমদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষার ব্যবস্থা করা কোনোটিই বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি ছাত্র ভর্তি করানোর সময় মুহতামিম সাহেব ছাত্রদের সমস্ত প্রয়োজনে খরচ করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যাকাতের টাকা উঠানো এবং ব্যয় করার জন্য লিখিতভাবে ওকালতনামায় ছাত্রদের দস্তখত নিয়ে উকীল হয় তাহলে ওকালতনামায় লিখিত পরিমাণ টাকা যাকাতফান্ড থেকে উঠিয়ে ছাত্রদের যাবতীয় খরচ বহন করার পর প্রশ্নে বর্ণিত সকল খাতে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٧١٤ : وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه.

নাবালেগ ছাত্রদের দিয়ে হীলায়ে তামলীক

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা নাবালেগ ছেলেদের হাতে দিয়ে হীলা করলে বৈধ হবে কি না? এবং একসাথে এত বেশি টাকা হাতে দেওয়া যে সে নিজেও নিসাবের মালিক হয়ে যায় তা কতটুকু উচিত? আর যাকাতের টাকা হীলা করার উত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তর : যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত নাবালেগ ছেলেদের যাকাত দেওয়া বৈধ। কিন্তু তার দান সহীহ হয় না বিধায় এর মাধ্যমে মালিক বানানোর হীলা কোনো অবস্থায়ই শুদ্ধ হবে না। একসাথে নিসাব পরিমাণ অর্থ যাকাত দেওয়া অনুচিত। হীলা স্বাভাবিক অবস্থায় করার অনুমতি নেই। প্রয়োজনে করার অবকাশ আছে। (৯/৮৯৪/২৮৯০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥٦ : دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥٦ : (قوله: إلى صبيان أقاربه) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٥٣ : (وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره فتح.

📖 فيه أيضا ٥/ ٦٨٧ : (وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير ورقيق، ولو مكاتبا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز .

তামলীকের প্রচলিত হীলা শরীয়ত পরিপন্থী

প্রশ্ন : রমাজানের কালেকশনে যাকাত, সদকা ও ফিতরার টাকা মুহতামিম সাহেবের কাছে আসার পর যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, তারপর সে মাদ্রাসায় দান করে দেয়। এই পদ্ধতিটি সঠিক কি না? অন্যথায় সঠিক পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : যাকাতের টাকা যাকাতের খাতে ব্যয় করাই শরীয়তের নির্দেশ। এর বিপরীত করা এবং এর জন্য হীলার আশ্রয় নেওয়া শরীয়তের চাহিদা পরিপন্থী। তাই যেকোনো ধরনের হীলা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি। এতদসত্ত্বেও কোনো ক্ষেত্রে একান্ত অপারগতা দেখা দিলে কোনো গরিব লোককে কর্জ করে দান করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। সে এরূপ করতে সম্মত হলে পরবর্তীতে ওই কর্জ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করবে। এ পন্থাটি একান্ত প্রয়োজনে অবলম্বন করা যেতে পারে, প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতি নয়। (১৮/১৩৬/৭৫০৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة .

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٧١ : وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد، وتمامه في حيل الأشباه.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۱۳ : الجواب– قطع نظر ورع سے میرے نزدیک قاعدۂ فقہیہ کی رو سے بھی یہ زکوۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ تملیک رکن زکوۃ ہے، اور تملیک میں جب عاقدین ہازل ہوں تملیک نہیں ہوتی، اور صورت متعارفہ میں دونوں بشہادت قرائن قویہ معترف ہیں کہ تملیک مقصود نہیں.

হীলার প্রচলিত পদ্ধতি অবৈধ : সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মাদ্রাসাসমূহে কোথাও থেকে যাকাত বা সদকার মাল এলে কোনো এতিম-গরিব ছাত্রকে ডেকে দিয়ে দেয় এবং পূর্বেই সে ছেলেকে বলে রাখে যে তুমি এটা মাদ্রাসায় দান করে দেবে। শর্ত মোতাবেক ছেলেটি মাদ্রাসায় দিয়ে দেয় এবং খুশি হয়ে ধনী-গরীব ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে খায়। এই হীলা কতটুকু শরীয়তসম্মত? যদি বৈধ না হয় তাহলে বৈধ হওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : শরীয়তসম্মত বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত যাকাত ও ওয়াজিব সদকার টাকা অন্য খাতে ব্যয় করার অনুমতি নেই। তবে উপায়হীন অবস্থায় একান্ত শরয়ী প্রয়োজনে শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত সঠিক পদ্ধতিতে 'তামলীক' তথা মালিক বানানোর মাধ্যমে হীলা করার অনুমতি আছে। প্রশ্নে যে তামলীকের কথা বলা হয়েছে তা প্রকৃত ও বাস্তব বিচারে 'তামলীক' নয় বিধায় এরূপ হীলা শরীয়তসম্মত নয়।

হীলার সঠিক পদ্ধতি : কোনো যাকাতের উপযুক্ত গরিব ছাত্রকে কর্জ করে হলেও সাধারণ ফান্ডে দান করার জন্য উৎসাহিত করবে এবং তার উক্ত কর্জ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেবে। অতঃপর ওই গরিব ছাত্র কর্জ করে মাদ্রাসার সাধারণ ফান্ডে দান করার পর যাকাতের টাকা হতে উক্ত গরিবের ঋণের টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবে। (১১/৬০৮/৩৬৫৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة .

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٥ : (قوله: أن الحيلة) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة.... ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب بحر وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره

Scanned by CamScanner

أولا لا يجزئ؛ لأنه يكون وكيلا عنه في ذلك وفيه نظر؛ لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضا أو هبة في الأصح كما قدمناه فافهم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۳۳- ۱۳۴ : کسی مستحق زکوۃ سے کہا جائے کہ ہمارے مدرسہ میں تعمیر یا تنخواہ یا خریداری مال وکتب وغیرہ کی ضرورت ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، تم مدرسہ کی امداد کردو، وہ کہیگا کہ میں خود ہی غریب مستحق زکوۃ ہوں میرے پاس پیسہ نہیں میں کہاسے دونگا اس سے کہا جائیگا تم کسی سے مثلا زید سے قرض لیکر دیدو، اللہ تعالی تمہارا قرض ادا کردیگا اس کی ذات سے امید ہے، وہ شخص زید سے قرض لاکر مدرسہ میں دیدے، اس سے تنخواہ، تعمیر وغیرہ کی ضرورت پوری کرلی جائے پھر اس کو مذکورہ رقم دی جائے، جس سے وہ قرض ادا کردے... جمیع صدقات واجبہ، چرم قربانی وغیرہ میں یہ صورت ہوسکتی ہے۔

যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসা, হাসপাতাল বানানো ও জমি ক্রয় করা অবৈধ, কোনো গরিবকে ঘর বানিয়ে দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : যাকাতের টাকায় মাদ্রাসা বানানো বা চালানো যায়, তবে হাসপাতাল বা প্রাইমারি স্কুল বানানো বা চালানো যাবে না কেন?

যাকাতের টাকায় কেনা সম্পত্তির আয় থেকে মাদ্রাসা, হাসপাতাল, প্রাইমারি স্কুলের খরচ বা বেতনাদি দেওয়া যাবে নাকি 'তামলীক' করতে হবে?

আমার সমবয়স্ক জনৈক পরিচিত দরিদ্র লোক কাজ/চাকরি করার চেষ্টা করে। সংসারে ছেলেমেয়ে নিয়ে আধপেটে খেয়ে বা না খেয়ে আছে, বৃষ্টি হলে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে থাকতে হয়। তাকে দালান বানিয়ে দেওয়া যায় কি না?

উত্তর : যাকাতের হকদার হলো গরিব-মিসকিন। তাই যাকাতের টাকা দিয়ে যেমন হাসপাতাল ও স্কুল বানানো যাবে না, তেমনি মাদ্রাসাও বানানো যাবে না। তবে গরিব দ্বীনি শিক্ষার্থী ও গরিব ছাত্রদের জন্য খরচ করা যাবে, বরং এতে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে।

যাকাতদাতা যাকাতের টাকা দিয়ে জমিন খরিদ করলে যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জমিন কোনো গরিবকে হস্তান্তর করে মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে না।

Scanned by CamScanner

এ ধরনের লোককে দালান বানানোর জন্য যাকাত দেওয়া যাবে। আর যদি যাকাতদাতা জায়গা খরিদ করে দালান নিজেই তৈরি করে, তখন ওই ব্যক্তির মালিকানায় হস্তান্তর করতে হবে। (৪/২/৫৭৩)

📖 البحر الرائق ٢/ ٢٠١ : (قوله هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى) لقوله تعالى {وآتوا الزكاة} والإيتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانہ) صـ ٣٨٩ : وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه.

কালেক্টরের মাধ্যমে হীলায়ে তামলীক

প্রশ্ন : সদকার খাসী আসলে কালেক্টরকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, কালেক্টর তা বোর্ডিংয়ে প্রদান করে, এ পদ্ধতি সঠিক কি না?

উত্তর : কালেক্টর যদি সদকা খাওয়ার উপযোগী হয়, তাহলে তাকে মালিক বানানোর পর সে স্বেচ্ছায় বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিলে তা সহীহ হবে। উল্লেখ্য, নফল সদকার খাসী হলে তামলীক করার প্রয়োজন নেই। (১৮/১৩৫/৭৫০১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٩ : لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة ... ... هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم.

Scanned by CamScanner

যৌতুকের জন্য যাকাতের টাকা প্রদান

প্রশ্ন : কোনো গরিব লোকের মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের নামে যাকাতের টাকা প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনকে নিঃশর্ত যাকাতের মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। চাই সেটা যে নামেই দেওয়া হোক। তবে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়্যাত থাকতে হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোনো গরিবকে যাকাতের টাকা দিয়ে মালিক বানিয়ে দিলে অতঃপর গ্রহীতা সে অর্থ যৌতুকের মধ্যে লাগালেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, প্রচলিত যৌতুক দেওয়া-নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এতে দাতা-গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হয়। (১২/১৫২/৩৭৯৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٦٨ : قال رحمه الله: " الأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم " وعلى ذلك انعقد الإجماع " والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له " وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٢٤٧ : الجواب- (او٢) اس لڑکی کے والدین کو زکوۃ کا روپیہ دیدیا جاوے کہ وہ اس لڑکی کے نکاح میں صرف کردیں یہ درست ہے اور خود اس کی لڑکی کو اگر برتن وغیرہ خرید کر دیدیئے جاویں تو یہ بھی درست ہے،

(٣) کچھ ہدایت کی جاوے یا نہ کی جاوے ہر طرح درست ہے۔

ইনকাম ট্যাক্সের হুকুম : ইনকাম ট্যাক্স দিলে যাকাত আদায় হয় না

প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রচলিত ইনকাম ট্যাক্স শরীয়তসম্মত কি না? এবং এই ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যাবে কি না? এবং ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে নিলে ভালো হয়। তবে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। (১২/১৭৪/৩৮১৬)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ١٤٧ : ٹیکس میں جو کچھ روپیہ دیا جاتا ہے وہ زکوۃ میں محسوب نہیں ہو سکتا زکوۃ علیحدہ ادا کرنی چاہئے۔

জামাতাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, মেয়ে ও নাতি-নাতনিকে নয়

প্রশ্ন : নিজের বিবাহিতা মেয়েকে অথবা তার ছেলেমেয়ে অর্থাৎ নাতি-নাতনিকে অথবা মেয়ের জামাইকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : মেয়ে ও নাতি-নাতনিকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে জামাতাকে দেওয়া যাবে, যদি সে যাকাতের উপযুক্ত হয়। (১৯/৯৪৯/৮৫৪৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٦ : (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد ... (ولا) إلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٦ : والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل ... ... ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٦/ ١٩٦ : اپنی خوشدامن کو جب کہ وہ مالک نصاب نہ ہو زکوۃ دینا جائز اور درست ہے مگر اس کو بالکل مالک بنا دیا جاوے جہاں چاہے خرچ کرے۔

গোরাবা ফান্ডের টাকা কর্জ বাবদ দেওয়া

প্রশ্ন : বিশেষ প্রয়োজনে গোরাবা ফান্ডের টাকা কর্জ দেওয়া-নেওয়া জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ব্যতীত গোরাবা ফান্ডের টাকা কর্জ দেওয়া নাজায়েয। (১২/৪৩৭/৩৯৮৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۱۰۷- ۱۰۸ : الجواب-اراکین مدرسہ امین ہیں، مدرسہ کی تحویل امانت ہے، امین کو امانت سے قرض دینا جائز نہیں، ہاں اگر چندہ کی رقم ہو اور چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ہو تو گنجائش ہے۔

নাবালেগকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন ধনী লোক যাকাত দিতে এলেন। তিনি ছাত্রদের ডেকে প্রতি ছাত্রকে ৫০০ টাকা করে দিলেন এবং বাকি টাকা মুহতামিম সাহেবকে দিলেন অনুপস্থিত ছাত্রদের জন্য। উল্লেখ্য, ছাত্ররা সবাই নাবালেগ ছিল। প্রশ্ন হলো, নাবালেগকে যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতের টাকা যাকে দেওয়া হবে সে বালেগ হওয়া শর্ত নয়, বরং স্বেচ্ছায় খরচ করার বুঝ হয়েছে—এমন হলেই তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, নাবালেগ ছেলের পিতা ধনী হলে ছেলেকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। (১৮/৭৩৬/৭৮৬৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٩ : (و) لا إلى (طفله) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا قهستاني، فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أولا على الأصح لما عنده أنه يعد غنيا بغناه نهر -

📖 فيه أيضا (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٥٦ : (قوله: إلى صبيان أقاربه) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير -

কালেক্টর প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : আমি শুনেছি, ইসলামী রাষ্ট্রে 'আমেলে যাকাত' তথা যাকাত উত্তোলনকারীকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যায়। আর বর্তমানে হুজুরদের যাকাত দিলে যতক্ষণ যাকাতের উপযুক্তদের দেওয়া না হয় দাতার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হয় না—কথাটি

Scanned by CamScanner

সঠিক কি না? যদি হুজুরের হাত থেকে উপযুক্তদের দেওয়ার আগে হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না? আর হুজুরের জরিমানা দিতে হবে কি না? এবং যাকাত আনতে যাওয়ার খরচ কোত্থেকে বহন করবে?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত কথাটি সঠিক নয়। কেননা নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তারা যাকাতদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের পক্ষ থেকে উকিল সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তাদেরকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং যাকাত গ্রহীতাকে পৌঁছে দেওয়ার আগে পরিপূর্ণ হেফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণের পরও হারিয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে না। যাকাত কালেকশনের যাতায়াত খরচাদি মাদ্রাসার জেনারেল ফান্ড থেকে নেবে, যাকাতের টাকা থেকে খরচ করা যাবে না। কারণ তারা পরিপূর্ণ আমেলে যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১৭/৩০১/৭০১৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٠ : ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٠ : فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميراثا عنه، بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء بحر عن المحيط.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٦٩ : رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل وكذا لو كان في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط إنزال الأوقاف وكذلك البياع والسمسار والطحان إلا في موضع يكون الطحان مأذونا بالخلط عرفا انتهى وبه يعلم حكم من يجمع للفقراء، ومحله ما إذا لم يوكلوه فإن كان وكيلا من جانب الفقراء أيضا فلا ضمان عليه.

যাকাতের টাকা দিয়ে সুদমুক্ত দাতব্য সংস্থা গঠন করা

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই যাকাতের টাকা দিয়ে 'ফেনী বারাহীপুর দরিদ্র পারিবারিক সুদমুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প' নামক একটি প্রকল্প খুলেছি। এই প্রকল্পতে আমরা ৩৫ জন সদস্য রেখেছি, যারা সম্পূর্ণরূপে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। আমরা এই প্রকল্পে যেই টাকা যাকাত হিসেবে দিয়েছি সে টাকা থেকে কিছু অফিশিয়াল জিনিস কিনেছি এবং প্রকল্পের

Scanned by CamScanner

আয়ের জন্য একটি গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ প্রকল্পে আমরা যাকাতের যে টাকা দিয়েছি এই প্রকল্পের ৩৫ সদস্যকেই সে টাকার মালিক করেছি, অথবা একজনকে মালিক করে এই প্রকল্প চালানো যায় কি না?

প্রকল্প থেকে আমরা সদস্যদেরকে উন্নয়নের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ধরুন, একজন সদস্যকে ১০ হাজার টাকা দিলাম সে কিস্তিতে ১০ হাজার টাকা প্রকল্পকে পরিশোধ করল এবং ১০ হাজার টাকা থেকে এক টাকাও বেশি নেব না। অর্থাৎ সদস্যদের উন্নয়নের জন্য যে ঋণ দেব কিস্তি অনুযায়ী সেটা আমরা আদায় করে নেব। কেউ যদি ঋণ পরিশোধ না করে তবে তাকে আর এ টাকা থেকে ঋণ দেওয়া হবে না। এ প্রকল্পে আমাদের দুই ভাইকে উপদেষ্টা হিসেবে রাখতে চাই। আমরা উপদেষ্টা হিসেবে থাকতে পারি কি না? আর আমরা প্রকল্পে উপদেষ্টা হিসেবে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটা যেন ঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এ অবস্থায় আমাদের যাকাত আদায় হবে কি না? এই ৩৫ জনের বেশি আর সদস্য নেওয়া যাবে কি না? সঠিক বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুদমুক্ত ইসলামী সমাজ গঠনে সহযোগিতা এবং গরিব-দুঃখী মানুষের উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

উত্তর : সুদমুক্ত সমাজ গঠন একটি ভালো উদ্দেশ্য। তবে যাকাতের অর্থে প্রকল্প পরিচালনা করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে গরিবদের মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া, যাতে তারা স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে। তাই সদস্য সংখ্যা ৩৫ বা কমবেশি যাই হোক, যে পরিমাণ টাকা তাদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে শুধু তাই যাকাত হিসেবে আদায় হবে। আর প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোনো পণ্য ক্রয় করা বা ঋণ প্রদানের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। ওই পরিমাণ যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। (১৬/৫২৯/৬৬৬৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٥٨ : وهذا معنى قول الكنز تمليك المال: أي المعهود إخراجه شرعا (مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه)-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۹/ ۳۶۴ : زکوۃ کے لئے تملیک ضروری ہے اگر اداروں کے منتظمین کو زکوۃ دی جائے اور وہ مصارف زکوۃ پر تملیکا صرف کردیں تو زکوۃ ادا ہو جائیگی، اگر تعمیر وغیرہ دوسرے مصارف پر صرف کریں تو جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকায় দরিদ্র কল্যাণ ফান্ড

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন মিলিত হয়ে আমাদের যাকাত-ফিতরার টাকা একত্রিত করে একটি দরিদ্র কল্যাণ ফান্ড খুলেছি। যেখান থেকে যাকাত খাওয়ার উপযোগী মানুষদের ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তা কিস্তিতে পরিশোধ করে অন্য মানুষকে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে যাকাতের টাকায় দরিদ্র কল্যাণের কাজ করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং তাতে কাজ করা কর্মীদের বেতন যাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যাকাত, ফিতরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা নিঃস্বার্থ শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত যাকাত খাওয়ার উপযোগী তথা গরিব-মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত ইত্যাদি আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত।

উপরোক্ত ফান্ডের টাকা দিয়ে দরিদ্র কল্যাণ ফান্ড করে তা থেকে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবসার জন্য ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ হিসেবে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয় এবং এ পদ্ধতিতে যাকাত, ফিতরা ও ওয়াজিব সদকা আদায় হবে না। তবে অসহায় ও গরিব-মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা খুবই সাওয়াবের কাজ। এর জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি পরিহার করে শুধুমাত্র সাধারণ দান ও নফল সদকার টাকা দিয়ে তহবিল গঠন করে ফেরত দেওয়ার শর্তে ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া জায়েয হবে এবং এ ফান্ড থেকে কর্মচারীদের বেতন দেওয়াও বৈধ হবে। (৮/৯২৭/২৪৩৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٠١ : (قوله هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى) لقوله تعالى {وآتوا الزكاة} والإيتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري

Scanned by CamScanner

الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٧١٤ : وأخرج بالتمليك الإباحة فلا تكفي فيها فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه.

সৎ দাদির কাফ্‌ফারার টাকা সৎ নাতি নিতে পারবে

প্রশ্ন : যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি তার মৃত সৎ দাদির কাফ্‌ফারার টাকা নিজে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি তার সৎ দাদির কাফ্‌ফারার টাকা নিতে পারবে এবং সে তা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। বরং যাকাত, কাফ্‌ফারা ও অন্যান্য ওয়াজিব সদকা দরিদ্র আত্মীয়দের দেওয়া অধিক সাওয়াবের কাজ। এ ক্ষেত্রে যাকাত বা কাফ্‌ফারার কথা উল্লেখ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং হাদিয়ার নামেও দেওয়া যায়। (১৮/২৫/৭৪৪৯)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٤/ ١١١ : سمع عكرمة يقول: «تعطي زكاة مالك ذوي قرابتك، فإن لم يكونوا فمواليك، فإن لم يكونوا فجيرانك» -

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ /٣٤٦ : ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ص ٧٢١ : قوله: "وأصل المزكي وفرعه" لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الأصول والفروع والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم ومن سوى ما ذكر يجوز الدفع إليهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات

Scanned by CamScanner

والأخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الأقارب ثم الجيران بحر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧١ : ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية-

সোনার গহনার মালিককে যাকাতের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : যার ঘরে কিছু সোনার গহনা আছে তাকে ব্যবসা করার জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : ৫২.৫ তোলা রুপার সমপরিমাণ মালের মালিক না হলে দেওয়া যাবে। (৪/৪/৫৭৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٣٣٩ : (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

ভাই তার বোন থেকে যাকাতের টাকা নিতে পারবে

প্রশ্ন : ভাই তার বোন থেকে যাকাতের টাকা নিতে পারবে কি না?

উত্তর : ভাই যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয় তাহলে তার বোন থেকে যাকাতের টাকা নিতে পারবে। (১১/২১৩/৩৫৩৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٢٠٩ : يجوز الدفع إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۹۵ : غریب بھائی کو زکوۃ دینا درست ہے، بلکہ وہ غیروں سے مقدم ہے۔

গরিব যাকাতের জিনিস নিসাবের মালিক হওয়ার পরও ব্যবহার করতে পারবে

প্রশ্ন : জনৈক গরিব ব্যক্তি যাকাতের টাকা নিয়ে কিতাব ক্রয় করে, পরবর্তীতে নিজেও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তাহলে ওই কিতাবগুলো কী করবে? নিজে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত কিতাবগুলো নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যাওয়ার পরও নিজে ব্যবহার করতে পারবে। (১১/২১৩/৩৫৩৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ۲ / ۲۰۵ : ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۳٤۲ : (قوله: كفقير استغنى) أي وفضل معه شيء مما أخذه حالة الفقر؛ لأن المعتبر في كونه مصرفا هو وقت الدفع.

ভাইবোনের সন্তানদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : এক বোন অন্য বোনের ছেলেকে ও এক ভাই অন্য ভাইয়ের ছেলেকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : বোন বা ভাইয়ের ছেলে যাকাত খাওয়ার উপযোগী হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয বরং অন্যান্যদের তুলনায় তাদের যাকাত দেওয়া উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (১১/৩৬০/৩৫১০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲/ ۳٤۲ : وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة. وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من

Scanned by CamScanner

الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة ... ...ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۱۵ : زکوة کے پیسے بھائی کو اور بھائی کی اولاد کو دینا درست ہے، جبکہ وہ مستحق ہوں، فقط۔

ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহে নিয়োজিতদের যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যে সমস্ত লোক বা দল ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য কাজ করে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে কি না? এবং তাদের যাকাত দিলে যাকাত আদায় কি না? এবং তারা মুজাহিদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত লোক ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য কাজ করে তারা যদি প্রকৃতপক্ষে গরিব ও যাকাত খাওয়ার উপযোগী হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়। (১১/৬৭৭/৩৬৯২)

📖 سورة التوبة الآية ٦٠ : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۳۹ : (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۳۹ : (قوله: هو فقير) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۶/ ۲۳۳ : زکوة میں فقراء کا مالک بنانا ضروری ہے بدون اس کے زکوة ادا نہیں ہوتی.

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকায় কালেক্টরের যাতায়াত ও খানা খরচ

প্রশ্ন : মাদ্রাসার কালেকশনে যাকাতের রসিদ কাটা হয় এবং এই টাকা তামলীক ছাড়া সরাসরি কালেকশনের যাতায়াত ভাড়া ও খানা খরচ হিসেবে ব্যয় করা হয়ে থাকে এটা কি বৈধ হবে?

উত্তর : মাদ্রাসার জন্য কালেকশনকৃত যাকাতের টাকা থেকে কালেক্টরের যাতায়াত ইত্যাদিতে খরচ করা জায়েয হবে না। এতে দাতাদের যাকাত আদায় না হওয়ার আশঙ্কা আছে তাই যাতায়াত ইত্যাদির জন্য অন্য টাকা খরচ করা জরুরি। (১১/৭৪৩)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٤٣ : والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵/ ۱۶۴ : زکوۃ کی رقم سفیر خرچ نہیں کر سکتا، اس کو چاہئے کہ گھر سے منگوالے یا کسی سے قرض لے لے۔

যাকাতের টাকায় শাশুড়ি ও শালা-শালির ভরণপোষণ

প্রশ্ন : আমার শাশুড়ি ও শালা-শালি গরিব হওয়ার দরুন আমাদের সাথেই থাকে। যাকাতের টাকা দিয়ে তাদের খাওয়াতে পারব কি না?

উত্তর : গরিব-মিসকিনকে যাকাতের টাকা বা সামগ্রীর মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায়ের পূর্বশর্ত। অতএব খাওয়ানোর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। (১০/৮৬৯/৩৩৩৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٢٥٧ : فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۲/ ۲۵۷ : (قوله: إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه، بخلاف ما إذا أطعمه معه -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۶۰ : زکوۃ کی ادائیگی میں اہم شرط تملیک کی ہے کہ کسی غریب یا یتیم کو اس کا مالک کر دیا جائے، چونکہ صورت مسئولہ میں غریب کو کھانا کھلانے میں تملیک نہیں اس سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ کھانا کسی غریب کو بطور تملیک دیا جائے تو وہ درست ہے۔

অন্যের থেকে যাকাত নিয়ে বোনের শ্বশুরালয়ে ঘরের আসবাব পাঠানো

প্রশ্ন : জনৈক লোক নিসাবের মালিক নন, তবে যাকাত গ্রহণ করার মতো গরিবও নন। তিনি কিছুদিন পূর্বে ছোট বোনকে বিয়ে দেন। ইদানীং বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা লেপ-তোশক, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে, যা দেওয়ার সামর্থ্য সেই ভাইয়ের নেই। তাই তিনি এক লোক থেকে কিছু যাকাতের টাকা নিয়ে বোনের বাড়িতে এ জিনিসগুলো পাঠান। উল্লেখ্য, এ কাজগুলো যাকাতের টাকায় করা হয়েছে তা কেউ জানে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত ভাইয়ের জন্য এ রকম করা জায়েয হয়েছে কি না? এবং যাকাতের টাকা না জানিয়ে দিলে আদায় হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত জরুরত ছাড়া যাকাত চাওয়া (নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য) নাজায়েয। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য যাকাতের টাকা চেয়ে নেওয়া জায়েয হয়নি। এর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করা জরুরি। অবশ্য গরিব মহিলার হস্তগত হওয়ায় দাতার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। যেরূপ ওই মহিলার জন্য যাকাতের টাকায় ক্রয়কৃত জিনিস নেওয়া জায়েয আছে। (৯/৩৩০/২৫৫৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۲ / ۳۵٤ : ولا) يحل أن (يسأل) من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٠ : أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

📖 فيه أيضا ١ / ١٧١ : ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق.

যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণী ব্যক্তি ও তার পড়ুয়া সন্তানদের সাহায্য করা

প্রশ্ন : আমার পরিচিত একজন আলেম অতি অল্প বেতনে চাকরি করেন। কোনো মতে সংসার চালান। তাঁর তিনটি ছেলে লেখাপড়া করছে। তিনি কয়েক দিন আগে অনেক কষ্ট করে একটি ঘর করেন। যার দরুন তিনি ঋণী হয়ে যান। বর্তমানে তাঁর এই কষ্ট দেখে আমি মনস্থ করলাম যে আমাদের জিম্মায় কিছু যাকাত, ফিদিয়া ও কাফ্ফারার টাকা আছে, তা থেকে ওই আলেমের ছেলের পড়ার খরচ বাবদ/তার ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু টাকা দেব। কিন্তু জনৈক আলেম বলছেন, এগুলো গরিবের হক, কোনো আলেমকে দিলে আদায় হবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সামাধান জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে যাকাত, কাফ্ফারা ও ফিদিয়া যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া যাকাত ইত্যাদি আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। উপযুক্ত ব্যক্তি আলেম হোক বা মূর্খ হোক, যাকাতের উপযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে ফকির-মিসকিনদের পাশাপাশি ঋণগ্রস্ত লোকের কথাও রয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নীতিগতভাবে ঋণগ্রস্ত হওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করার মতো কোনো সম্পদ ও ব্যবস্থা তার কাছে নেই। অথবা থাকলেও ঋণ আদায়ের পর সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে না। এমতাবস্থায় যাকাত, কাফ্ফারা ও ফিদিয়ার টাকা হতে তাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য দান করা জায়েয হবে।

সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী শরীয়তের বিধান মতে ওই আলেমের ঋণ পরিশোধ করার জন্য ফিদিয়া ও কাফ্ফারার অর্থ দান করা জায়েয হবে এবং তার পড়ুয়া সন্তানদের সাহায্য করাও জায়েয হবে। (৭/১৮৯/১৫৮৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو

Scanned by CamScanner

من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف (قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : (ومنها الغارم)، وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات.

শ্রমিক ও কর্মচারীদের যাকাতের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : নিজ কারখানার শ্রমিকদের যাকাত দেওয়া যাবে কি না? এমনিভাবে নিজ দোকানের কর্মচারী বা নিজ বাড়ির কাজের লোকদের যাকাত দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে গরিব-মিসকিন তথা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় দোকান, কারখানা বা বাড়ির কর্মচারী যদি গরিব ও যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে তাদের নিঃস্বার্থ যাকাত দেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। তবে তাদের যাকাত দেওয়ার কারণে তাদের প্রাপ্য নিয়মিত পারিশ্রমিকের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ যাকাত দ্বারা কারো হক আদায় করা যায় না। বেতন যেহেতু চাকরিজীবীর প্রাপ্য হক, তাই যাকাত দ্বারা বেতনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে না। (৬/৪৩৫/১২৬৪)

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٨٤ : هي تمليك جزء من المال معين شرع من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٤٣ : وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع: منها أن يكون فقيرا ... ... لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} جعل الله تعالى الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٢٣٥ : اپنی خادمہ پکانے والی کو زکوۃ وفطرہ اس وجہ سے دینا کہ وہ محتاج وغریب ہے اور تنخواہ میں نہ دی جاوے تو یہ درست ہے البتہ تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے۔

যাকাত ফান্ড থেকে বাবুর্চির বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : গরিব ছাত্রদের খানা পাক করে এমন বাবুর্চিকে গোরাবা ফান্ডের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : যেহেতু গরিব ছাত্রদের খানা পাক করার মধ্যেই সাধারণত বাবুর্চিকে সীমিত রাখা হয় না। তাই যাকাত ফান্ড থেকে বাবুর্চিকে বেতন দেওয়া জায়েয হবে না। তবে কোথাও যদি কেবল গরিব ছাত্রদের খানা পাক করার জন্য পৃথক বাবুর্চি রাখা হয় তখন যাকাত ফান্ড থেকে বেতন দেওয়া যেতে পারে। (৬/৪৩৮/১২২৪)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ٣٠٢ : الجواب—جو باورچی صرف طلبہ کے لئے کھانا تیار کرتا ہو اس کی تنخواہ مد زکوۃ وعشر سے دی جاسکتی ہے.

দাতাকে যাকাতের টাকা হাদিয়া হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, যার আনুমানিক পরিমাণ ২৫০০ টাকা। সে তার ভাইকে সব টাকা সদকা করে দিয়েছে। অতঃপর একজন লোক তার ভাইকে এ বলে উদ্বুদ্ধ করল যে তোমার বোনের এখন টাকার অনেক প্রয়োজন, তাই

Scanned by CamScanner

তুমি তোমার বোনকে টাকাগুলো হাদিয়া দিয়ে দাও। সে তার বোনকে উক্ত টাকা হাদিয়া দিয়ে দিল। প্রশ্ন হলো, ওই মহিলার জন্য উক্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী বোন যদি নিঃশর্তে ভাইকে সদকা ও যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়, তাতে বোনের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর পরবর্তীতে ভাই যদি কারো কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় উক্ত টাকা বোনকে হাদিয়া দেয় তাহলে তাও জায়েয হবে। (৫/১/৮০৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٥ : و قدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم -

মাদ্রাসার কালেক্টররা والعاملين عليه এর অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : কোরআনে কারীমে আছে,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية

উক্ত আয়াতে وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যাকাত উত্তোলনকারীর কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে রমাজান মাসে উলামায়ে কেরাম যে যাকাত-ফিতরা উসূল করতে আসেন তাঁরা ওই যাকাত-ফিতরা হতে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নিতে পারবেন কি না? এবং ওই সমস্ত উলামায়ে কেরাম উপরোক্ত আয়াতের وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا এর মধ্যে গণ্য হবেন কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : তাফসীর গ্রন্থের ভাষ্য ও বিজ্ঞ আলেমদের ফাতওয়া অনুযায়ী প্রচলিত যাকাত-সদকা উসূলকারীগণ সদকার খাতসমূহের কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয়। (৫/১৭/৭৯৩)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٤ / ٣٩٩ : آجکل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے مہتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوۃ وغیرہ مدارس اور انجمن کے لئے وصول کرتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے ... ... اسی طرح بہت سے لوگ ناواقفیت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے حکم میں

Scanned by CamScanner

داخل سمجھکر زکوۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں یہ نہ دینے والوں کے لئے جائز

ہے نہ لینے والوں کے لئے۔

কমিশনের শর্তে কালেকশন করার হুকুম

প্রশ্ন : রমাজান মাস উপলক্ষে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চাঁদা উঠানোর কাজ করিয়ে থাকে, যা তাঁদের দায়িত্বের অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় তাঁদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাইলে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী? শতকরা কমিশনের ভিত্তিতে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা শরীয়তসম্মত কি না? বেতনভুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অর্থ চাঁদা উঠানোর কাজ করালে কখনো তাঁর বেতনের পরিমাণ থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ কম হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তাঁর বেতন কিভাবে দেবে?

উত্তর : বর্তমানে যেহেতু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উস্তাদগণকে চাঁদা আদায়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে থাকে। তা যদি উস্তাদদের দায়িত্ববহির্ভূত কাজ হয় এবং উক্ত কাজের পারিশ্রমিক নির্ধারিত না থাকে তবে তাঁদের উক্ত কাজের 'আজরে মিসিল' (সাধারণত এতটুকু কাজে যা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়) দিয়ে দেবে। যদি নির্ধারিত থাকে সেটাই পাবে। আর যদি উস্তাদকে বলে দেয় যে আপনি যদি ১০-২০ হাজার টাকা আদায় করতে পারেন তবে আপনাকে প্রতি শতকে ২০ টাকা দেওয়া হবে, তবে যাকাতের টাকা থেকে উক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ হবে না। আদায়কৃত অর্থ থেকে কমিশন প্রদানের যে প্রচলন রয়েছে তা শরীয়তে অবৈধ। বেতনভুক্ত কর্মচারীর নির্ধারিত বেতন হতে তার আদায়কৃত টাকার পরিমাণ কম হলেও সে নির্ধারিত বেতন পেয়ে যাবে। (১৮/৬১২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٧ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن قفيز الطحان.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١ / ٥٢٣ : الجواب- اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤگے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملے گا شرعا درست نہیں۔اس میں اجرت مجہول ہے، نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیزیں شرعا مفسد اجارہ ہیں۔

Scanned by CamScanner

খোরাকি বাবদ টাকা নিয়ে যাকাত ফান্ড থেকে খানা সরবরাহ করা

প্রশ্ন : নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক জনৈক ছাত্র মাদ্রাসায় প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দিয়ে নিজ খোরাকিতে খায়। কোনো এক মাসে সে ১০ দিন বাড়িতে ছিল। মাদ্রাসার কোনো প্রকার খাবার খায়নি। বাড়ি থেকে আসার পর যখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাসিক টাকার কথা বলে তখন ওই ছাত্র প্রতিউত্তরে বলে যে, আমার গত মাসের ১০ দিনের পয়সা বাকি রয়েছে, কেননা আমি ওই ১০ দিন বাড়িতে ছিলাম। তখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলে তোমার মাসিক এক হাজার টাকা আমরা চাঁদা ফান্ডে নিয়ে তোমাকে ফ্রি খাওয়াচ্ছি। এখন প্রশ্ন হলো, ওই ছাত্রের অনুমতি ছাড়া খোরাকি বাবদ টাকাগুলো চাঁদা ফান্ডে নেওয়া জায়েয হবে কি না? বিশেষ করে যে ১০ দিন সে বাড়িতে ছিল সে ১০ দিনের পয়সা তার অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারবে কি না? আর ওই ধনী ছাত্রকে যাকাতের পয়সা খাওয়ানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা কোনো বিনিময় ব্যতীত যাকাত খাবার উপযুক্ত গরিব-মিসকিনকে মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত ওই সামর্থ্যবান ধনী ছাত্রটি যাকাতের উপযুক্ত নয়। তাই তার নামে যাকাত ফান্ড থেকে টাকা নিয়ে ব্যয় করা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয হবে না। মাসিক এক হাজার টাকা খোরাকি যদি এরূপ চুক্তিতে নেওয়া হয় যে মাসে দু-এক ওয়াক্ত খেলেও টাকা পরিশোধ করতে হবে, তখন কিছুদিন না খেলেও পূর্ণ মাসের টাকা দিতে হবে। অন্যথায় প্রতি বেলার জন্য নির্ধারিত টাকাই পরিশোধ করতে হবে। (৫/৪০১/৯৭২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٤٧ : (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٤ : (قوله: وغني يملك نصابا) أي لا يجوز الدفع له لحديث معاذ المشهور «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أطلقه فشمل النصاب النامي السالم من الدين الفاضل عن الحوائج الأصلية الموجب لكل واجب مالي -

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٨٤٩) : كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» -

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকায় স্কুলের তহবিল গঠন করা

প্রশ্ন : পটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সাহায্যের উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লেখাপড়া ও তদ্বসংক্রান্ত খরচ যথা : বিদ্যালয়ের বেতন, বই, খাতা-কলম, পরীক্ষার ফি, পোশাক, ছাতা (শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত তহবিলের জন্য যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে যাকাত একটি অন্যতম ইবাদত। শরীয়ত সমর্থিত যেকোনো গরিব লোককে তার মালিক বানিয়ে দিলেই যাকাত আদায় হয়ে যায়। তবে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান বা দ্বীনি কাজে নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যাকাত প্রদান করা উচিত।

বর্তমান স্কুল-কলেজে যেহেতু ইসলামী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই এ ধরনের শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাকাত তহবিল গঠন করা মোটেই উচিত হবে না। (৪/৩৫৮/৭২৬)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٥٦ : وحاصله ... ... ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة ...

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : (قوله: هو فقير) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٧٠ : أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

Scanned by CamScanner

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীকে যাকাতের টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : স্কুল-কলেজের ছেলেকে অথবা উচ্চশিক্ষার্থীকে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া যায় কি না?

উত্তর : স্কুল-কলেজের ছেলেকে যাকাতের হকদার হলে যাকাত দেওয়া যাবে। (৪/২/৫৭৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٥ : وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة والمنع عنه، ... ... وإن كتب الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمنع لأنها من الحوائج الأصلية كآلات المحترفين.

যাকাতের টাকায় হাসপাতালের সরঞ্জাম

প্রশ্ন : যাকাতের টাকায় লায়ন চক্ষু হাসপাতালের খরচ বহন বা কোনো সরঞ্জাম দেওয়া যায় কি না?

উত্তর : যাকাতের হকদার হলো গরিব-মিসকিন। তাই যাকাতের টাকায় তাদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। গরিবদের মালিক বানানো ব্যতীত যাকাতের টাকা দিয়ে হাসপাতালের কোনো খরচ বহন করা যাবে না। (৪/৩/৫৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٨٨ : ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٣٢٨ : (ولا تدفع) الزكاة (لبناء مسجد) ؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا يتملك فيه، وإن أريد الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير.

Scanned by CamScanner

ধনীর ছেলের মাদ্রাসায় যাকাত খাওয়া

প্রশ্ন : একজন লোক যাকাত দেয়, অথচ তার মাদ্রাসায়পড়ুয়া ছেলে যাকাত খায়। এমতাবস্থায় ছেলের জন্য যাকাত খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : বাবা যদি সচ্ছল হয় ও ছেলে ধর্মীয় শিক্ষায় লিপ্ত থাকে তাহলে তার বাপের ওপর তার প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করা ওয়াজিব বিধায় উক্ত ছেলের জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয হবে না। বিশেষত ধনী লোকের নাবালেগ ছেলে যাকাত খাওয়ার উপযোগী হবে না। (১/৮৫/৬১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٨٣ : إذا كان الأب يوسع عليهم في النفقة لا يجوز الدفع إليهم، وإن كانوا كبارا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٦٣ : وقال الإمام الحلواني: إذا كان الابن من أبناء الكرام، ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة، ولهم رشد، وإلا لا تجب.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٤ : (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٤ : (قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب

Scanned by CamScanner

اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. اهـ ملخصا، وأقره في البحر.

وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره، وبالله التوفيق -

ধনী সন্তানের গরিব মা-বাবাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : চার ভাই সাত বোনের একটি পরিবার। তন্মধ্যে দুই ভাই তাদের সম্পত্তি নিয়ে ভিন্ন। বর্তমানে দুই ভাই ও সাত বোন মা-বাবাসহ একত্রে রয়েছে। বোনদের মধ্যে পাঁচজন বিবাহিতা, বাকি দুজন অবিবাহিত, তাদের অংশে জমি আছে শুধু তিন বিঘা। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। থাকার দুটি ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অন্যদিকে দুটি গরু মারা গেছে এ বছরে জমিতে কোনো ফসলাদিও হয়নি। ভাঙ্গা বাড়িতে কোনো রকম জীবন কাটছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে যাকাত দেওয়া ও তাদের জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ হতে বোঝা যায় যে উক্ত পরিবারের নিকট যাকাত ফরয হওয়ার মতো কোনো সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় তাদের যাকাত গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যাকাত প্রদান করা দুটিই জায়েয। (১/১১৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٣٩ : مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

Scanned by CamScanner

নিসাবের মালিক বানিয়ে দেওয়া এবং হাদিয়া দিয়ে পরে যাকাতের নিয়্যাত করা

প্রশ্ন : একটি মেয়ে তার বাবা গরিব হওয়ায় বিয়ের সময় তার চাচা তাকে ১৫ ভরি সোনা দেয়। তার স্বামীও অত্যন্ত গরিব। এখন তার চাচা যদি তাদের যাকাতের টাকা দিয়ে জমি ইত্যাদি ক্রয় করে দিয়ে একবারে স্বাবলম্বী করে দেয় (যাতে পরে কখনো যাকাত না নিতে হয়) অথবা তার চাচার দেওয়া ১৫ ভরি সোনা যাকাত হিসেবে নিয়্যাত করে তবে তা যাকাত হিসেবে আদায় হবে কি না? মেয়েটির কাছে তার চাচার ১৫ ভরি সোনা থাকাবস্থায় তাকে যাকাত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও ঋণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা তার মূল্য পরিমাণ মালের মালিক নয় তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। তবে কাউকে এই পরিমাণ যাকাত একসাথে দেওয়া মাকরূহ, যার দ্বারা তার ওপরও যাকাত ফরয হয়ে যায়। বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত লোকদের যাকাতের টাকা দেওয়া বা তাদের চলার মতো টাকা দ্বারা জমি ক্রয় করে তাদের জমির মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েয। আর উক্ত মহিলাকে ১৫ ভরি গয়না দেওয়ার সময় তার চাচা যদি যাকাতের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যাকাতের নিয়্যাত ব্যতীত হাদিয়া বা হেবা হিসেবে উক্ত গয়না দিয়ে থাকলে পরবর্তীতে যাকাতের নিয়্যাত করলেও যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। আর মেয়েটি ১৫ ভরি সোনার মালিক থাকাবস্থায় যাকাত নেওয়ার উপযোগী হবে না। তাই উক্ত মহিলাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। (১৫/৮৬৯/৬৩০৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٥٣ : (وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره.

📖 فيه ايضا ٢ / ٢٦٨ : (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٨ : بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه بحر. وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٢ / ٣٣٦ : جو رقوم بلانیت زکوۃ خیرات کی گئی وہ زکوۃ میں محسوب نہیں اور زکوۃ ادا نہیں ہوئی.

Scanned by CamScanner

باب صدقة الفطر
পরিচ্ছেদ : সাদকাতুল ফিতর

যাদের ওপর কুরবানী ও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব এবং যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হয়

প্রশ্ন : কাদের ওপর সদকায়ে ফিতর, কুরবানী ও যাকাত ওয়াজিব। বর্তমান হিসেবে কী কী জিনিস ও কত টাকা থাকলে এগুলো ওয়াজিব হবে? বিস্তারিত জানতে চাই। উল্লেখ্য, কী পরিমাণ জমির ওপর এগুলো ওয়াজিব হবে?

উত্তর : যাকাত ফরয হয় পাঁচ ধরনের বস্তুর ওপর। যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসায়িক পণ্য, নগদ টাকা এবং গবাদি পশু তথা গরু, ছাগল, মহিষ ও উট যদি 'সা-য়েমা' হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ এবং ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ উপরোক্ত মালের মালিক থাকাবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলে বছরান্তে যাকাত আদায় করা জরুরি। নিসাবের বিবরণ হলো : শুধু স্বর্ণ থাকলে সাড়ে সাত তোলা শুধু রৌপ্য থাকলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা আর উভয়টি থাকলে অথবা ব্যবসার পণ্য বা নগদ টাকা থাকলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ মূল্য থাকা জরুরি।

তবে কুরবানী বা সদকায়ে ফিত্রের ব্যাপারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের উর্ধ্বে ঋণ বাদ দিয়ে যেকোনো মালিকানাধীন মালের মূল্য রুপার নিসাবের সমতুল্য হলে এবং তা ঈদের দিনে বিদ্যমান থাকলে কুরবানী এবং সদকায়ে ফিত্র ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, খোরপোশের প্রয়োজনাতিরিক্ত জমির মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হবে। (১২/৪০৫)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٦٣- ٢٦٥ : ثم اعلم أن مال الزكاة نوعان السوائم ومال التجارة لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال ناميا والسماء من حيث العين يكون بالاسامة ومن حيث المعنى بالتجارة،

ثم مال التجارة نوعان الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة وما سواهما من السلع غير أن الأثمان خلقت في الأصل للتجارة فلا تحتاج إلى تعيين العباد للتجارة بالنية فتجب الزكاة فيها وإن لم ينو

Scanned by CamScanner

التجارة أو أمسك للنفقة فأما السلع فكما هي صالحة للتجارة بها فهي صالحة للانتفاع بأعيانها بل هو المقصود الأصلي منها فلا بد من النية حتى تصير للتجارة -

إذا ثبت هذا فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول لا يخلوا إما أن يكون الإنسان له فضة مفردة أو ذهب مفرد أو من الصنفين جميعا، فإن كانت له فضة مفردة إن كان نصابا وهو مائتا درهم وزنا وزن سبعة يجب عليه خمسة دراهم ربع عشرها اجتمع شرائط الوجوب وإن كان ما دون ذلك لا يجب ... ...

أما إذا كانت أثمانا رائجة أو معدة للتجارة فإن تعتبر قيمتها إن بلغت نصابا من أدنى ما تجب الزكاة فيه من الدراهم الرديئة فإنه تجب فيها الزكاة -

📖 فيه أيضا ١ / ٢٦٦ : فأما إذا اجتمع الصنفان فإنه ينظر إن لم يكن كل واحد منهما نصابا أو كان أحدهما نصابا دون الآخر فإنه تجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٧٩ : (وشرط افتراضها عقل وبلوغ وإسلام وحرية) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) ... ...(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة ... ... (و) فارغ (عن حاجته الأصلية).

📖 فيه أيضا ١ / ١٤٣ : (صدقة الفطر) يجب (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرا مجنونا،حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩١ : وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٣١٤- ٣١٥ : (فتجب) التضحية: أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقادا ... ... (على حر مسلم

Scanned by CamScanner

مقيم) بمصر أو قرية أو بادية عيني، فلا تجب على حاج مسافر؛ فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجوا، وقيل لا تلزم المحرم سراج (موسر) يسار الفطرة -

যৌথ সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সদকায়ে ফিতর দিতে হবে না

প্রশ্ন : একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন, চার ভাই এবং তাদের একমাত্র মা। বড় ভাই অক্ষম, অর্থ উপার্জন করতে পারে না। বাকি তিন ভাই অর্থ উপার্জন করে। পরিবারের স্থাবর সম্পত্তির মালিক শুধু মা। এমতাবস্থায় মা ও ছেলেদের যৌথ উপার্জনের সম্পদ সদকায়ে ফিতরের নিসাব পরিমাণ হয়। কিন্তু উক্ত সম্পদ তিন ছেলে এবং মা যদি বণ্টন করে নেয় তাহলে কারো ওপরই সদকা ওয়াজিব হয় না। এমতাবস্থায় যৌথ সম্পত্তির কারণে তাদের সকলের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে কি না?
যদি তাদের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় তাহলে মা অথবা তিন ভাইয়ের ফিতরার টাকা অক্ষম ভাইয়ের ওপর খরচ করতে পারবে কি না?

উত্তর : হাজতে আসলিয়া তথা মৌলিক নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে প্রত্যেকে নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক হওয়া সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত। যৌথ সম্পদ বা যৌথ উপার্জন ধর্তব্য নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কারো ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।
সদকায়ে ফিতরের টাকা গরিব ভাইকে দেওয়া জায়েয। কিন্তু পিতা-মাতা ও ছেলেকে দেওয়ার অনুমতি নেই। উল্লেখ্য, যে ভাইকে ভাইয়েরা সদকার টাকা দেবে তা পুনরায় টাকাদাতা ভাইদের যৌথ খরচে শামিল করা যাবে না। (৯/১৬৯/২৫৩৮)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ٤٠٩ (١٠٤٩٤) : عن طاوس، قال: «إذا كان الخليطان يعملان في أموالهما، فلا تجمع أموالهما في الصدقة» -

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ١٨٥ : (قال) والشريك المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقة؛ لأن وجوبها باعتبار حقيقة الملك وغنى المالك به ولا ملك للشريك في نصيب شريكه مفاوضا كان أو غيره -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٨١ : الخليطان في المواشي كغير الخليطين فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا سواء كانت شركتهما عنانا أو مفاوضة أو شركة ملك بالإرث أو غيره من أسباب الملك وسواء كانت في مرعى واحد أو في مراع مختلفة فإن كان نصيب أحدهما يبلغ نصابا ونصيب الآخر لا يبلغ نصابا وجبت الزكاة على الذي يبلغ نصيبه نصابا دون الآخر، وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فإنها تجب على من تجب عليه إذا بلغ نصيبه نصابا -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٤٩ : وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع، وفي دفع المرأة إلى زوجها اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم. وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى؛ لأن فيه أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة.

📖 فيه أيضا ٢/ ٥٠ : ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٢٤٣ : لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده، وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده، وإن سفل؛ لأن المنفعة لم تنقطع عن الملك من كل وجه كما قدمه في تعريف الزكاة؛ لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة، وفي عبده وجد الإخراج منفعة لا رقبة كذا في المستصفى، وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور.

Scanned by CamScanner

সের ও কেজির হিসাবে সা'র পরিমাণ

প্রশ্ন : বাংলা সের হিসাব অনুযায়ী সা'/আধা সা'-এর পরিমাণ কতটুকু? আর কেজির হিসাবে আধা সা' ও পূর্ণ সা'র পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : বাংলা সের হিসেবে ১ সা'-এর পরিমাণ ৩ সের ৬ ছটাক এবং আধা সা'-এর পরিমাণ ১.৫ সের ৩ ছটাক। আর কেজি হিসাবে ১ সা'-র পরিমাণ ৩ কেজি ১৮৯ গ্রাম ২৮০ মিঃ গ্রাম। আর আধা সা'-র পরিমাণ ১ কেজি ৫৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিঃ গ্রাম। (১৮/৩৮০/৭৬৩৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٦٥ : اعلم أن الصاع أربعة أمداد والمد رطلان والرطل نصف من والمن بالدراهم مائتان وستون درهما وبالإستار أربعون والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف بالمثاقيل قيل أربعة ونصف كذا في شرح درر البحار فالمد والمن سواء كل منهما ربع صاع مائة وثلاثون درهما، وفي الزيلعي والفتح: اختلف في الصاع فقال الطرفان ثمانية أرطال بالعراقي وقال الثاني خمسة أرطال وثلث، قيل لا خلاف؛ لأن الثاني قدره برطل المدينة؛ لأنه ثلاثون إستارا والعراقي عشرون .

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٥٤ : قوله نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع تمر أو شعير، وهو ثمانية أرطال) بدل من الضمير في تجب أي تجب صدقة الفطر، وهي نصف صاع إلى آخره لحديث الصحيحين «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.

📖 كتاب النوازل ٧ / ٢٤٣

Scanned by CamScanner

ফিতরার খাত, ফিতরার টাকা দিয়ে কারো বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মক্তবটি দীর্ঘদিন যাবৎ মুষ্টিচাল বিক্রীত টাকার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে গ্রামের মক্তব বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মুষ্টি চাল বিক্রীত টাকার দ্বারা সমাধান হচ্ছে না। তাই গ্রামবাসী ফিতরার টাকা একত্রিত করে সে টাকা থেকে মক্তবের হুজুরকে বেতন দেয়। কেউ নাজায়েয বললে উক্ত শিক্ষক এবং অন্য এক আলিয়ার হুজুর উত্তরে এ কথা বলেন যে ফিতরা তো সকলের ওপর ওয়াজিব নয়, আমরা নফল ফিতরা দিয়ে বেতন দিচ্ছি, তাই নাজায়েয হওয়ার কারণ নেই।
প্রশ্ন হলো, সদকায়ে ফিতরের খাত কী কী এবং উক্ত মক্তবের হুজুরকে বেতন দেওয়া যাবে কিনা? আর এ রকম হুজুরের পেছনে নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর : সদকায়ে ফিতর ও যাকাত দ্বারা কারো হক আদায় করা যায় না। বেতন যেহেতু চাকরিজীবীর প্রাপ্য তাই ফিতরা দ্বারা বেতন আদায়ের দায়িত্ব থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করা বৈধ হয় না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মক্তবের শিক্ষক যাকাত-ফিতরা খাওয়ার উপযোগী হলে ফিতরার টাকা দেওয়া যাবে, কিন্তু এ টাকা বেতন হিসেবে ধরা যাবে না। পক্ষান্তরে যাকাত খেতে পারে—এমন না হলে ফিতরার টাকা দেওয়া-নেওয়া কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। ফকির-মিসকিন যাদের ওপর ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ সম্বলও থাকে না তারাই ফিতরা খাওয়ার উপযোগী।
সাধারণত ফিতরা যাদের ওপর ওয়াজিব হয় তারাই ফিতরা দিয়ে থাকে বিধায় ফিতরার টাকা গরিব-মিসকিনকে নিঃস্বার্থে দেওয়া জরুরি। অন্য বাহানা করে তা দ্বারা বেতন আদায় করা বৈধ নয়।
শরীয়তের মাসআলা জানার পর যে মানে না সে ইমামতের মতো পবিত্র দায়িত্ব পালন করার যোগ্য বলে গণ্য হয় না। (৮/১৩৫/২০২৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٦٨ : (وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف) وفي كل حال (إلا في) جواز (الدفع إلى الذمي).

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٥٥ : هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى -.

Scanned by CamScanner

📖 كفايت المفتى (امداديه) ۴ / ۲۹۴ : جواب—صدقه فطر صاحب نصاب كو دينا جائز نہیں اور امامت کی اجرت میں تو کسی طرح نہیں دیا جاسکتا۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۸۱ : الجواب۔ فقیر ملازم کو زکوۃ اور صدقہ دونوں دینا درست ہے، اور ملازم کے لئے لینا بھی جائز ہے، تاہم تنخواہ میں زکوۃ دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی۔

নফল ফিতরা পিতা-মাতা বা সন্তানকে দেওয়া

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে যার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় না সে যদি সদকায়ে ফিতর আদায় করে তখন ধনী বা নিজ পিতা-মাতা এবং ছেলেকে দিতে পারবে কি না? উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়—এমন ব্যক্তি ধনী অথবা পিতা-মাতা, ছেলেকে সদকায়ে ফিতরের নামে টাকা দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হাদিয়া বা নফল দান হিসেবে গণ্য হবে, ফিতরা হিসেবে নয়। সুতরাং তাদের জন্য নেওয়া বৈধ হবে। (৯/১৬৯/২৫৩৮)

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۳۲۲ : الجواب— غنی مالک نصاب کو اگر صدقہ نافلہ دیا جائے تو وہ صدقہ نہیں رہتا ہبہ یا ہدیہ ہو جاتا ہے یعنی دینے والے کو صدقہ کا ثواب ملے گا اور غنی اگر کھالیگا تو صدقہ کھانے والا نہیں ہوگا بلکہ ہدیہ کھانے والا قرار دیا جائیگا۔

ভিটাবাড়ির মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ফিতরা ও কুরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির শুধু ভিটাবাড়ির মূল্যই হবে কয়েক নিসাব পরিমাণ, ওই ব্যক্তির ওপর ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি প্রয়োজনের অতিরিক্তসংখ্যক ভিটাবাড়ি থাকে যার মূল্য নিসাব পরিমাণ হবে তার ওপর ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব, অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। (২/২৩৯/৩৪৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٢٩٣ : ولو كان له دار فيها بيتان شتوي وصيفي وفرش شتوي وصيفي لم يكن بها غنيا، فإن كان له فيها ثلاثة بيوت وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ / ۸۷ : دوسرا مکان کرایہ پر دے یا نہ دے قربانی وصدقۂ فطر کے سلسلہ میں تکمیل نصاب میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الصدقات

পরিচ্ছেদ : সদকার বিবরণ

ওয়াজিব ও নফল সদকার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা কী?

উত্তর : ওয়াজিব সদকা একমাত্র গরিবদেরই প্রাপ্য। ধনীদের দিলে আদায় হবে না, আর নফল সদকা সবাই খেতে পারবে। (১৩/৭৮/৫১৭৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٤٧ : (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٣/ ٩٤ : الجواب — جو شخص مالك نصاب نہ ہو اس كو خيرات زكوة وغيره دينا درست ہے اور صدقہ نافلہ مالك نصاب كے لئے بھی جائز ہے۔

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٤/ ٣٢٢ : الجواب — غنی مالك نصاب كو اگر صدقہ نافلہ ديا جائے تو وہ صدقہ نہيں رہتا ہبہ يا ہديہ ہو جاتا ہے يعنی دينے والے كو صدقہ كا ثواب ملے گا اور غنی اگر كھاليگا تو صدقہ كھانے والا نہ ہوگا بلكہ ہديہ كھانے والا قرار ديا جائيگا۔

এক মসজিদে দান করার নিয়্যাত করে অন্য মসজিদে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের বার্ষিক মাহফিলের চাঁদা কালেকশনের সময় আমার পক্ষ হতে ২০০০ টাকা দান করতে চাই এবং আমার মায়ের পক্ষ হতে মার নিকট জিজ্ঞেস করা ব্যতীতই ২০০০ টাকা দান করার নিয়্যাত করি। কিন্তু পরে যখন মাকে দানের কথা বলি, মা তখন বলে তোমার ২০০০ টাকা তোমাদের মসজিদে দেবে। আর আমার নামে যে টাকা দিতে চেয়েছ ওই টাকা আমার বাপের বাড়িতে যে নতুন মসজিদ হচ্ছে সেখানে দেবে। আমি মায়ের কথামতো আমার টাকা আমাদের মসজিদে দিয়েছি এবং মায়ের টাকা তার বাপের বাড়ির মসজিদে দিয়েছি। আমার এ দান শুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর : কোনো এক জায়গায় দান করার নিয়্যাত করলে তা সেখানে দেওয়া জরুরি নয়, সেখানে না দিয়ে অন্য জায়গায়ও দেওয়া যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো বাধা

Scanned by CamScanner

নেই। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে মায়ের কথার ভিত্তিতে আপনার টাকা আপনাদের মসজিদে ও মায়ের পক্ষের টাকা তার বাপের বাড়ির মসজিদে দেওয়া সঠিক হয়েছে। (১৫/৬১৭/৬১৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٤٠٨ : وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال: يضعها حتى يجيء آخر، وإن أكلها أطعم مثلها، قال إبراهيم النخعي مثله، وقال عامر الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها، وإن شاء لم يقضها، لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، وقال مجاهد: من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى، وإن شاء لم يمض.

📖 قواعد الفقه (أشرفی بکڈپو) صـ ١٣٥ : النية إنما تعمل فى الملفوظ.

দানের ক্ষেত্র নিয়্যাতের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না

প্রশ্ন : আমি ঢাকার একটি মাদ্রাসায় কিছু টাকা দান করার ইচ্ছা করেছি। পরক্ষণে জানতে পারলাম একটি গ্রামে সহীহ কোরআন শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গ্রামের লোকজন গরিব হওয়ায় অর্থের মুখাপেক্ষী ঢাকার তুলনায় অনেক বেশি। তাই আমি আমার দানটুকু গ্রামে পাঠিয়ে দিতে চাই। তাতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : কোনো একটি বিশেষ মাদ্রাসায় দান করার নিয়্যাত করলে তা সেখানে দেওয়া জরুরি নয়। বরং যে এলাকার লোকজন তুলনামূলক গরিব সে এলাকায় দান করা অতি উত্তম। তাই গ্রামের গরিব মাদ্রাসায় আপনার দানটুকু পাঠিয়ে দেওয়া অতি উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (১৮/৮১৩/৭৮৭৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٥٣ : (و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أو أحوج).

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣١٦ : أو قال: مالي صدقة على فقراء مكة، فتصدق على فقراء بلخ جاز.

Scanned by CamScanner

দান-সদকার বেলায় কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে

প্রশ্ন : দান-সদকার ক্ষেত্রে প্রাধান্য কার হবে? যেমন মাদ্রাসায়পড়ুয়া একজন সৎ, চরিত্রবান ছেলে পড়াশোনার খরচ চালাতে হিমশিম খায়, তাকে দান করলে সাওয়াব বেশি হবে নাকি কোনো মাদ্রাসা বোর্ডিংয়ে দান করলে সাওয়াব বেশি হবে?

উত্তর : দান-সদকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদার, অভাবগ্রস্ত, নিকটাত্মীয় ও নিকটবর্তী ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে। প্রশ্নোল্লিখিত গরিব ছাত্রটি যদি লিল্লাহ বোর্ডিং অপেক্ষায় আপনার দান-সদকার প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত অভাবী মাদ্রাসার ছাত্রকে দান করাই উত্তম ও অধিক পুণ্যের কাজ হবে। (১১/২৪/৩৪২৫)

📖 حاشية الشلبي على التبيين (المطبعة الكبرى) ١/ ٣٠٢ : والتصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى مديون ليقضي دينه أحب إلي من الفقير والدفع إلى الواحد أفضل إذا لم يكن المدفوع نصابا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٢٠٩ : يجوز الدفع إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣ / ٩٥ : غریب بھائی کو زکوۃ دینا درست ہے، بلکہ وہ غیروں سے مقدم ہے.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٢٣٧ : جس جگہ زیادہ ضرورت ہو اور جہاں دینی ومذہبی تعلیم و تبلیغ کی خدمت انجام دی جارہی ہو وہاں زکوۃ صرف کی جائے ایسے ہی اہل قرابت جو زکوۃ کے مستحق ہوں ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے.

দান-খয়রাতের সর্বোত্তম খাত

প্রশ্ন : আমার কখন পরকালের ডাক এসে যায় তা জানা নেই। কাজেই আমি চাচ্ছি যে আমার স্বামী আমাকে মাঝে মাঝে বিশেষ করে ঈদে জামাকাপড় ক্রয় করার জন্য যে টাকা দেয়, উদাহরণস্বরূপ ১৫০০ টাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি ৫০০ টাকা বা কমবেশি দিয়ে জামা ক্রয় করে বাকি টাকা দিয়ে সদকা জারিয়া হিসেবে কোনো খাতে ব্যয় করতে

Scanned by CamScanner

পারব কি না? যদি পারি তাহলে কোন খাতে ব্যয় করা সবচেয়ে সাওয়াবের কাজ হবে? নিজস্ব কোনো অসহায় মহিলার উপকার করা যেমন, বিবাহ ইত্যাদি না কোনো মাদ্রাসার ছেলের পেছনে মাসে মাসে ব্যয় করা, যাতে সে আলেম/হাফেজ হতে পারে? আর যাকাতের টাকা ব্যয়ের খাত কী? কোন খাতে ব্যয় করলে বেশি সাওয়াব হবে?

উত্তর : আপনার স্বামী যদি ওই টাকাগুলো সম্পূর্ণ আপনার মালিকানায় দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি ওই টাকার মালিক বলে বিবেচিত হবেন। এমতাবস্থায় ওই টাকাগুলো আপনার জন্য স্বাধীনভাবে ব্যয় বা সদকা করা বৈধ হলেও স্বামীকে জানিয়ে করাই শ্রেয়। তবে সদকা ও যাকাত ইত্যাদি নিজের গরিব আত্মীয়কে দেওয়া বা কোনো মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষা লাভ করার জন্য দেওয়া উত্তম। (১০/২৪/২৯৭৮)

📖 حاشية الشلبي على التبيين (المطبعة الكبرى) ١/ ٣٠٢ : والتصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى مديون ليقضي دينه أحب إلي من الفقير والدفع إلى الواحد أفضل إذا لم يكن المدفوع نصابا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩٠ : والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٢٣٧ : جس جگہ زیادہ ضرورت ہو اور جہاں دینی و مذہبی تعلیم و تبلیغ کی خدمت انجام دی جارہی ہو وہاں زکوۃ صرف کی جائے ایسے ہی اہل قرابت جو زکوۃ کے مستحق ہوں ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔

হারাম টাকায় ক্রয় করা জমির উপার্জন : মুক্ত হওয়ার উপায়

প্রশ্ন : আমি কিছু টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করেছি, যা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হারাম টাকা। আর এই হারাম টাকা দিয়ে আমি জমি ক্রয় করেছি এবং এই ক্রয়কৃত জমিতে অনেক বছর যাবৎ চাষাবাদ করছি। জমি থেকে অনেক টাকা উপার্জন করেছি। নিজের ভুল বুঝতে পেরে এখন আমি মনে করছি হারাম টাকা যার কাছ থেকে নিয়েছি তাকে টাকাগুলো ফেরত দেব অথবা টাকার মালিককে খুঁজে না পেলে তার নামে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে সদকা করে দেব।

প্রশ্ন হলো, জমি থেকে আমি যে উপার্জন করেছি ওই টাকা থেকে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে টাকা সদকা করা যাবে কি না? অথবা প্রকৃত টাকার মালিককে টাকা ফেরত দেওয়া যাবে কি না? অনুরূপভাবে প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত জমিটির ব্যবহার আমার জন্য বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অসৎ ও হারাম পন্থায় উপার্জনকারী উপার্জিত টাকার মালিক নয়। তবে উক্ত টাকা দ্বারা জমি ক্রয় করলে এ শর্তের সাথে সে মালিক হবে যে অবৈধ ও হারাম উপায়ে উপার্জিত টাকা তার প্রকৃত মালিককে অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার ওয়ারিশীনদেরকে দিয়ে দেবে। তাও সম্ভব না হলে তার পক্ষ থেকে ফকির-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। যদি এই পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহলে সে উক্ত জমির মালিক হয়ে তার উপার্জিত টাকা যেকোনো কাজে ব্যয় করতে পারবে। (১১/৮২৬/৩৭১৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٥٠١ : "وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها، كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله آنية".

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٩٩ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١۴ / ۴١۵ : جس قدر مال بطریق حرام کمایا اس کی واپسی لازم ہے اگر وہ شخص موجود نہ ہو جس سے مال حرام (مثلا رشوت یا غصب) لیا ہو مر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دیا جائے،... لیکن اس مال کے ذریعہ دوسرا حلال مال کمایا گیا تو اس کو حرام نہ کہا جائیگا.

নফল ওমরাহ করার চেয়ে অভাবীকে সাহায্য করা উত্তম

প্রশ্ন : আমার একজন উস্তাদ বড়ই আর্থিক পেরেশানিতে আছেন। টাকার অভাবে মেয়েদের বিবাহ দিতে পারছেন না। অসুস্থতার কারণে মসজিদের ইমামতি এবং মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজও বাদ দিতে হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার জন্য ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ করে নফল ওমরাহ করা ঠিক হবে নাকি তাকে সাহায্য করা উচিত হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নফল ওমরাহ ও গরিবদের আর্থিক সাহায্য করা উভয়টার মধ্যে কোনটা উত্তম শরীয়তের দৃষ্টিতে তা স্থান-কাল ও পাত্রভেদে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নফল ওমরাহ উত্তম হলেও কোনো কোনো সময় অভাবীদের আর্থিক সাহায্য করা উত্তম বলে বিবেচিত হয়। তবে প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে নফল ওমরাহ করার চেয়ে উক্ত গরিব ও অসহায় ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য করা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (১০/৩২৭/৩১৪৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٢١ : قال الرحمتي: والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل كما ورد «حجة أفضل من عشر غزوات» وورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل وإذا كان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعمر وبناء ربط.

📖 منحة الخالق على البحر (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣١٠ : (قوله: فقالوا حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام في مناسكه وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع بعد ذلك أفضل من حج التطوع عند محمد والحج أفضل عند أبي يوسف وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول بقول محمد فلما حج ورأى ما فيه من أنواع المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف اهـ.

قلت : قد يقال إن صدقة التطوع في زماننا أفضل لما يلزم الحاج غالبا من ارتكاب المحظورات ومشاهدته لفواحش المنكرات وشح عامة الناس بالصدقات وتركهم الفقراء والأيتام في حسرات ولا سيما في أيام الغلاء وضيق الأوقات وبتعدي النفع تتضاعف الحسنات ثم رأيت في متفرقات اللباب الجزم بأن الصدقة أفضل منه وقال شارحه القاري أي على ما هو المختار كما في التجنيس

Scanned by CamScanner

ومنية المفتي وغيرهما ولعل تلك الصدقة محمولة على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أو في حال المجاعة وإلا فالحج مشتمل على النفقة بل وزاد إن الدرهم الذي ينفق في الحج بسبعمائة إلخ قلت قد يقال ما ورد محمول على الحج الفرض على أنه لا مانع من كون الصدقة للمحتاج أعظم أجرا من سبعمائة ـ

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۲۲۶ : فرض حج ادا کرنے کے بعد فقراء ومساکین پر مال کو خرچ کرنا نفلی حج سے افضل وبہتر ہے خاص کر جہاں پر فقراء کو ضرورت زیادہ ہو۔

মসজিদ-মাদ্রাসায় অমুসলিমের দান ব্যয় করা

প্রশ্ন : অমুসলিমের দান মাদ্রাসা ও মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : কোনো অমুসলিম বা বিধর্মী লোক যদি স্বীয় ধারণায় পুণ্যের কাজ জেনে মসজিদ-মাদ্রাসায় স্বেচ্ছায় টাকা-পয়সা দান করে এবং তা দ্বারা মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার বা ইসলাম ধর্মের হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (৮/৮৭২/২৩৭৭)

📖 منحة الخالق على البحر (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٩٠ : ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا لكونه وصية لقوم بأعيانها ـ

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١٠/ ٣٣٣ : فيصح وقف الكافر على المسجد؛ لأنه قربة في نظر الإسلام، ولا يصح وقفه على كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ لأنه ليس قربة في نظر الإسلام.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মুরব্বিদের স্থায়ী সাওয়াবের জন্য করণীয়

প্রশ্ন : কিভাবে মাতা-পিতা, মুরব্বিগণ ও নিজের জন্য স্থায়ী সাওয়াবের ব্যবস্থা করা যায়?

উত্তর : মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন ও নিজের জন্য স্থায়ী সাওয়াবের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় সদকায়ে জারিয়া বলা হয়। যথা–মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা, স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করা, সন্তানকে নেককার বানানো ইত্যাদি। (৬/৩৬/১০৬৯)

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١٣ / ٤٨٣ (٧٢٨٩) : عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته، وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته.

পথঘাটের ফকিরদের দান করা

প্রশ্ন : পথঘাটের ফকিরদের দান করা কতটুকু সাওয়াবের কাজ?

উত্তর : এখলাসের সহিত যেকোনো ফকিরকে দান করাই সাওয়াবের কাজ। সাওয়াবের কম-বৃদ্ধি এখলাসের ওপর নির্ভর করে। তবে সুস্থ-সবল সম্পদ সঞ্চয়কারী ফকিরদেরকে দান করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং দানের ব্যাপারে দ্বীনদার ফকিরদের অগ্রাধিকার দেওয়াই শ্রেয়। (৬/৫২/১০৬৮)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١ (٦٦١) : عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن، حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣ / ٣٩٢ : يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير والمروءات والحاجات.

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি বিশেষের নামে দান করা উত্তম নাকি ব্যাপকভিত্তিক দান

প্রশ্ন : কারো জন্য বিশেষভাবে দান করা উত্তম নাকি মাতা-পিতাসহ সকল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব–এমনকি মুমিন মুসলমানদের একসাথে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য দান করা উত্তম?

উত্তর : বিশেষভাবে কারো নামে দান করা যেতে পারে। তবে মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন, সমস্ত মুমিন মুসলমানের জন্য সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দান করা উত্তম। (৬/৭০/১০৬২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٥٧ : الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٣٤٥ : الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة.

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান করা

প্রশ্ন : স্বামীর সম্পদ স্ত্রীর কাছে আছে, তা থেকে দান করা বৈধ কি না?

উত্তর : স্বামীর সম্পদ হতে তার স্পষ্ট অনুমতি বা সম্মতিতে দান-খয়রাত করা স্ত্রীর জন্য উত্তম। এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে অনুমতি না থাকলেও সামাজিক অনুমতিই স্ত্রীর দান-খয়রাত করার জন্য যথেষ্ট। (৬/৬৩২/১৩৫৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٣٦٣ (١٤٢٥) : عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا».

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٨/ ٢٩١ : وكذلك المرأة أمينة لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها إما نصا وإما عادة في الأشياء التي لا تؤلم زوجها وتطيب بها نفسه، فلذلك قيد بقوله: غير مفسدة، وإفسادها إنما يكون بغير إذن الزوج أو بما يؤلم زوجها خارجا عن العادة -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٧٨ (٢٠٦٦) : عن همام، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره» -

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٨/ ٣٠٥ : والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة، واطراد العرف فيه، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضى به، فأن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح النفس يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٤٤٣ : وليس لها ان تعطى شيئا من بيته بغير إذنه.

স্বামীর সম্পদ থেকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুমতিতে স্ত্রী দান করতে পারবে

প্রশ্ন : আমি একজন গৃহিণী। আমার স্বামীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া সংসার থেকে ফকির-মিসকিনকে কিছু দান-খয়রাত করা যাবে কি না? পরোক্ষ অনুমতি থাকলে কতটুকু পরিমাণ দান করা যাবে? আর প্রত্যক্ষ অনুমতি না থাকলে গোনাহগার হব কি?

Scanned by CamScanner

অনেক অসহায় দেখলে মায়া লাগে, কিন্তু স্বামীর উপার্জিত সংসার বিধায় আখেরাতের ভয় হয়।

উত্তর : স্বামী যদি অনুমতি দেয় তাহলে যেভাবে অনুমতি দিয়ে থাকে ওই ভাবে দান-খয়রাত করবেন। তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সাওয়াব পাবেন।
আর যদি স্বামীর অনুমতিবিহীন দানে তিনি অসন্তুষ্ট না হন তখনও উভয়েই সাওয়াব পাবে। হ্যাঁ, যদি স্বামীর অসন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয় সে ক্ষেত্রে দান-খয়রাত করা জায়েয হবে না। (১/৩৩৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٣٦٣ (١٤٢٥) : عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا».

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٨ / ٣٠٥ : وقال النووي: إعلم أنه لا بد في العامل، وهو الخازن، وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن له إذن أصلا فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان. أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف: كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة، واطراد العرف فيه، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضى به، فأن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح النفس يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.

Scanned by CamScanner

كتاب الصوم
রোজা অধ্যায়

باب رؤية الهلال
পরিচ্ছেদ : চাঁদ দেখা

সৌদিতে চাঁদ দেখা গেলে এ দেশে রোজা ও ঈদ পালন করা অবৈধ

প্রশ্ন : বিশ্বজুড়ে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালনের স্বপক্ষে কোরআন-সুন্নাহের দলিল ও ফুকাহায়ে কেরামের রায় :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

১. আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বায়যাবীতে লেখেন, যে চাঁদ দেখবে বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাবে তাকেই রোজা রাখতে হবে।

২. 'রূহুল মাআনী'তে লেখেন, যে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পাবে এবং সে সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবে তাকেই রোজা রাখতে হবে।

এ আয়াতের স্বপক্ষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস অকাট্য দলিল :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

কোরআন ও হাদীসের ঘোষণা মোতাবেক সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোজা ঈদ ও অন্যান্য ইসলামী ইবাদত যেগুলো চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত তা উদ্‌যাপন হওয়াই শরীয়তসম্মত ফাতওয়া।

এ বিষয়ের ওপর যাঁরা ফাতওয়া দিয়েছেন তাঁরা হলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.)। (দূররে মুখতার ২/৯৬, শামী ২/৯৬, আলমগীরী ১/১৯৮, কাজীখান ১/১৯৮, ফাতহুল কাদীর ২/৩১৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ৩/৪৯, ফাতাওয়ায়ে আজিজি ৩/৪৯, বেহেশতী জেওর ১১/১০৩-১০৪, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া পৃ: ১৩ ইত্যাদি।

শুধুমাত্র শাফেয়ী (রহ.) চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য করেছেন এবং এক মাতলার (উদয়স্থল) বিস্তৃতি বলেছেন এক মাসের পথ বা ৪৮০ মাইল। এ মতের পক্ষে বিশিষ্ট তাবেয়ী কুরাইব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (রহ.) কুরাইব (রহ.)-এর হাদীসটি গ্রহণ করেননি।

এখন কথা হলো, যদি এই বাস্তবসম্মত ফাতওয়া গ্রহণ করা না হয় তাহলে লাইলাতুল কদর কোথায় যাচ্ছে ? কেননা হাদীসে কুদসীর বর্ণনা লাইলাতুল কদরের রাত্রে কা'বা

Scanned by CamScanner

শরীফের ওপর ফেরেশতা নিশানা স্থাপন করবেন এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বেন এবং জিব্রাইল (আ.) তাঁর সবুজ ডানা খুলবেন এবং ফজর উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকবেন।

এখন আমাদের দেশের একদল সৌদি আরবের অনুসরণ করে ঈদ ও রোজা পালন করে থাকে তাদের বক্তব্য হলো, বিশ্বের কোথাও যদি নির্ভরযোগ্য সংবাদের মাধ্যমে চাঁদ ওঠার প্রমাণ হয় তাহলে সকল মানুষের উপর ঈদ ও রোজা পালন করা ওয়াজিব। যার স্বপক্ষে উল্লিখিত প্রমাণাদি পেশ করে থাকে।

অতএব উল্লিখিত প্রমাণাদিকে সামনে রেখে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত দলিলের মাধ্যমে সহীহ সমাধানের জন্য মুফতী মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

উত্তর : উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না–এ ব্যাপারে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিষয়টির সারমর্ম হলো, পূর্ববর্তী ফকীহগণ আবু হানীফা (রহ.)-এর মতাদর্শের ভিত্তিতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে এক দেশের চাঁদ দেখার খবর যেকোনো দেশে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হলে সকলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে বলে যে ফাতওয়া দিয়েছিলেন প্রশ্নে উল্লিখিত কিতাবসমূহের এবারত উক্ত উক্তির বহিঃপ্রকাশ বিধায় এ মতের ওপরই এসব দলিল উল্লিখিত হবে।

উল্লেখ্য, হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর উক্ত মতানুসারে তদানীংকালে ভিন্ন দেশেও চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করা হলে আরবী মাসের দিনের সংখ্যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস অনুযায়ী ২৯-৩০ থেকে কম ও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, যার কারণে সে যুগে এ ফাতওয়া সঠিক ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে চাঁদ দেখার প্রমাণ মিডিয়ার মাধ্যমে বহু দূর-দূরান্ত দেশেও প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে উক্ত মতের ওপর আমল করতে গেলে আরবী মাসের দিনের সংখ্যা কমবেশি হয়ে যায়। তাই পরবর্তী যুগে বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণ যথা ফখরুদ্দীন যাইলায়ী, আনওয়ার শাহ কাশমীরী, শাব্বীর আহমদ ওসমানী, মুফতি শফী সাহেব (রহ.)সহ বহু উলামায়ে কেরাম ও ফকীহগণ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উসূল ও নীতিমালার অনুকরণে বর্তমান আধুনিক যুগে মিডিয়ার মাধ্যমে খবর পৌছার নির্ভরতাকে মেনে নেওয়া হলেও কোরআন-হাদীসের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে আমলের লক্ষ্যে প্রত্যেক দেশের জন্য আলাদা আলাদা চাঁদ দেখার ওপরই রোজা-ঈদ পালনের ফয়সালা দিয়ে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণকরত لكل بلد رؤيتهم এর ওপরই ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

অতএব বর্তমানে পরবর্তী ফকীহদের মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এর ওপরই আমল করা বাস্তবসম্মত বলে বিবেচিত। এ কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে সৌদির অনুসরণে রোজা-ঈদ পালন করা বৈধ নয়।

Scanned by CamScanner

স্বয়ং সৌদি আরবের আলেমরা কী বলেছেন বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য আমাদের এ তারিখে রোজা-ঈদ পালন করতে হবে? আর সৌদি আরব কি অন্য দেশের রোজা ও ঈদ অনুসরণে তাই করে? তাহলে কোন যুক্তিতে আমাদের দেশের মূর্খরা সৌদি আরবের অনুসরণ করে? (১৫/৪০২/৬০৪৫)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ / ٣٢١ : (ولا عبرة باختلاف المطالع) وقيل يعتبر ومعناه أنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب وإن كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قضاء يوم والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب- وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٨٣ : فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٦ / ١١٣ : فينبغى أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من واحد، وأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين، فلا تقبل الشهادة ولايعمل بها فيما دون أقل العدد ولا أزيد من أكثره-

Scanned by CamScanner

📖 معارف السنن (سعيد) ٥ / ٣٣٧ : قال الشيخ : وكنت قطعت القول بما قاله الزيلعي، ثم رأيت في "قواعد ابن رشد" نقل الإجماع على اعتبار الاختلاف في البلاد البعيدة أيضا، وحد البعد مفوض إلى رأى المبتلى به وليس له حد معين، وذكره الشافعية في تحديده شيئا۔

সৌদিতে ঈদ করে বাংলাদেশে এসে রমাজান পেলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি আল্লাহর রহমতে গত রমাজান মাসে অর্থাৎ পুরো রমাজান মাস মক্কা শরীফে কাটাই। সেখানে আমরা ২৯তম রোজা রেখে পরের দিন ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের মাধ্যমে ঈদ পালন করি। ঈদের পরদিন আমরা বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হই। বাংলাদেশে বিকেল ৪টা ৪৫ মি. পৌঁছে জানতে পারলাম যে বাংলাদেশে আজ ৩০তম রোজা এবং আগামীকাল ঈদ।

আমাদের প্লেনের যাত্রীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল রোজা রাখল, যাদের রোজা ২৮টি হয়েছে, আরেক দল রোজা রাখল না, যাদের রোজা ২৯টি পূর্ণ হয়েছে এবং তারা বলতে লাগল, আমরা বাংলাদেশে ঈদ করব না। কারণ আমরা মক্কা শরীফে ঈদ করে এসেছি। অতএব মুফতী সাহেবের নিকট আমার জিজ্ঞাসা হলো, এমতাবস্থায় যারা রোজা ২৯টি রেখে ঈদও করে এসেছে, তাদের রোজা ও ঈদের বিধান কী? এবং যারা ২৮টি রোজা পালন করে এসেছে তাদের রোজা ও ঈদের বিধান কী? আর দ্বিতীয়বার ঈদের নামাজের বিধান কী?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় যারা মক্কা শরীফ থেকে ২৮-২৯টি রোজা রেখে এসেছে তারা সকলেই সেই দিনের বাকি অংশ রোজাদারের ন্যায় খানাপিনামুক্ত থাকবে এবং পরের দিন সবার সাথে ঈদ করবে। তবে যাদের রোজা ২৮টি হয়েছে তারা পরবর্তীতে ২টি রোজা কাযা করে নেবে।

দ্বিতীয়বার নফলের নিয়্যাতে সবার সাথে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। (১৫/৭৩৪/৬২৩৮)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٥ : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٣٩ (١٩١٣) : سعيد بن عمرو، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.

Scanned by CamScanner

📖 معارف السنن (سعيد) ٥/ ٣٣٧ : وان رأى رجل الهلال فى القسطنطنية ثم جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو برؤية اهل بلدنا؟ لم أجد هذه الصورة فى كتبنا، والظاهر أنه يتبع أهل بلدنا.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۲ / ۴۱۲ : سوال- ایک آدمی پاکستان سے سعودی عرب گیااس کے دوروزے کم ہوگئے اب وہ سعودیہ کے چاند کے مطابق عید کرے گااور جو روزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گا یااپنے روزے پورے کر کے سعودی عرب کی عید کے دودن بعد پاکستان کے مطابق اپنی عید کریگا؟

جواب— عید سعودیہ کے مطابق کرے اور جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضاء کرے۔

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ١٨ : وإذا صلى العيد فى بلدة ثم انتهى من العيد إلى قوم يصلون صلاة العيد فى بلدة أخرى، فصلى معهم لم يكره -

সৌদিতে ঈদ করে দেশে এসে রমাজান পেলে রোজা ও ঈদ উভয়টি পালন করবে

প্রশ্ন : সাধারণত সৌদি আরবে রোজা বা কুরবানীর ঈদ বাংলাদেশ বা অন্যান্য রাষ্ট্রের আগে হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি সৌদি আরবে রোজা বা কুরবানীর ঈদ করে বাংলাদেশে আসে, তাহলে ওই ব্যক্তির করণীয় কী? অর্থাৎ রোজার দিবস পেলে রোজা রাখতে হবে কি না? এবং ঈদের নামায পড়তে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে সৌদি আরব হতে ঈদ করে অন্য রাষ্ট্রে আগন্তুক ব্যক্তি সে দেশের সাধারণ মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ ও রমাজান মাসের সম্মান মর্যাদার খাতিরে রোজা ও ঈদের নামায আদায় করবে। যদিও পূর্বে তার ফরয আদায় হয়ে গেছে। (১৪/৭২৬/৫৭৬০)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٤/ ١٥٥ (٧٣٠٤) : عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان: «إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا

Scanned by CamScanner

ثلاثين صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» وزاد ابن جريج في هذا الحديث: «وأضحاكم يوم تضحون».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٤ : لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۱۳۰ : احتراما للوقت وموافقة للمسلمین وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے اگرچہ اس کا فریضہ ادا و مکمل ہو چکا.

রোজা ও ঈদের চাঁদের সাক্ষীদের গুণাবলি

প্রশ্ন : রমাজান ও ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষীগণের গুণাবলি কী হতে হবে?

উত্তর : আকাশ অপরিষ্কার থাকলে রমাজানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য চাঁদ প্রত্যক্ষকারী একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বালেগ, নির্ভরযোগ্য মুসলমান হতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার একই হুকুম। ঈদের চাঁদ দেখার জন্যও অনুরূপ গুণসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য বলতে শরীয়তের অনুসরণকারী এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি অন্ততপক্ষে প্রকাশ্যে গোনাহ হতে বিরত থাকে। (১৩/২৮১/৫২৭৬)

📖 البناية (دار الفكر) ٤/ ٢٥ : (قال: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة، حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني) ش: يعني إذا أخبر عن أمر ديني وهو وجوب أداء الصوم على الناس، فيقبل خبره إذا لم يكذبه، لأنه إنما شق الغيم من موضع القمر فاتفقت رؤيته له دون غيره بخلاف ما إذا كانت السماء مصحية، لأن الظاهر يكذبه م: (فأشبه رواية الأخبار) ش: أي رواية الأحاديث وقول الواحد العدل في الديانات.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩١ : (قوله: والأضحى كالفطر) أي ذو الحجة كشوال فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين وفي الصحو لا بد من زيادة العدد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩٧ : إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٥ : (قوله: خبر عدل) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة. الشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة ويلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا.

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ١ / ٥٠٢ : الحنفية قالوا: يثبت شوال بشهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين كذلك إن كانت السماء، بها علة، كغيم ونحوه.

'জম্মে গফীর' বলতে কী বোঝায়

প্রশ্ন : আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় চাঁদ দেখার সাক্ষী হিসেবে 'জম্মে গফীর'র কথা বলা হয়েছে। 'জম্মে গফীর' বলতে কী বোঝায়? এ ব্যাপারে শরীয়তে গ্রহণযোগ্য ফয়সালা কী?

উত্তর : আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় রোজা ও ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী 'জম্মে গফীর' বা 'খবরে মুসতাফীয'-এর মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া শর্ত। 'জম্মে গফীর'র ব্যাখ্যায় ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া গেলেও গ্রহণযোগ্য মত হলো, এতসংখ্যক লোক চাঁদ দেখতে হবে, যাদের সাক্ষ্য দ্বারা শরয়ী কাজি বা তার স্থলাভিষিক্ত কাজি বা মুফতীর প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় যে এতসংখ্যক লোক একসাথে মিথ্যা বলার ওপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। (১৩/২৮৭/৫২৭৬)

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٥٩٨ : إذا كانت السماء صحوا: فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان، والفطر أو

Scanned by CamScanner

العيد، ومقدار الجمع: من يقع العلم الشرعي (أي غلبة الظن) بخبرهم، وتقديرهم مفوض إلى رأي الإمام في الأصح.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٨ : (و) قبل (بلا علة جمع عظيم يقع العلم) الشرعي وهو غلبة الظن (بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد) على المذهب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٨: قال في السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف خمسون رجلا كالقسامة وقيل أكثر أهل المحلة وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان.

وقال خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود أمر بالصوم اهوكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي.

আকাশ পরিষ্কার হলে চাঁদ প্রমাণে শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : রমাজানের রোজা ও ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে আকাশ পরিষ্কার থাকলে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : আকাশ পরিষ্কার থাকলে রমাজান ও ঈদের চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান হলো, এতসংখ্যক লোক চাঁদ দেখার সাক্ষী দেওয়া, যার দ্বারা হেলাল কমিটি বা শরয়ী কাজি বা দেশের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের নিকট তা দৃঢ় বিশ্বাস্য হয়ে যায়। এর বিশেষ কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। (১৩/২৯১)

📖 الهداية (دار احياء التراث) ١/ ١١٩ : قال: " وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم " لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا -

Scanned by CamScanner

📖 أحكام القرآن للجصاص (قديمی كتبخانه) ١ / ٢٨٠ : وإن لم تكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة الجماعة الكثيرة التي يوجب خبرها العلم.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٩ / ١٠٩ : وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جميعًا كثيرًا.

📖 جدید فقہی مسائل ۲ / ۲۸ : اگر مطلع صاف تو فقہاء کرام نے رمضان المبارک اور عید الفطر پر دو موقعوں پر خبر مستفیض کو ضرور قرار دیا ہے، خبر مستفیض کا مطلب یہ ہے کہ ' ایک اتنی بڑی جماعت چاند دیکھنے کی اطلاع دے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادۃً نا قابل تصور ہو۔

সরকারি হেলাল কমিটি থাকতে অন্যের চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়া

প্রশ্ন : মুসলিম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হেলাল কমিটি থাকাবস্থায় অন্য কারো জন্য চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মুসলিম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হেলাল কমিটি যদি অভিজ্ঞ মুফতী ও আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং উক্ত কমিটি শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী ঘোষণা দিয়ে থাকে তাহলে তাদের ঘোষণার ওপর সবার আমল করা জরুরি, অন্যথায় তাদের ঘোষণা অনুযায়ী আমল করা জরুরি হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুফতী ও আলেম যদি শরীয়তসম্মত পন্থায় চাঁদ দেখার ঘোষণা দেন তাহলে তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী আমল করা সবার জন্য জরুরি হবে। (১৩/২৯২/৫২৭৬)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٢/ ١٠١٠ (٢٣٤٠) : عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» ، قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟» ، قال: نعم، قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٨٩ : حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦٦ : ومن رأى هلال رمضان في الرستاق، وليس هناك وال وقاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا اه. وأشار بوجوب صومه إذا رأى هلال الفطر وحده إلى أن المنفرد برؤية هلال رمضان إذا صام وأكمل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام؛ لأن الوجوب علته الاحتياط، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ۴۲۲ : جہاں مسلم حاکم موجود نہ ہو یا وہ فیصلہ شرعی نہ کرتا ہو وہاں اگرچہ جمیع معاملات میں تو عالم ثقہ قاضی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، البتہ رؤیت ہلال وغیرہ بعض جزئیات میں اس کا فیصلہ حکم قاضی کے قائم مقام ہو جائے گا۔

সম্প্রচারিত চাঁদের খবরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পৃথকভাবে রোজা-ঈদ পালন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক মুফতী সাহেব প্রতিবছর ঈদের চাঁদের ব্যাপারে সন্দিহান থাকেন। তিনি রেডিও ও মোবাইলের খবর বিশ্বাস করেন না। ফলে তিনি চাঁদ রাতে গুটিকয় মুসল্লি নিয়ে তারাবীহ পড়েন এবং ঈদের এক দিন পর কোথায় গিয়ে ঈদ করেন, তা কেউ জানে না। তাঁকে এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে যোগাযোগ করতে বললে তিনি তাও করতে রাজি নন। এমতাবস্থায় তাঁর ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কী? উল্লেখ্য, তাঁর কারণে কওমী মাদ্রাসার আলেমদের মানুষ গালিগালাজ করছে এবং এলাকার মুসল্লিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

উত্তর : হেলাল কমিটির নিকট শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর রেডিও-টিভি তথা প্রচার মাধ্যমে তা শুধু প্রচার করা হয় মাত্র। যেহেতু আমাদের দেশে হেলাল কমিটি কোনো এলাকায় চাঁদ দেখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করার পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য খবরটি প্রচার মাধ্যমে দেওয়া হয়

Scanned by CamScanner

এবং কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তা প্রচার করে থাকে, তাই শরয়ী দৃষ্টিকোণে এ ধরনের প্রচারিত খবর দেশবাসীর জন্য মানা জরুরি। এর বিরোধিতাকরত কারো জন্য ঈদ না করে রোজা রাখা বৈধ হবে না। এমনকি কোনো মুফতী সাহেবের জন্যও এর বিরোধিতা করে এলাকায় ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা কোনোক্রমেই জায়েয নয়। (১২/৫৮৮/৩৯০৬)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۹۰ : (قوله: نعم إلخ) في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اهـ

📖 فيه أيضا ۲ / ۳۸٦ : يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل.

চাঁদ দেখার ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি ঘোষণা সাংঘর্ষিক হলে করণীয়

প্রশ্ন : আকাশ অপরিষ্কার অবস্থায় সরকারি ঘোষণা মতে চাঁদ প্রমাণিত না হওয়ায় বেসরকারিভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় রমাজানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়া অবস্থায় কেউ রোজা শুরু করলে ৩০ রমাজানে ঈদের চাঁদ দেখা না গেলে ওই ব্যক্তি কী করবে? এমতাবস্থায় রোজা রাখলে তার রোজা ৩১টি হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে তার রোজা ও ঈদের বিধান কী?

উত্তর : আকাশ অপরিষ্কার থাকাবস্থায় নির্ভরযোগ্য একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমাজানের চাঁদ দেখা শরয়ী কাজির নিকট প্রমাণিত হয়ে কাজির ঘোষণা অনুযায়ী রোজা রাখার পর ৩০ রমাজান আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায়ও যদি ঈদের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রোজা না রাখা ও ঈদ করা জায়েয হবে না, বরং পরের দিন রোজা রাখা জরুরি। পক্ষান্তরে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমাজানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পর ৩০ রমাজান আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় ঈদের চাঁদ দেখা না গেলে বিশুদ্ধ মতানুসারে পরের দিন রোজা রাখা যাবে না, বরং সবাই ঈদ করবে। (১৩/৩২৫/৫২৬৭)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۲۱ : قال ح: والحاصل: أنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقا إذا ثبت رمضان بشهادة عدلين في الغيم أو

Scanned by CamScanner

الصحو وإن لم يغم فقيل يفطرون مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل يفطرون إن غم رمضان أيضا وإلا لا.

(قوله: حيث يجوز) حيثية تقييد أي بأن قبله القاضي في الغيم أو في الصحو، وهو ممن يرى ذلك فتح أي بأن كان شافعيا أو يرى قول الطحاوي بقبول شهادته في الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على مكان مرتفع في المصر وقدمنا ترجيحه، وما هنا يرجحه أيضا فقد قال في الفتح في قول الهداية إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ هكذا الرواية على الإطلاق (قوله: وغم هلال الفطر) الجملة حالية قيد بها؛ لأنها محل الخلاف على ما ذكره المصنف (قوله: لا يحل) أي الفطر إذا لم ير الهلال قال في الدرر ويعزر ذلك الشاهد أي لظهور كذبه (قوله: لكن إلخ) استدراك على ما ذكره المصنف من أن خلاف محمد فيما إذا غم هلال الفطر بأن المصرح به في الذخيرة وكذا في المعراج عن المجتبى أن حل الفطر هنا محل وفاق وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال، فعندهما لا يحل الفطر وعند محمد يحل.

📖 فيه أيضا ١ / ٢٠٠ : (قوله وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) أي ولم ير الهلال وصحح هذا في الخلاصة والبزازية.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ۴۲۶ : جہاں مسلم حاکم موجود نہ ہو یا وہ فیصلہ شرعی نہ کرتا ہو وہاں اگرچہ جمیع معاملات میں تو عالم ثقہ قاضی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، البتہ رؤیت ہلال وغیرہ بعض جزئیات میں اس کا فیصلہ حکم قاضی کے قائم مقام ہو جائے گا۔

চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পরও হেলাল কমিটি ঘোষণা না দিলে করণীয়

প্রশ্ন : সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হেলাল কমিটি রোজার ঘোষণা না দিলে শরীয়তসম্মত পন্থায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে জনসাধারণ কিসের ওপর আমল করবে? সরকারি ঘোষণার ওপর না বেসরকারি ঘোষণার ওপর? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তসম্মত পন্থায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে রোজা রাখার জন্য ঘোষণা না দিলেও জনসাধারণের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুফতীয়ানে কেরামের শরীয়তসম্মত ঘোষণার ওপর নির্ভর করে রোজা রাখা জরুরি। (১৩/৩৪৭/৫২৭৬)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٤ (٦٨٤) : عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٩ : (قوله: ويثبت دخول الشهر ضمنا) ؛ لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين، فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصدا، ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا؛ لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم، حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء.

📖 فتاوى حقانيه (مكتبۂ سيد احمد) ٤/ ١٣٥ : ليكن جہاں کہیں قاضی شرعی نہ ہو یا وہ شرعی دلائل کی روشنی میں حکم صادر نہ کرتا ہو تو عیدین ورمضان وغیرہ عبادات کے قیام میں علاقے کا معتمد عالم دین قاضی شرعی کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔

অন্য দেশের ঘোষণার ওপর নয় নিজেরা চাঁদ দেখে রোজা-ঈদ পালন করবে

প্রশ্ন : আমেরিকার প্রবাসে বহুদিন যাবৎ একটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক লেগেই রয়েছে। তাহলো চাঁদের মাসআলা :

এ দেশ ইসলামী দেশ নয় বিধায় সাধারণ মুসলমানদের ফয়সালা করতে হয় রোজা ও ঈদের সময় ও তারিখের। তাই এখানে উলামাদের মধ্যে এর দিন-তারিখ ঠিক করা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ মতানৈক্য চলে আসছে।

এক পক্ষের দাবি হলো, আমরা এ দেশে বাস করি তাই এ দেশে স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে রোজা ও ঈদ পালন করব এবং তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ অনেক

Scanned by CamScanner

সময় অন্য দেশের ওপর নির্ভর করলে তা সন্দেহমুক্ত হয় না, সঠিক গ্রহণযোগ্য খবর পাওয়া যায় না। আর আমেরিকার মধ্য থেকে চাঁদের সঠিক খবর বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে হাসিল করা যায়। তাই এটা সন্দেহমুক্ত ও সহজ উপায় বিধায় স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে রোজা ও ঈদ করা উত্তম ও জরুরি।

অপর পক্ষের দাবি হলো, বিশ্বের যেকোনো স্থানে চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর রোজা ও ঈদ করা ফরয হয়ে যায়। তাই স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্য কোনো মুসলিম দেশ থেকে খবর সংগ্রহ করে ফয়সালা দিতে হবে। এতে বিশেষভাবে গোটা মুসলিম জাতির ঐক্য বজায় থাকবে। এ হলো তাদের একটি যুক্তি। তারা শুধু সৌদি আরবকে অনুসরণ করে প্রতিবছর সৌদির চাঁদের খবরের ওপর রোজা ও ঈদের ঈলানও ঘোষণা করে থাকে। কিন্তু সৌদির চাঁদের ঘোষণা অনেক সময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন গত ২০০৪ সালে হজের তারিখ দুবার বদলানো হয়েছে এবং এ রকম আরো অনেকবার হয়েছে।

বিশেষভাবে এ দেশের মুসলিম বিজ্ঞানীরা বলছেন, সৌদি চাঁদ দেখে ঘোষণা করে না, বরং তারা ক্যালেন্ডার মোতাবেক ঘোষণা দিয়ে দেয়। আর যদি তারা চাঁদ দেখে ঘোষণা দিত তাহলে আমরা আমেরিকাবাসীরা তাদের পশ্চিমে, আমাদের এখানে আরো আট ঘণ্টা পর সূর্যাস্ত হচ্ছে তাই নিশ্চয়ই আমাদের আকাশে চাঁদটা দেখা যাবে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ১১ ঘণ্টা পর দেখা যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ যত পশ্চিম দিকে আসছে চাঁদটা বড় হচ্ছে।

এখন আপনাদের কাছে একটি আরজ, আপনারা কি অন্য দেশের চাঁদ দেখে ঈদ ও রোজা করেন? শরীয়তসম্মত দলিলসহ জবাব দিয়ে বাধিত করবেন। কোন পক্ষ সঠিক? এবং যদি দুই পক্ষই সঠিক হয় তাহলে কোন দল সর্বোত্তম ও শঙ্কামুক্ত?

উত্তর : শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী মানুষ যে দেশে বাস করে সে দেশের স্বীকৃত চাঁদ হিসেবে রোজা রাখবে ও ঈদ করবে। প্রত্যেক দেশে যেহেতু সূর্য উদয় ও অস্ত একসময় হয় না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে তাই নির্ভরযোগ্য মতানুসারে যে দুই দেশের মাঝে চাঁদ দেখার দিন-তারিখ হিসেবে এক দিনের বেশি ব্যবধান হয়, সে ক্ষেত্রে এক দেশে রোজার চাঁদ দেখার দ্বারা অন্য দেশের ওপর রোজার হুকুম বর্তাবে না। যেহেতু সৌদি আরব ও আমেরিকার মাঝে চন্দ্র উদয় ও অস্ত যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক দিনের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তাই ওপরের নীতিমালা অনুসারে সৌদি আরবে রোজার চাঁদ দেখা গেলে আমেরিকায় রোজার হুকুম দেওয়া যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত দুটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষের কথাটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল উলামার ফাতওয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি এ মতের সমর্থন করে। (১২/৭৪৭/৪০৮৫)

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٦ / ١١٣ : فينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من واحد، وأن

Scanned by CamScanner

النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين، فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا أزيد من أكثره.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ۲ / ۳۷۸ : بعضهم قالوا: لا يلزم وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه "ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه".

পুরো বিশ্বে একই দিনে রোজা-ঈদ পালন

প্রশ্ন : বিশ্বজুড়ে একই দিনে রোজা-ঈদ সম্পর্কীয় অনুরোধের মধ্যে রয়েছে সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ সম্ভব। যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সময়ের পার্থক্য মাত্র ৯ ঘণ্টার। বর্তমান বিশ্বে চাঁদ ওঠার সংবাদ মুহূর্তেই বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে যায় এবং কিতাবের দলিল দিয়েও পেশ করেছেন যে সমগ্র বিশ্বের জন্য এক চাঁদ যথেষ্ট। এ ব্যাপারে আমরাও সংশয়ের মধ্যে আছি, কাজেই জনাব মুফতী সাহেবের নিকট সবিনয় অনুরোধ যে দলিলভিত্তিক উত্তর প্রদান করে আমাদের সংশয়কে দূর করতে হুজুরের মর্জি হয়।

উত্তর : বিশ্বের যে সমস্ত দেশের মাঝে পরস্পর সময়ের ব্যবধান ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দেশে সূর্য উদয় হওয়া অবস্থায় অন্য দেশে সূর্য অস্তমিত হয় এরূপ দেশে একই দিনে রোজা রাখা বা ঈদ করা সম্ভব নয়।

আর যে দেশের মাঝে সময়ের তফাৎ এ পরিমাণ নয় সেসব দেশে একই দিনে রোজা-ঈদ করা সম্ভব হলেও এক দেশে চাঁদ ওঠার বিষয়টা অন্য দেশের হেলাল কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব না হলেও দুষ্কর বটে। এ জন্য একই দিনে রোজা রাখা ও ঈদ করা যৌক্তিক হতে পারে না। (১১/৪৯৬/৩৫৯৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ۲ / ۸۳ : هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.

Scanned by CamScanner

রাত ১০টার পর চাঁদ দেখে পরের দিন ঈদ পালন করা

প্রশ্ন : যদি রমাজান মাসে ২৯ তারিখে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা না যায় বরং রাত ১০টার পরে চাঁদ দেখা যায় তাহলে পরের দিন ঈদ করা যাবে কি না? এবং জানতে চাই যে কতটুকু সময়ের মাঝে চাঁদ উঠলে পরের দিন ঈদ করা যাবে?

উত্তর : যেকোনো মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে ১.৫ ঘন্টা পর দেখা যায় না। সুতরাং রাত ১০ ঘটিকায় চাঁদ দেখার কথা অবাস্তব। তবে ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তার প্রকৃত খবর প্রকাশ হতে সময়ের প্রয়োজন বিধায় শরীয়ত সমর্থিত হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে যখনই ঘোষণা করা হোক না কেন তার ওপর আমল করা জনসাধারণের দায়িত্ব। সুতরাং ১০টার পর ঘোষণা করা হলেও পরদিন ঈদ করতে হবে। (১১/৭২৫/৩৬৮৫)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۳۹۰ : (شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى) أي جاز لهذا (القاضي) أن يحكم (بشهادتهما) لأن قضاء القاضي حجة.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ۲ / ۳٥٤ : ولو شهدوا على هلال الفطر أنهم رأوه البارحة وذلك بعد الزوال أفطر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۴۲۵ : الجواب—جو شخص حاکم کے فیصلۂ شرعی کے بعد بھی افطار نہ کریگا وہ گناہگار ہوگا کیونکہ یہ یوم شہادت شرعیہ سے یوم عید ثابت ہوا اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔

পরিষ্কার আকাশে চাঁদ না দেখার পরও দেখার খবর প্রচার করা

প্রশ্ন : রমাজানের ২৯ তারিখ আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় সারা দেশে চাঁদ দেখা যায়নি। পরে যদি রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদের খবর পাওয়া যায়, সে অনুপাতে ঈদ করা যাবে কি না?

দ্বিতীয়ত, জাতীয় চাঁদ কমিটির কথা শরীয়ত মতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য? তার কোনো শর্ত আছে কি না?

তৃতীয়ত, বিভিন্ন মুফতীয়ানে কেরাম ঈদ না করার যে ফাতওয়া দেন এর বিশুদ্ধতা কতটুকু?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সমন্বয়ে গঠিত হেলাল কমিটি যদি চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরীয়তের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইয়ের পর চাঁদ দেখার বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তাদের সিদ্ধান্তই পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার সাথে জনগণের জন্য প্রচার করে, তখন হেলাল কমিটির প্রচারিত খবরের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে ঈদ করা যাবে। এমতাবস্থায় রেডিও টিভির খবরের ভিত্তিতে ঈদ হচ্ছে বলা যাবে না। বরং হেলাল কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাস্তবে ঈদ হয়েছে বলা হবে। আকাশ পরিষ্কার বা আচ্ছন্ন উভয় অবস্থায়ই চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার নির্দিষ্ট নীতিমালার বর্ণনা ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবে স্পষ্টরূপে রয়েছে। হেলাল কমিটির দায়িত্ব হবে ওই নীতিমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া। ব্যতিক্রম করলে এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে। জনসাধারণের ওপর নয়।

আমাদের জানা মতে দেশে চাঁদ দেখার দায়িত্বে একটি কমিটি রয়েছে। তারা যাচাই-বাছাইয়ের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অবিকল ওই সিদ্ধান্তটিই রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। ওউ কমিটির অসত্যতা ও অসাবধানতা প্রমাণিত না হলে তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করাই হবে জনসাধারণের দায়িত্ব।

যেসব মুফতীয়ানে কেরাম ঈদ না করার ফাতওয়া দিয়ে থাকেন তাঁদের কোনো দলিল উল্লেখ না করায় জবাব দেওয়া গেল না। (৬/৮৫১/১৪৬৩)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٨١ : وأما هلال شوال فإن كانت السماء مصحية فلا يقبل فيه إلا شهادة جماعة يحصل العلم للقاضي بخبرهم كما في هلال رمضان، كذا ذكر محمد في نوادر الصنوم.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان بالسماء علة، أو لم يكن، كما روي عن أبي حنيفة في هلال رمضان أنه تقبل فيه شهادة الواحد العدل سواء كان في السماء علة، أو لم يكن، وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، حرين، عاقلين، بالغين، غير محدودين، في قذف.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٨٧ : (و) قبل (بلا علة جمع عظيم يقع العلم) الشرعي وهو غلبة الظن (بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد) على المذهب وعن الإمام أنه

Scanned by CamScanner

يكتفى بشاهدين واختاره في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٦ : والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٠٩ : خبر منادي السلطان مقبول عدلا كان أو فاسقا.

এলাকার সংজ্ঞা

প্রশ্ন : এক এলাকায় চাঁদ দেখা গেলে অন্য এলাকায় ঈদ করা যাবে না, এখন প্রশ্ন হলো, এলাকার সংজ্ঞা কী?

উত্তর : যে দুই দেশ এত বিস্তর ব্যবধানে অবস্থিত যে একদিন বা দুই দিন বিলম্বে এর একটিতে চাঁদ দেখা যেতে পারে এরূপ দূরত্বের দুই দেশকে এক এলাকার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় না। এরূপ না হলে সবগুলো এক এলাকা ধরা হবে বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (৬/৮৫১/১৪৬৩)

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٦ / ١١٣ : فينبغى أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من واحد، وأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين، فلا تقبل الشهادة ولايعمل بها فيما دون أقل العدد ولا أزيد من أكثره-

২৯ তারিখে হেলাল কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী পরের দিন ঈদ করা

প্রশ্ন : ২৯ রামজান আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার, আমাদের এলাকার কেউ চাঁদ দেখেনি। কিন্তু বাংলাদেশ বেতার হেলাল কমিটি কর্তৃক চাঁদ দেখার খবর প্রচার করায় জনগণ দুই

Scanned by CamScanner

ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল খবর অনুযায়ী ঈদের নামায আদায় করল, অন্যদল পড়ল না। প্রশ্ন হলো, কোন দলের আমল শরীয়তসম্মত হয়েছে?

উত্তর : ঈদের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ী সাক্ষ্য শর্ত। সুতরাং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সাক্ষী প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তের খবর অত্যন্ত সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তথা রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রচার করা হলে সে খবর অনুযায়ী আমল কবা দেশবাসীর জন্য ওয়াজিব।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে হেলাল কমিটি রয়েছে সেটা আমাদের জানা মতে উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত রেডিও-টিভির মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হয়।

তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যারা রেডিও-টিভির খবর অনুযায়ী রোজা ভেঙে ঈদ করেছেন তাঁরাই ঠিক করেছেন। (৫/১৪৬)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۴۸۲ -۴۸۳ : محترم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی (کراچی) نے باقی جوابات سے اتفاق فرمایا ہے صرف اختلاف مطالع کے عدم اعتبار میں خلجان کا اظہار کیا ہے، اس لئے ریڈیو کے اعلان سے متعلق جواب ۳ میں یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں:

جس علاقہ کے ریڈیو سے وہاں کے علماء کے فیصلہ کے مطابق اعلان ہو وہ اسی علاقہ کے حدود میں واجب التعمیل ہوگا۔

📖 فیہ ایضا ۴/ ۴۸۹ : مرکزی کمیٹی کے نزدیک اگر ان علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے تو اب یہ کمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کے ماتحت اعلان کر سکتی ہے اور یہ اعلان سب مسلمانوں کیلئے واجب القبول ہوگا۔ وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ یہ اعلان عام خبروں کی طرح نہ کیا جائے۔

কেউ চাঁদ না দেখলেও সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ঈদ করতে হবে

প্রশ্ন : এ বছর আমাদের এলাকায় আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এ এলাকায় চাঁদ দেখা যায়নি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চাঁদ দেখা গিয়েছে বলে বাংলাদেশ সরকারের বেতারের ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে আমরা ঈদ করেছি। তা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন জেলার মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর খবরে মুস্তাফিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? এবং উক্ত খবরের ওপর ভিত্তি করে ঈদ করা যাবে কি না?

বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে শরয়ী কমিটির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কি না? এবং তাঁদের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ বেতার থেকে চাঁদ সাব্যস্তের খবর প্রচার হয় কি না?

উত্তর : মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত হেলাল কমিটির নিকট শরীয়তসম্মত উপায়ে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার কমিটির সিদ্ধান্ত যদি বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা হয় তখন এর ওপর ভিত্তি করে অবশ্যই ঈদ করা জায়েয হবে। এ বছর অনেক উলামায়ে কেরাম স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুতরাং এবারের ঈদ করা শরীয়তসম্মত হয়েছে।

যদি বিভিন্ন জেলার উলামায়ে কেরাম স্বচক্ষে চাঁদ দেখা অথবা শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় প্রমাণিত অন্যের চাঁদ দেখার সংবাদ টেলিফোনের মাধ্যমে প্রচার করে তাহলে ওই আলেমদের টেলিফোনের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে এর ওপর ভিত্তি করে ঈদ করা যাবে। এ ধরনের উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ খবরে মুস্তাফিজের পর্যায়ভুক্ত হবে। (৫/৪২৩/৯৯৭)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٧/ ٢٦٤ : هذا وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبلاد الحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۴۸۹ : مرکزی کمیٹی کے نزدیک اگران علماء کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہے تو اب یہ کمیٹی پورے ملک میں مرکزی حکومت کے دیئے ہوئے اختیارات کے تحت اعلان کرسکتی ہے اور یہ اعلان سب مسلمانوں کیلئے واجب القبول ہوگا۔ وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ یہ اعلان عام خبروں کی طرح نہ کیا جائے۔

📖 نیہ ایضا (سعید) ۴/ ۴۲۶ : جہاں مسلم حاکم موجود نہ ہو یا وہ فیصلہ شرعی نہ کرتا ہو وہاں اگرچہ جمیع معاملات میں تو عالم ثقہ قاضی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، البتہ رؤیت ہلال وغیرہ بعض جزئیات میں اس کا فیصلہ حکم قاضی کے قائم مقام ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

📖 وفیہ ایضا ۴/ ۴۲۰ : اگر ریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ خاص معتبر مسلم اور عادل شخص کے ضابطہ کے تحت ہوں کہ بدون اس کی اجازت کے کوئی بھی خبر نشر نہ ہو سکے تو اس صورت میں ریڈیو ٹیلیفون وغیرہ کی خبر دینی معاملات میں بہر صورت (آواز ممتاز ہو یا نہ ہو) معتبر ہے، اور اس صورت میں ٹیلیگراف کی خبر بھی معتبر ہے۔

দেশ বিভক্তির পর ভারতে চাঁদ দেখার ঘোষণা বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না

প্রশ্ন : পাক-ভারত উপমহাদেশ যখন একই দেশ ছিল। তখন তো যেকোনো স্থানে বা দেশে চাঁদ দেখা গেলে ওই ভাবে ঈদের নামায পড়া হতো বা রোজা রাখা আরম্ভ হতো। এবার শুক্রবার ১১ ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ার বিহার প্রদেশে চাঁদ দেখা যাওয়ায় সমগ্র ইন্ডিয়ায় রোজা আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এক দিন পর রোজা আরম্ভ করেছি, অর্থাৎ আমাদের রোজা হলো ২৯টি। বাকি একটি রোজা ফিকাহ অনুসারে কাযা করতে হবে? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী? কলকাতার এক বন্ধু স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী তারা ১টি রোজা কাযা করেছে। আমাদেরও রোজা কাযা করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : কোনো দেশে শরীয়তের নিয়ম অনুসারী হেলাল কমিটি থাকলে উক্ত কমিটি শরীয়তের বিধান মতে চাঁদ দেখার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণকরত রোজা রাখা বা ঈদ করার ফয়সালা করলে তা ওই দেশের প্রতিটি এলাকার জন্য কার্যকর হয়। কিন্তু উক্ত ফয়সালা ওই দেশের সীমানার বাইরে অন্য দেশবাসীর জন্য কার্যকর নয়। সুতরাং বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান যখন একই রাষ্ট্রভুক্ত ছিল তখন যেকোনো স্থানে চাঁদ দেখা গেলে তা পুরো রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পরে প্রত্যেক দেশের হুকুম ভিন্ন হবে। অতএব ইন্ডিয়ায় চাঁদ দেখা যাওয়ার ফয়সালার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে রোজা রাখা বা ঈদ করা যাবে না। আর এক দিন পরে রোজা আরম্ভ করার কারণে একটি রোজা কমে গিয়ে ২৯টি হওয়ায় ওই রোজা কাযা করতে হবে না। কেননা চান্দ্রমাস ২৯ দিনেও হয়ে থাকে। (৩/১২২/৩৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١٦٤ (١٠٨٠) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر هكذا، وهكذا وهكذا، عشرا، وعشرا، وتسعا».

📖 بداية المجتهد (دار الحديث) ٢/ ٥٠ : وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.

📖 فتح الباري (دار الريان) ٤/ ١٢٣ : لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع.

📖 رویت ہلال کے مسئلہ ص۲۵ : ایک ملک کا فیصلہ دوسرے ملک کے لوگوں پر نافذ نہیں ہو سکتا یا نافذ ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

Scanned by CamScanner

باب أداء الصوم

পরিচ্ছেদ : রোজা আদায়ের বিধান

কত সালে রোজা ফরয হয় এবং (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স তখন কত ছিল

প্রশ্ন : হিজরী কত সালে রমাজানের রোজা ফরয হয়েছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স কত ছিল? এবং রোজা ফরয হওয়ার ঘটনা জানতে চাই।

উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমাজানের রোজা ফরয হয়। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স ৫৫ বছর ছিল।
রোজা ফরয হওয়ার ঘটনা এতটুকু জেনে রাখা ভালো যে আগেকার নবীদের উম্মতদের ওপর যে রকম রোজা ফরয ছিল, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতদের ওপরও এ রকমভাবে রোজা ফরয করা হয়েছে। যেমন– কোরআন শরীফে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। (২/৮২)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٣ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٤/ ٣٦٠ : ثم كانت فرضية صوم رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، كذا ذكره الشمني، وقيل: لم يفرض قبله صوم، وقيل: كان ثم نسخ، فقيل: عاشوراء، وقيل: الأيام البيض، قال ابن حجر: وصح أنه لما فرض استنكروه، وشق عليهم، فخيروا بين الصوم وإطعام مسكين عن كل يوم كما في أول الآية، ثم نسخ بما في آخرها {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة : ١٨٥]-

Scanned by CamScanner

বিমানের যাত্রীরা সূর্য দেখাবস্থায় ইফতার করবে না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি রামজান মাসে বিমানে সফর করে। আর বিমানটি যে দেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে সে দেশের সময় অনুযায়ী সেখানে ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিমানের জানালা দিয়ে এখনো সূর্য দেখা যাচ্ছে, এমতাবস্থায় তার জন্য ইফতার করা এবং মাগরিবের নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নামায ও রোজার ক্ষেত্রে ওই স্থানের সময় ধর্তব্য যে স্থানে সে উপস্থিত থাকে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু সে আকাশে ভ্রমণরত তাই বিমান থেকে সূর্য দেখা যাওয়া পর্যন্ত ইফতার করা বা মাগরিবের নামায পড়া জায়েয হবে না। তবে যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যাস্ত না হয় তাহলে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ইফতার করে নেবে এবং অন্যান্য দিনের সময়ের পার্থক্য হিসাব করে নামায আদায় করতে থাকবে। (১৯/৮৭৮/৮৫০৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٢٠ : قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴ / ۷۱ : الجواب— ... ... اوراگر اس کا دن اتنا طویل ہو گیا کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازوں کا وقت نہیں آتا تو عام ایام میں اوقات نماز کے فصل کا اندازہ کرکے اس کے مطابق نمازیں پڑھے یہی حکم روزہ کا ہے کہ اگر طلوع فجر سے لیکر چوبیس گھنٹے کے اندر غروب ہو جائے تو غروب کے بعد افطار کرے... البتہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر غروب نہ ہو تو چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے اتنا وقت پہلے کہ اس میں بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہو افطار کرلے۔

২৪ ঘণ্টা সূর্য অস্ত না গেলে ইফতার ও সাহরী কখন করবে

প্রশ্ন : ইতিপূর্বে একটি সমস্যার সমাধান আপনাদের নিকট থেকে পেয়েছি, কিন্তু তাতে আরেক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা হলো, পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য অস্ত না যায় সেখানে ২৪ ঘণ্টার কিছু পরে ইফতার করে নেবে। এখন প্রশ্ন হলো, যদি ২৪ ঘণ্টার পরে ইফতার করে তাহলে পরের দিনের মধ্যে ইফতার করা হয়েছে। তাহলে পরের দিনের রোজার অবস্থা কী? বা পরের দিনের রোজার সাহরী

Scanned by CamScanner

ইফতার কোন দিন কোন সময় করবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে সমাধানে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য অস্ত না যায় সেখানে ২৪ ঘণ্টার পূর্ণ হওয়ার এতটুকু সময় পূর্বে ইফতার করে নেবে, যেটুকু সময় জরুরত পরিমাণ খানাপিনা করতে পারবে। (১২/৮২৮/৫০৩৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٦٦ : لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك. فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴ / ۱۷ : الجواب— ... ... اور اگر اس کا دن اتنا طویل ہو گیا کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازوں کا وقت نہیں آتا تو عام ایام میں اوقات نماز کے فصل کا اندازہ کر کے اس کے مطابق نمازیں پڑھے یہی حکم روزہ کا ہے کہ اگر طلوع فجر سے لیکر چوبیس گھنٹے کے اندر غروب ہو جائے تو غروب کے بعد افطار کرے... البتہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر غروب نہ ہو تو چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے اتنا وقت پہلے کہ اس میں بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہو افطار کرلے۔

রাতের অন্ধকার নেমে এলে ইফতার করা এবং নামায তিন ওয়াক্ত ফরয হওয়ার প্রবক্তার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক যারা তিন ওয়াক্ত নামায পড়ে এবং ইফতার করে রাতের কালো আঁধার নেমে এলে। অনেক জনসাধারণ অজ্ঞতাবশত তাদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। যারা এসব বিভ্রান্তি জনমনে ছড়াচ্ছে তারা কোন আলেম বা মাদ্রাসার ছাত্র নয়, তবুও তারা খুব দৃঢ়তার সাথে এসব প্রচার করে যাচ্ছে। তারা বলে, কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা তিন ওয়াক্ত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। আর রোজার ইফতার

Scanned by CamScanner

প্রসঙ্গে তারা বলে, বিশ্বের যত মুসলমান আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ আছে, যারা সন্ধ্যায় আযানের সময় ইফতার করে তাদের কারোরই রোজা হয় না। কারণ কোরআনে বলা হয়েছে, اتموا الصيام الى الليل অর্থাৎ তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোজা পালন করো (সূরা বাকারা, দ্বিতীয় পারা)

তাদের সাথে আমাদের বহুবার এ নিয়ে তর্ক হয়েছে এবং বলা হয়েছে, الى غاية، مغايه সংক্রান্ত মাসআলা। কিন্তু তারা এসব মাসআলা নাকচ করে দিয়ে বলে, ব্যাকরণ দলিল নয়। কারণ তা অনেক পরে এসেছে ও মানবসৃষ্ট।

জনাবের কাছে আমাদের আবেদন হলো, উক্ত বিষয়গুলো দলিল-প্রমাণাদিসহ সুবিন্যস্ত করে জানালে অনেক কৃতার্থ হব।

উত্তর : আরবের লোকগণ আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও কোরআনে পাক সরাসরি বুঝে আমল করা সম্ভব ছিল না বলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন, আর তিনি বাস্তব আমলের মাধ্যমে কোরআন শরীফের সঠিক ব্যাখা দিয়ে গেছেন। আর ওই ব্যাখ্যা গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআনের আলোকে আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থাৎ, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা তোমাদের বলেন তা গ্রহণ করো আর যা বারণ করেন তা পরিত্যাগ করো।" (সূরা হাশর, ৭) এ কথা বলেননি যে কোরআনে যা আছে তা গ্রহণ করো আর যা নেই, তা বর্জন করো। সুতরাং যেখানে আরবী ভাষায় পারদর্শীদের ক্ষেত্রে কোরআন থেকে সরাসরি বুঝে আমল করার বিধান নেই। সেখানে যারা অনারবী তাদের কোরআন বুঝে আমল করার দাবি অহেতুক ও অবান্তর। সুতরাং নামায-রোজার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে আজ পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা চলে আসছে তাই সঠিক এবং বিপরীত মত পোষণকারী মুসলমান হতে পারে না। (১৯/৮৯২/৮৫১৬)

📖 سورة آل عمران الآية ٣٢ : ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

📖 سورة النساء الآية ٨٠ : ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

📖 تفسير الجلالين (دار الحديث) ص ٣٠١ : {وأقم الصلاة طرفي النهار} الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر {وزلفا} جمع

Scanned by CamScanner

زلفة أي طائفة {من الليل} المغرب والعشاء {إن الحسنات} كالصلوات الخمس {يذهبن السيئات} الذنوب الصغائر.

📖 فيه أيضا ص ٥٣٣ : {فسبحان الله} أي سبحوا الله بمعنى صلوا {حين تمسون} أي تدخلون في المساء وفيه صلاتان المغرب والعشاء {وحين تصبحون} تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح {وله الحمد في السماوات والأرض} اعتراض ومعناه يحمده أهلهما {وعشيا} عطف على حين وفيه صلاة العصر {وحين تظهرون} تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر.

📖 اللباب فى علوم الكتاب (المكتبة العلمية) ١٠ / ٥٩٣ : معنى «طَرَفَي النَّهارِ» أي: الغداوة والعشي. قال مجاهدٌ - رَحِمَهُ اللهُ -: طرفا النهار الصبح، والظهر، والعصر «وزُلفاً من اللَّيْل» يعني: صلاة المغرب والعشاء.

وقال الحسنُ: طرفا النَّهارِ: الصبح، والظهر والعصر «وزُلفاً من اللَّيل» المغرب والعشاء.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٢١٦ (٤٢٥) : عن عبد الله بن الصنابحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال: عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه».

📖 تفسير الجلالين (دار الحديث) ص ٣٩ : {ثم أتموا الصيام} من الفجر {إلى الليل} أي إلى دخوله بغروب الشمس {ولا تباشروهن} أي نساءكم {وأنتم عاكفون} مقيمون بنية الاعتكاف {في المساجد} متعلق بعافكون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود {تلك} الأحكام المذكورة {حدود

Scanned by CamScanner

الله} حدها لعباده ليقفوا عندها {فلا تقربوها} أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى {كذلك} كما بين لكم ما ذكر {يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون} محارمه.

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ٢٣٠ : ثم أتموا الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٧١ : والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم» أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم؛ لأن الليل ظرفا للصوم وإنما أدى بصورة الخبر ترغيبا في تعجيل الإفطار كما في فتح الباري قهستاني (قوله: مسلم إلخ) بيان للشخص المخصوص.

দেশে ফেরত সৌদিপ্রবাসীর রোজা ৩১টি হলে নফল কোনটি হবে

প্রশ্ন : আমার খালু সৌদিপ্রবাসী। তিনি রমাজান মাসের তৃতীয় রমাজানে দেশে ফিরেছেন। তিনি সৌদিতে দুটি রোজা রেখেছেন এবং দেশে এসে দেখেন প্রথম রোজা চলছে। শেষে তিনি সব কটি রোজা পালন করেছেন। ফলে তাঁর রোজার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১টি। এখন প্রশ্ন হলো,

১. রোজা তো এক মাস ফরয, আর মাস ২৯-৩০ দিন। সুতরাং তাঁর বর্ধিত রোজার হুকুম কী?
২. বর্ধিত রোজা যদি নফল হয়, তাহলে নফল রোজা কোনটি–প্রথমটি না শেষেরটি?

Scanned by CamScanner

৩. তিনি আগের দুটি রোজা রাখার কারণে এ দেশের ২৯টি রোজার পরিবর্তে যদি ২৮টি রাখে তাহলে তাঁর শেষের রোজার কি কাযা লাগবে?

উত্তর : কোরআন ও হাদীস রমাজানের রোজার ব্যাপারে দুটি নীতিনির্ধারণ করে দিয়েছে:
এক. মাসব্যাপী রোজা রাখা, যা ২৯-৩০ দিনে পূর্ণ হয়।
দুই. চাঁদ দেখে রোজা আরম্ভ করা ও চাঁদ দেখেই রোজা শেষ করা।
উল্লিখিত নীতিদ্বয়ের আলোকে রোজা পূর্ণ মাস রাখার যেমন বিধান রয়েছে, তেমনি মানুষ যে দেশে বাস করে সে দেশের স্বীকৃত চাঁদের হিসাবে মান্য করে চলারও বিধান বিদ্যমান। যথা হাদীসের নির্দেশ, চাঁদ দেখে রোজা রাখো ও চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। এমতাবস্থায় স্থান ও দেশ পরিবর্তনের কারণে কারো রোজা ২৮টি হলে একটি কাযা করতে হবে। তবে এর অধিক হলেও তা মেনে নিতে হয়।
১,২. তাই ৩০ দিনে মাহে রমাজান পূর্ণ হওয়ার পর অতিরিক্তগুলো নফল বলে গণ্য হবে এবং তা শেষেরগুলোই ধর্তব্য হবে।
৩. চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা ভাঙা বৈধ হবে না। তাই সে দেশের হিসাব মতে ২৯টি রেখে একটি ভেঙে দেওয়া বৈধ হবে না। সকল মুসলমানের সঙ্গে এক সাথেই ঈদ-রোজা শেষ করবে। যদি রোজা ভেঙে ফেলে তা কাযা করে নেওয়া ভালো। (১২/১৯০/৩৮৭৯)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٥ : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٤ (٦٨٤) : عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا».

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٨١ : وقال الحسن البصري: إنه لا يصوم إلا مع الإمام، ولو صام هذا الرجل وأكمل ثلاثين يوما ولم ير هلال شوال فإنه لا يفطر إلا مع الإمام، وإن زاد صومه على ثلاثين لأنا إنما أمرناه بالصوم احتياطا،، والاحتياط ههنا أن لا يفطر لاحتمال.

Scanned by CamScanner

যে দিনগুলোতে রোজা রাখা নিষেধ

প্রশ্ন : বছরে কত দিন এবং কোন কোন দিন রোজা রাখা হারাম এবং ওই দিনসমূহে কাযা রোজা রাখা যাবে কি না? একজন আলেম কাযা রোজা জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। তাই প্রমাণসহ সঠিক মাসআলা জানা প্রয়োজন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ, সেগুলো হচ্ছে– দুই ঈদের দুই দিন, কুরবানীর পর তিন দিনসহ মোট পাঁচ দিন। এসব দিনে নফল, কাযা ও মান্নত সব ধরনের রোজা রাখাই নিষেধ। (৪/৪৫১/৭৭৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ١٠٤٤ (٢٤١٩) : عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» -

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١/ ٣٤٣ : (وصوم العيدين وأيام التشريق حرام) لورود النهي عن الصيام في هذه الأيام.

📖 بہشتی زیور (فرید بکڈپو) ٣ / ٢٠٣ : مسئلہ ٣ : رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے جتنے زیادہ رکھے گی زیادہ ثواب پاویگی، البتہ عید کے دن اور بقر عید کی دسویں، گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں سال بھر میں فقط پانچ دن روزے رکھنے حرام ہیں، اس کے سوا سب روزے درست ہیں۔

শা'বানের ৩০ তারিখে সন্দেহজনক রোজা রাখা

প্রশ্ন : শা'বানের ২৯ তারিখে রমাজানের চাঁদ দেখা না গেলে যাকে আরবী ভাষায় 'ইয়াওমে শক' সন্দেহের দিন বলা হয়। শা'বানের ৩০ তারিখ সন্দেহজনক রোজা রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : শকের দিন রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। শরীয়তে এ দিনে রোজা রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়নি। (১/১৯৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ١٠٠٧ (٢٣٣٤) : عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم،

Scanned by CamScanner

فقال عمار: «من صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم».

📖 العرف الشذي (دار التراث العربي) ٢/ ١٤٣ : يوم الشك يوم الغيم لا يوم الصحو كما قالوا، ونقلوا أن الشافعي وأبا حنيفة ومالكا كرهوا الصوم يوم الشك وأحمد بن حنبل يحبه هكذا في عامة الكتب، ثم قال ابن تيمية: إن صوم يوم الشك المنهي عنه في الحديث ليس المراد به يوم الغيم بل يوم الصحو، والشك هو الوسواس والوهم المحض، وقد ثبت صوم يوم الغيم عن بعض السلف منهم ابن عمر.

أقول: إن أبا حنيفة موافق لأحمد بن حنبل في استحباب صوم يوم الشك لأن مجموعة مسائله تدل على هذا، وذكر في الهداية أن صوم يوم الشك تتصور على أنحاء ستة وقالوا: يستحب الصوم للخواص وينظر العوام ليبدء الأمر ولو ظهر بعده رمضان يكون الصوم صوم رمضان ويجب في هذا أن يقطع في نية النافلة، والخواص هم الذين لا يترددون ولا يضجون ويجب في نية الصوم النافلة، فالحاصل أن أبا حنيفة يحب صوم يوم الشك، والجواب عن حديث الباب ما قال ابن تيمية، وعندي أن هذا الصوم لرعاية رمضان وليس بمنهي عنه لأن هذا الصوم إنما هو لوجه وجيه، وأما المنهي عنه المذكور في الحديث السابق فهو الذي كان من غير وجه وكان بناؤه على الاحتمالات الضعيفة، وأما الأدلة فأكثر ابن تيمية بالآثار.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٨١ : (ولا يصام يوم الشك) ...(إلا نفلا) ويكره غيره (ولو صامه لواجب آخر كره) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما.

Scanned by CamScanner

باب نواقض الصوم

পরিচ্ছেদ : রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ

খাবারের চাহিদা পূরণকারী ইনজেকশন ব্যবহার করা

প্রশ্ন : যে ইনজেকশন বা স্যালাইন খাবারের চাহিদা পূরণ করে তা ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভাঙবে কি না?

উত্তর : রোজা থাকাবস্থায় খাবারের চাহিদা মেটায়–এমন ইনজেকশন বা গ্লুকোজ স্যালাইন ব্যবহারের দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না, তবে প্রয়োজন ব্যতীত হলে মাকরূহ হবে। (১৬/৫৯৬/২৬৭১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ۲ / ۹۳ : ولأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه، وأنه لا يفسد كالغبار، والدخان. وكذا لو دهن رأسه أو أعضاءه فتشرب فيه أنه لا يضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۳۹۵- ۳۹۶ : لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا؛ لأنه مفطر. اهـ وسيأتي أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه وكذا في الحجامة إلا إذا كانت تضعفه عن الصوم.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ / ۳۸ : سوال—بحالت صوم جو انجکشن گوشت میں لیا جاتا ہے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو انجکشن رگ میں دیا جاتا ہے جس سے حاجت طعام بھی رفع ہو جاتی ہے تو ایسا انجکشن رگ میں لینے سے روزے پر اثر انداز ہوگا یا نہیں؟

جواب—بذریعہ انجکشن جسم میں دواء یا غذاء پہنچانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

ইনজেকশন নিলে রোজা নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : রোগীদের শক্তির জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে স্যালাইন নিলে রোজা নষ্ট হবে কি?

উত্তর : ওষুধ বা যেকোনো বস্তু সরাসরি পেট বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর দ্বারা রোজা ভেঙে যায়। ডাক্তারদের মতানুযায়ী ইনজেকশন দ্বারা ওষুধ বা স্যালাইন পেটে বা মস্তিষ্কে সরাসরি প্রবেশ করে না, তাই যেকোনো প্রকার ইনজেকশন দ্বারা রোজা ভাঙবে না। তবে খাদ্যের কাজ দেওয়ার মতো স্যালাইন অতি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করলে রোজা মাকরূহ হবে। (১০/৭৬২/৩৩২৭)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٢٥٧ : (قوله ولو اكتحل لم يفطر) سواء وجد طعمه في حلقه أو لا لأن الموجود في حلقه أثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. وإنما كره أبو حنيفة ذلك أعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٩٣ : وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه.

📖 فيه أيضا ٢ / ٩٣ : ولأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه، وأنه لا يفسد كالغبار، والدخان. وكذا لو دهن رأسه أو أعضاءه فتشرب فيه أنه لا يضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٤ : وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا أو يابسا.

ইনজেকশনে রোজা না ভাঙার কারণ

প্রশ্ন : ইনজেকশন নিলেও রোজা না ভাঙার কারণ কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : কোরআনে পাকে صوم শব্দ দ্বারা রোজা ফরয করা হয় এবং হাদীস শরীফে صوم শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তারই আলোকে ইনজেকশন দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না বলে বোঝা যায়। কারণ প্রবৃত্তির কামনা পূরণ এবং খাদ্য ও পানীয় পেটে প্রবেশ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা صوم এর ব্যাখা হিসেবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এসব থেকে বিরত থাকার নামই صوم রোজা। আর ইনজেকশন দ্বারা শরীরে যা প্রবিষ্ট হয়, তা পেটের ভেতর প্রবেশ করে না বিধায় ইনজেকশন দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না। (৬/২১৬/১১৪১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ١٠٢١ (٢٣٦٥) : عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقووا لعدوكم» ، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: قال: الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحر-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٤/ ٥٠٦ : وهذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه الماء وأن ينغمس فيه، وإن ظهرت برودته في باطنه، قال ابن الهمام: ولو اكتحل لم يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أو لا، لأن الموجود في حلقه أثره داخلا من المسام، والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي

Scanned by CamScanner

هو جميع البدن، للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في باطنه أنه لا يفطر-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٩٣ : ولو اكتحل الصائم لم يفسد وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء. وقال ابن أبي ليلى يفسد، وجه قوله إنه لما وجد طعمه في حلقه فقد وصل إلى جوفه.
(ولنا) ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وعيناه مملوءتان كحلا كحلتهما أم سلمة» ولأنه لا منفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه، وأنه لا يفسد كالغبار، والدخان.

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ١ / ١٦٣ : فأما الصوم اللغوى فأصله الإمساك ولا يختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما، بل كل إمساك، فهو مسمى فى اللغة صوما ... ...
معنى الصوم شرعا باتفاق الأمة : هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع.

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) صـ ١٨٨ : الأكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ الى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولا.

ইনহেলারের ব্যবহারে রোজা নষ্ট হয়ে যায়

প্রশ্ন : জনৈক শ্বাসকষ্ট রোগী বিগত বছর পুরো রমাজান মাসে ইনহেলার ব্যবহার করেছেন। তা শুনে এক মুফতী সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন যে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ-হয়ে যায়। জানার বিষয় হলো, ইনহেলার ব্যবহার করলে কি রোজা ভেঙে যায়? তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত রোজাদারের করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইনহেলার ব্যবহারে রোজা ভেঙে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির ওপর উক্ত রোগ হতে আরোগ্য হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোজাগুলোর শুধু কাযা করা ওয়াজিব। তবে শ্বাসকষ্ট রোগ হতে শেফা পাওয়া থেকে নিরাশ হলে প্রত্যেক রোজার জন্য ফিদিয়া আদায় করা জরুরি।

উল্লেখ্য, ফিদিয়া আদায় করার পরও যদি কখনো সুস্থ হয়ে যায়, পুনরায় কাযা করতে হবে, ওই ফিদয়া যথেষ্ট হবে না। আর মৃত্যুর পূর্বে ফিদিয়া আদায় করা না হলে অসিয়ত করা জরুরি। (১৮/৫৯৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٥ : ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا له ذاكرا لإمكان التحرز عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٥ : (قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورة كان الإدخال.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٣ : (وقضوا) لزوما (ما قدروا بلا فدية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٧ : المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهوكذا ما في البحر لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء (قوله العاجز عن الصوم) أي عجزا مستمرا كما يأتي، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء فتح (قوله ويفدي وجوبا) لأن عذره ليس بعرضي للزوال حتى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية نهر، ثم عبارة الكنز وهو يفدي إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.

Scanned by CamScanner

হাঁপানি রোগী ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে

প্রশ্ন : হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট রোগীদের ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে কি? এবং ভ্যান্টোলিন নিলে রোজার ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : হাঁপানি রোগী ইনহেলার ব্যবহার করার দ্বারাও রোজা ভেঙে যাবে। তবে শেষ রাতে ভালো করে নিয়ে রোজা রাখতে থাকবে, নিরুপায় হলে ব্যবহার করে নেবে এবং রোজা কাযা দিতে হবে। কাযা দেওয়া সম্ভব না হলে ফিদিয়া দিয়ে দেবে। (১০/৭৬৫/৩৩২৯)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ / ۲۸۸ : جواب—یہ دوا آپ سحری بند ہونے سے پہلے استعمال کر سکتی ہیں دوائی کھا کر خوب اچھی طرح منہ صاف کر لیا جائے پھر بھی کچھ حلق کے اندر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں البتہ حلق سے بیرونی حصہ میں لگی ہو تو اسے حلق میں نہ لے جایئے روزہ کی حالت میں اس دوا کا استعمال صحیح نہیں۔

ভ্যান্টোলিন গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যাবে

প্রশ্ন : যদি কেউ রোজা অবস্থায় ভ্যান্টোলিন (এমন ওষুধ যা নাকে ও মুখে শ্বাসের মাধ্যমে নেওয়া হয়) ব্যবহার করে, এতে এক প্রকার ঘ্রাণ পেটের ভেতরে যায়, তাহলে তার রোজা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : রোজা অবস্থায় ভ্যান্টোলিন গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যাবে। (৪/৪৬৭/৮০৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٣ : ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس، وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب، وأشباه ذلك لم يفطره كذا في السراج الوهاج.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٥ : (قوله: ومفاده) أي مفاد قوله دخل أي بنفسه بلا صنع منه (قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك

Scanned by CamScanner

لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله إمداد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ١٦٧ : الجواب– ... ... ہوا منہ کے اندر جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اگرچہ پمپ سے پہونچائی جائے جبکہ اس میں کوئی اور چیز نہ ہو۔

শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা ভাঙে না

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা নষ্ট হয় না। তবে রক্ত বের করার দ্বারা দুর্বল হয়ে রোজা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা হলে রক্ত বের করা মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে। (১২/৭৭২/৫০৩২)

📖 البناية (دار الفكر) ٣ / ٦٤٢ : أي لا يفطر م: (إذا احتجم لهذا) ش: أي لعدم المنافي وهو الداخل: ولما روينا) ش: وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولكن يكره الحجامة ولا يفسد صومه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۴۳۵ : الجواب- مفسد نہیں، البتہ اگر ایسے ضعف کا خطرہ ہو کہ روزہ کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے۔

রোজা অবস্থায় 'নস্য' ও 'বিক্স' ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : রোজা অবস্থায় সর্দির কারণে নাকে 'নস্য' টানলে রোজা হবে কি? 'বিক্স' ও 'নস্য'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : রোজা অবস্থায় বাইরের কোনো পদার্থ রোজাদারের পেটে বা মগজে স্বাভাবিক প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে রোজা ভেঙে যায়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত নস্যের কোনো পদার্থ পেট বা মগজে প্রবেশ করলে রোজা ভেঙে যাবে, অন্যথায় নয়। বিক্স যেহেতু শরীরের ওপর মালিশ করা হয় তাই রোজা ভঙ্গের প্রশ্নই আসে না। (১০/৭৬৫/৩৩২৯)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٩٣ : وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٤ : وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا أو يابسا.

কয়েলের ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত গলায় প্রবেশ করালে রোজা নষ্ট হয়

প্রশ্ন : রমাজান মাসে ফজরের নামাযের সময় মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য মসজিদের ভেতরে কয়েল জ্বালানোর প্রচলন গ্রামেগঞ্জে দেখা যায়, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ধোঁয়া নাকে-মুখে ঢুকে যায়, এতে রোজা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : রোজাদারের রোজার কথা স্মরণ থাকাবস্থায় স্বেচ্ছায় বা নিজ কর্ম দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কয়েলের ধোঁয়া মুখে, গলায় ও ব্রেইনে প্রবেশ করলে রোজা ভেঙে যাবে। অতএব মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার একান্ত প্রয়োজন হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করবে। (১৮/২৬২/৭৫৭০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ /٣٩٥ : (أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا له ذاكرا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ /١٣٨ : سوال- طحطاوی حواشی مراقی الفلاح میں ہے فی سکب الانہر : لو وجد بدا من تعاطی ما يدخل غباره فی حلقه افسد لو فعل آه ويدل عليه التعلل بعدم امكان الاحتراز انتہی ، اور محقق ابن عابدین شامی حواشی ردالمحتار میں لکھتے ہیں اذا وجد بدا من تعاطی ما يدخل غباره فی حلقه افسد لو فعل، شرنبلالية انتہی ان دونوں عبارت وامثال ذلک سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار کو ایسے فعل سے بچنا اور احتراز کرنا بدون نقصان وحرج کے ممکن ہو جو اس کے حلق میں غبار یا دخان کے داخل ہونے کا

Scanned by CamScanner

باعث ہو باوجود اس کے اس فعل کو کرے تو روزہ فاسد ہوگا، تب رمضان شریف کے دن بمجلس سوم یا چہارم اموات یا محفل میلاد شریف وغیرہ قریب مجمع واثناء حلقہ روزہ داران لوبان جلانا اگر کی بتی سلگانا جو ضروری امر نہیں ہے بغیر اس کے بھی بذریعہ چھڑکنے عرق گلاب وغیرہ اور تقسیم عطر کے حاضرین میں یا حلقہ روزہ داران سے کسی قدر دوری وفصل پر لوبان بتی اگر کی جلانے سے انتشار خوشبو کا ان مجالس میں ممکن ہے ،خواہ مخواہ باثناء وقرب مجمع روزہ داران بیٹھنا جس سے دھواں حلق ودماغ میں ان لوگون کا یقینی اور ضروری پہنچتا رہے تو ارتکاب فعل موجب داخل ہونے دخان کے حلق ودماغ میں باوصف چارہ وامکان احترازکے اور نہ ہونے کسی قدر مجبوری ولاچاری کا بفحوائے عبارت افسد لو فعل موجب فساد صوم ہوگا یا نہیں؟

الجواب- قیود مذکورۂ سوال کے ساتھ یہ بخور مفسد صوم وموجب قضاء ہوگا، فی الدر المختار أو دخل حلقه غبار-

রোজা অবস্থায় গুল ব্যবহার করা

প্রশ্ন : রোজাদার ব্যক্তির জন্য রোজা অবস্থায় দাঁতে গুল ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর : অভ্যাসগতভাবে যারা গুল ব্যবহার করে তাদের রোজা অবস্থায় গুল ব্যবহার করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাযা ও কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি অভ্যাসগত না হয় বরং দাঁতের কোনো উপকার বা দাঁত পরিষ্কারের লক্ষ্যে গুল ব্যবহার করে তাহলে গলার ভেতর তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত রোজা ভাঙবে না। (১৮/৩৩৪/৭৫১৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٤ : وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢٥٣ : وما وصل إلى جوف الرأس والبطن من الأذن والأنف والدبر فهو مفطر بالإجماع.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۱۲۸ : سفوف تمباکو مرکب کا اس طرح دانتوں میں استعمال کرنا کہ حلق سے نیچے یقینانہ اترے مفسد صوم نہیں ہے اور اگر ذرا سا بھی حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ فاسد ہے اور اس سفوف کا استعمال بحالت صوم بلا ضرورت مکروہ ہے... اور ضرورت بعد مغرب کے استعمال کرنے سے بھی رفع ہو سکتی ہے.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۱۶۷ : بلکہ نسوار کے عادی لوگ تو اس کو غذا کا نعم البدل سمجھتے ہیں، اس لئے نسوار منہ میں ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

রোজা রেখে রান্না করাবস্থায় নাকে মুখে ধোঁয়া প্রবেশের হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাগণ পাকঘরে রান্না করার সময় প্রায়ই নাকে ও গলায় ধোঁয়া চলে যায় তাতে রোজা হবে কি?

উত্তর : রান্না করার সময় নাক-মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়া প্রবেশ করলে রোজা ভঙ্গ হয় না, ইচ্ছাকৃত ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে প্রবেশ করালে রোজা ভেঙে যাবে। (১০/৭৬৫/৩৩২৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ١٠٨ : ولو دخل حلقه ذباب هو ذاكر لصومه لم يفطر " وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة ووجه الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ٩٠ : ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقة لم يفطره، لما قلنا.

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٦١ : وإن دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر.

Scanned by CamScanner

রোজা অবস্থায় পানি ব্যবহারের পরে পায়ুপথ না মোছার বিধান

প্রশ্ন : 'রোজাদার ব্যক্তি রোজা অবস্থায় পায়খানায় গিয়ে পানি ব্যবহার করার পর যদি টিস্যু বা ন্যাকড়া ইত্যাদি দিয়ে পায়খানার রাস্তা না মুছে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে।'- উক্তিটি সঠিক কি না?

উত্তর : আপনি রোজাদার সম্পর্কে যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যদি পূর্ণ তথ্য জেনে বর্ণনা দিতেন তাহলে অসুবিধা হতো না। আপনার বর্ণিত মাসআলা কোনো কোনো কিতাবে কিঞ্চিত উল্লেখ থাকলেও অধিকাংশ কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে ইস্তিঞ্জার পর মুছে ফেলার কোনো দরকার নেই। এতে রোজা ভাঙবে না। (১/২৫৪)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٧٩ : وذكر الولوالجي أن الصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ مبلغ المحقنة فهذا أقل ما يكون، ولو كان يفسد صومه، والاستقصاء لا يفعل؛ لأنه يورث داء عظيما.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٧ : ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٧ : (قوله: حتى بلغ موضع الحقنة) هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة مغرب ثم في بعض النسخ المحقنة بالميم وهي أولى قال في الفتح: والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة اهـ

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴ / ۴۳۷ : استنجاء سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ اگر پانی موضع حقنہ تک پہونچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائیگا، مگر استنجاء میں ایسا نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

قضاء الصوم وفديته

রোজার কাযা ও ফিদিয়া

খানাপিনায় অক্ষম ব্যক্তির রোজা না রাখার হুকুম

প্রশ্ন : খাওয়া-দাওয়া করতে না পারায় ফরয রোজা রাখতে অক্ষম হলে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া করতে না পারায় রোজা রাখতে অক্ষম হলে রোজা রাখবে না বরং সুস্থ হওয়ার পরে তা কাযা করে নেবে। যদি সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে তাহলে উক্ত রোজাগুলোর ফিদিয়া দিতে হবে, অর্থাৎ প্রতিটি রোজার বদলে এক ফিতরা সমপরিমাণ সম্পদ গরিবকে দিতে হবে। (১৬/৪৫/৬৩৯৭)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٤ : ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٢٠٧ : (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۴۴۲ : الجواب- صحت کے بعد روزہ قضاء رکھنا فرض ہے البتہ اگر صحت کی کوئی امید نہیں رہی اور آخر دم روزہ رکھنے کی طاقت لوٹنے سے بالکل مایوسی ہے، چھوٹے اور ٹھنڈے ایام میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو ایک روزہ کے عوض ۲.۲۵ کلو گیہوں کی قیمت کسی مسکین کو دیدے۔

পানিকাতর রোগীর রোজা না রাখার হুকুম

প্রশ্ন : আমার শারীরিক দুর্বলতার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দিনের বেলায় অধিক পরিমাণে পানি খেতে হয়। পানি না খেয়ে আমি থাকতেও পারি না। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে, আমার জন্য রোজা না রেখে তার ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে কি না? এবং আমার কিছু কাযা রোজাও আছে, এর জন্য ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রমাজান মাসে রোজা পালন করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হুকুম। তাই একান্ত অপারগতা ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ওপর রমাজান মাসে রোজা পালন করা ফরয। অতএব আপনি দুর্বল হেতু আপনার পানি পান করার অধিক প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও রোজা না রাখা বৈধ হবে না। তবে রোজা রাখা অবস্থায় অধিক পিপাসার কারণে প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে রোজা ভেঙে পরবর্তীতে কাযা করে নিতে হবে। কাযা আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি ফিদিয়া দিলে তা আদায় হবে না। তদ্রূপ কাযা রোজাও রোজার মাধ্যমে আদায় করতে হবে। তবে একেবারে অপারগ হয়ে গেলে ফিদিয়া আদায় করার অবকাশ আছে। কিন্তু ফিদিয়া আদায়ের পর মৃত্যুর পূর্বে রোজা রাখতে সক্ষম হলে ওই রোজাগুলো পুনরায় কাযা করতে হবে। (১৯/৫২/৮০১১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٩٧ : وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك: فمبيح مطلق بمنزلة المرض الذي يخاف منه الهلاك بسبب الصوم، لما ذكرنا وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢٦٥ : رجل خاف إن لم يفطر يزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر.

📖 حاشية الشلبي على التبيين (امداديه) ١/ ٣٣٣ : وهي حرية بالتأخير الأعذار المبيحة للفطر المرض والسفر والحبل والرضاع إذا أضر بها أو بولدها والكبر إذا لم يقدر عليه والعطش الشديد والجوع كذلك إذا خيف منهما الهلاك أو نقصان العقل كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢١- ٤٢٣ : وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ... ... (الفطر) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء (وقضوا) لزوما (ما قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) لأنه على التراخي.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٣/ ٤٠٩ : ولا يجزيه الإطعام إذا كان يرجى له القدرة على الصيام في المستقبل-

Scanned by CamScanner

রোজার ফিদিয়া কখন দেবে কাকে দেবে

প্রশ্ন : কোনো রোগী যদি অসুস্থতার কারণে এবং ডাক্তারের পরামর্শে রোজা রাখতে অসমার্থ্য হন, তবে তার রোজার কাফ্ফারা কী হিসেবে প্রদান করা হবে? ধনী ও গরিবের মাঝে এতে কোনো তারতম্য আছে কি? এবং কোন ধরনের লোককে কাফ্ফারার অর্থ প্রদান করলে তা আদায় হবে। কোনো এতিমখানার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের দায়িত্বশীল কোনো হুজুর বা মালিক যদি অর্থ গ্রহণ করে, তবে সঠিক হবে কি না? অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থও কি ওই ব্যক্তির হাতে প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার দরুন অভিজ্ঞ কোনো মুসলমান ডাক্তারের বিবেচনায় রোজা রাখতে অক্ষম হয় এবং পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর রোজার কাযা আদায় করতে হবে, ফিদিয়া নয়। পক্ষান্তরে যদি আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ফিদিয়া আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের মাঝে কোনো তারতম্য নেই। তবে দারিদ্র্যতার দরুন ফিদিয়া দিতে একেবারেই অক্ষম হলে তাওবা করবে। পরবর্তীতে কখনো সামর্থ্যবান হলে অবশ্যই ফিদিয়া আদায় করে দেবে। প্রত্যেক রোজার ফিদিয়া হলো সদকা ফিতরের সমপরিমাণ। কোনো গরিব-মিসকিন বা কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান যেখানে যাকাতের হকদার আছে তাদেরকে দেওয়া উত্তম। এতিমখানা বা কোনো লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের দায়িত্বশীল সম্পর্কে যদি ধারণা থাকে যে সে সঠিক খাতে তা ব্যয় করবে তাহলে তাদের হাতে ফিদিয়া বা যাকাতের টাকা দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। (১৫/৯৫৮/৬৩৬২)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٥ : ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ١٨٤ : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢ / ١٢٠ : " وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء " لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ".

📖 العناية بهامش الفتح (حبيبيه) ٢ / ٢٧٣ : وقوله (ولو صح المريض) ظاهر.

Scanned by CamScanner

وقوله (وفائدته) أي فائدة لزوم القضاء (وجوب الوصية بالإطعام) بقدر الصحة والإقامة فإذا أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله لكل يوم مسكينا بقدر ما يجب في صدقة الفطر.

অপারেশনের রোগী রোজা রাখতে না পারলে ফিদিয়া দেবে

প্রশ্ন : একজন মহিলা অপারেশনের রোগী হওয়ায় সে ১০ বছর যাবৎ রোজা রাখতে অক্ষম। খালি পেট হলেই পেটে বেদনা শুরু হয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার রোজার হুকুম কী? উল্লেখ্য, প্রতিবছর উক্ত মহিলা রোজার ফিদিয়া আদায় করে আসছে। এমতাবস্থায় তার ফিদিয়া আদায় হয়েছে কি না? না মৃত্যুর পর পুনরায় আদায় করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত মহিলা যদি প্রতিবছর রমাজান শুরু হওয়ার পর (পূর্বে ন্যায়) ফিদিয়া আদায় করে থাকে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে শারীরিক সুস্থতা ফিরে এলে অতীতের রোজা কাযা করতে হবে। (১৮/১২৯/৭৪৬৯)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٤ : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٧ : (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر.

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ٢/ ١٥٠ : الجواب– فی الدر المختار (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر... ...
اول- ایسے بوڑھے کو فدیہ دینا درست ہے، ثانی- رمضان شروع ہونے کے بعد تمام رمضان کا فدیہ دینا بھی درست ہے، خواہ رمضان ختم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

যে ধরনের অক্ষমতায় ফিদিয়া দেওয়া যায় : ফিদিয়ার খাত ও পরিমাণ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম হওয়ায় রমাজানের রোজার কাফ্ফারা হিসেবে ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে চাচ্ছে বা এর সমপরিমাণ মূল্য তাদেরকে দিতে চাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, অক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

Scanned by CamScanner

উক্ত ব্যক্তি কাফ্ফারার টাকাগুলো কোনো মাদ্রাসার গোরাবা ফান্ডে জমা করে দিতে পারবে কি না? এবং এ ব্যাপারে কোনো শর্ত আছে কি না? অথবা যেকোনো একজন গরিব ছাত্রকে উক্ত টাকা কোন সুরতে দিলে বা কী নিয়মে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে? বর্তমানে একটি রোজার কাফ্ফারা কত টাকা আসে? মেহেরবানি করে উল্লিখিত মাসআলাগুলোর সমাধান দিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর : রোজা রাখতে অক্ষম বলতে শরীয়তের দৃষ্টিতে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, মারাত্মক রোগ ইত্যাদি বোঝায়, যা থেকে আরোগ্য লাভ করা এবং রোজা রাখার শক্তি ফিরে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। এ রকম অক্ষম ব্যক্তি রোজা রাখার পরিবর্তে কাফ্ফারা আদায় করবে।

৬০ মিসকিনকে দুবেলা খানা খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেককে এক ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ ১.৫ কেজি ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিঃ গ্রাঃ গম বা তার সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া যেতে পারে। এ পরিমাণ মাদ্রাসায় দিলে আদায় হবে। তবে শর্ত হলো, ওই টাকা দ্বারা মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একজন গরিবকে প্রতিদিন ১ ফিতরা পরিমাণ করে ৬০ দিনে দিলেও আদায় হবে। ৬০ দিনের ফিতরা পরিমাণ একত্রে বা এক দিনে দিলে আদায় হবে না। (৯/৮৯৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٤٧٨ : (فإن عجز عن الصوم) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر (أطعم) أي ملك (ستين مسكينا) ولو حكما، ولا يجزئ غير المراهق بدائع (كالفطرة) قدرا ومصرفا (أو قيمة ذلك) ... ... جاز (لو أطعم واحدا ستين يوما) لتجدد الحاجة (ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥١٣ : ولو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهذا في الإعطاء بدفعة واحدة وإباحة واحدة من غير خلاف.

রোগাক্রান্তের ফিদিয়ার বিধান ও ফিদিয়ার পরিমাণ

প্রশ্ন : একজন লোকের বয়স প্রায় ৭০ বছর। তার এমন একটি রোগ রয়েছে, যার দরুন তাকে ২-৩ ঘণ্টা পর পর ওষুধ এবং কিছু না কিছু আহার করতে হয়। নচেৎ তার রোগ-কষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আবার ওষুধ শরীরে পুশের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করার তেমন

Scanned by CamScanner

কোনো আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় রমাজান মাসে তার জন্য রোজার বদলে ফিদিয়া দিলে যথেষ্ট হবে কি না? আবার ফিদিয়া দিলে বর্তমান সময়ে কত টাকা করে ফিদিয়া আদায় করতে হবে?

উত্তর : কোন রোগী পবিত্র রমাজান মাসের রোজা রাখার দরুন রোগ বেড়ে যাবে বলে কোনো অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার যদি মত প্রকাশ করেন, তাহলে উক্ত রোগীর জন্য সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে সুস্থ হওয়ার পর রোজা কাযা করে নেবে। যদি কাযা করতে না পারে তাহলে ফিদিয়া দেওয়ার জন্য অসিয়ত করা তার ওপর জরুরি। হ্যাঁ, রোগী যদি এমন পর্যায়ের হয় যে রোগের কারণে এখনো রোজা রাখতে পারছে না। আর ভবিষ্যতেও সুস্থতার আশা করা যায় না। তাহলে উক্ত রোগী রোজা না রেখে প্রতিটি রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই সের গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য গরিব-মিসকিনদেরকে দিয়ে দেবে অথবা প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে পেট ভরে দুবেলা খাবার দেবে। (৫/৩৪৪/৯২৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٢٢ : (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بأخبار طبيب حاذق مسلم مستور.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٢٧ : المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض... ... ثم عبارة الكنز وهو يفدي إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦/ ٤٢٦ : ہر ایک روزہ کے بدلہ نصف صاع گندم یعنی بوزن انگریزی پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت محتاج کو دے اور اگر کھانا کھلادے تو دو وقت کھلاوے حسب حیثیت جس قدر وہ کھلاوے غرض یہ کہ پیٹ بھر کر کھلاوے۔

ফিদিয়া দেওয়ার পর সুস্থ হলে রোজার কাযা করতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে প্রায় সারা জীবন রোজা রাখতে পারেনি। তবে এক মৌলভী সাহেবের বলে দেওয়া মাসআলা মোতাবেক কয়েক

Scanned by CamScanner

বছর হলো প্রত্যেক রোজার বিনিময় একজন মিসকিনকে দুবেলা খানা খেতে পারে–এ পরিমাণ টাকা সদকা করেছে। উল্লেখ্য, উক্ত সদকা শুধু রমাজান মাসের দিনগুলোতে দিয়েছে এবং এক রোজার বিনিময়ে। অন্য দিনগুলোর নয়। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে এখন সে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে রোজা রাখতে সক্ষম হয়েছে। হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা হলো, এখন এ মহিলার করণীয় কী? কারণ যদি বাকি জীবন ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখে তবু অর্ধেক রোজার কাযা আদায় হবে না। কারণ বর্তমান তার বয়স ৬০ বছর। ফিদিয়া দিলে আদায় হবে কি না? আর ফিদিয়া দেওয়ার নিয়ম কী হবে? যে কয়েক রমাজানের ফিদিয়া আদায় করেছে সেগুলোর হুকুম কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা সুস্থ ও রোজা রাখার সামর্থ্য হওয়ার কারণে অতীতের ফিদিয়া দেওয়া রোজাগুলোসহ সমস্ত রোজার কাযা আদায় করা আরম্ভ করবে। কাযা শেষ হওয়ার পূর্বে মহিলা যদি বিয়োগ হয়ে যায় অথবা সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তখন পরবর্তীতে বাকি রোজার ফিদিয়া আদায় করবে। (১৬/৪৪৭/৬৫৯৩)

📖 الهداية (مكتبه البشرى) ١ / ١٢٠ : " ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة " لوجود الإدراك بهذا المقدار وفائدته وجوب الوصية بالإطعام.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٧ : ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية.

ইনহেলার ব্যবহারে রোজা ভেঙে যায় : শ্বাসকষ্ট রোগীর করণীয়

প্রশ্ন : আমি শ্বাসকষ্টের রোগী। রোজা অবস্থায় দৈনিক ৫-৬ বার ইনহেলার ব্যবহার করছি। এতে রোজা হয়েছে কি না? না হলে আমার করণীয় কী? আমি দিনে ইনহেলার ব্যতীত রোজা রাখতে পারছি না। সুতরাং কিভাবে কাযা করব? উল্লেখ্য, আজ ৪-৫ বছর এই রোগ ভালো হচ্ছে না।

উত্তর : রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনি যেহেতু মাজুর, তাই রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করাই আপনার জন্য প্রযোজ্য। পরবর্তীতে সুস্থ হলে পুনরায় উক্ত রোজাগুলো কাযা করতে হবে। (১৬/৬৩১/৬৭৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٢٦٧ : وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حتى إذا علم أن اليابس وصل فسد، وإن علم أن الطري لم يصل لم يفسد إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٥ : ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا له ذاكرا لإمكان التحرز عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٥ : (قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورة كان الإدخال.

প্রেসারের রোগী অর্ধ ছোলার চেয়েও ছোট ট্যাবলেট খেলে রোজা ভেঙে যাবে

প্রশ্ন : একজন মুত্তাকী পরহেজগার ও শরীয়তের অনুসারী পীর সাহেব, অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। এ ছাড়া তার অন্য কোনো ওজর নেই। বাংলাদেশে এই রোগের যিনি সবচেয়ে বড় ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা মতে সর্বোচ্চ পাওয়ারের বড়ি দিনে ৬ ঘণ্টা অন্তর খেতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো প্রক্রিয়া অর্থাৎ ইনজেকশন জাতীয় কোনো চিকিৎসা এই রোগের জন্য বের হয়নি বা উক্ত রোগীর জন্য ডাক্তারের মতে প্রযোজ্য নয়। বড়িটার পরিমাণ একটা চনাবুটের অর্ধেকের চেয়ে কম বা সমান। এবং বড়িটার কাজ হলো শুধু রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ ছাড়া শরীরের অন্য কোনো উপকার করে না। এমতাবস্থায় উক্ত রোগী রোজা ভঙ্গ করে ফিদিয়া প্রদান করে দিলেও মনে প্রশান্তি পাচ্ছে না। এদিকে ডাক্তারের সুস্পষ্ট এবং প্রবল ধারণা এবং রোগীর ও বাস্তব অনুভূতির বর্তমান বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে বড়ি না খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বরং বিলম্ব হলেও রক্তচাপ বেড়ে মরণমুখী বা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় উক্ত রোগীর জন্য ফিকাহ কিতাবের কোন মাসআলার ওপর কিয়াস বা ইসতেমবাতের মাধ্যমে রোজা রেখে উক্ত ছোট বড়িটি অন্তত একবার খাওয়ার কোনো জায়েয সুরত আছে কি না? তা জানার একান্ত আগ্রহ। যদি এমন সুরত না থাকে তাহলে তার রোজার হুকুম কী?

উত্তর : কোরআন শরীফে রোজার জন্য যে শব্দ অর্থাৎ صوم ব্যবহার হয়েছে, তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে মুখ বা প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ভেতরে কোনো জিনিস প্রবেশ না করানো। রোজা স্মরণ থাকাবস্থায় কোনো জিনিস

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত রাস্তা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করালে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। প্রশ্নের বিবরণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে অবস্থায় তার জন্য রোজা রাখা অসম্ভব। এ রকম ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশ মতে আরোগ্য লাভের পর রোজা কাযা করে নেবে। এমতাবস্থায় সে রমাজানে রোজা রাখার পরিমাণ সাওয়াব পাবে। আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা না থাকলে রোজার ফিদিয়া আদায় করবে। উল্লেখ্য, যে সমস্ত হুকুমের ব্যাপারে বান্দাদের শরীয়তের পক্ষ থেকে করা না করা উভয়টার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এর ওপর আমল না করে কেউ যদি এ ব্যাপারে অস্থিরতা ও সন্দেহ প্রকাশ করে কিয়াস ও ইজতেহাদের জন্য রাস্তা খোঁজে তাহলে সে শয়তানি কুমন্ত্রণার শিকার বলে বোঝা যাবে। (৬/৩৫৩/১২৩৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤١٥ : (وأكل مثل سمسمة) من خارج (يفطر) ويكفر في الأصح (إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه) إلا أن يجد الطعم في حلقه كما مر واستحسنه الكمال قائلا وهو الأصل في كل قليل مضغه.

📖 فيه ايضا ٢ / ٤١٠ : (أو دواء) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٧ : (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كذا في فتح القدير.

ওষুধ প্রয়োগ করে ঋতুস্রাব বন্ধ রেখে রোজা রাখা

প্রশ্ন : মহিলারা রোজা কাযার ভয়ে কৃত্রিম উপায়ে (ওষুধের মাধ্যমে) সাময়িক হায়েয বন্ধ রেখে নামায-রোজা আদায় করলে তা হবে কি?

উত্তর : মহিলাদের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সাময়িক হায়েয বন্ধ রাখা অনুচিত। এতে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এতদসত্ত্বেও হায়েয বন্ধ থাকা অবস্থায় রোজা-নামায করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (১০/৭৬৫/৩৩২৯)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲ /۴۰۴ : الجواب-ماہواری حیض فطری چیز ہے اس کے روکنے سے صحت پر برااثر پڑنے کااندیشہ ہےاس لئے رمضان میں گولیاں استعمال نہ کرے، بعد میں روزوں کی قضا کرلے حج میں بھی استعمال نہ کرنا چاہئے، طواف زیارت کے سواتمام افعال اداکرسکتی ہے اور حیض سے پاک ہونے کے بعد طواف زیارت بھی کرسکتی ہے،البتہ اگروقت کم ہواور طواف زیارت کاوقت نہ مل سکتاہواور باوجود کوشش کے حکومت سے مہلت ملنے کاامکان نہ ہوتواستعمال کی گنجائش ہے مگر صحت پر برااثر پڑنے کااندیشہ ہےاوراس کامشاہدہ بھی ہےاس لئے حتی الامکان استعمال نہ کرے،الا یہ کہ بالکل ہی مجبور ہو جائے۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۳/ ۲۷۸ : یہ توواضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے عورت پاک ہی شمار ہوگی اوراس کورمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا،رہایہ کہ روکنا صحیح ہے یانہیں توشرعاروکنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لئے مضر ہو توجائز نہیں۔

ওষুধ প্রয়োগ করে হায়েয বন্ধ করলে রোজা রাখতে হবে

প্রশ্ন : 'আ-পকে মাসায়েল আওর উনকা হল' কিতাবে ৩/২৭৮ লেখা হয়েছে, মহিলাদের জন্য রমাজান মাসে ওষুধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করে রোজা রাখা জায়েয, এর কোনো দলিল দেয়নি। আর 'ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া' ৬/ ৪০৪-এ হায়েয বন্ধ করে রোজা রাখা নাজায়েয লেখা হয়েছে, এর স্বপক্ষে দলিলও আনা হয়েছে। কোনটি সঠিক? আর এভাবে হায়েয বন্ধ করার পর ওই দিনগুলোতে রোজা রাখা জরুরি কি না?

উত্তর : হায়েয-নেফাস কোনো রোগ নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম। বরং হায়েয-নেফাস না হওয়াই রোগ। মূলত হায়েয-নেফাস বন্ধ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ বা গোনাহের কাজ নয়। তবে ইচ্ছে করে বন্ধ করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বিধায় অপ্রয়োজনে ওষুধের মাধ্যমে হায়েয-নেফাস বন্ধ করা নিষিদ্ধ।

উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে আপনার প্রশ্নের জবাব হলো, প্রাকৃতিক বিষয়ে ইচ্ছে করে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে বন্ধ করে রোজা ও অন্যান্য ইবাদত করা অনুচিত। তার পরও কেউ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বন্ধ করে নিলে সে ক্ষেত্রে রোজা-নামাযসহ সকল ইবাদত আদায় করবে এবং তা সহীহ হয়ে যাবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

Scanned by CamScanner

আপনার প্রশ্নোল্লিখিত উভয় কিতাবের ফাতওয়ার বিবরণ মিলিয়ে পড়লে এটাই বোঝা যায়, এর মধ্যে কোনো গরমিলও প্রকাশ পায় না। (১৭/২/৬৯০৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٠٨ : (قوله: بخلاف الحائض)؛ لأن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا وكان القياس خلافه لانعدام دم الحيض حسا اهـ حلية. وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما أفاده البركوي، لما مر أنه لا يثبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافا لمحمد، فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في القصبة-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴/ ۱۵۸ : الجواب- عورت کے لئے حیض کا آنا ایک طبعی اور فطرتی امر ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے ان ایام میں عورت کو معذور سمجھ کر عبادات کی ذمہ داری اس سے اٹھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید وقدیم طب میں حیض عورت کی صحت اور تندرستی کی نشانی سمجھی جاتی ہے اور اگر کوئی عورت ادویات کے ذریعے اس کو بند رکھے تو شرعی احکام اس سے متاثر نہیں ہوتے یعنی حیض نہ آنے پر روزہ اور نماز کی ادائیگی ضروری ہے لیکن عورت کی صحت کے لئے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے سے احتراز بہتر ہے، تاہم اس طرح حیض بند کرنے سے روزہ درست رہے گا۔

অতীতের রোজা না রাখা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি ছয়-সাত বছর যাবৎ কিছু রোজা রেখেছে, কিছু রোজা ভেঙেছে, কিন্তু বেশির ভাগ রোজাই রাখেনি। এখন শরীয়তে রোজার ব্যাপারে তার ওপর হুকুম কী?

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রোজা না রেখে থাকলে তার কাযা আদায় করতে হবে। না পারলে ফিদিয়া দেবে বা অসিয়ত করে যাবে। রোজা রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাফ্ফারাস্বরূপ ৬০ রোজা রাখবে। সম্ভব না হলে ৬০ মিসকিনকে খাবার দেবে। তবে রোজা রেখে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ভেঙে ফেললে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহবিদদের মতে প্রতি রমাজানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফ্ফারা তথা ৬০টি করে রোজা রাখতে হবে। (১৪/৭০৩/৫৭৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٣ / ٧٤ : (قال) : فإن أفطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فإنه يقول: يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحاد حرمة الشهر، وهو قياس من تلا آية السجدة في مجلس وسجد ثم تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب وجه ظاهر الرواية أن التداخل قبل أداء الأول لا بعده كما في الحدود إذا زنى بامرأة فحد ثم زنى بها يلزمه حد آخر، وهذا أصح؛ لأن السبب فطر هو جناية على الصوم وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية والعبرة للأسباب دون المحال، فإن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكسائيات عن محمد - رحمه الله تعالى - أن عليه كفارتين لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون: لا اعتماد على تلك الرواية، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٣ : ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٢ : (قوله: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

না রাখা ও ইচ্ছাকৃত ভেঙে ফেলা রোজার বিধান

প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার জীবনের কয়েক রমাজানের রোজা রাখিনি। এ ছাড়া কয়েকটি রোজা রেখে অপারগ অবস্থায় আর কিছু ইচ্ছাকৃত ভেঙে ফেলেছি। বর্তমানে আমার অনুভূতি এসেছে। তাই আমি জানতে ইচ্ছুক, আমার করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি রমাজানের যত রোজা ছুটে গেছে তার জন্য তাওবা করবে এবং আনুমানিক হিসাব করে তার কাযা আদায় করতে হবে। কাযা লাগাতার করা আবশ্যকীয় নয়। বার্ধক্য বা কোনো কারণে কাযা না করতে পারলে ফিদিয়া দেবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃত যত রোজা রেখে নষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৬০টি করে রোজা কাফ্‌ফারা হিসেবে রাখতে হবে। রোজা রাখার সামর্থ্য না থাকলে প্রত্যেক রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ কাফ্‌ফারা দেবে। (১৫/৪০১/৬০৮১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٥ : إذا أكل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٠٩ : (وإن جامع) المكلف آدميا مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جامع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا (أو أكل أو شرب غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين والمد ما يتغذى به (أو دواء) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه دراية وغيرها وما نقله الشرنبلالي عن الحدادي رده في النهر (عمدا) -(أو احتجم) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك (فظن فطره به فأكل عمدا قضى) في الصور كلها (وكفر) لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي ولم يثبت الأثر إلا في الأدهان -وكذا الغيبة عند العامة زيلعي لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر للشبهة (ككفارة المظاهر) الثابتة بالكتاب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤١٢ : (قوله: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷/ ۴۲۹ : جواب — رمضان شریف کا روزہ قصدا توڑنے سے کفارہ اور قضاء دونوں لازم ہوتے ہیں، یعنی ایک روزہ قضاء کا اور ساٹھ روزے کفارہ کے واجب ہیں۔

একই রমাজানের একাধিক রোজা ইচ্ছাকৃত ভাঙার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একই রমাজান মাসে একাধিক রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাসের দ্বারা ভেঙে ফেলে এবং আরো কিছু রোজা ইচ্ছাকৃত খেয়ে ভেঙে ফেলে। বর্তমানে রোজার কাফ্ফারায় রোজা রেখে আদায় করতে অক্ষম। এখন সে রোজার কাফ্ফারা সম্পদ দ্বারা আদায় করতে চায়। এখন প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক রোজার আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে? না শুধু এক রোজার কাফ্ফারা দিলে হবে এবং কাফ্ফারার মালের হকদার কারা? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিকবার একই রমাজানের রোজা ভাঙার কারণে এক কাফ্ফারাই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ ভেঙে ফেলা সব রোজার জন্য ৬০ জন মিসকিনকে দুবেলা খানা খাওয়াবে, অথবা প্রতি মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ সম্পদ সদকার মাধ্যমেও কাফ্ফারা আদায় করা যাবে। (১৬/৯১৫/৬৮৬৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٣ : ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٣ : (قوله: وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح. اهـ

قلت: فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٠١ : ولو جامع في رمضان متعمدا مرارا بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في

Scanned by CamScanner

الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندنا، وعند الشافعي عليه لكل يوم كفارة، ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية، وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه كفارة أخرى، ولو جامع في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية.

৩০ তারিখে সূর্যাস্তের আগে চাঁদ দেখে রোজা ভাঙার হুকুম

প্রশ্ন : গত রমাজানের ৩০তম রোজার বিকেলবেলা আমাদের এলাকার কিছু লোক ইফতারের নির্ধারিত সময়ের ৭-৮ মিনিট পূর্বে ঈদের চাঁদ দেখে এবং চাঁদ দেখার পর তারা রোজা ভঙ্গ করে। তারা বলে, আমরা হাদীসে জেনেছি, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা রমাজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং শাওয়ালের চাঁদ (ঈদের চাঁদ) দেখে রোজা ভঙ্গ করো। অতএব আমরা চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করেছি, আমাদের রোজা পূর্ণ হয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো, যারা ইফতারের নির্ধারিত সময়ের আগে চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করেছে তাদের রোজা পূর্ণ হয়েছে কি না? যদি তাদের রোজা পূর্ণ না হয় তাহলে তাদের সেই রোজার কাযা করতে হবে কি? এবং কাফ্ফারা দিতে হবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন ও হাদীস সর্ব ওহীর জ্ঞান, ওহীর জ্ঞান অর্জন করতে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা ও তাঁর ভয়-ভীতি তথা তাকওয়ার প্রয়োজন। আরবী ভাষাসহ বহু প্রকারের শিক্ষা অর্জন করা ওহীর জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত। যারা এসব শর্ত পূরণ করে ইলম শিখেছেন তাঁরা রাসূল (সা.)-এর বাণী صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته এর মর্ম বুঝেছেন যে শরীয়তসম্মত পন্থায় রমাজানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পরের দিন থেকে রোজা রাখতে হবে। আর শরীয়তসম্মতভাবে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে রোজা পূর্ণ করে পরের দিন ঈদ করতে হবে। এ হলো হাদীসের প্রকৃত অর্থ। এ হাদীসের এ অর্থ কেউ বোঝেনি যে রোজার দিনের শেষাংশে চাঁদ দেখা দিলে সে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে–এ রোজা পূর্ণ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্নের বিবরণে যারা ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে চাঁদ দেখেছেন নিঃসন্দেহে সেটা আগামী দিনে ঈদ করার চাঁদ। তাই এ রাতের পরে আর রোজা রাখবে না, ঈদই করবে। কিন্তু হাদীসটির মর্ম কিভাবে বের হলো যে আগামী দিনের চাঁদ দেখলে রাখা রোজাটি ভেঙে ফেলতে হবে? এ ধরনের উক্তিকারী অজ্ঞ, মূর্খ। হাদীস

Scanned by CamScanner

বোঝে না, বোঝার যে ইলমের প্রয়োজন তাও রাখে না। অথবা ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন ও উপহাস করাই এদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

অতএব, যারা রোজাটি ইফতারের পূর্বেই ভেঙে ফেলেছেন তাঁদের অবশ্যই এ রোজার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই দিতে হবে। অন্যথায় মারাত্মক গোনাহ হবে। (১৫/৮৪৬)

مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤/ ٤٦٣ : " صوموا لرؤيته ") أي لأجل رؤية الهلال، فاللام للتعليل والضمير للهلال على حد حتى توارت بالحجاب اكتفاء بقرينة السياق ولقوله - تعالى - {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: ١١] أي لأبوي الميت، وقال الطيبي: اللام للتوقيت كقوله - تعالى - {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: ٧٨] أي وقت دلوكها، وفيه أن الصوم بعد الرؤية بزمان طويل يتحقق، وأن الإقامة بعد تحقق الدلوك فلا جامع بينهما، ولهذا قال ابن الملك: في الآية اللام بمعنى " بعد " أي بعد دلوكها أي زوالها، كما في قولك: جئته لثلاث خلون من شهر كذا، يبينه حديث أبي البختري في الفصل الثالث مده للرؤية، قال القاضي عياض - رحمه الله الفياض - أي أطال الله مدته إلى الرؤية، وقوله: جئته لثلاث خلون من شهر كذا، ويحتمل أن يكون بمعنى بعد اهالأخير- هو الأظهر لأن الأول يرد " وأفطروا " أي اجعلوا عيد الفطر " لرؤيته " أي لأجلها أو بعدها أو وقتها " فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان " أي أتموا عدده " ثلاثين " أي فكذا رمضان بطريق الأولى، قال ابن الهمام: إذا صام أهل مصر رمضان على غير رؤية بل بإكمال شعبان ثمانية وعشرين، ثم رأوا هلال شوال، إن كانوا أكملوا عدة شعبان عن رؤية هلاله إذ لم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا حملا على شعبان، غير أنه اتفق أنهم لم يروا الليلة الثلاثين، وإن أكملوا شعبان عن غير رؤية قضوا يومين احتياطا، لاحتمال نقصان شعبان ما قبله، فإنهم لم يروا هلال شعبان إلا كانوا بالضرورة مكملين رجبا -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٢ : (قوله: ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا) أي سواء رئي قبل الزوال أو بعده (وقوله على المذهب) : أي الذي هو قول أبي حنيفة ومحمد قال في البدائع فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما وقال أبو يوسف إن كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان.

وعلى هذا الخلاف هلال شوال فعندهما يكون للمستقبلة مطلقا ويكون اليوم من رمضان وعنده لو قبل الزوال يكون الماضية ويكون اليوم يوم الفطر؛ لأنه لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين فيجب في هلال رمضان كون اليوم من رمضان، وفي هلال شوال كونه يوم الفطر، والأصل عندهما أنه لا تعتبر رؤيته نهارا، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٣ : ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى.

কাফ্ফারা আদায়ের আগে পুনরায় স্ত্রী সহবাস করার বিধান

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি রমাজান মাসে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী সহবাস করেছে, এখন কাফ্ফারা আদায় না করেই সামনে সহবাস করতে পারবে কি না?

উত্তর : রমাজানে দিনেরবেলায় ইচ্ছাকৃত স্ত্রী সহবাস করে রোজা ভেঙে দেওয়া অত্যন্ত ঘৃণিত ও পাপের কাজ গোনাহে কবীরা। এমন গর্হিত কাজের জন্য সহবাসকারীকে অবশ্যই তাওবা করে নিতে হবে। তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে বৈধ পন্থায় সহবাস শরীয়তে নিষেধ নয়। (১৪/৫৬৩/৫৬৪৩)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۱۷۳ : رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کے وقت جماع کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جس کے بدلے میں قضاء وکفارہ دونوں

Scanned by CamScanner

لازم ہیں ایسے عمل اگر میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو دونوں پر کفارہ و قضاء واجب ہے ورنہ بیوی کو مجبور کرنے کی صورت میں بیوی پر صرف قضاء اور خاوند پر قضاء و کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔

কাফ্ফারা আদায় না করে পরের রমাজানের রোজা রাখার হুকুম

প্রশ্ন : কারো ওপর রমাজান মাসের রোজার কাফ্ফারা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু কাফ্ফারা আদায় না করতেই দ্বিতীয় রমাজান এসে গেছে, এখন রমাজানের রোজা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : পূর্বের কাফ্ফারা আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। তা অবহেলা শরীয়তসম্মত নয়। তবে কোনো কারণে তা অনাদায় থাকলেও রমাজানের রোজা রাখতে হবে এবং সহীহও হবে। রমাজান মাসে কাফ্ফারার নিয়্যাতে রোজা রাখলে তা কাফ্ফারা বলে গণ্য হবে না। রমজানের রোজাই আদায় হবে। (১৪/৫৬৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٣ : (و) لو جاء رمضان الثاني (قدم الأداء على القضاء) ولا فدية لما مر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٣ : (قوله قدم الأداء على القضاء) أي ينبغي له ذلك، وإلا فلو قدم القضاء وقع عن الأداء كما مر نهر. قلت: بل الظاهر الوجوب لما مر أول الصوم من أنه لو نوى النفل أو واجبا آخر يخشى عليه الكفر تأمل.

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখা যায় না

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোজা ও কাফ্ফারার ৬০টি রোজা রাখা যাবে কি না? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কাযাকৃত রোজার কাফ্ফারা হিসেবে অন্য কারো রোজা রাখার বিধান নেই। তবে মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি ফিদিয়া দেওয়ার অসিয়ত করলে তার রেখে যাওয়া মালের এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে অসিয়ত পূর্ণ করা জরুরি। অসিয়ত

Scanned by CamScanner

না করলে ফিদিয়া দেওয়া জরুরি নয়। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ হতে তা আদায় করলে আদায় হওয়ার আশা করা যায়। (১৪/৪৩০/৫৬৬৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٤ : (وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار (وإن صام أو صلى عنه) الولي (لا) لحديث النسائي «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه».

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١ / ١٤٣ : (قوله ومن مات وعليه قضاء شهر رمضان فإن أوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير) وهذه الوصية إنما تكون من الثلث والتقييد بقضاء شهر رمضان غير شرط بل يشاركه كل صوم يجب قضاؤه كالنذر وغيره ولا بد من الإيصاء للوجوب على الولي أن يطعم فإن تبرع الولي به من غير إيصاء فإنه يصح.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣ / ٢٩٢ : الجواب۔کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نہ نماز کی قضاء کر سکتا ہے نہ روزے کی۔

রোজা রেখে কাজ করতে অক্ষমের করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি দরিদ্র। তার একা কাজ করে ১০ জন মানুষকে খাওয়াতে হয়। যদি সে কাজ না করে তাহলে ১০ জন মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়। এদিকে সে রোজা রেখে কাজ করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় তার জন্য করণীয় কী?

উত্তর : ইসলামের মৌলিক বিধানের মধ্যে রোজা অন্যতম। যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মুকীমের জন্য রাখা ফরযে আইন। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির জন্য পূর্বে থেকেই রোজার প্রস্তুতিমূলক এমন পেশা অবলম্বন করা উচিত, যাতে রোজা রাখতে কষ্ট না হয়। অথবা কর্মের সময়সূচি পরিবর্তন করে সকালে ও রাত্রে পরিশ্রম করা উচিত। যদি এমন কোনো উপায় বের করা সম্ভব না হয় তবে রোজা রেখে কাজ শুরু করবে এবং অক্ষম হলে ভেঙে ফেলবে। এভাবে যতটি রোজা ভাঙা হবে পরবর্তীতে তার কাযা করে নিতে হবে। (১৮/৮০২/৭৮৬২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٠ : [فروع] لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي، فإن قال لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء، فإن أجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر ففي كفارته قولان قنية.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٠ : والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى الفطر.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣ / ٢٧٤ : جواب—کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں اس لئے روزہ توڑ کہ لیا جائے لیکن جب روزے میں حالت مخدوش ہو جائے تو روزہ توڑ دے، اس صورت میں قضاء واجب ہو گی، کفارہ لازم نہیں آئیگا۔

জঙ্গি বিমানের ট্রেনিংকালে রোজা ভাঙার হুকুম

প্রশ্ন : যারা সরকারি জঙ্গি বিমানের পাইলট আছেন, সরকারের নির্দেশক্রমে রমাজান মাসেও তাঁদের ট্রেনিং করতে হয়। যেহেতু যাত্রীবাহী বিমানের তুলনায় জঙ্গি বিমানে শরীরে চাপ বেশি পড়ে এবং রোজা রেখে জঙ্গি বিমান নিয়ে ট্রেনিংকরত বারবার রাউন্ড করায় দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কা বেশি, তাই কেউ যদি রোজা না রাখে বা রেখে ভেঙে দেয় তবে কি তা জায়েয হবে? যদি জায়েয না হয় তবে কি ওই রোজার শুধু কাযা ওয়াজিব নাকি কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব?

উত্তর : রোজা রেখে জঙ্গি বিমানের ট্রেনিং নিলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলে ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে রোজা না রেখে পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নেবে। অনুরূপভাবে প্রশ্নে বর্ণিত বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে রোজা ভাঙতে বাধ্য হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, শুধু কাযাই যথেষ্ট হবে। (১৪/৯২৩/৫৭৯৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٢ : وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بأخبار طبيب حاذق مسلم مستور .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢٢ : (قوله وخادمة) في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب.

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٦٨٥ : قوله: "يخاف منه الهلاك" ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب .

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل ۹ / ۳۷۵ : جواب- اگر روزہ سے صحت متاثر ہو رہی اور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ دیا جائے اس صورت میں صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

পাওনা টাকার দাবি ছেড়ে দিলে রোজার কাফ্ফারা আদায় হয় না

প্রশ্ন : আমি সরকারি চাকরিজীবী। আমি সরকারের নিকট ২০ হাজার টাকা পাওনা। উক্ত টাকা আনতে হলে ৪ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এখন যদি ঘুষ দিয়ে টাকা না এনে তা রোজার কাফ্ফারা হিসেবে নিয়্যাত করে ছেড়ে দেই তাহলে কাফ্ফারা আদায় হবে কি না? না হলে এর কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে?

উত্তর : অর্থ দ্বারা রোজার কাফ্ফারা আদায় করতে চাইলে অর্থ তার ব্যয় খাত অর্থাৎ ফকির-মিসকিনদের মালিকানায় দিতে হবে। সরকারি ফান্ড যেহেতু রোজার কাফ্ফারা আদায়ের ফান্ড নয়, তাই সেখানে ছেড়ে দিলে তা আদায় হবে না। বরং আপনার হালাল টাকা যেকোনো উপায়ে উত্তোলন করে নিতে পারবেন। এতে যদি ঘুষ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে সে অবস্থায় নিজের হক উদ্ধারের লক্ষ্যে ঘৃণার সাথে ঘুষ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এতে শুধু ঘুষ গ্রহণকারী গোনাহগার হবে। (৯/৪৭৭/২৭০০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف (قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) ... ... وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني -

📖 فيه أيضا ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام:... ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٧ / ١١٥ : غریب مسکین لوگ اس فدیہ کے مصرف ہیں مسجد کی مرمت میں اس کو صرف کرنا جائز نہیں، کھانا پکا کر غریب طلبہ کو بطور تملیک دیدینا جائز ہے۔ اسی طرح کپڑے بنا کر دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ طلبہ مستحق ہوں مالدار نہ ہوں، فقیروں کو دینا بھی جائز ہے۔

দিনের বেলা হায়েয শুরু বা বন্ধ হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো মহিলা সাহরী খেয়ে রোজার নিয়্যাত করার পর দিনের মাঝখানে মাসিক শুরু হয়ে যায়। অনুরূপ কারো মাসিক চালু থাকার কারণে সাহরী খায়নি, কিন্তু দিনের মধ্যখানে এসে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এই দুই মহিলা কি রোজাদারের মতো উপবাস থাকবে, না খেতে পারবে? উভয়ের হুকুম একই রকম, না ভিন্ন?

উত্তর : রোজা রাখার পর দিনের বেলায় যদি কোনো স্ত্রী লোকের মাসিক আরম্ভ হয়, তখন ওই মহিলার জন্য খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি আছে। তবে লোকজনের সামনে না খেয়ে নির্জনে খাওয়া-দাওয়া করবে। আর যে মহিলা মাসিকের কারণে রোজা রাখেনি, দিনের যেকোনো সময়ে তার রক্ত বন্ধ হবে তখন থেকেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে

Scanned by CamScanner

রোজাদারের ন্যায় দিনের অবশিষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করবে এবং পরবর্তীতে উভয়েই ওই দিনের রোজা কাযা করে নেবে। (৩/৮৯/৪৮৮)

📖 اللباب فى شرح الكتاب (المكتبة العلمية) ١ / ١٧٣ : (وإذا حاضت المرأة) أو نفست (أفطرت وقضت) وليس عليها أن تتشبه حال العذر؛ لأن صومها حرام، والتشبه بالحرام حرام (وإذا قدم المسافر) أو برئ المريض أو أفاق المجنون (أو طهرت الحائض) أو النفساء (في بعض النهار أمسكا) وجوباً، هو الصحيح. جوهرة. (عن) المفطرات من (الطعام والشراب) وغيرهما (بقية يومهما).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۴۳۸ : اگر حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھنے کے بعد حیض آگیا تو کھانا پینا جائز ہے لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے اور اگر دن کو حیض سے پاک ہوئی تو دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الصيام النافلة
পরিচ্ছেদ : নফল রোজা

কাযার সাথে নফলের নিয়্যাত অগ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : আমার রমাজানের কয়েকটি রোজা কাযা হয়েছে। গ্রামের এক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর, কাযা রোজার সঙ্গে শাওয়ালের নফল ছয় রোজার নিয়্যাত করলে উক্ত নফল রোজা আদায় হবে কি? মৌলভী সাহেব উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আদায় হয়ে যাবে। মৌলভী সাহেবের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে রমাজান মাসের কাযা রোজার সাথে শাওয়াল মাসের নফল ছয় রোজা একই নিয়্যাতে পালন করা যায় না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত রমাজানের কাযা রোজার সাথে শাওয়ালের ছয় রোজা আদায় হবে না। বরং তা রমাজানের কাযা রোজা হিসেবেই আদায় হবে। (১২/১৬৭/৩৮৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٩٧ : وإذا نوى قضاء بعض رمضان، والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦ / ٣٩٥ : سوال — اگر کسی شخص نے رمضان کی قضاء ایسے ایام میں کی کہ ان میں نفلی روزہ بھی مستحب اور سنت ہے تو ثواب نفلی روزہ کا بھی ہوگا یا نہیں؟

جواب— اس صورت میں وہ روزے قضاء کے ہوئے، نفلی روزے کا ثواب اس میں نہ ہوگا۔

কাযার সাথে শাওয়ালের রোজার নিয়্যাত করলে সাওয়াব পাবে না

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা রমাজান মাসে হায়েযের কারণে রোজা রাখতে পারেনি, ফলে সে শাওয়াল মাসে কাযা করে, সাথে সাথে শাওয়ালের নফল ছয় রোজার নিয়্যাত করে। জানার বিষয় হলো, সে ফরযের সাথে নফলের ফজীলত পাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী শাওয়ালের ছয় রোজার যে ফজীলত বর্ণিত হয়েছে তা স্বতন্ত্র রাখার ওপর হয়েছে। তাই উক্ত মহিলা কাযা রোজার সাথে নফল ছয় রোজার নিয়্যাত করলে কাযা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নফলের ফজীলত পাবে না। (১৮/৪৮৭/৭৬৯১)

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص ۳۹۲ : السؤال – ما قولكم فيمن فاته شيء من رمضان وصام ستا من شوال بنية القضاء والنفل معا فهل يحصل له ثواب الفرض والنفل ؟ ... ...
الجواب – ... ... إن هذه الستة ينبغي أن يكون غير رمضان، أيضا لا يصلح في الفرض نية النفل ولا يحصل له ثواب الست بالقضاء.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۴۴۱ : ان ایام میں قضاء روزوں سے یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔

ছয় রোজার ফজীলত পেতে হলে ভিন্নভাবে রাখতে হবে

প্রশ্ন : শুনেছি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখলে পূর্ণ বছর রোজা রাখার সাওয়াব হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, রমাজান মাসে মাসিক থাকার কারণে যে রোজাগুলো রাখতে পারিনি তা শাওয়াল মাসে রাখলে কি উপরোক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে? নাকি কাযা রোজা রাখার পর ছয় রোজাও ভিন্নভাবে রাখতে হবে?

উত্তর : রমাজানের কাযা রোজা শাওয়াল মাসে কাযা করলে শাওয়াল মাসের ছয় রোজার ফজীলত পাওয়া যাবে না। শাওয়াল মাসের ছয় রোজার ফজীলত পেতে হলে পৃথকভাবে শাওয়ালের মধ্যেই ছয় রোজা রাখতে হবে। (১০/৭২৫/৩৩৬৩)

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص ۳۹۲ : السؤال – ما قولكم فيمن فاته شيء من رمضان وصام ستا من شوال بنية القضاء والنفل معا فهل يحصل له ثواب الفرض والنفل ؟ ... ...

Scanned by CamScanner

الجواب – ... ... إن هذه الستة ينبغى أن يكون غير رمضان، أيضا لا يصلح فى الفرض نية النفل ولا يحصل له ثواب الست بالقضاء.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۴۴۱ : ان ایام میں قضاء روزوں سے یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔

২৭ রজব হাজারী রোজার ভিত্তি নেই

প্রশ্ন : অনেক মানুষ রজব মাসের ২৭ তারিখের রোজাকে অনেক গুরুত্ব দেয় এবং হাজারী রোজা বলে অর্থাৎ হাজার রোজার সাওয়াব বিশ্বাস করে এই রোজা রাখে। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : রজব মাসের হাজারী রোজার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই। (১৮/৫৫২/৭৬৭২)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٥٥٤ (١٧٤٣) : عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «نهى عن صيام رجب».

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١/ ١٢٥ : نهى عن صيام رجب وهذا لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه وروى عن خرشة بن الحراشة قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب بأكف الرجال على صوم رجب ويقول رجب وما رجب إنما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك رواه بن أبي شيبة والطبراني في الأوسط ووردت الاخبار بفضل صيامه أيضا لأنه من جملة الأشهر الحرم فلعله نهى أولا ثم أجاز أو بالعكس -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳ / ۱۴۳ : عوام میں ۲۷ رجب کے متعلق بہت بڑی فضیلت مشہور ہے مگر وہ غلط ہے اس فضیلت کا اعتقاد بھی غلط ہے اس نیت سے روزہ رکھنا بھی غلط ہے۔

Scanned by CamScanner

আরাফার রোজা বাংলাদেশে ৮ নাকি ৯ তারিখে রাখবে

প্রশ্ন : হাদীস শরীফে আছে, আরাফার রোজার অনেক গুরুত্ব ও ফজীলত রয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন থেকে জেনে আসছি যে আরাফার রোজা বলতে ৯ জিলহজের রোজাকে বোঝায়। কিন্তু এ বছর জনৈক আলেমের মুখে শোনা গেছে, আরাফার রোজা বলতে বাংলাদেশ হিসেবে ৮ জিলহজের রোজাকে বোঝায়। উক্ত আলেমের দলিল হলো,

(ক) হাদীসে يوم العرفة (আরাফার দিন) এসেছে, আর সৌদি আরবে যেদিন আরাফার দিন ওই দিন আমাদের দেশে ৮ তারিখ।.

(খ) আরাফার রোজার এত ফজীলত এসেছে আরাফার দিনকে কেন্দ্র করে আর আরাফার দিন আমাদের দেশ হিসেবে ওই তারিখে নয়, বরং ৮ তারিখে, তাই ৮ তারিখেই রোজা থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো, يوم العرفة -র রোজা বলতে ৯ জিলহজের রোজাকে বোঝায় নাকি ৮ জিলহজের বা সৌদি আরবের আরাফার দিনকে বোঝায়? যদি ৯ জিলহজের রোজাকে বোঝায় তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের উক্তিগুলোর জবাব কী? শরীয়তসম্মত সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ হাদীস শরীফে আরাফার দিন বলে ৯ জিলহজের দিনকে বোঝানো হয়েছে। অতএব সকল দেশের অধিবাসীগণ স্ব স্ব দেশের তারিখ মোতাবেক জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফার রোজা রাখবে। তথা যে দেশে যখন ৯ জিলহজের দিন আসবে সে দেশের অধিবাসীগণ তখনই আরাফার দিনের রোজা রাখবে। যেমন নামায, রোজা, ঈদ, কুরবানী ও শবেবরাত বিশ্বের সমস্ত মুসলমান আপন আপন দেশের তারিখ ও সময় অনুযায়ী আদায় করে থাকে। সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করার কথা কোরআন শরীফের কোথাও বলা হয়নি। তাই নিজ দেশে চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করেই সকল ইবাদতের মতো ৯ জিলহজ তথা يوم العرفة-এর রোজাও রাখতে হবে। (১৮/৫৯০/৭৭২২)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٥ : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٨/ ٤٣- ٤٤ (١١٦٢) : عن أبي قتادة : ... ... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي

Scanned by CamScanner

بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٠٣ : [فائدة] في مناسك النووي يوم التروية: هو الثامن واليوم التاسع عرفة والعاشر النحر.

📖 معارف السنن (سعيد) ٥/ ٣٣٧ : وان رأى رجل الهلال فى القسطنطنية ثم جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو برؤية اهل بلدنا؟ لم أجد هذه الصورة فى كتبنا، والظاهر أنه يتبع أهل بلدنا.

আরাফার রোজা ৯ জিলহজ রাখতে হবে

প্রশ্ন : আরাফার দিনে যে রোজা রাখার কথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তা কি আরাফার দিন সম্পর্কে, নাকি জিলহজ মাসের ৯ তারিখ সম্পর্কে?

উত্তর : জিলহজ মাসের ৯ তারিখকেই একটি বিশেষ কারণে ইয়াওমে আরাফা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীস শরীফে বর্ণিত ইয়াওমে আরাফা বলতে জিলহজের ৯ তারিখই উদ্দেশ্য, ওই ৯ তারিখের রোজা ফজীলতপূর্ণ। চন্দ্রমাস তথা জিলহজের যেদিন যে দেশে ৯ তারিখ বলে ঘোষিত হয় ওই দিন রোজা রাখবে। (৮/১৫৮/২০৩৭)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٧٧ (٧٤٩) : عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وفي الباب عن أبي سعيد.: «حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة، إلا بعرفة».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٥١٩ : صوم يوم عرفة: هو تاسع ذي الحجة لغير الحاج، لخبر مسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبلها، والسنة التي بعده».

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) صـ ٥٥٨ : يوم الحج يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة وسمي بيوم عرفة

Scanned by CamScanner

لأن آدم وحواء بعد ما أهبطا إلى الأرض وافترقا فلم يجتمعا سنين
ثم التقيا يوم عرفة بعرفات قاله النسفي وفي الحديث الحج عرفة.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٥ / ٢٠١ : عرفہ کا دن ایک ہے یعنی نویں تاریخ
ذی الحجہ کی۔

জিলহজের রোজার বর্ণিত ফজীলত নফলের সমতুল্য

প্রশ্ন : জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের রোজার ফজীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রতিদিনের রোজায় এক বছরের রোজার সাওয়াব পাওয়া যাবে। এখন এ সাওয়াব কি ফরয রোজার সমতুল্য, নাকি নফল রোজার সমতুল্য? এবং জিলহজ মাসের ১০ দিনের রোজা রাখা সম্পর্কীয় হাদীসের মান কী?

উত্তর : জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের রোজার উল্লিখিত ফজীলত অর্থাৎ প্রতি রোজায় এক বছরের রোজার সাওয়াব–তা নফল রোজার সমতুল্য, ফরয রোজার নয়। এ সম্পর্কীয় হাদীস যয়ীফ হলেও আমলের গুরুত্ব পাবে। (১২/৪৫৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٨٠ (٧٥٨) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».

📖 تدريب الراوى (دار طيبة) ١ / ٣٥٠ : (ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) ، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، (والأحكام كالحلال والحرام، و) غيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) .
ومن نقل عنه ذلك: ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك، قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. تنبيه لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا، وفي سائر كتبه

Scanned by CamScanner

لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

নফল রোজা ভাঙলে কাযা করতে হবে

প্রশ্ন : আমার বাড়িতে আমার এক বন্ধু বেড়াতে আসে। সে সময় আমি নফল রোজা রাখছিলাম। এখন আমার বন্ধু বারবার আমাকে অনুরোধ করে রোজা ভেঙে তার সাথে খানা খাওয়ার জন্য। আমি বললাম যে আমি রোজাদার। সে বলল, নফল রোজা ভেঙে ফেললে কোনো সমস্যা নেই। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তার কথাটি সঠিক কি না? এবং রোজার কোনো কাযা কাফ্ফারা দিতে হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি নফল রোজা রেখে ভেঙে ফেলে তাহলে তার কাযা আসবে, কাফ্ফারা আসবে না। (১৩/৫৭৭)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ١٤١ : (قوله وليس في إفساد صوم غير شهر رمضان كفارة) لأنه في رمضان أبلغ في الجناية لأنه جناية على الصوم والشهر وفي غيره جناية على الصوم لا غير.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٣٦٥ : (وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة) لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۱۹۱ : الجواب—ہاں، مہمان کو بھی اجازت ہے کہ میزبان کی خاطر اپنا نفلی روزہ توڑدے مگر قضاء لازم ہوگی "وضیافت ہم عذر است افطار کند و قضالازم شود" (مالابدمنہ ص ۱۰۰)۔

Scanned by CamScanner

باب الاعتكاف

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

তিন দিন ই'তিকাফ করলে সুন্নাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : রমাজানের শেষ কয় দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাত? একজন পীর বলেন, তিন দিন আদায় করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তাঁর কথাটি সত্য কি না?

উত্তর : পবিত্র রমাজান মাসের শেষ ১০ দিন মসজিদে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া, যারা ৩ দিন ই'তিকাফ করার দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে বলে তাদের কথা সঠিক নয়। (১৮/২৯৯/৭৫৫৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٦٧ (٢٠٢٧) : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر» ، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين -

📖 فيه أيضا ٢/ ٦٧ (٢٠٢٦) : عن عائشة رضي الله عنها، - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٤٢ : وبالتعليق ذكره ابن الكمال (وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان) أي سنة كفاية.

Scanned by CamScanner

কয়েকজনে পালাক্রমে ১০ দিন ই'তিকাফ আদায় করলে সুন্নাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় রমাজানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সবাই মিলে এটা নির্ধারণ করে নেয় যে আলমগীর ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ, রফিক ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখ এবং শফিক ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ ই'তিকাফ করবে। প্রশ্ন হলো, এর দ্বারা এলাকার সবার ওপর এলাকার মসজিদে ই'তিকাফ করা যে সুন্নাতে মুআক্কাদা-কিফায়া ছিল তা আদায় হয়েছে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : ই'তিকাফ মাসনূন আদায় হওয়ার জন্য এক-ই ব্যক্তি রমাজান শরীফের শেষের ১০ দিন ই'তিকাফ করতে হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ই'তিকাফ আদায় হবে না। বরং সকলের জিম্মায় সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে-কিফায়া থেকে যাবে। (৪/১০৩/৬০১)

📖 صحيح البخاري(دار الحديث) ٢/ ٦٧ (٢٠٢٧) : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر» ، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣ / ١٥٢،١٤٦ : سوال- ... ... ٨- بغرض مجبوری دو صاحب پانچ پانچ یوم معتکف ہوئے کیا حکم ہے؟
الجواب- ... ... ٨- اس طرح سنت ادا نہیں ہوئی۔

টাকার বিনিময়ে ই'তিকাফ করানো নাজায়েয

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদে রমাজান মাসে ই'তিকাফের জন্য কোনো লোক না পেয়ে ইমাম সাহেব টাকার বিনিময়ে কাউকে ই'তিকাফে ঢুকায় এবং গ্রাম থেকে টাকা

Scanned by CamScanner

উঠায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কতটুকু বৈধতা আছে এবং টাকার বিনিময়ে ই'তিকাফ করালে ই'তিকাফ মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে কতটুকু আদায় হবে? এবং গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা আছে কি? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : টাকার বিনিময়ে ই'তিকাফ করা এবং করানো সম্পূর্ণ নাজায়েয, এভাবে ই'তিকাফ করানোর দ্বারা মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হতে পারবে না। (১৯/১৪২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٩٥ : قال في البحر: ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطي، وينبغي أن لا يصح ذلك اهأي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها، وذلك باطل قطعا، وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهي باطلة أيضا كما نص عليه في المتون والشروح والفتاوى، إلا فيما استثناه المتأخرون من جواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامة وعللوه بالضرورة وخوف ضياع الدين في زماننا لانقطاع ما كان يعطى من بيت المال. وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي بيانه في هذا الباب، ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضا.

📖 فيه أيضا ٦ / ٥٦ : وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ١٧١ : الجواب—اعتکاف کو بزنس (تجارت) بنانا غلط اور ناجائز ہے اعتکاف پر پیسے لینا اس کو فروخت کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے ایسے اعتکاف کا ثواب نہیں نہ اس سے سنت اعتکاف اہل محلہ سے ساقط ہو گی۔

Scanned by CamScanner

গ্রামে একাধিক মসজিদ থাকলে যেকোনো একটির ই'তিকাফই যথেষ্ট

প্রশ্ন : আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলে একটি জামে মসজিদ, আরো পাঁচ মিনিট দক্ষিণে হেঁটে গেলে একটি জামে মসজিদ, আর পশ্চিমে দুই মিনিট হেঁটে গেলে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ। আমার জানার বিষয় হলো, একই গ্রামে অবস্থিত তিনটি মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে কি না? যদি এক মসজিদের আশপাশের লোক ও কর্তৃপক্ষ মসজিদে ই'তিকাফের ব্যবস্থা করে আর পাঞ্জেগানাওয়ালারা না করে তাহলে গোনাহগার হবে কি না? এক মহল্লার বা গ্রামের পরিধি কতটুকু?

উত্তর : এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকলে প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম হলেও জরুরি নয়। বরং যেকোনো এক মসজিদে ই'তিকাফ করলে মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে।
স্থানীয় লোকের মধ্যে যে স্থানটি মহল্লা বা গ্রাম হিসেবে পরিচিত তা-ই মহল্লা বা গ্রামের পরিধি বা সীমা। (১৯/২১৭/৮০৪৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٤٢ : (وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٤٢ : (قوله أي سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على ترك بلا عذر، ولو كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٥ : (قوله والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين... وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط الثاني. ويظهر لي الثالث، لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساءوا. اهـ

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۵۰۸ : اس سے متعلق کوئی صریح جزئیہ نہیں ملا، البتہ شامیہ میں اعتکاف کی سنیت کو نظیر اقامت تراویح کہا ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۱۵۹ : اعلی بات یہ ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف کرے اس سنت علی الکفایۃ کی طرف سے بہت غفلت ہے جو کہ بہت بڑی محرومی ہے اگر محلہ یا شہر میں ایک بھی معتکف ہے تو کافی ہو جائیگا۔

একই গ্রামের সব মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম

প্রশ্ন : একই মহল্লায় যদি একাধিক মসজিদ থাকে তবে প্রত্যেক মসজিদেই রমাজানে ই'তিকাফ করতে হবে কি না? মসজিদগুলোর কোনো একটি যদি মাদ্রাসাসংলগ্ন হয় যাতে সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্ররাই নামায পড়ে থাকে এবং ছুটির কারণে রমাজানে ই'তিকাফ করার মতো কেউ না থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে হুকুমের কোনো ব্যবধান হবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে মহল্লার পরিচয় জানিয়ে কৃতজ্ঞ করার আবেদন করছি।

উত্তর : মহল্লার যেকোনো এক মসজিদে ই'তিকাফ করার দ্বারা সবাই গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। তবে প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।
মানুষের প্রচলনে যে এলাকাকে মহল্লা বলে সে এলাকাকেই শরীয়তের দৃষ্টিতে মহল্লা বলা হয়। (৪/১২৪/৬০৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۱۵۹ : اعلی بات یہ ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف کرے اس سنت علی الکفایۃ کی طرف سے بہت غفلت ہے جو کہ بہت بڑی محرومی ہے اگر محلہ یا شہر میں ایک بھی معتکف ہے تو کافی ہو جائیگا۔

অন্য গ্রামের লোক ই'তিকাফ করলেও যথেষ্ট হবে

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে কেউ ই'তিকাফ না থাকাতে অন্য গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাদের গ্রামের মসজিদে কোনো কিছু দাবি না করে ই'তিকাফে বসে যায়। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রামের সবার পক্ষ থেকে সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ই'তিকাফের দ্বারা ওই গ্রামের সবার পক্ষ থেকে ই'তিকাফের সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে। তবে গ্রামবাসীর জন্য উচিত তাদের মধ্য হতে কেউ ই'তিকাফে বসা। (১৯/৫২৫)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٤٢ : (قوله أي سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على ترك بلا عذر، ولو كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٧ / ١٧١ : الجواب ـ جس محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرے گا اس مسجد سے متعلق سنت اعتکاف ادا ہو جائے گی، مگر اہل محلہ کو چاہئے کہ خود ہی اعتکاف کریں، دوسرے محلہ سے بلا کر اعتکاف کرا کے خود محروم نہ رہیں۔

ভাড়া করে ই'তিকাফ করানো অবৈধ, এতে কেউ দায়িত্বমুক্ত হবে না

প্রশ্ন : কোনো মহল্লায় যদি সুন্নাত ই'তিকাফ আদায়ের লোক তৈরি না হয় তাহলে কি ওই মহল্লাবাসীদের জন্য যেকোনো লোককে ১০ দিনের জন্য ভাড়া করে ই'তিকাফে বসানো বৈধ হবে? এবং এতে মহল্লাবাসী দায়িত্বমুক্ত হবে কি? মাসআলাদ্বয়ের সঠিক জবাবের জন্য হুজুরের সুমর্জি কামনা করছি।

উত্তর : ই'তিকাফ একটি মহৎ ইবাদত। এ ইবাদত প্রত্যেক মুসলমান স্বেচ্ছায় পালন করার চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী শরীয়তে বিনিময় দিয়ে ভাড়া করে ইবাদত পালন করার সুযোগ নেই। তাই মহল্লাবাসীর মধ্যে স্বেচ্ছায় কেউ ই'তিকাফ করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। ভাড়াটে ই'তিকাফকারীর দ্বারা মহল্লাবাসী দায়িত্বমুক্ত হবে না। (১২/৩১৭/৩৯৪৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩٩ : ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية، وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين، وأجاز المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٧ / ١٧١ : الجواب ـ اعتکاف کو بزنس (تجارت) بنانا غلط اور ناجائز ہے اعتکاف پر پیسے لینا اس کو فروخت کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے ایسے اعتکاف کا ثواب نہیں نہ اس سے سنت اعتکاف اہل محلہ سے ساقط ہوگی۔

Scanned by CamScanner

ঘরে বা মসজিদে মহিলারা ই'তিকাফ করলে পুরুষরা দায়িত্বমুক্ত হবে না

প্রশ্ন : মহিলাদের নামাযের ঘরকে যেহেতু মসজিদের সমপর্যায়ে বলা হয়েছে, তাই মহিলাগণ ঘরে ই'তিকাফ করার দ্বারা গ্রামবাসীর সবার পক্ষ থেকে আদায় হবে কি না? কাজের ঝামেলার কারণে পুরুষরা ই'তিকাফ না করায় যদি মহিলারা মসজিদে ই'তিকাফ আদায় করে তাহলে মহিলাদের আদায়কৃত ই'তিকাফ দ্বারা গ্রামবাসী সবার হক আদায় হবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের নামাযের স্থান তাদের ঘরের অন্দরমহল, মসজিদ নয়। কিন্তু মহিলারা সাওয়াবের বেলায় ঘরে নামায পড়েও পুরুষদের মসজিদে নামায পড়ার সমপরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী বলে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ অর্থে মহিলাদের ঘরকে মসজিদের সাদৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেন মহিলারা বেশি সাওয়াব হাসিল করার আশায় মসজিদে আসার জন্য উদগ্রীব না হয়। মসজিদে গিয়ে শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদার হুকুম পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। সুতরাং মহিলারা চাই ঘরে ই'তিকাফ করুক চাই মসজিদে পুরুষদের দায়িত্ব আদায় হবে না। তবে পুরুষদের মধ্যে একজনও যদি মসজিদে ই'তিকাফ করে তাহলে গ্রামবাসীর পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। (১৮/২৯৯/৭৫৫৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٦٨ (٢٠٣٣) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: «ما هذا؟» فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «آلبر ترون بهن» فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث العربي) ١١/ ١٤٨ : وقال إبراهيم بن عبلة في قوله: (آلبر يردن؟) دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه ليس ببر لهن. وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضح قلت: بلى، هو واضح لأنه إذا لم يكن برا لهن يكون

فعله غير بر، أي: غير طاعة، وارتكاب غير الطاعة حرام، ويلزم من ذلك عدم الجواز.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ١١٣ : وأما المرأة فذكر في الأصل أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة.

📖 البحر الرائق ٢ / ٥٢٣ : (قوله: والمرأة تعتكف في مسجد بيتها) يريد به الموضع المعد للصلاة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣ / ١۴۵ : سوال— ... ... ۴- کوئی صاحب مسجد میں معتکف نہ ہوئے ایک عورت گھر پر معتکف ہوگئی، کیا حکم ہے؟

الجواب— ... ... ۴- عورت کا اعتکاف صحیح ہو جائیگا لیکن مردوں کے ذمہ سے سنت ادا نہیں ہوگی۔

মসজিদ মহিলাদের ই'তিকাফের স্থান নয়

প্রশ্ন : রমাজানের শেষ ১০ দিনে মহিলাগণ মসজিদে ই'তিকাফ করতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় তাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ও ই'তিকাফ করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে কি না?

উত্তর : মহিলার জন্য স্বীয় ঘরের নামাযের জায়গাটি হচ্ছে ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থান। তাই মসজিদে তাদের জন্য ই'তিকাফ করা বৈধ নয়। (১০/৪৫৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ١١٣ : وأما المرأة فذكر في الأصل أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٤٤ : أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٣٠١ : (قوله: والمرأة تعتكف في مسجد بيتها) يريد به الموضع المعد للصلاة؛ لأنه أستر لها قيد به؛ لأنها لو اعتكفت في غير موضع صلاتها من بيتها سواء كان لها موضع

Scanned by CamScanner

معد أولا لا يصح اعتكافها وأشار بقوله تعتكف دون أن يقول يجب عليها إلى أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل فأفاد أن اعتكافها في مسجد الجماعة جائز وهو مكروه ذكره قاضي خان وصححه في النهاية وظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم الصحة-

ই'তিকাফ করার তরীকা ও উত্তম স্থান

প্রশ্ন : রমাজানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফে বসার সহীহ তরীকা কী? মসজিদের কোথায় ই'তিকাফে বসা উত্তম? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কেউ যদি রমাজানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করতে চায় তাহলে সে ২০ রমাজান সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তিকাফের নিয়্যাত মসজিদে প্রবেশ করবে এবং যথাসাধ্য তেলাওয়াত, যিকির, ইবাদতে লিপ্ত থাকবে, অনর্থক এবং ই'তিকাফকারীর জন্য নিষিদ্ধ এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে। ই'তিকাফের জন্য মসজিদের কোনো স্থান নির্ধারিত নেই। (১৭/৪৯৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٦٧ (٢٠٢٦) : عن عائشة رضي الله عنها، - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٤/ ٥٩٩ : (ثم اعتكف أزواجه)، أي في بيوتهن لما سبق من عدم رضائه لفعلهن، ولذا قال الفقهاء: يستحب للنساء أن يعتكفن في مكانهن (من بعده)، أي من بعد موته إحياء لسنته، وإبقاء لطريقته-

📖 فيه أيضا ٤/ ٦٠٥ : وعند الأئمة الأربعة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشر.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ١٠٨ : أما ما يرجع إلى المعتكف فمنها: الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس، وإنها

Scanned by CamScanner

شرط الجواز في نوعي الاعتكاف الواجب والتطوع... ... أن مكان الاعتكاف هو المسجد ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق ثم ذكر الكرخي أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات يريد به الرجل ... لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا ونهارا إلا لما لا بد له منه من الغائط والبول وحضور الجمعة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۶ / ۵۰۲ : سوال۔ معتکف اپنے لئے مسجد میں جگہ مقرر کرلیتا ہے تو اس کو اس جگہ رہنا چاہئے یا مسجد میں جہاں چاہے وہاں رہے؟ جواب۔ تمام مسجد میں جہاں چاہے بیٹھے، کچھ حرج نہیں ہے.

শুধুমাত্র ২৭ রমাজানের ই'তিকাফ

প্রশ্ন : আমাদের দেশের অনেক এলাকায় দেখা যায় তারা রমাজানের শেষ দশকের ই'তিকাফ না করে শুধুমাত্র ২৭ তারিখে ই'তিকাফ করে থাকে, এমনকি অনেক এলাকায় ২৭ তারিখের ই'তিকাফই জরুরি মনে করে। প্রশ্ন হলো, রমাজানের সুন্নাত ই'তিকাফ না করে শুধুমাত্র ২৭-এর ই'তিকাফকে জরুরি মনে করার হুকুম কী? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : রমাজানের শেষ ১০ দিনের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া। যাদের সম্ভব ১০ দিন ই'তিকাফ করা বড় ফজীলতের কাজ। এতদসত্ত্বেও কেউ পূর্ণ ১০ দিনের ই'তিকাফ করতে না পারলে নফলের নিয়্যাতে জরুরি মনে না করে ২৭ তারিখ বা অন্য কোনো দিনে ই'তিকাফ করলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য শুধু ২৭ তারিখে ই'তিকাফকে জরুরি মনে করার অবকাশ নেই। (১৬/৭৩৯/৬৭৭১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱ / ۲۱۱ : وينقسم إلى واجب، وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا، وإلى سنة مؤكدة، وهو في العشر الأخير من رمضان، وإلى مستحب، وهو ما سواهما.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ۲٦٥ : "و" القسم الثالث "مستحب فيما سواه" أي في أي وقت شاء سوى العشر الأخير ولم يكن منذورا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۴٦١ : سوال- اعتکاف مسنون کے روز کا ہے اور کب سے ہے؟

جواب- اعتکاف مسنون اکیسویں سے آخر رمضان تک ہے، مگر نفل اعتکاف تین روز کا بھی درست ہے۔

ফ্যাক্টরির নামাযঘরে ই'তিকাফ সহীহ নয়

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে নির্ধারিত নামাযঘরগুলোতে ই'তিকাফ করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর : এ ধরনের কক্ষের সাথে ই'তিকাফের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শরয়ী মসজিদ হওয়া শর্ত। (১৬/৭৪৩/৬৭৮৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ١٠٦٤ (٢٤٦٥) : عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» ، قال نافع: وقد أراني عبد الله، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤١٧ : وعن محمود الأوزجندي لا يجوز الاعتكاف في مسجد زقاق غير نافذ لأن طريقه مملوك لأهله إلا إذا كان له حائط إلى طريق نافذ فحينئذ يمكن التطرق إليه من حق العامة فيخلص لله تعالى فيصير مسجدا -

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٥٦ : لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة -

Scanned by CamScanner

ই'তিকাফকারী বায়ু ছাড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী বায়ু নির্গমনের জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে কি না? ফাতওয়ার কিতাবে দুই ধরনের কথাই পাওয়া যায়। প্রশ্ন হলো, ফাতওয়াযোগ্য মত কোনটি?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহর ঘর ও মুসলমানদের ইবাদতখানা। সর্বদা মসজিদের আদব রক্ষা করে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মসজিদের আদবের খেলাফ কোনো কাজ করা বা মুসল্লিদের ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী মু'তাকিফ ব্যক্তি বায়ু নির্গমনের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে। (১৬/৯২০/৬৮৭২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٧٢ : وفي الخزانة : وإذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأسا. وقال بعضهم: إذا احتاج إليه يخرج منه، وهو الأصح. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : واختلف في الذي يفسو في المسجد، فلم ير بعضهم بأسا، وبعضهم قالوا: لا يفسو ويخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح، كذا في التمرتاشي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ١٥٢ : اس سے معلوم ہوا کہ گنجائش تو مسجد کے اندر بھی ہے مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکل جانا چاہئے اور روایت اپنے اطلاق سے معتکف وغیر معتکف دونوں کو شامل ہے۔

প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাদ দিয়ে তৃতীয় তলায় ই'তিকাফ বৈধ

প্রশ্ন : মসজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাদ দিয়ে তৃতীয় তলায় ই'তিকাফ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মসজিদের তৃতীয় তলায় ই'তিকাফ করা জায়েয হবে। (১৫/৪২০/৬০৮৪)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٧ / ٥٠٢ : سوال—معتکف اپنے لئے مسجد میں جگہ مقرر کرلیتا ہے تو اس کو اس جگہ رہنا چاہئے یا مسجد میں جہاں چاہے وہاں رہے؟ الجواب—تمام مسجد میں جہاں چاہے بیٹھے کچھ حرج نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۲ / ۵۰۳ : معتکف جس مسجد میں معتکف ہے اس تمام مسجد میں جس جگہ چاہے رہ سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔

নামাযের জন্য তৃতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় আসা বৈধ

প্রশ্ন : ই'তিকাফ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তারাবীহের জন্য তৃতীয় তলা থেকে নিচতলায় এসে ইমামের পেছনে পড়লে ই'তিকাফ ঠিক থাকবে কি না? প্রথম তলায় এসে দেরি করা যাবে কি না বা তাসবীহ-তাহলীল পড়া যাবে কি না?

উত্তর : জামাআতে নামায পড়ার জন্য তৃতীয় তলা থেকে নিচতলায় আসা বৈধ হবে এবং তাসবীহ-তাহলীল ও নফল ইত্যাদি সব আদায় করতে পারবে। (১৫/৪২০/৬০৮৪)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ١٦٨ : لأن سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء ولهذا يصح اقتداء من بسطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه -

প্রথম জামাআত শেষে ওপর তলায় মু'তাকিফদের দ্বিতীয় জামাআত

প্রশ্ন : মসজিদের প্রথম তলায় জামাআত শেষ হলে পরবর্তীতে মু'তাকিফগণ তৃতীয় তলায় দ্বিতীয় জামাআত করতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্ধারিত থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে জামাআত অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মসজিদে দ্বিতীয় তলায় পৃথক জামাআতে নামায পড়া মাকরূহ বলে গণ্য হবে। (১৫/৪২০/৬০৮৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ١٦٨ : لأن سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء ولهذا يصح اقتداء من بسطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه -

Scanned by CamScanner

মুতাকিফ মসজিদের বাইরেও আযান দিতে পারবে

প্রশ্ন : রমাজান মাসে ই'তিকাফকারী আযান দিতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে মসজিদের বাইরে দেবে, না ভেতরে? বিদ্যুৎ না থাকলেও কি ভেতরে আযান দিতে হবে?

উত্তর : রমাজান মাসে ই'তিকাফকারী মসজিদের মুয়াজ্জিন হোক বা না হোক, বিদ্যুৎ থাকুক বা না থাকুক–সর্বাবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে আযান দিতে পারবে। (১৪/৬০/৫৫২৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٤٦ : قلت: بل ظاهر البدائع أن الأذان أيضا غير شرط فإنه قال: ولو صعد المنارة لم يفسد بلا خلاف وإن كان بابها خارج المسجد لأنها منه لأنه يمنع فيها من كل ما يمنع فيه من البول ونحوه فأشبه زاوية من زوايا المسجد اه

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٢ : ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف، وإن كان باب المئذنة خارج المسجد كذا في البدائع والمؤذن وغيره.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣ / ١٦١ : الجواب—مؤذن بینارۂ مسجد پر چڑھکر اذان دے اوراس کادروازہ خارج مسجد ہو تواس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔

যেকোনো কারণে ই'তিকাফ নষ্ট করলে কাযা করতে হবে

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে রমাজানের শেষের ১০ দিন ই'তিকাফের জন্য মাত্র একজন লোক বসে কিন্তু দুই-তিন দিন পার হওয়ার পর সে এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যে তার পক্ষে মসজিদে থাকা সম্ভব নয়। এখন ইমাম সাহেব অন্য একজনকে বাকি দিন থাকার জন্য প্রস্তুত করেন। প্রশ্ন হলো, প্রথম ব্যক্তির নিয়্যাত যেহেতু ১০ দিনের ছিল তাই বাকি দিনের কাযা করতে হবে কি না? এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ই'তিকাফের মাধ্যমে ই'তিকাফের সুন্নাত আদায় হবে কি না? যদি সুন্নাত আদায় না হয় তাহলে সমাজ গোনাহ থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে? জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : রমাজান মাসের শেষ ১০ দিনের ই'তিকাফ সুন্নাত। কেউ যদি ১০ দিনের কম ই'তিকাফ করে, তাহলে সুন্নাত আদায় হবে না। তাই সতর্কতাস্বরূপ কয়েকজন ই'তিকাফ করবে। আর যে ব্যক্তি শুরু করে ভেঙে ফেলেছে রমাজানের পর রোজাসহ এক দিন ও এক রাত ই'তিকাফ করবে। (১৪/৭২৮/৫৭৮০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٤٥ : وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ / ۳۷ : الجواب— جس دن اعتکاف توڑ دیا ہے فقط اس دن کے اعتکاف کی قضاء روزہ کے ساتھ ضروری ہے بقیہ ایام کی قضاء ضروری نہیں بعد رمضان کے پورے عشرہ کی قضاء مع الصوم احتیاطا کرلے تو بہتر ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۵۴ : الجواب- سنت بقید عشر ہے، جب قید نہیں مقید نہیں اور وہی سنت تھا پس سنت نہیں۔

ই'তিকাফ অবস্থায় গোসল করা

প্রশ্ন : রমাজানের শেষ দশকে যে ই'তিকাফ করা হয় তাতে ফরয গোসল ছাড়া অতিরিক্ত কোনো গোসল করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে মসজিদের ভেতরে বা সিঁড়িতে করা জায়েয আছে কি না? এক আলেম বলেন, শুধু গোসলের জন্য বের হওয়া যাবে না, কিন্তু ইস্তিঞ্জার জন্য পুকুরের অপর পাড়ে গিয়ে ইস্তিঞ্জা করে পুকুর দিয়ে সাঁতরে আসবে তাহলে গোসলও হলো, পথও অতিক্রম হলো। এটি সঠিক কি না?

উত্তর : রমাজানের শেষ দশকের ই'তিকাফকারীর জন্য মানবীয় ও শরয়ী এবং বিশেষ জরুরত ছাড়া অন্য কোনো কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই, বের হলে ই'তিকাফ ভেঙে যাবে। সুতরাং ফরয গোসল ছাড়া গরম ও গায়ের দুর্গন্ধের কারণে গোসল করার জন্য বের হওয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি অতীব প্রয়োজন হয় এবং মসজিদে গোসলের পানি না পড়ার মতো গোসলের সুব্যবস্থা থাকে তাহলে মসজিদেই গোসল করবে, অথবা ভিজা গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে। আর ইস্তেঞ্জা করতে গিয়ে ওজু পরিমাণ স্বল্প সময়ের মধ্যে সাবান ইত্যাদি ছাড়া স্বাভাবিক গোসল করতেও কোনো অসুবিধা নেই। (১৩/৭৪৮/৫৪৩৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٤٠ : (وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه لا مبطل.

Scanned by CamScanner

كما مر (الخروج إلا لحاجة الإنسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر -

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٤٥ : فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ۵۱۵ : البتہ اگر غسلخانہ بیت الخلاء کے ساتھ ہی ہو اور نہانے میں وضوء سے زیادہ دیر نہ لگے، تو قضاء حاجت کے بعد غسل کی اجازت ہے، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد ہی میں کپڑے اتار کر صرف لنگی میں چلا جائے اور نل کھول کر بدن پر پانی بہا کر نکل آئے، نہ صابون لگائے اور نہ زیادہ ملے۔

ই'তিকাফকারী ওজুর জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী শুধু ওজুর জন্য বের হতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি মসজিদের সীমানার ভেতরে ওজুর সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে শুধু ওজুর জন্য বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। (১৩/৭৪৮/৫৪৩৯)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ۵۱۰ : اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنے کی ایسی جگہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔

জানাযায় অংশগ্রহণ ও রোগী দেখার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী তার কোনো আত্মীয়ের জানাযার জন্য বের হতে পারবে কি না? যদি মসজিদের সামনে জানাযা পড়া হয় তাহলে কোনো অবকাশ আছে কি না? অনুরূপ কোনো নিকটাত্মীয় রোগীর সেবার জন্য বের হতে পারবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফকারীর জন্য জানাযায় অংশগ্রহণ বা রোগী দেখার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। তবে ইস্তেঞ্জা বা কোনো প্রয়োজনে বের হয়ে পথিমধ্যে রোগী দেখা এবং জানাযায় শরীক হওয়া জায়েয আছে। (১৩/৭৪৮/৫৪৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٢ : ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. ولو خرج لجنازة يفسد اعتكافه، وكذا لصلاتها، ولو تعينت عليه.

📖 معارف السنن (ايج ايم سعيد) ٥/ ٥٤٠ : ولكن إذا خرج لحاجة طبعية ثم ذهب لعيادة مريض من غير أن يكون خرج لذلك قصدا جاز كما فى البدائع (٢/ ١١٤) مع تسوية بين عيادة مريض وصلاة جنازة-

প্রয়োজনে বাইরে আসা-যাওয়ার পথে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া

প্রশ্ন : ই'তিকাফকারী শরয়ী ওজরের কারণে যখন বাইরে যাবে তখন যদি রাস্তায় বিড়ি-সিগারেট পান করে তার ই'তিকাফের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : মসজিদে বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ নিয়ে যাওয়া ও থাকা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এ জন্য বিড়ি-সিগারেট মুতাকিফের জন্য সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এতদসত্ত্বেও চলার পথে কেউ পান করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে গেছে বলা যাবে না। (১১/৩৯/৩৪৩০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ١٧٠ : الجواب-اعتکاف کی فضیلت بھی بہت ہے اور منفعت بھی بہت ہے، اس کی طرف اہتمام سے توجہ کی جائے، جب قضائے حاجت (پاخانہ پیشاب) کے لئے رات کے وقت مسجد سے باہر جائے تو وہاں یہ حاجت (بیڑی سگریٹ) بھی پوری کرتا آئے، وضو اور مسواک وغیرہ سے منہ خوب صاف کرلے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے۔

ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে যাওয়া

প্রশ্ন : পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান কী? যদি সুন্নাতে মুআক্কাদা হয়ে থাকে তাহলে পাঞ্জেগানা মসজিদের মহল্লাবাসীর হুকুম কী? এবং কোনো জুমু'আর মসজিদের ইমাম সাহেব কর্তৃক পাঞ্জেগানা মসজিদের ই'তিকাফকারীকে ওই মসজিদ ছেড়ে জুমু'আর মসজিদে চলে যাওয়ার আহ্বান করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জুমু'আ মসজিদ শর্ত নয়। বরং পাঞ্জেগানা শরয়ী মসজিদেও ই'তিকাফ সহীহ-শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। যেহেতু ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়াহ, তাই মহল্লার কোনো একটি মসজিদে কেউ ই'তিকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় ওই মহল্লাবাসী গোনাহগার হবে। প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের পাঞ্জেগানা মসজিদে ই'তিকাফকারী ব্যক্তিকে জুমু'আ মসজিদে নেওয়া ঠিক হয়নি। বরং ভুল মাসআলা বলার জন্য ইমাম সাহেব দায়ী থাকবেন। (১১/১৭৬/৩৪৬০)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٨٢ (٣٦٥٧) : عن أبي عثمان الطنبذي، رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» .

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٤٤٢ : (وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٤٤٢: (قوله أي سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على ترك بلا عذر، ولو كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب .

শর্তযুক্ত ই'তিকাফ নফল হবে সুন্নাত নয়

প্রশ্ন : রমাজান শরীফের শেষ ১০ দিনে ই'তিকাফ করার আগে (মান্নতের ই'তিকাফের মতো) ইস্তিসনা (ব্যত্যয়ের নিয়্যাত) করার পর ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে কি? এবং এমতাবস্থায় তার কাযা জরুরি হবে কি?

উত্তর : যে নিয়মে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন ঠিক সেভাবে আদায় করলেই তা সুন্নাত ই'তিকাফ বলে গণ্য হবে। এর বিপরীত কোনো শর্ত করলে তা নফল ই'তিকাফ বলে বিবেচিত হবে, সুন্নাত ই'তিকাফ হবে না। (১০/৭৬২/৩৩২৭)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٢ : ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. ولو خرج لجنازة يفسد اعتكافه، وكذا لصلاتها، ولو تعينت عليه.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴ / ۵۰۹ : الجواب- اعتکاف کی نذر میں نماز جنازہ، عیادت مریض اور مجلس علم میں حاضری کے لئے خروج کا استثناء صحیح ہے اور نکلنا جائز ہے، بشرطیکہ نذر کی طرح استثناء بھی زبان سے کیا ہو صرف دل کی نیت کافی نہیں۔ مگر مسنون اعتکاف میں یہ نیت کی تو وہ نفل ہو جائیگا سنت ادا نہ ہوگی، مسنون اعتکاف صرف وہی ہے جس میں کوئی استثناء نہ کیا ہو اس میں نکلنا مفسد ہے۔

নিষিদ্ধ দিনসমূহে রোজা রাখা এবং সারা বছর মসজিদে থাকা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বাড়ি সিলেট। সে একজন সাধারণ নামাযী। সে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দারুল জান্নাহ জামে মসজিদে থাকে। সে পুরো বছর এমনকি ঈদের দিনেও রোজা রাখে, কখনো সেহরী খায় না। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, জায়গাজমি সব আছে। সে প্রায় পাঁচ বছর বাড়ি যায় না এবং সে মসজিদে থাকার দরুন তার বিভিন্ন আচরণে ফিতনা সৃষ্টি হয়। আমরা মসজিদ কমিটি তার বিষয় নিয়ে খুবই সংকটের মধ্যে রয়েছি। প্রশ্ন হলো, এমন পরিস্থিতিতে এমন ব্যক্তির জন্য মসজিদে থাকা এবং ঈদের দিনসহ পুরো বছর রোজা রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহর ঘর, যা একমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত স্থান। তাই মসজিদকে বাসস্থান বানানো ও তথায় রাত্রি যাপন করা নাজায়েয। তবে ই'তিকাফকারীর হুকুম ভিন্ন। উপরন্তু বছরের নিষিদ্ধ পাঁচ দিন তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ও এর পরের তিন দিন রোজা রাখা গোনাহ। এ ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত ও সংসার পরিবার-পরিজনের জরুরি হক যে ব্যক্তি বাস্তবে আদায় করে না তাকে এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত করার পরও যদি সে এ ধরনের শরীয়ত গর্হিত কাজ হতে ফিরে না আসে তাহলে তাকে মসজিদে সার্বক্ষণিক অবস্থান করার ও রাত্রি যাপন করার অনুমতি কোনো মতে দেওয়া যায় না। বরং তাকে সাধ্যমতো বাধা দেওয়া সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব। তদুপরি এ ধরনের ব্যক্তি দ্বারা

Scanned by CamScanner

মুসল্লিদের কষ্ট হলে বা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হলে প্রয়োজনে মসজিদ কমিটি তাকে মসজিদে আসতে বাধা দান করতে পারবে। (১০/১০৯/৩০২৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : وأكل، ونوم إلا لمعتكف وغريب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٧٥ : (قوله: المكروه) بالنصب عطفا على السنة أو بالرفع على الابتداء وخبره قوله: كالعيدين وحينئذ لا يحتاج إلى التكلف المار في وجه إدخاله في النفل على أن صوم العيدين مكروه تحريما ولو كان الصوم واجبا (قوله: كالعيدين) أي وأيام التشريق نهر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ /۲۲۲ : مسجد نماز کی جگہ ہے سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے جو مسافر پردیسی ہو یا کوئی معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الحج
হজ অধ্যায়

باب وجوب الحج
পরিচ্ছেদ : হজ ফরয হওয়া

বিনা কারণে হজ না করে মৃত্যুবরণকারীর জানাযায় অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি হজ ফরয হওয়ার পর শুধু অবহেলার দরুন হজ না করে মারা যায়, কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে ওই ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া কতটুকু জরুরি? যদি জানাযায় শামিল না হয় তবে গোনাহগার হবে কি না? উল্লেখ্য, সম্ভবত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ ধরনের ব্যক্তির জানাযায় শরীক হতেন না।

উত্তর : হজ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করে নেওয়া শরীয়তের নির্দেশ। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক হজ না করে থাকলে মৃত্যুকালে ওয়ারিশগণকে অসিয়ত করে যাওয়া তার দায়িত্ব। অসিয়ত না করে থাকলে বড় গোনাহগার হবে। তবে এ ধরনের গোনাহ বা অপরাধকে ইস্যু না বানিয়ে নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করা দরকার। আর এ ধরনের আপনজন মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হয়ে তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা উচিত। (৬/৬৩৫/১৩৪২)

📖سنن الترمذی (دار الحديث) ٣/ ١٠٩ (٨١٢) : عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧] .

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٠٩٧ (٢٥٣٣) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ... والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر» -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٦ : وهو فرض على الفور، وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزانة المفتين. فإذا أخره، وأدى بعد ذلك وقع أداء كذا في البحر الرائق وعند محمد – رحمه الله تعالى – يجب على التراخي والتعجيل أفضل كذا في الخلاصة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢١٠ : (وهي فرض على كل مسلم مات خلا) أربعة (بغاة، وقطاع طريق).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢١٠ : والتقدير: والصلاة على كل مسلم مات فرض: أي مفترض على المكلفين .

হজের মৌসুমে হজ আগে, ঘর নির্মাণ ও মেয়ের বিয়ে পরে

প্রশ্ন : যায়েদের ওপর হজ ফরয হয়। সে বিদেশে অস্থায়ী ঘরে তার পরিবার নিয়ে বসবাস করে। এখন সে নিজ দেশে ঘর বানাতে চায় কিন্তু ঘর বানালে টাকা কমে যাবে। প্রশ্ন হলো, আগে ঘর বানাবে নাকি হজ আগে করবে? এমনিভাবে যায়েদের দুই মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত, তার হজ করার পরিমাণ টাকাও আছে। মেয়ে বিবাহ দিলে টাকা কমে যাবে। প্রশ্ন হলো, এখন সে আগে হজ করবে, নাকি মেয়ে বিয়ে দেবে?

উত্তর : যদি হজের মৌসুম আসার পূর্বে ঘর বানানোর বা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কারণে হজের পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তার ওপর হজ ফরয হবে না। তবে ঘর বানানোর বা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পূর্বে হজের মৌসুম চলে এলে প্রথমে হজ করা জরুরি। (১৯/৩৪২/৮১৮৮)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٢٥ : وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء وقت الخروج، والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور؛ لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٦٢ : وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم اهـ

Scanned by CamScanner

لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب أما قبله فيشتري به ما شاء.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٧ : إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به، ولا يتزوج؛ لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين.

প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ করা ফরয

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির এ পরিমাণ জমি আছে, যা থেকে দুই-এক বিঘা বিক্রি করলে সে হজ করতে পারে এবং তার পরিবারেরও এতে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু তার ওয়ারিশরা জমি বিক্রয়ের ব্যাপারে নারাজ। প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি ২ বিঘা জমি বিক্রয় করে হজের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং অবশিষ্ট সম্পদ তার পরিবারের সকলের জীবিকার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে ওই ব্যক্তির ওপর হজ আদায় করা ফরয। এতে তার ওয়ারিশদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। (১৪/১৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا.

হজ ফরয হওয়ার পর অসুস্থ হলে ফরয রহিত হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ওপর কয়েক বছর পূর্বে হজ ফরয হওয়ার পর হজ আদায় না করতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তার ওপর হজ ফরয থাকবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে এ অবস্থায়ও তার ওপর হজ ফরয থাকে। এমতাবস্থায় নিজে হজে যেতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়লে অন্যের মারফতে বদলি হজ করিয়ে নিতে হবে। (১৪/১৭৩)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٢ / ٤١٧ : ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا، لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف؛ لأن الحج قد لزمه في الذمة بلا خلاف لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، وقد وقع العجز عن الأداء بنفسه فيلزمه البدل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : ولو ملك الزاد والراحلة، وهو صحيح البدن، ولم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف.

জমি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ না করে হজ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ঢাকায় চাকরি করে এবং ভাড়া থাকে। তার বাড়িতে মীরাস সূত্রে পাওয়া তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। বাড়ির উক্ত সম্পত্তি ছাড়া ঢাকায় ৩.৫ কাঠা জায়গা আছে, কিন্তু ওই জায়গা সম্পূর্ণটা কর্জের ওপর আছে। এখন বাড়ির সম্পত্তি বিক্রি করে তার ওপর হজ করা ফরয হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট টাকা দ্বারা হজের যাবতীয় খরচ এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ করতে যথেষ্ট হবে তার ওপর হজ ফরয। এ পরিমাণ সম্পদ না থাকলে হজ ফরয হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মীরাস সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি যদি তার জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বা ঋণ পরিশোধে ব্যবহার হয় তাহলে তার ওপর হজ ফরয হবে না, অন্যথায় তার ওপর হজ ফরয হবে। (১২/২৬০/৩৮৯২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٦٢ : الحج (و) فضلا عن (نفقة عياله) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۵۴۲ : اگر بقدر مصارف حج زمین بیچنے کے بعد اس کے پاس بقدر معاش زمین بچ جاتی ہے تو حج فرض ہے۔

প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ করতে হবে

প্রশ্ন : ঢাকায় আমাদের একটি জমি আছে, যার পরিমাণ ৮.৫ কাঠা। এর মধ্য হতে ৪ কাঠা আমার আব্বার নামে আর ৪.৫ কাঠা আমার আম্মার নামে। উক্ত জমিটি ক্রয় করার পর হতে আজ পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজনীয় কোনো কাজে ব্যবহার হচ্ছে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত জমিটির কারণে আমার আম্মা-আব্বার ওপর হজ ফরয হবে কি না? যদি ফরয হয় তাহলে বর্তমানে আমার আম্মা স্বয়ং হজ করতে পারবে কি না? নাকি বদলি হজ করাতে হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তির নিকট জমি, ঘর ইত্যাদি জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় এবং এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যে হজের যাবতীয় খরচ এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পারিবারিক প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়, ওই ব্যক্তির ওপর হজ ফরয। অতএব আপনার মাতা-পিতার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত ৮.৫ কাঠা জমি থাকায় এর মূল্য দিয়ে হজের যাতায়াত খরচ পূরণ হলে উভয়জনের ওপর হজ ফরয। মহিলাদের জন্য হজ ফরয হওয়ার পর স্বামী অথবা মাহরাম থাকা অবস্থায় তাদের সাথে নিজে গিয়ে হজ করা ফরয। তাই আপনার মাকে আপনার বাবার সাথে অথবা অন্য কোনো মাহরামের সাথে নিজে গিয়ে হজ করা ফরয। (১২/৯৭১/৫১৩৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج.

📖 فيه أيضا ١ / ٢١٨ : (ومنها المحرم للمرأة) شابة كانت أو عجوزا إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط، وإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم كذا في البدائع.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۶/ ۵۲۸ : اور اگر محرم ہے اور ساتھ جا سکتا ہے تو جانا حج کے لئے خود فرض ہے، پردہ شرعی کا خود حتی الوسع خیال رکھے اور پردہ قائم نہ رہنے سے حج ساقط نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

নিয়্যাত করলেই হজ ফরয হয় না সামর্থ্য লাগে

প্রশ্ন : আমি একজন গরিব মানুষ। আমি কিছু গাছ লাগিয়েছিলাম। নিয়্যাত করেছিলাম গাছগুলো বড় হলে বিক্রি করে হজ করব। আমি গাছগুলো এক লাখ টাকায় বিক্রি করেছি। এখন আমার ওপর হজ ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : শুধুমাত্র নিয়্যাতের কারণে হজ ফরয হয় না। তবে যদি আপনার সংসারে যাবতীয় চাহিদা খরচাদি স্বাভাবিকভাবে পূরণের পর গাছ বিক্রীত টাকা হজ ও হজে গমনকালীন সময়ের পারিবারিক খরচের জন্য যথেষ্ট হয়ে তবে আপনার ওপর হজ ফরয হবে, অন্যথায় হবে না। (১২/২৭৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٥٠ : الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا " وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: {وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] الآية.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ١٥٣ : اس شخص پر حج فرض ہے اس رقم کو مکان میں لگانا جائز نہیں بشرطیکہ یہ رقم مکہ کی آمد ورفت کے لئے کافی ہو اور اس مدت کے لئے اہل وعیال کو نفقہ بھی دے سکے۔

প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা হজের জন্য যথেষ্ট হলে হজ ফরয

প্রশ্ন : আমি একজন বিধবা। আমার চার মেয়ে এক ছেলে। আমার স্বামীর জীবদ্দশায় আমার নামে ক্রয়কৃত ও সম্পূর্ণ আমার ভোগদখলে থাকা একমাত্র জমি ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে বিক্রি করি। সংসারে টানাপড়েনের কারণে ওই টাকা একটি ইসলামী ব্যাংকে ত্রৈমাসিক মুদারাবাহ হিসাবে রাখি এবং ওই টাকা হতে যা মুনাফা আসছে তা এখনো আমি সংসারের খরচ হিসেবে ব্যয় করে যাচ্ছি। বর্তমানে ওই টাকা আমার ছেলের নামে অ্যাকাউন্টে আছে, কিন্তু মালিকানা আমারই রয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতে ওই টাকার যাকাত প্রতিবছর আমি আদায় করে আসছি।

Scanned by CamScanner

এখন আপনার নিকট আমার জানার বিষয় হলো, এই টাকার ওপর ভিত্তি করে আমার ওপর হজ ফরয হয়েছে কি না? এখানে উল্লেখ্য যে ২০০৬ সালে যখন আমি টাকা হাতে পেয়েছিলাম তখন আমি সুস্থ ছিলাম এবং স্বশরীরে হজ করা সম্ভব ছিল এবং মাহরাম হিসেবে আমার ছেলেও ছিল। বর্তমানে আমি শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ এবং স্বশরীরে আমার পক্ষে হজ আদায় করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার দুই মেয়ে ও এক ছেলের এখনো বিয়ে দেওয়া বাকি আছে। তাদের বিয়ের খরচ হিসেবে ওই টাকাই একমাত্র আমার ভরসা।

অতএব আপনি আমার সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক আমার ওপর হজ ফরয কি না? এবং হজ যদি ফরয হয়ে থাকে বর্তমানে আমার শারীরিক অবস্থার অবনতি সত্ত্বেও হজ ফরয রয়ে গেছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জমি বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে হজের তৎকালীন খরচ বাদে অবশিষ্ট টাকার মুনাফার পরিমাণ আপনার সাংসারিক একান্ত প্রয়োজনীয় খরচের জন্য যথেষ্ট হলে আপনার ওপর হজ ফরয বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে নিজে অপারগ হলে বদলি হজ করাতে পারেন।

উল্লেখ্য, আপনার সন্তানদের বিবাহের খরচ আপনার ওপর হজ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। (১৯/৮৮২/৮৫১৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٢ : (قوله يشترط بقاء رأس مال لحرفته) كتاجر ودهقان ومزارع كما في الخلاصة، ورأس المال يختلف باختلاف الناس بحر.

قلت: والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه لا نهاية له.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما لو رفع منه الزاد والراحلة لذهابه، وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج، وإلا فلا -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٤١٧ : ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا،

Scanned by CamScanner

لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف؛ لأن الحج قد لزمه في الذمة بلا خلاف لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، وقد وقع العجز عن الأداء بنفسه فيلزمه البدل.

ঘর-বাড়ি বানানোর টাকা হজের মাসে হাতে থাকলে হজ করতে হবে

প্রশ্ন : আমি ৩০ বছর যাবৎ কারখানায় চাকরি করে আসছি। আমি বাড়ি করার উদ্দেশ্যে নরসিংদীতে ৫ ডিং জমি কিনেছিলাম। জমিটি একটু নিচু এলাকায় ছিল, তাই একটু ভালো জমি ক্রয় করার জন্য জমিটি ৬৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিই এবং কেনার জন্য জমি খুঁজতে থাকি। তখন অর্থাৎ জমি বিক্রি করার পর আমার হাতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা হলো, যা আমি বিভিন্ন সময় ব্যবসায় লাগিয়ে তা থেকে কিছু লভ্যাংশ পেয়েছি। এগুলো দিয়ে কোনো রকম আমার সংসার চালাতাম। এ ছাড়া আমি কারখানার লভ্যাংশ পেয়ে থাকি। আমার ৬ ছেলেমেয়ে রয়েছে, তারা স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পড়ে। অপরদিকে আমরা চার ভাই, সে অনুপাতে গ্রামের বাড়িতে তেমন জমিও নেই। মাত্র ৪ ডিসিমের জায়গা ও একটি ঘর রয়েছে, যার থেকে আমরা প্রত্যেক ভাই ১ ডিং করে পাব। তাই নেহায়েত প্রয়োজনেই নরসিংদীতে একটি জমি ক্রয় করেছিলাম। আমি জমি কেনার জন্য আমাদের স্থানীয় ইমাম সাহেবের কাছে বললে তিনি বলেন যে আপনার ওপর হজ ফরয হয়ে গেছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমার ওপর হজ ফরয হয়েছে কি না? আমি কষ্ট করে হলেও টাকাটা ধরে রেখেছি জমি কেনার জন্য, কিন্তু তা এখনো কেনা হয়নি। আমি কারখানা কলোনিতে থাকি। এখানে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কেটে নেয়। ৩ বছর পূর্বে অবশ্য হজে যাওয়ার পুরোপুরি নিয়্যাত করেছিলাম, কিন্তু এর পরও যাওয়া হয়নি। বর্তমানে খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছি। এমতাবস্থায় আমার ওপর হজ ফরয হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি ঋণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ ও হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের খোরপোশের খরচ নির্বাহ পরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে হজে যাওয়ার সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হয় বা নগদ টাকা হজের মাসে থাকে তার ওপর হজ ফরয হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির নিকট বাড়ি বানানোর টাকা আছে, বাড়ির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হজের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে বাড়ি করা হয়নি ইত্যবসরে হজের মাস শুরু হয়ে যায় তাহলে এই টাকা হজের পরিমাণ হলে হজ ফরয হয়ে যাবে। (৬/৪৪০/১২৫২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٢ : وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن

Scanned by CamScanner

وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج وإن جعلها في غيره أثم اهـ لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب أما قبله فيشتري به ما شاء.

📖منحة الخالق على البحر (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣١٣ : ومن له مال يبلغه ولا مسكن له ولا خادم فليس له صرفه إليه إن حضر الوقت بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه قال منلا علي في شرحه والفرق بينهما ما في البدائع وغيره عن أبي يوسف أنه قال إذا لم يكن له مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذهابه إلى حين إيابه وعنده دراهم تبلغه إلى الحج لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج فإن فعل أثم؛ لأنه مستطيع بملك الدراهم فلا يعذر في الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم.

ছেলে সম্পদশালী হলে পিতার ওপর হজ ফরয হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি তার ছেলেদের নামে লিখে দেয়। যখন সম্পত্তি লিখে দেয় তখন তার ওপর হজ ফরয হয়নি। পরবর্তীতে ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে অবস্থা ভালো করে এবং হজ ফরয হয়। পিতা এবং ছেলেরা একই পরিবারে বসবাস করছে। যেহেতু পিতা তার সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখে দিয়েছে, এমতাবস্থায় কার ওপর হজ ফরয হবে –পিতার ওপর না ছেলের ওপর? ছেলেরা স্বেচ্ছায় হজে পাঠাতে চায়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমস্ত সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে তাদের ভোগদখলে দিয়ে থাকলে পিতার ওপর হজ ফরয হবে না। তা সত্ত্বেও ছেলেরা পিতাকে হজে পাঠাতে চাইলে অবশ্যই পাঠাতে পারবে। তবে ছেলেদের ওপর হজ ফরয হওয়ায় তারা ফরয হজ প্রথমে আদায় করার চেষ্টা করবে। (১৭/৩৪৭)

📖سورة آل عمران الآية ٩٧ : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

📖سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ١١٠ (٨١٣) : عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما

Scanned by CamScanner

يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» : «هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صد ٢٧٤ : وشروط فرضيته ثمانية... والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٣/ ١٧٨ : اس كو خود اپنا حج كرنا چاہئے پھر اگر كسى وقت وسعت ہو اور اپنے والد كو بھى حج كرادے تو عين سعادت ہے۔

হজের মাসসমূহ, জীবনে একবার হজ ফরয

প্রশ্ন : আশহুরে হজ কী কী? কোন কোন মাসে কা'বা শরীফ দেখলে হজ ফরয হয়ে যায়? আর তা কি প্রতিবছর দেখলে প্রতিবছর ফরয হবে? নাকি জীবনে একবার?

উত্তর : শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত সময়কে আশহুরে হজ বলা হয়।
যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে কা'বা শরীফ দেখে তার ওপর হজ ফরয হয়ে যায়। তবে যে একবার হজ করেছে তার জন্য এই হুকুম নয়। কারণ হজ জীবনে একবারই ফরয হয়ে থাকে। (৬/৮৩২/১৪৫০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ١٧٤ (٩٣٢) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من

Scanned by CamScanner

ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج،
وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا.

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ١١٠ (٨١٤) : عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران : ٩٧]، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ «فسكت» ، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: " لا، ولو قلت: نعم، لوجبت " -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٦ : (وأما فرضيته) فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها، وأن لا يجب في العمر إلا مرة.

স্ত্রী-পুত্রের নামে সম্পত্তি করলেও হজ ফরয হবে কর্তার ওপর

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ইনকাম ট্যাক্স কম দেওয়ার জন্য বা ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী-পুত্রদ্বয়ের নামে সম্পত্তি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান করল। ইসলামী আইন অনুসারে তারা মালিক হবে কি না এবং তাদের ওপর হজ ফরয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক নিজ সম্পদ স্বেচ্ছায় অন্যকে হস্তান্তর করে দেবে না ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু সরকারি কাগজে লেখার কারণে উক্ত সম্পদ হতে তার মালিকানা রহিত হবে না। অতএব স্ত্রী-পুত্রদ্বয় সম্পদের মালিক নয়। তাই তাদের ওপর হজ ও যাকাত ফরয হওয়ার প্রশ্ন আসে না। (১/৪০৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٦٨٨ : و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٣٧٤ : ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض .

📖 امداد المفتين (دارالاشاعت) ص ٧٣٨ : كاغذات سركارى ميں كسى كا نام درج ہو جانے سے شرعا اس كى ملک ثابت نہيں ہوتى جب تک كہ مالک اپنى رضا سے اس كو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ كرائے۔

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনাতিরিক্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে হজ করতে হবে

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা। চাকরির আয় দ্বারা আমার পরিবারের ভরণপোষণ আল্লাহর রহমতে চলে। পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আমার নামে আছে, যা বর্তমানে আমার চাচা ও ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আছে, যার আয় তাঁরাই ভোগ করছেন। এমতাবস্থায় ওই সম্পত্তির কারণে আমার ওপর হজ ফরয হবে কি না? তা দয়া করে জানালে ভালো হয়।

উত্তর : পারিবারিক স্বাভাবিক খরচে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয় না ওই পরিমাণ জমি প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে এবং ওই অতিরিক্ত পরিমাণ জমির মূল্যে হজের খরচ সমাধা হলে ওই জমি বিক্রি করে হজ করা ফরয হয়ে যাবে। সুতরাং আপনার মালিকানাধীন অতিরিক্ত জমির মূল্যে হজের খরচ সমাধা হলে বা অন্যান্য অতিরিক্ত জমা টাকা বা আসবাবপত্র যোগ করে হজের খরচ সমাধা হলে আপনার ওপর হজ ফরয হবে, অন্যথায় নয়। (১০/২৭০/৩০৯১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ١٢٢ : وأما تفسير الزاد، والراحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ذاهبا، وجائيا راكبا لا ماشيا بنفقة وسط لا إسراف فيها، ولا تقتير فاضلا عن مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسلاحه، وثيابه، وأثاثه، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا.

কোনো মহিলা হজ না করে মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : মহরের বিনিময়ে ১.৫ কাঠা জমি বাড়িসহ স্ত্রীকে দান করে কিছুদিন পর স্বামী ইন্তেকাল করেন। তারপর উক্ত স্ত্রী হজে যাওয়ার নিয়্যাতে ব্যাংকে ৫০,০০০ হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে যথাসময়ে হজে যেতে দেরি হয়। অতঃপর উক্ত মহিলার ছোট ছেলে ওই টাকা ব্যবসা করার জন্য নেয় এবং বলে যে মা

Scanned by CamScanner

আপনি যখন হজে যাবেন আমি দিয়ে দেব। কিছুদিন পর তার মা অসুস্থতার দরুন ইন্তেকাল করেন। উল্লিখিত টাকা ও হজের নিয়্যাতের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : কোনো মহিলার নিকট নিজের হজ আদায়ের অর্থ থাকলেও কোনো মাহরাম সঙ্গী না পাওয়া পর্যন্ত হজ করতে যাওয়া দুরস্ত নয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাহরাম সঙ্গী না পাওয়া গেলে বদলি হজের অসিয়ত করা তার ওপর জরুরি। এমতাবস্থায় হজের অসিয়ত করে থাকলে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে বদলি হজের ব্যবস্থা ওয়ারিশীনদের করতে হবে। অসিয়ত না করলেও সাবালক ওয়ারিশীনরা স্বেচ্ছায় তাদের মাল সম্পদ থেকে মৃতের পক্ষ থেকে হজের ব্যবস্থা করা সমীচীন। (৩/১১৫/৪৯১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٤٨٧ : أن من مات، وعليه فرض الحج، ولم يوص به لم يلزم الوارث أن يحج عنه، وإن أحب أن يحج عنه حج، وأرجو أن يجزئه إن شاء الله.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٢ : وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه.

📖 فيه أيضا ٢ / ٦٠٠ : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة-

সম্পদের ভিত্তিতে হজ ফরয হয়, আয়ের ভিত্তিতে নয়

প্রশ্ন : আমরা চার ভাই তিন বোন, প্রত্যেকেই বালেগ ও বিবাহিত। এ অবস্থায় পিতা-মাতার যে সম্পত্তি রয়েছে তা দিয়ে হজ করে বাকি জীবন বসে বসে অতিবাহিত করলেও শেষ হবে না। প্রশ্ন হলো, এখন তাদের ওপর হজ ফরয হবে, না অন্য কোনো কাজ? যথা ওয়ারিশীনদের জন্য রেখে যাওয়া ইত্যাদি?
উল্লেখ্য, অনেকে বলে, হজ ফরয হওয়ার ভিত্তি আয়ের ওপর–এ কথার কোনো ভিত্তি আছে কি? হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সমাধান দিয়ে কৃতজ্ঞ করুন।

উত্তর : যদি কারো মালিকানায় প্রয়োজনাতিরিক্ত এ পরিমাণ সম্পদ (যেমন নগদ টাকা, অলংকার, ঘরবাড়ি বা অন্যান্য সরঞ্জাম) থাকে, যা থেকে হজের যাবতীয় খরচ বাদ দিলে অবশিষ্ট সম্পদ হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের যাবতীয় খরচাদির জন্য যথেষ্ট

Scanned by CamScanner

হয় অথবা এ পরিমাণ জমির সে মালিক যার কিছু অংশ হজের জন্য বিক্রি করার পরও বাকি জমির উৎপাদন দ্বারা তার পরিবারবর্গের যাবতীয় খরচাদি সম্পন্ন হয় তবে তার ওপর হজ ফরয হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার পিতা-মাতার ওপর হজ ফরয। হজের সুযোগ পাওয়ার পরও যদি হজ না করে এবং অপারগ অবস্থায় হজের জন্য অসিয়ত না করে মারা যায় তবে বড় গোনাহগার হবে।

"হজ ফরয হওয়ার ভিত্তি আয়ের ওপর"–এ কথার মর্ম উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক হলে তা সঠিক, অন্যথায় ভিত্তিহীন। (৩/২৪৩/৫৬৫)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ١٠٩ (٨١٢) : عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧] .

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٤/ ١٦٣ : إنما شرط الوجوب ملك الزاد والراحلة للذهاب والمجيء وملك نفقة من تلزمه نفقته من العيال كالزوجة والولد الصغير.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا.

ছবি উঠানোর মতো হারাম কাজ করে হজ না করার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা জানি বিনা প্রয়োজনে ছবি উঠানো হারাম। তবে হজে গমন ও পাসপোর্ট বা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ছবি উঠানোর অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এ কথা বলে, "ছবি উঠানো হারাম ও হজ করা ফরয, একটি ফরয আদায় করতে গিয়ে হারামে লিপ্ত হব না, যেদিন ছবি ছাড়া হজ করা যাবে সেদিন হজ করব, আর না হলে করব না।" এমতাবস্থায় ছবিবিহীন হজ করা অসম্ভব অবস্থায় মারা গেলে তাকে ফরয তরককারী ও গোনাহগার বলা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছবি তোলা শরীয়তের অকাট্য দলিলে হারাম। তবে বিশেষ জরুরতের সময় ছবি তোলার অনুমতি শরীয়তে আছে। যেহেতু হজ বা এ ধরনের শরীয়ত অনুমোদিত কাজ সম্পন্ন করতে গেলে রাষ্ট্রীয় আইনে ছবি তোলা বাধ্যতামূলক তাই ফকীহগণ পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলাকে জরুরতের অন্তর্ভুক্ত করে বৈধতার ফাতওয়া দিয়েছেন। তাই হজ পালনের জন্য ছবি তোলা হারাম নয়। অতএব হারামে লিপ্ত হওয়ার উক্তি বড়ই অজ্ঞতা ও অবান্তর। এ ধরনের উক্তি দ্বারা হজ আদায় না করে মারা গেলে মারাত্মক গোনাহগার হবে। (১৫/৯৭৬/৬৩০৫)

📖 الاشباه والنظائر للسبكى (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٥ : الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها". ومن ثم جاز؛ بل وجب -على الأصح- أكل الميتة للمضطر.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٣ / ٢٣٢- ٢٣٣ : خلاصہ یہ ہے کہ تصویر کھینچنا کھینچوانا حرام ہے،... ... البتہ پاسپورٹ وغیرہ کی شدید ضرورت کے لئے اس کے کھینچوانے کی گنجائش ہے۔

নফল হজ ও সদকার মধ্যে কোনটি বেশি ফজীলতপূর্ণ

প্রশ্ন : নিজ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে দুস্থ, অসহায়, অভাবী, রুগ্ণ ও অভাবের কারণে দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লোক থাকা সত্ত্বেও তাদের অভাবের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি না করে প্রতিবছর হজ করার সাওয়াব বেশি, না তাদের সহযোগিতার সাওয়াব বেশি?

উত্তর : নফল হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়কারী হওয়ায় কারণে দান-সদকার চেয়ে বহু উত্তম। অন্যদিকে সমাজে বিরাজমান দারিদ্র্যতাও এক বিরাট সমস্যা ও ঈমান-আকীদার প্রতি বড় হুমকি। এমতাবস্থায় সঠিক চিন্তা করে প্রয়োজনে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উত্তম কার্য ছেড়েও অনুত্তমের ওপর আমল করাই প্রাধান্য পাবে। যেমন, কোনো লোক খাওয়ার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে তখন হজ না করে হলেও তাকে বাঁচানোই উত্তম। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত পরিস্থিতি যদি এ পর্যায়ে পৌঁছে থাকে, তাহলে নফল হজ না করে হলেও অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসাই উত্তম। (২/২৩৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٦٢١ : ورجح في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا، قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٦٢١ : والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة.
قال الرحمتي: والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل ... ... وإذا كان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعمر وبناء ربط.

বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে মহিলাদের জন্য নফল হজ না করা উত্তম

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, বর্তমানে মহিলাদের জন্য নফল হজ না করাই উত্তম। কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের জন্য নফল হজ করা উচিত নয়। বরং তাতে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের কথা সত্য। (১৮/৮২৩/৭৭৮২)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٦ : فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه السلام {إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه} -

Scanned by CamScanner

باب أداء الحج

পরিচ্ছেদ : হজ আদায় প্রসঙ্গ

ওমরাহ শেষে হজের এহরাম বাধার নিয়্যাত করলে তামাত্তু হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি হজ্জে ইফরাদ করার ইচ্ছা করেছে। সে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে মক্কায় যাওয়ার সময় নিয়্যাত করছে যে মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর হজের আগেই মদীনা শরীফে যাবে এবং মদীনা শরীফ হতে মক্কায় ফেরার সময় হজ্জে ইফরাদের নিয়্যাত করে এহরাম বাধবে। এভাবে করলে তার হজ্জে ইফরাদ আদায় হবে কি? এ ধরনের লোক যদি বদলি হজকারী হয় তবে তার হজ্জে ইফরাদ আদায় হবে কি?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির হজটি হজ্জে ইফরাদ হবে না।
এ ধরনের লোক যদি বদলি হজকারী হয় যাকে হজ্জে ইফরাদ আদায়ের নির্দেশ দিয়ে পাঠানোর পর বর্ণিত পদ্ধতিতে হজ আদায় করে অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু করে তাহলে বদলি হজ আদায় হবে না। বরং উক্ত হজ বদলি হজ আদায়কারীর পক্ষ থেকেই আদায় হয়ে যাবে। অতএব বদলি হজে প্রেরণকারী বদলি হজকারীর থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করে নেবে। তবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বদলি হজ পালন করার অনুমতি নির্দেশদাতা থেকে পাওয়া গেলে হজ্জে বদল আদায় হয়ে যাবে। (১৭/২০৬/৭০০৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٤٠ : ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وأقام بمكة أو ببصرة وحج من عامه ذلك صار متمتعا هكذا في المتون.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٦٠٠ : فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من مكة لا يجوز ويضمن.

মদীনা হয়ে মক্কায় যাওয়ার সময় ইফরাদের নিয়্যাত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি হজ্জে ইফরাদ করার ইচ্ছা করেছে। সে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে মদীনা শরীফে যাবে, তাই এহরাম বাধেনি। মদীনা শরীফ হতে মক্কায় যাওয়ার সময় হজ্জে ইফরাদের নিয়্যাত করে এহরাম বাধবে। এভাবে করলে তার হজ্জে ইফরাদ

Scanned by CamScanner

আদায় হবে কি? এ ধরনের লোক যদি বদলি হজকারী হয় তবে তার হজ্জে ইফরাদ আদায় হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির বর্ণিত অবস্থায় হজ্জে ইফরাদ আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের লোক যদি বদলি হজকারী হয় তাহলে বদলি হজ আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি বদলি হজকারী হজ্জের নির্দেশদাতার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে মদীনা শরীফে যায় তাহলে মদীনা শরীফে যাতায়াতের খরচাদি বদলি হজ্জের নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে যাবে। অন্যথায় উক্ত খরচাদি বদলি হজকারী নিজেই বহন করতে হবে। (১৭/২০৬/৭০০৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٥٨١ : (قوله كمكي يريد الحج إلخ) أما لو خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شيء عليه؛ كالآفاقي إذا جاوز الميقات قاصدا البستان ثم أحرم منه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٩/ ١٦٥ : لہذا جو شخص پہلے مدینہ طیبہ کا قصد کرے، اس کے لئے یلملم سے احرام ضروری نہیں، بلکہ وہ مدینہ طیبہ سے واپسی پر ذو الحلیفہ سے احرام باندھے۔

নতুনদের হজ্জে কেরানের প্রতি উৎসাহিত করা

প্রশ্ন : নতুন যারা হজ করবেন তাঁদের কেরান হজ করার জন্য উৎসাহিত করা যায় কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উৎসাহিত করা যাবে। তবে দীর্ঘদিন এহরাম অবস্থায় থাকা কষ্টকর হলে সতর্কতামূলক তামাত্তু করা বাঞ্ছনীয়। (১৯/৩৫৩/৮২১০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٤٤ (٢٣٣٧) : عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الليلة أتاني آت من ربي، وهو بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٣٩ : القران في حق الآفاقي أفضل من التمتع والإفراد والتمتع في حقه أفضل من الإفراد وهذا هو المذكور في ظاهر الرواية هكذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

📖 معلم الحجاج ص ٢١٥ : قران تمتع اور افراد سے افضل ہے، بشرطیکہ احرام کی طوالت کی وجہ سے ممنوعات احرام کے ارتکاب کا اندیشہ نہ ہو۔

উকিল কুরবানী না করে মিথ্যার আশ্রয় নিলে তামাত্তুকারীদের করণীয়

প্রশ্ন : ১০ জন লোক একসাথে হজে গেল। যখন কুরবানী করার সময় এল তখন ১০ জন মিলে অন্য একজনকে কুরবানী করার উকিল বানাল। সে নিজে তা না করে অপর একজনকে তার নিজের এবং ওই ১০ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করার দায়িত্ব অর্পণ করল এবং টাকাও পরিশোধ করল। কিন্তু ওই ব্যক্তি কুরবানী না করে পালিয়ে গেল। এমতাবস্থায় যখন ওই ১০ জন হাজী প্রথম উকিলকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কুরবানীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে? উকিল সাহেব কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরেই বলে দিল হ্যাঁ, কুরবানী হয়ে গেছে। অতঃপর হাজী সাহেবগণ এহরাম খুলে হজ শেষ করে নিজ নিজ বাড়ি চলে আসে এবং প্রথম উকিলও তাদের সঙ্গে আসে। এখন জানার বিষয় হলো, ওই হাজীদের হজ সঠিকভাবে আদায় হলো কি না? প্রথম উকিল দায়িত্বমুক্ত হলো কি না? যদি মুক্ত না হয় কোন কাজ করলে পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারবে এবং হাজীদের হজ পরিপূর্ণ আদায় হবে? জানালে উপকৃত হব।

বি.দ্র.: প্রথম উকিলের কাছে কোনো টাকাও ছিল না যে সে সবার পক্ষ থেকে কুরবানী করে দেবে। আর তাদের হজ ছিল হজ্জে তামাত্তু।

উত্তর : তামাত্তুকারী হাজীদের জন্য এহরাম খোলার আগে ১২ জিলহজের ভেতর দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তারা কোনোটাই করেনি বিধায় তাদের হজ পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যাবে না। বরং দমের পূর্বে এহরাম খোলার কারণে দ্বিতীয় দম, আইয়্যামে নাহারের ভেতর না করার কারণে তৃতীয় আরেকটি, মোট তিনটি দম প্রতিজন হাজীর ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে।

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۵۵۹ : اگرج تمتع یاقران تھاتودم شکر بھی دے، اوراس میں تاخیر کی وجہ سے بھی ایک دم دے اوردم شکر سے پہلے حلق کیاتواس کی وجہ سے بھی ایک دم واجب ہے، اوراگر حلق حرم سے باہر کیاتواس کی وجہ سے بھی ایک دم واجب ہوگا۔

আর প্রথম উকিল দায়মুক্ত হয়নি। তাই প্রথম উকিল প্রতিজন হাজীর পক্ষ হতে তিনটি করে দম হেরমের সীমানার ভেতর দিয়ে দিলে নিজে দায়মুক্ত হবে এবং হাজীদের হজ ও পরিপূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়। (১৯/৯১/৭৯৯৯)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٥١٨ : وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به" لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٧ / ٩٦ : (وإن عقد) أي الوكيل الثاني (في حال غيبته) أي في حال غيبة الوكيل الأول (لم يجز) أي لم يجز العقد.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٥ : وإن كانت خاصة فليس له أن يوكل غيره بالقبض؛ لأن الوكيل يتصرف بتفويض الموكل فيملك قدر ما فوض إليه فإن فعل ذلك وقبض الوكيل الثاني لم يبرأ الغريم من الدين؛ لأن توكيله بالقبض إذا لم يصح فقبضه وقبض الأجنبي سواء فإن وصل إلى يد الوكيل الأول برئ الغريم؛ لأنه وصل إلى يد من هو نائب الموكل في القبض.

وإن هلك في يده قبل أن يصل إلى الوكيل الأول ضمن القابض للغريم؛ لأن قبضه بجهة استيفاء الدين، والقبض بجهة استيفاء الدين قبض بجهة المبادلة على ما مر، والمقبوض بجهة المبادلة مضمون على القابض كالمقبوض على سوم الشراء وكان له أن يرجع بما ضمن على الوكيل الأول؛ لأنه صار مغرورا من جهته بتوكيله بالقبض فيرجع عليه إذ كل غار ضامن للمغرور بما لحقه من العهدة فيرجع عليه بضمان الكفالة.

ولا يبرأ الغريم من الدين لما قلنا إن توكيله بالقبض لم يصح فكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه وإذا أخذ منه رجع الغريم على الوكيل الثاني لما قلنا، ويرجع الوكيل الثاني على الأول بحكم الغرور.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٣ / ٣٢٥ : الجواب—صورت مذكوره ميں مسماة موكله حكم مودعه اور زيد وكيل حكم مودع اور عمرو وكيل الوكيل حكم مودع المودع ميں ہے كما هو ظاهر، اور مودع المودع مثل مودع كے ہلاكت وديعت سے ضامن نہيں ہوتا،

Scanned by CamScanner

استہلاک سے ہوتا ہے اور نسیان استہلاک ہے پس صورت مسئولہ میں عمرو ضامن ہے،
اب مسماۃ کو اختیار ہے خواہ زید سے دعویدار ہو اور وہ عمرو سے دعوی کرے اور خواہ ابتداء
عمرو ہی سے دعوی کرے اور زید سے کچھ تعرض نہ کرے نہ زید عمرو سے کچھ مواخذہ
کرے، فرع ولو قال وضعتها بين يدى وقمت ونسيتها فضاعت
يضمن (شامى ٣ / ٥٠٠)

কুরবানীর স্থান

প্রশ্ন : হজের মধ্যে কুরবানী কি মিনাতেই হওয়া জরুরি? মক্কায় কি কুরবানী করা জায়েয হবে?

উত্তর : হারাম শরীফের সীমানার ভেতরে যেকোনো স্থানে কুরবানী করা জায়েয, তবে হজের দিনগুলোতে মিনাতেই করা উত্তম। (৭/১৫৬/১৫৭৩)

📖 المبسوط للسرخسى (دار المعرفة) ٤ / ١٣٦ : إن كان ذلك في أيام النحر فعليه أن ينحر بمنى كما هو السنة في الهدايا، وإن كان في غير أيام النحر فعليه أن يذبح بمكة، وهذا على سبيل بيان الأولى، فأما حكم الجواز إذا ذبحه في الحرم جاز كما قال - صلى الله عليه وسلم - «منى منحر وفجاج مكة كلها منحر».

কঙ্কর মারার সময়

প্রশ্ন : ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ তারিখে কঙ্কর মারার সময় কখন? অনেকে ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য হেলার পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বলেন। ওই সময় কঙ্কর মারলে তা সঠিক হবে কি না?

উত্তর : ১০ জিলহজ কঙ্কর মারার সময় হলো সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে ১১ তারিখে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত এবং ১১-১২ তারিখে কঙ্কর মারার সময় কেবল সূর্য হেলার পর থেকেই শুরু হয়। অতএব যাঁরা ১১-১২ তারিখে সূর্য হেলার পূর্বেই কঙ্কর নিক্ষেপ

Scanned by CamScanner

করতে বলেন তা সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে কঙ্কর মারলে তা আদায় হবে না।
(১৯/২৩৭/৮০৮১)

📖 الدر ا لمختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٢١ : فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب، وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٢١ : (قوله فإن وقت الرمي فيه) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه، ولا يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة، فإن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما بعده مسنون؛ وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب (قوله فمن الزوال لطلوع ذكاء) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع، والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب: وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٨ : وأشار بقوله بعد الزوال إلى أول وقته في ثاني النحر وثالثه حتى لو رمى قبل الزوال لا يجوز... ... فإن ظاهر الرواية أنه لا يدخل وقته في اليومين إلا بعد الزوال.

কোন ধরনের মাজুর মাগরিবের পর রমী করতে পারবে

প্রশ্ন : মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় মাগরিব পর্যন্ত। মাগরিবের পরে মহিলা ও মাজুর ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোকের জন্য মাকরূহ। প্রশ্ন হলো, ওজরের সংজ্ঞা কী? স্বীয় নফসের কষ্টও কি ওজরের মধ্যে শামিল?

উত্তর : শরীয়তের হুকুম পালনে কিছু না কিছু কষ্ট রয়েছে। বিশেষ করে হজের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডেই কষ্টের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়াতে এর ফজীলতও অনেক বেশি হওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। সুতরাং শুধু নফসের কষ্ট হওয়াটা ওজরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মাজুর বলে বোঝানো হয়েছে যারা রুগ্ণ বা এত দুর্বল, যাদের পক্ষে ভিড় সহ্য করা সম্ভব নয়। এমন ব্যক্তিগণ মাগরিবের পরও কঙ্কর নিক্ষেপ করতে

Scanned by CamScanner

পারবে। উল্লেখ্য, কঙ্কর নিক্ষেপ করার শেষ সময় সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তবে মাগরিব পর্যন্ত সময় উত্তম বলে বিবেচ্য। (৭/১৫৬/১৫৭৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥١٢ : (قوله ويكره للفجر) أي من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس بحر، وهذا عند عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في الفتح-

কঙ্কর সঠিক জায়গায় পতিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের হুকুম

প্রশ্ন : এ বছর আমি হজে গিয়েছিলাম। ১০ জিলহজ জামরাতুল আকাবায় সকাল ১০-১১ ঘটিকার দিকে কঙ্কর মারতে গিয়ে মানুষের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে দূর থেকে কঙ্করগুলো মেরেছি। স্তম্ভের এরিয়ার মধ্যে সবগুলো পড়ল কি না এবং স্তম্ভ থেকে কত দূরে পড়েছে, তা জানতে পারিনি। পরে আর মারার তাওফীক হয়নি। এমতাবস্থায় বিধান কী? আমি দুর্বল জয়ীফ এবং গরিব লোক আমার যা ধন-সম্পদ আছে তাতে দ্বিতীয়বার হজে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা।

উত্তর : ১০ জিলহজ জামরায়ে আকাবার সীমানার ভেতর কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কিন্তু কঙ্করগুলো সঠিক জায়গায় পড়ছে কি না, এতে সন্দেহ হলে সময় থাকতে দ্বিতীয়বার কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম। তবে এরূপ সন্দেহের কারণে মূল হজের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। তাই আপনার হজ শুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন সে ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা উচিত নয়। (৬/১১১/১০৯৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥١٣ : وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد.

📖 منحة الخالق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٤٣ : وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالأحوط أن يعيد.

আরাফায় তাঁবুতে জোহর ও আসর একসাথে পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : ৯ জিলহজ আরাফার ময়দানে হজের ইমাম ছাড়া প্রত্যেক তাঁবুতে জোহর আসরের নামায একসঙ্গে পড়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আরাফায় তাঁবুতে নামাযের ক্ষেত্রে জোহর ও আসর একসাথে জমা করবে না। বরং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায স্বীয় ওয়াক্তে পড়তে হবে। (১৯/২৭৭/৮১৩১)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٢/ ٢٤ : والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم أو نائبه ولو مات الإمام، وهو الخليفة جمع نائبه أو صاحب شرطته؛ لأن النواب لا ينعزلون بموت الخليفة ولو لم يكن له نائب ولا صاحب شرطة صلوا كل واحدة منهما في وقتها عنده لما بينا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٢٩ : ولو مات الإمام وهو الخليفة جمع نائبه أو صاحب شرطته ولو لم يكن له نائب ولا صاحب شرطة صلوا كل واحدة منهما في وقتها.

আরাফা ও মুজদালিফায় দুই ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়ার কারণ

প্রশ্ন : মুজদালিফা ও আরাফায় جمع بين الصلاتين (একই সময়ে দুই নামায) পড়ার কারণ কী? মুজদালিফা ও আরাফায় جمع بين الصلاتين (একই সময়ে দুই নামায) না পড়ে একাকী পড়লে তার নামায হবে কি না? অনেক হাজী সাহেবানকে মুজদালিফা ও আরাফায় দেখা যায় যে জোহরের সময় জোহরের নামায পড়ছে আর আসরের সময় আসর নামায পড়ছে, সঠিক পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর : যেহেতু আরাফা ও মুজদালিফার ময়দান অনেক বড় এবং সমস্ত হাজী সাহেবান একস্থানে বারবার একত্রিত হওয়া কষ্টকর তাই ওই স্থানে (শর্ত সাপেক্ষে) দুটি নামায একসাথে আদায় করা আরাফায় সুন্নাত ও মুজদালিফায় ওয়াজিব।
জিলহজ মাসের ৯ তারিখে জোহর এবং আসরের নামায জোহরের ওয়াক্তে (শর্ত সাপেক্ষে) একসঙ্গে আদায় করা সুন্নাত এবং মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায এশারের ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ইমামের সাথে নামায আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে ওই ব্যক্তি জোহরের সময় জোহর এবং আসরের সময় আসর নামায একাকী বা জামাআতের সাথে আদায় করবে এবং মাগরিব ও এশার নামায মুজদালিফায় এশার ওয়াক্তে একসঙ্গে

Scanned by CamScanner

আদায় করবে, এর জন্য জামাআত হওয়া জরুরি নয়। তবে জামাআত হওয়া উত্তম। (১২/৭৭৫/৫০৪৬)

📖 العناية بهامش الفتح (حبيبيه) ٢ / ٣٧١ : لا نسلم أن جواز الجمع بالتقديم لامتداد الوقوف بل لصيانة الجماعة، لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا لأن الموقف موضع واسع ذو طول وعرض فلا يمكنهم إقامة الجماعة إلا بالاجتماع وأنه يتعذر مرتين في العادة فعجلوا العصر لئلا تفوتهم فضيلة الجماعة لحق الوقوف.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٠٤ : (صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين) وقراءة سرية، ولم يصل بينهما شيئا على المذهب ... (وشرط) لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا.

📖 فيه ايضا ٢ / ٥٠٨ : (وصلى العشاءين بأذان وإقامة) لأن العشاء في وقتها لم تحتج للإعلام كما لا احتياج للإمام.

হজের সফরে কসর রমী ও সফরের আহকাম প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমাদের হজের সফর শুরু বুয়েট পলাশী ঢাকা হতে, মক্কার উদ্দেশে রওনা এ বছর ১৯-২০ অক্টোবর (জিলহজ) তারিখে, ঢাকায় ফিরে আসা ২৭ নভেম্বর। মক্কায় পৌঁছে ওমরাহ করে মক্কায় অবস্থান শেষে হজের জন্য ৭ জিলহজ রাতে বা ৮ জিলহজ মিনা। অতঃপর আরাফা এবং মুজদালিফায় উকুফ এবং যথানিয়মে রমী শেষে ১২ জিলহজ মক্কায় ফিরে আসি। ১৭-১৮ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে অতঃপর ১৮ নভেম্বর মদীনা শরীফ গমন এবং রওজা শরীফ জিয়ারত শেষে জেদ্দা হয়ে ২৭ নভেম্বর ঢাকায় ফিরে আসি।

জিজ্ঞাসা হলো,

১. ঢাকা বিমানবন্দরে অবস্থানকালীন (যাওয়ার সময়) এবং ফিরে আসার দিন সময়ে কসর হবে কি না?

২. সফরসূচির কোন সময়কালে মুসাফির এবং মুকীম গণ্য হবে অর্থাৎ কোন সময়টুকু কসর করতে হবে?

৩. বিশেষ করে মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় কসর করা হবে কি না?

Scanned by CamScanner

৪. আরাফায় তাঁবুতে জোহর-আসর একত্রে আদায় করা যাবে কি না?

৫. ১০ জিলহজ রমী এবং কুরবানীর তারতীব লঙ্ঘন হলে করণীয় কী? দম দিতে হবে কি না?

৬. মক্কা, মিনা, মুজদালিফা ও আরাফা মিলিয়ে ১৫ দিনের কমবেশি অবস্থানের বেলায় মুসাফির মুকীম কিভাবে নির্ণিত হবে?

উত্তর :

১. আপনারা যদি ঢাকায় মুকীম হন, তাহলে ঢাকা বিমানবন্দরে কসর পড়তে পারবেন না। বরং আসা-যাওয়া উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

২, ৩ ও ৬. আপনারা যদি ৮ তারিখ দিবাগত রাতে আরাফায় অবস্থানের নিয়্যাত না করেন তাহলে মক্কা শরীফে পৌঁছার পর থেকে ১৭-১৮ নভেম্বর মদীনা শরীফ রওনা হওয়া পর্যন্ত অনেক অভিজ্ঞ সর্বত্র মুকীম হিসেবে নামায আদায় করবেন। আর যদি ৮ তারিখ দিবাগত রাতে আরাফায় অবস্থানের নিয়্যাত করেন তাহলে আরাফা থেকে মুজদালিফা আসার পর থেকে ১৭-১৮ নভেম্বর (মদীনা শরীফের উদ্দেশে রওনা হওয়া) পর্যন্ত সর্বত্র মুকীম হিসেবে পূর্ণ নামায আদায় করবেন। এ ছাড়া পুরো সফরেই কসর করবেন। তবে মুকীম ইমামের পছনে নামায আদায়ের বেলায় কসর করা যাবে না। অনেক অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে মিনা ও মুজদালিফা বর্তমানে মক্কা শহরের আওতাভুক্ত হওয়ায় মক্কা, মিনা ও মুজদালিফা মিলিয়ে ১৫ দিন বা এর অধিক লাগাতার অবস্থানের নিয়্যাত হলে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এর মাঝে এক দিন-রাত আরাফায় অবস্থান করা হলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/৩৬০/৮২০৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا (قاصدا) ولو كافرا، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٩ : الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لا غير إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى بخلاف القرية التي تكون متصلة بفناء المصر فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك القرية، كذا في المحيط.

وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران -

Scanned by CamScanner

৪. আরাফার তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা যাবে না। বরং নিজ নিজ সময়ে জোহর ও আসরের নামায আদায় করতে হবে। তবে যদি মসজিদে নামিরা আপনাদের আশপাশে হয় এবং আপনারা মসজিদওয়ালী জামাআতে শরীক হন তাহলে নামায একত্রে আদায় করতে হবে।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٠٤ : (صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين) وقراءة سرية، ولم يصل بينهما شيئا على المذهب ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر. (وشرط) لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٠٥ : (قوله وإلا صلوا وحدانا) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهر، وعدم جواز الجماعة لو صليت العصر في وقتها وليس بمراد، فالأصوب قول الزيلعي صلوا كل واحدة منهما في وقتها أفاده ح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٢٨ : ثم لجواز الجمع أعني تقديم العصر على وقتها وأدائها في وقت الظهر شرائط... ... (ومنها الجماعة) عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما ليست بشرط فمن صلى الظهر وحده في رحله صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا يجمع بينهما المنفرد كذا في الهداية والصحيح قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الزاد... ... (ومنها) أن يكون الإمام هو الإمام الأعظم أو نائبه.

৫. ১০ জিলহজ রমী এবং কুরবানীতে তারতীব লঙ্ঘন হলে একটি দম (বকরি জবাই) দিতে হবে।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٥٥ : (أو قدم نسكا على آخر) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق ثم الطواف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٥٥ : (قوله فيجب إلخ) لما كان قوله أو قدم إلخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه أن

Scanned by CamScanner

الترتيب واجب مع بيان ما يجب ترتيبه... وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفرد.

সেলাইকৃত দুই ফিতাবিশিষ্ট স্যান্ডেল পরা বৈধ

প্রশ্ন : মুহরিম হাজী সাহেবগণ সেলাইকৃত দুই ফিতাওয়ালা স্যান্ডেল পরতে পারবে কি না?

উত্তর : মুহরিম হাজী সাহেবদের জন্য দুই ফিতাবিশিষ্ট সেলাইকৃত স্যান্ডেল পরিধান করতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৯/৯৭৩/৮৫৭০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٨/ ٦٣ (١١٧٧) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين».

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٨٤ : وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه .

শাওয়ালে মক্কা শরীফে থাকলে হজ ফরয হবে কি না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ওমরাহ পালনের জন্য রমাজান মাসে মক্কা শরীফে যায় এবং শাওয়াল মাসের কিছুদিন সে ওখানে অবস্থান করে। ইত্যবসরে ওই ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ও তার দেশে ফিরতে হয়। এখন জানার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়েছে কি না? এবং হলে তা কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির যদি হজের সময় আহকাম আদায় করা পর্যন্ত সেখানে থাকার ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার ওপর হজ ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ওই ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এ বছর হজ আদায় করতে না পারে তাহলে সে সম্ভব হলে অন্যের মাধ্যমে মক্কা শরীফ থেকে হলেও বদলি হজ করাবে। অবশ্য পরে সক্ষম হলে

Scanned by CamScanner

নিজেই আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী বদলি হজ নফল হিসেবে গণ্য হবে। (১৮/৩৭৮/৭৬৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٨ : (ومنها سلامة البدن) حتى إن المقعد والزمن والمفلوح، ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم حتى لا يجب عليهم الإحجاج إن ملكوا الزاد والراحلة، ولا الإيصاء في المرض، وكذلك الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة... وهذا ظاهر المذهب عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم فإن أحجوا أجزأهم ما دام العجز مستمرا بهم فإن زال فعليهم الإعادة بأنفسهم... كذا في البحر الرائق وألحق بهم المحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٤٥٧ : وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم، ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادوا بأنفسهم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۵۲۹ : اگر شوال شروع ہونے سے قبل واپس آگیا تو حج فرض نہیں ہوا، البتہ اگر شوال وہیں شروع ہوگیا اور اس کے پاس حج کے مصارف بھی ہوں تو حج فرض ہو جائیگا، اگر حکومت کی طرف سے حج تک ٹھیرنے کی اجازت نہ ہو تو فرضیت حج میں اختلاف ہے راجح یہ ہے کہ اس پر حج بدل کرانا فرض ہے مکہ مکرمہ ہی سے حج کرادے، بعد میں خود حج کی استطاعت ہوگئی تو دوبارہ کرے۔

হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় ওমরা করলে হজ ফরয হবে কি না

প্রশ্ন : কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে যায় তাহলে পরবর্তীতে তার ওপর হজ আদায় করা ফরয হবে কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যদি ওমরা পালন করে শাওয়াল মাসের পূর্বেই মক্কা শরীফ ত্যাগ করে তাহলে তার ওপর হজ ফরয হবে না। তবে যদি মক্কা শরীফ অবস্থানরত অবস্থায় শাওয়াল মাস এসে যায় এবং হজের সমস্ত আহকাম পালন করা পর্যন্ত সেখানে

Scanned by CamScanner

থাকার ব্যবস্থাও থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে হজ পালনে কোনো বাধা-বিঘ্ন না থাকে তাহলে তার ওপর সে বছরই হজ ফরয হয়ে যাবে। (১৬/২২২/৬৪৯১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٦ : (وأما وقته فأشهر معلومات) والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وإذا عمل شيئا من أعمال الحج من طواف وسعي قبل أشهر الحج لا يجوز، وإذا عمل فيها يجوز كذا في الظهيرية.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٥٨ : وخائف من سلطان يمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا (وراحلة) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدر وإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي.

পেনশনের টাকায় হজ করা বৈধ

প্রশ্ন : সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার্ড হওয়ার পর সরকার আমাদের যে টাকা প্রদান করে তা দিয়ে হজ করলে হজ আদায় হবে কি না? এবং ওই টাকাগুলো আমাদের জন্য খরচ করা জায়েয হবে কি না? জানিয়ে খুশি করবেন।

উত্তর : চাকরিজীবীদের রিটায়ার্ড হওয়ার পর সরকার এককালীন যে টাকা দিয়ে থাকে তা দ্বারা হজ করলে হজ আদায় হয়ে যাবে এবং তাদের জন্য উক্ত টাকা নিজ প্রয়োজনে খরচ করাও জায়েয হবে। (১৮/৬২৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۴۹ : تنخواہ کا کوئی جزو اس طرح وضع کرادینا اور پھر یکمشت وصول کرلینا اگرچہ اس کے ساتھ سود کے نام سے کچھ رقم ملے یہ سب جائز ہے، کیونکہ درحقیقت وہ سود نہیں ہے، اس لئے کہ تنخواہ کا جو جزو وصول نہیں ہوا وہ اس ملازم کی ملک میں داخل نہیں ہوا پس وہ رقم زائد اس کی مملوک شے سے منتفع ہونے پر نہیں دیگئی، بلکہ تبرع ابتدائی ہے۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۳ / ۲۷۴ : پراویڈنٹ فنڈ پر جو زیادتی سود کے نام سے دی جاتی ہے وہ درحقیقت سود نہیں ہے لہذا اس کو حاصل کرکے استعمال کرنا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

হজে যেতে মায়ের নিষেধ-করণীয়

প্রশ্ন : আমার হজে যাতায়াত করার মতো টাকা আছে। আমার বিবি সাহেবারও আছে, কারণ সে চাকরিজীবী। কিন্তু আমার মা হজে যেতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন, আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি হজে গেলে আমার কবরে মাটি দিও না। আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করো না। এমতাবস্থায় এ বছর হজে যাওয়া আমার উচিত হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মা-বাবা যদি সন্তানের খেদমতের মুখাপেক্ষী না হয়, তবে মা-বাবার বাধা উপেক্ষা করে ফরয হজে গমন করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে এ ক্ষেত্রে মা-বাবার খোরপোশ ও যাবতীয় খেদমতের ব্যবস্থাকরত তাদের রাজি করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য। (১৭/৩২৩/৭০৭২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٢٠ : ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد، وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس... ... في الملتقط: حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى من حج النفل.

📖 فتاوى حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴ / ۲۲۵ : شریعت مقدسہ نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری پر بہت زور دیا ہے، لہذا زید کو نفلی حج ادا کرنے کے لئے والدہ سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے جانا کراہت سے خالی نہیں، البتہ فرض حج کے لئے والدہ یا کسی اور کی اجازت ضروری نہیں۔

কারণবশত মহিলাদের হজের ফরয বা ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : মহিলারা হজের কোনো ফরয বা ওয়াজিব কোনো কারণবশত আদায় করতে না পারলে কী করবে?

উত্তর : হজের ফরযসমূহের মধ্য থেকে ৯ জিলহজের সূর্য হেলার পর থেকে ১০ জিলহজের ফজর পর্যন্ত যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় কিছুক্ষণ হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয, তাই আরাফার ময়দানে ওই সময়ে যেকোনো কারণেই হোক অবস্থান করতে না পারলে তার জন্য এ বছরের হজ আদায় করার কোনো পদ্ধতি নেই। তাই সে পরবর্তী বছর হজ পালন করবে। তবে এ বছর সে ওমরার নিয়্যাত করে তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদি করে নিয়ম মতো হালাল হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

আর যদি তাওয়াফে জিয়ারত তথা ফরয তাওয়াফ নির্দিষ্ট দিনগুলোর ভেতর আদায় করতে না পারে, তাহলে মক্কা শরীফ থাকাবস্থায় আদায় করে নেবে। তা না পারলে পরে যেকোনো সময় সক্ষম হলে আদায় করতে হবে। তবে মৃত্যু পর্যন্ত সক্ষম না হলে মৃত্যুর পূর্বে উক্ত তাওয়াফের জন্য একটি 'বুদনা' তথা গরু বা উট হারাম শরীফে জবাই করার অসিয়ত করবে। জীবিত অবস্থায় উক্ত তাওয়াফ আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। তা সত্ত্বেও স্বামীর সাথে সহবাস করলে প্রতি সহবাসে দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি শরয়ী ওজরের কারণে কোনো ওয়াজিব আদায় করতে না পারে তাহলে তার হজ আদায় হয়ে যাবে। তবে শরয়ী ওজর ছাড়া বা এমনিতেই কোনো ওয়াজিব ছাড়লে তখন তার ওপর দম তথা ছাগল, দুম্বা বা ভেড়া হারামের সীমানায় জবাই করা ওয়াজিব হবে। (১৯/৩৪/ ৭৯৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٢٩ : ثم وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من أول النحر فمن حصل في هذا الوقت فيها وهو عالم بها أو جاهل أو نائم أو يقظان مفيقا أو مجنونا أو مغمى عليه فوقف بها أو مر مار ولم يقف صار مدركا للحج ولا يجري عليه الفساد بعد ذلك كذا في شرح الطحاوي.

📖 فيه أيضًا ١/ ٢٢٩ : وإن لم يدرك عرفات حتى طلع الفجر من أول يوم النحر فقد فاته الحج وسقط عنه أفعال الحج ويتحول إحرامه إلى العمرة فيأتي بأفعال العمرة ويحل ويجب عليه قضاء الحج من قابل كذا في شرح الطحاوي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٥١٢ : (قوله لا شيء عليه) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٦٠٠ : وقدمنا أنه واجب، وصرح في الهداية بسقوطه للعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه وسيأتي في الجنايات أن هذا لا يخص هذا الواجب بل كل واجب إذا تركه للعذر لا شيء عليه، ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل لو مر قبل الوقت لخوفه لا شيء عليه -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٥٥٣ : (وبترك أكثره بقي محرما) أبدا في حق النساء (حتى يطوف) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض فتح -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۵۳۹ : سوال—اگر کسی شخص نے طواف زیارت نہ کیا اور پھر عمر بھر ادانہ کر سکا تو یہ شخص کیا کرے؟

الجواب—اس پر مرض الموت میں ایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے حرم میں ذبح کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔

📖 فیہ ایضا ۴/ ۵۳۱ : الجواب—اگر وقوف مزدلفہ کسی قدرتی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکا مثلا کوشش کے باوجود عرفات سے مزدلفہ طلوع افتاب سے قبل نہ پہونچ سکا تو کوئی جزاء واجب نہیں، البتہ مخلوق کی طرف سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا عمدا ترک وقوف سے دم واجب ہے۔

তামাত্তুর এহরামে ওমরা পালনের আগে ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা হজ্জে তামাত্তুর এহরাম বেধে হজে গমন করে মক্কা শরীফে পৌছার পূর্ব মুহূর্তে তার হায়েয শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী? সে ওমরা করবে কি না? করলে কিভাবে করবে? দ্বিতীয়ত, মক্কা শরীফে পৌছার তিন দিন পর হজ হবে। এমতাবস্থায় সে কিভাবে হজ করবে? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা এহরামরত অবস্থায় মক্কা শরীফ গিয়ে পবিত্রতার অপেক্ষায় থাকবে। যদি হজের আগেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে ওমরা করে নেবে। আর যদি হায়েয অবস্থাতেই হজের সময় এসে যায় তাহলে এহরাম ভেঙে নতুন করে হজের এহরাম বাধবে এবং শুধুমাত্র তাওয়াফ ব্যতীত হজের সমস্ত আহকাম পালন করবে। আর পবিত্র হওয়ার পর শুধু ফরয তাওয়াফ করে নেবে। অবশ্য পরবর্তীতে পবিত্র অবস্থায় ওমরার এহরাম বেধে ওমরা করে নেবে। আর শুরুতে ওমরার এহরাম ভেঙে দেওয়ার কারণে একটি দম দিতে হবে। (১২/১৫৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٩٠ (٣١٩) : عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهد، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج، فليتم حجه» قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٢٨ : (وحيضها لا يمنع) نسكا (إلا الطواف) ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر.

📖 آپ کے مسئلہ اور ان کا حل (امدادیہ) ۴ / ۵۰ : آپ کے ذمہ احرام توڑنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے اور عمرہ کی قضاء بھی لازم ہے۔

কেরান ও তামাত্তুকারী নারীর ওমরার তাওয়াফ বা সাঈকালীন ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো মহিলা হজ্জে কেরানের অথবা তামাত্তুর উদ্দেশ্যে সফর করেন। মক্কায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম ওমরার কাজ আরম্ভ করেন। এক-দুই চক্কর দিতেই ওই মহিলার মাসিক শুরু হয়, অথবা তাওয়াফ শেষে সাঈর পূর্বে মাসিক আরম্ভ হয় তাহলে ওই মহিলার করণীয় কী? এবং সে কিভাবে নিজের ওমরা ও হজ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলা/পুরুষ কারো জন্য অপবিত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার অনুমতি নেই। তাওয়াফ ছাড়া হজ-ওমরার অন্যান্য কার্যক্রম আদায় করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তাই উক্ত মহিলার যদি চার চক্কর সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে সে তাওয়াফসহ ওমরার বাকি কাজ বন্ধ করে দেবে এবং এহরাম অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকবে। ৮ জিলহজের পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে ওমরার কাজ সম্পূর্ণ করে নেবে। পবিত্র না হলে ওমরার ইহরাম ভেঙে হজের নতুন এহরাম করে হজের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে নেবে। পবিত্র হয়ে গেলে হজের তাওয়াফ (তাওয়াফে জিয়ারত) করবে এবং অসম্পূর্ণ ওমরা পরে কাযা করে নেবে। এমতাবস্থায় এহরাম ভঙ্গ

Scanned by CamScanner

করার কারণে একটি দম দিতে হবে। আর যদি ওমরার তাওয়াফ শেষান্তে অথবা চার চক্কর পর মাসিক আরম্ভ হয় তাহলে তাওয়াফ বন্ধ করে দিয়ে ওমরার বাকি কাজ তথা সাঈ ইত্যাদি মাসিক অবস্থায় আদায় করে নিতে পারবে। এমতাবস্থায় দম দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না। (১২/১৯৮/৩৮৭১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ۲ / ۲٥٦ : وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر " لحديث عائشة رضي الله عنها.

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٤ / ٣٦ : فلو طاف للعمرة ثلاثة أشواط ثم ذهب فوقف بعرفات فهو رافض للعمرة أيضا لأن ركن العمرة الطواف فإذا بقي أكثره غير مؤدى جعل كأنه لم يؤد منه شيئا، ولو كان طاف أربعة أشواط ثم وقف بعرفات لم يكن رافضا للعمرة لأنه قد أدى أكثر الطواف فيكون ذلك كأداء الكل.

📖 خير الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۲۳ : الجواب— حائضہ احرام باندھے گی اور حالت احرام ہی میں رہے گی، اگر پاک ہونے سے پہلے ایام حج شروع ہوگئے تو اب عمرے کا احرام کھول دے اور حج کا احرام باندھ کر منی کو چلی جائے اور افعال حج کو بجالائے، بعد از فراغت عن الحج عمرہ کر سکتی ہے احرام خواہ تنعیم سے باندھے یا دوسرے میقات عمرہ سے، البتہ پہلے عمرے کا احرام توڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔

তাওয়াফে জিয়ারতের আগে মারা গেলে হজের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি প্রথমে মক্কা পৌঁছে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করেন। হজের কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে দিতে ওই ব্যক্তি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিশেষে আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর মক্কায় চলে আসে। তাওয়াফে জিয়ারত না করা অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে। প্রশ্ন হলো, সে ফরয তাওয়াফ করতে মিনা থেকে মক্কায় এসেছিল, ফরয তাওয়াফ না করে ইন্তেকাল করেছে। এমতাবস্থায় তার পূর্ণাঙ্গ হজ সম্পন্ন হয়েছে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাজী সাহেব যদি হজ ফরয হওয়ার কয়েক বছর পর এ বছর হজ আদায় করতে গিয়ে আরাফার ময়দানে অবস্থান শেষে তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে

Scanned by CamScanner

ইন্তেকাল করে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য উট বা গরু জবাই করার অসিয়ত করা জরুরি ছিল। যেহেতু অসিয়ত করেননি তাই তাঁর ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ যদি উক্ত হাজী সাহেবের পক্ষ থেকে হারামের সীমানার ভেতরে উট বা গরু জবাই করে সদকা করে দেয় তাহলে হাজী সাহেবের হজ আদায় হওয়ার প্রবল আশা করা যায়।
আর যদি হজ ফরয হওয়ার বছরই হজ পালন করে থাকে এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর ইন্তেকাল করে, তাহলে তার হজ আদায় হয়ে গেছে। কোনো অসিয়ত বা উট জবাই করার প্রয়োজন নেই। (১৭/৪৩৩/৭১২৪)

📖 مناسك الملا على القارى صـ ٢٣٣ : ولا فوات قبل الموت ولا يجزى عنه البدل او الجزاء إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة متعلق بالوقوف وأوصى باتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه أى صح وكمل.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٥١٧ : (قوله ثم طاف للزيارة) ... ... ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجة لباب.

ফরয হজ আদায়ে বিলম্ব করে ওমরা করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়েছে। সে এ বছর ওমরাহ করতে চাচ্ছে। পরবর্তী বছরে হজ করবে। প্রশ্ন হলো, তার জন্য আগে ওমরাহ পালন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হজ করার পূর্বে ওমরা পালন করা জায়েয। তবে হজ ফরয হওয়ার পর হজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা বিলম্ব করা গোনাহ। সুযোগ হলেই বিলম্ব না করে হজ করা উচিত। উল্লেখ্য, হজ করতে গেলে একসাথে ওমরাহও আদায় করা যাবে। (১৬/২৫৮/৬৪৯৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٢٧ : (وأما) شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت، فإن السنة كلها وقت العمرة، وتجوز في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج لكنه يكره فعلها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
أما الجواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} مطلقا عن الوقت.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٧٢ : (قوله والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه.

দমে শোকরের পরিবর্তে কুরবানী করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু ও কেরান আদায় করার ক্ষেত্রে দমে শোকরের পরিবর্তে সুন্নাতে ইব্রাহীমির নিয়্যাতে কুরবানী করে, তার হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : তামাত্তু এবং কেরানকারীর ওপর একটি দমে শোকর ওয়াজিব। এ কথা জেনে-বুঝে জন্তু ক্রয় করে থাকলে শুধু জবাই করার সময় সুন্নাতে ইব্রাহীমিরও নিয়্যাত করার দ্বারা দমে শোকর আদায় হবে। পক্ষান্তরে যদি কুরবানীর নিয়্যাতে জন্তু খরিদ করে থাকে সে অবস্থায় হজ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য দুটি দম দিতে হবে, একটি দমে শোকর, অন্যটি কাফ্ফারা। (১৬/৫৮৯/৬৭০৪)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٧٠ : (قوله ولو تمتع وضحى لم يجزه عن المتعة) ؛ لأنه أتى بغير الواجب لأن الواجب دم التمتع وإلا الأضحية فليست بواجبة عليه؛ لأنه مسافر أطلقه فشمل الرجل والمرأة، وإنما وضع محمد المسألة في المرأة إما لأنها واقعة امرأة، وإما لأن هذا إنما يشتبه على المرأة؛ لأن الجهل فيها أغلب فإذا لم يجز عن المتعة فإن كان تحلل بناء على جهله لزمه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل أوانه وإلا فدم التمتع وقد استفيد من هذا أن دم التمتع يحتاج إلى النية.

মেয়েরা মামার সাথে হজে যেতে পারবে

প্রশ্ন : জনাবা সাহারা হক। স্বামী মনিরুল, পিতা আব্দুস সামী, মাতা মৃত আমেনা খাতুন, সম্পর্কে জনাব হারুনুর রশীদের আপন ছোট বোন। শরীয়ত মোতাবেক আসন্ন হজে জনাব হারুনুর রশীদ জনাবা সাহারা হকের মাহরাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো মহিলার ওপর হজ তখন ফরয হয়, যখন নিজের হজের যাবতীয় খরচসহ একজন মাহরামেরও হজের খরচ আদায়ে সামর্থ্য থাকে এবং সম্পূর্ণ তার খরচে এ মাহরাম হজ করতে সম্মত হয়। এরূপ সামর্থ্যবান না হলে মহিলার ওপর হজ ফরয হয় না। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত সাহারা হক সম্পূর্ণ নিজ খরচে তার মামা হারুনুর রশীদকেও হজে নেওয়ার সামর্থ্যবান হলে হারুনুর রশীদের সঙ্গে তিনি হজে যেতে পারবেন। (১৫/৩৬৫/৬০৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٩ : وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها، وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٦٤ : (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ١٥٦ : اگر روپے کی مقدار اتنی ہے کہ صرف اس عورت کے حج کو کافی ہو جائے تب تو حج فرض ہی نہیں۔

মহিলা কাফেলা বা বোন ও ভগ্নিপতির সাথে শালির হজে গমন

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর ছোট বোনকে নিয়ে একসাথে হজের সফরে যেতে পারবে কি না? এবং তার শালিকে নিজের সহোদর বোন বলে হজে নিয়ে গেলে তার কী হুকুম? এবং মহিলা হজ কাফেলার সাথে মাহরাম ব্যতীত হজ সফরে যাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে মহিলাদের নিজে হজ সঠিকভাবে পালন করার জন্য মাহরাম সাথে থাকা শর্ত। যদি হজ ফরয হয়ে থাকে অথচ মাহরামের কোনো ব্যবস্থা নেই সে ক্ষেত্রে মাহরাম ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হজ আদায় করা শরীয়তসম্মত নয়। এমনকি যদি মৃত্যু পর্যন্ত মাহরামের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে বদলি হজের অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি, এর দ্বারা তার কর্তব্য আদায় হয়ে যাবে। হজ না করতে পারায় কোনো গোনাহ হবে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভগ্নিপতি যেহেতু শ্যালিকার মাহরাম নয়, তাই সে মাহরাম ব্যতীত ভগ্নিপতির সাথে যাওয়া এবং ভগ্নিপতির জন্যও নিজের শালিকে হজের সফরে নিয়ে যাওয়া অবৈধ ও শরীয়তবিরোধী। হজ কাফেলার সাথে মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজে গমন করার ব্যাপারেও শরীয়তে অভিন্ন বিধান। (১৪/৪৬৯/৫৬৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٥٦ : ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام " وقال الشافعي رحمه الله يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة.

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام." لا تحجن امرأة الا ومعها محرم " ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها اليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٤ : (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوج؟ قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٤ : (قوله ومع زوج أو محرم) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال لامرأة وما قبلهما من الشروط مشترك.

মাহরাম ছাড়া এহরাম সহীহ এবং বাধাগ্রস্ত হলে করণীয়

প্রশ্ন : একজন মহিলার ওপর হজ ফরয, তার স্বামী থাকে সৌদি আরব। অন্য কোনো মাহরামও নেই। তাই সে মক্কায় গিয়ে তার স্বামীকে নিয়ে হজ করবে এই আশায় হজ করার নিয়্যাত করল। বাংলাদেশ বিমানবন্দর গিয়ে এহরাম করার পর সরকারের পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এহরাম ভেঙে ফেলে। হজও করেনি। এখন প্রশ্ন হলো, তার এহরাম সহীহ হয়েছে কি না? কারণ সে তো মাহরাম ছাড়া এহরাম করেছে। যদি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত এহরাম ভাঙার কারণে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে কি না? যদি

Scanned by CamScanner

দম ওয়াজিব হয় তাহলে তা এখন আদায় করার পদ্ধতি কী? কারণ ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে?

উত্তর : উক্ত মহিলার এহরাম সহীহ হয়েছে। তবে সে মাহরাম ব্যতীত হজের সফর করার কারণে গোনাহগার হবে। এহরাম বাধার পর হজ পালনে বাধাপ্রাপ্ত হলে 'হাদী' (হজে জবাইয়ের পশু) পাঠিয়ে এহরাম থেকে হালাল হতে হয়। তাই উক্ত মহিলা 'হাদী' না পাঠিয়ে এহরাম খুলে ফেললে গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় এহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি 'হাদী' এবং একটি 'দমে জেনায়েত' (ভুলের মাসুলের পশু) মোট দুটি পশু হারাম শরীফের সীমানার ভেতরে জবাই দেওয়া এবং পরবর্তীতে উক্ত হজের কাযা আদায় করা তার ওপর জরুরি। (১২/৭৩৪/৪০৬৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٥ : ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٧٦ : ويجب عليه المشي إلى الحج إن كان محرما بالحج، ويجوز أن لا يجب على الإنسان المشي إلى الحج ابتداء، ويجب عليه بعد الشروع فيه كالفقير الذي لا زاد له ولا راحلة، شرع في الحج أنه يجب عليه المشي، وإن كان لا يجب عليه ابتداء قبل الشروع كذا هذا.

قال أبو يوسف: فإن قدر على المشي في الحال، وخاف أن يعجز جاز له التحلل؛ لأن المشي الذي لا يوصله إلى المناسك، وجوده والعدم بمنزلة واحدة فكان محصرا فيجوز له التحلل، كما لو لم يقدر على المشي أصلا، وعلى هذا يخرج المرأة إذا أحرمت ولا زوج لها ومعها محرم فمات محرمها، أو أحرمت ولا محرم معها، ولكن معها زوجها فمات زوجها أنها محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعا من المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٥ : (وأما حكم الإحصار) فهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا ويذبح عنه وما لم يذبح؛ لا يحل وهو قول عامة العلماء سواء شرط عند الإحرام الإهلال بغير ذبح عند الإحصار أو لم يشترط، ويجب أن يواعد يوما

Scanned by CamScanner

معلوما يذبح عنه فيحل بعد الذبح ولا يحل قبله حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي يجب عليه ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصرا.

হজের সফরে শুধু বিমানে থাকাকালীন মাহরাম না থাকার হুকুম

প্রশ্ন : আমি সৌদি আরবে থাকি। আমার মাকে হজ করানোর ইচ্ছা করেছি। আমার বড় ভাই মাকে ঢাকা বিমানবন্দর এনে দেয়, আর আমি সৌদি বিমানবন্দর থেকে মাকে সাথে নিয়ে হজের সমস্ত কাজ করিয়ে দেশে ফিরার ইচ্ছা। প্রশ্ন হলো, মহিলাদের সাথে তো মাহরাম থাকতে হয়, আর বিমানে আমার মায়ের সাথে কোনো মাহরাম নেই। তাহলে হজের কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে মহিলাদের জন্য হজের পুরো সফরে মাহরাম থাকা শর্ত। মাহরাম ব্যতীত হজের জন্য গমন করা নাজায়েয ও মারাত্মক গোনাহ। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে যেহেতু আপনার আম্মা ঢাকা বিমানবন্দর থেকে জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত মাহরাম ব্যতীত থাকবে বিধায় এটার অনুমতি শরীয়ত কর্তৃক দেওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও এ রকম পদ্ধতিতে আপনার মা হজ আদায় করলে তা আদায় হয়ে গেলেও মারাত্মক গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে। (১১/১৯০/৩৪৮০)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٣ : أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا..

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١٩ : ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه، بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء، وهو الصحيح.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۲۲۱ : الجواب-صورت مسئولہ کے مطابق عورت کا بغرض حج کراچی سے جدہ تک بلا محرم سفر کرنا ناجائز ہے۔

মাহরাম না থাকলে বদলি হজ

প্রশ্ন : আমার দাদারা তিন ভাই। বড় ভাইয়ের ছেলের মেয়ে, সম্পর্কে আমার জেঠাতো বোন। ছোটবেলা থেকে আমাকে লালন-পালন করেছে, সে হিসেবে আমাকে নিয়ে হজ

Scanned by CamScanner

করতে চায়। তার কোনো পুরুষ মাহরাম নেই। তার সমস্ত জমি আমার নামে লিখে দিয়েছে। তার দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর। বর্তমানে তার বয়স ৫০ বছর। আমি তাকে নিয়ে হজ করতে পারব কি?

উত্তর : মহিলা বৃদ্ধা হোক কিংবা যুবতী, হজে যাওয়ার জন্য সর্বাবস্থায় তার সাথে স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ থাকা জরুরি। তাই কোনো মহিলার মাহরাম পুরুষ না থাকলে তার জন্য বদলি হজের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সুতরাং আপনার জেঠাতো বোনের জন্য আপনার সাথে হজে যাওয়া বৈধ হবে না। প্রয়োজনে বদলি হজ করাবে। (৯/৯৩১/২৯২০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ٩٥ (١٣٤٠) : عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٣١٤ : (قوله: ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم إلى آخره لما في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم». وزاد مسلم في رواية «أو زوج».

وروى البزار «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها».

📖 فيه أيضا ٦ / ٣١٦ : ورجح المحقق في فتح القدير أنهما مع الصحة شروط وجوب أداء بأن هذه العبادة تجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقا توسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما والوجوب أمر دائر مع فائدته فيثبت مع قدرة المال ليظهر أثره في الإحجاج والإيصاء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٦٨ : وقد اختلف المشايخ في الحل وعدمه، وهما قولان مصححان ط. أقول: لكن هذا في زمانهم لما سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا محرم في زماننا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى فتأمل-

Scanned by CamScanner

হজের সফরে মাহরাম মারা গেলে মহিলার করণীয়

প্রশ্ন : কোনো মহিলা স্বীয় মাহরামের সঙ্গে হজে যাওয়ার পর হজকর্ম সম্পাদনের পূর্বেই যদি মাহরামের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তখন ওই মহিলা কিভাবে হজ আদায় করবে?

উত্তর : হজের উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে পৌঁছার পর মাহরাম মারা গেলে ওই মহিলা মাহরাম ছাড়াই হজ করে নেবে। এ ছাড়া শরীয়তসম্মত কোনো অসুবিধা না থাকলে হজ ছাড়তে পারবে না। (১৩/৪০২/৫২৮৮)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ١٤٩ : والمحرم إنما يعتبر إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا وأما إذا كان أقل فعليها أن تخرج للحج بغير محرم.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٤ : (قوله في سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم بحر، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان شرح اللباب ويؤيده حديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي لفظ لمسلم «مسيرة ليلة» وفي لفظ «يوم» " لكن قال في الفتح: ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.

হাজীদের সাথে মুয়াল্লিমের হজ বৈধ

প্রশ্ন : হজযাত্রীদের সঙ্গে ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে হজ মুয়াল্লিম যান। তাঁর ওপর হজ ফরয হয়নি, অথবা হজ ফরয হয়েছে কিন্তু এখনো হজ আদায় করেননি। তিনি হজযাত্রীদের সঙ্গে গিয়ে নিজের ফরয হজ আদায় করলে ফরয হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : হজযাত্রীদের সঙ্গে মুয়াল্লিম সাহেব নিজের হজ আদায় করা জায়েয। এতে তাঁর হজও সঠিকভাবে আদায় হবে। তবে নিজের হজ আদায় করতে গিয়ে হাজীদের হজ

Scanned by CamScanner

পর্যবেক্ষণ করাতে যেন কোনো রকম ত্রুটি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (১৪/৯০০/৫৮০২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۲ / ٦٠٤ : بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه -

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٦٠ : في اللباب: الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي قال شارحه أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة إن لم يكن عاجزا عن المشي.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴ / ۳۹ : اگر کوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے جائے تو کیا اس کا فرض ادا ہوتا ہے؟

الجواب—حج فرض ادا ہو جائے گا۔

অন্যের ব্যবস্থাপনায় হজ করলেও ফরয হজ আদায় হয়ে যায়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি হজ করেননি। পরবর্তীতে তিনি সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে সম্পূর্ণ তাদের খরচে হজ আদায় করেন। প্রশ্ন হলো, এর দ্বারা তাঁর ফরয হজ আদায় হয়েছে কি না?

উত্তর : বদলি হজ বা নফলের নিয়্যাত না করে নিজ খরচে বা অন্যের ব্যবস্থাপনায় যে হজ আদায় করা হয় তার দ্বারা নিজের ফরয হজ আদায় হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির প্রথম হজ যা সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে আদায় হয়েছে এর দ্বারা তাঁর জীবনের ফরয হজ আদায় হয়ে গেছে, যদি নফল বা বদলি হজের নিয়্যাতে না করে। (৭/৩৪২/১৬৬৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۲ / ٤٨٦ : ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٥٩ : وبأن الحج يصح بمطلق النية بلا تعيين الفرضية بخلاف الصلاة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۱۷۳ : اگر وہ سرکار کے دیئے ہوئے مصارف سے حج کرے گا تب بھی فریضہ حج ادا ہو جائیگا پھر صاحب استطاعت ہونے سے دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔

Scanned by CamScanner

ফরয হজ যেকোনো দেশ থেকে গিয়ে করা যায়

প্রশ্ন : কোনো বাংলাদেশি ধনী ব্যক্তি যার ওপর হজ ফরয হয়েছে। সে বর্তমানে আবুধাবিতে চাকরি করে। সেখান থেকে যদি সে হজ করে তার ফরয হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : স্বীয় হজ আদায়ের বেলায় নিজ দেশ থেকে হজে যাওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোনো স্থান থেকে হজে যাওয়া যায়। তবে যেদিক থেকেই যায় সেদিকের মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে এহরাম করা জরুরি। (৬/৮১৭/১৪৫৮)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦٤ : ولو حصل في شيء من هذه المواقيت من ليس من أهلها فأراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، فحكمه حكم أهل ذلك الميقات الذي حصل فيه لقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «هن لأهلهن، ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».

পিতার নামে হজের টাকা জমা করানোর পর তার মৃত্যু হলে টাকার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ওপর হজ ফরয। কিন্তু তার পিতাকে আগে হজ করাবে এই নিয়্যাতে তার পিতার নামে হজের টাকা জমা দিয়েছিল, কিন্তু পিতার ওপরে হজ ফরয নয়। টাকা জমা দেওয়ার পরে পিতা মারা যায়। পিতার পক্ষ হতে নিয়্যাত করার ও টাকা জমা দেওয়ায় তার ওপর হজ ফরয হয়ে যাবে কি না? যদি হয় তার পক্ষ হতে বদলি হজ করতে হবে কি না? যদি বদলি হজ করতে না হয় তাহলে ওই টাকাগুলো যে ছেলে দিয়েছিল তার হক হবে, না মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের হক হবে? ওই টাকাগুলো উক্ত দাতা মাদ্রাসা-মসজিদে বা ভালো কোনো খাতে ব্যয় করতে পারবে কি না?

উত্তর : পিতার হজের জন্য টাকা জমা দেওয়ার পর ওই টাকা পিতার মালিকানায় চলে এসেছে, তাই মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে। আর যদি হজের ফরমে লেখা থাকে হজের পূর্বে পিতা মারা গেলে টাকা জমাদাতা ছেলে ফেরত পাবে। তখন ওই টাকা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে না। ওয়ারিশদের পাওনা অবস্থায় সাবালকগণ মৃতের

Scanned by CamScanner

ঈসালে সাওয়াবের জন্য ওই টাকা দান-খয়রাতও করতে পারে। যেহেতু হজ পালনের নির্দিষ্ট দিন আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে তাই তার পক্ষ থেকে অন্যের দ্বারা বদলি হজের ব্যবস্থা করা জরুরি নয়। (৪/৪০০/৭২৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٧٠٣ : ثم لو رجع فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا (ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع).

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٧٥٩ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه)... ... (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته).

ঋণগ্রস্তের জন্য অন্যের ব্যবস্থাপনায় হজ করা বৈধ

প্রশ্ন : কয়েক বছর ধরে একজন মিশরি লোক সম্পূর্ণ তার খরচে আমাকে হজে বা ওমরায় পাঠাতে চায় কিন্তু আমার বেশ কর্জ রয়েছে। ওই টাকা পরিশোধ না করে হজে গেলে আমি লোকজনের বিভিন্ন কথার সম্মুখীন হব। এ ছাড়া ওই ব্যক্তির রুজির মধ্যেও এখন আমার জানা মতে ঘুষের টাকা আছে। এ জন্য আমি রাজি হচ্ছিলাম না। কয়েক দিন পূর্বে সে আবারও আমাকে আগামী রমাজানে ওমরায় বা পরে হজে (আমার যা ইচ্ছা) যাওয়ার জন্য খুব জোর দিয়ে বলছে। আর সে বদলি হজে পাঠাচ্ছে কি না তাও আমাকে পরিষ্কার করে বলছে না। এ জন্য আমি তাকে বলেছি আরো কিছুদিন পর আমি আমার মতামত জানাব। প্রশ্ন হচ্ছে, সে আমাকে বদলি হজে পাঠাচ্ছে কি না–তা জেনে নেওয়া জরুরি কিনা? আর যদি বলে, বদলি নয় এমনিতেই পাঠাচ্ছি, তাহলে আমি হজে যেতে পারব কিনা এবং আমার জন্য হজ ফরয হয়ে যাবে কি না?

তার রুজির মধ্যে ঘুষের টাকা থাকা আমার জানা থাকা সত্ত্বেও তার টাকা দিয়ে হজ করা আমার জায়েয হবে কি না এবং এ ব্যাপারে আমার কিছু বলতে হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি নিজে হজ করেছে, তার মাধ্যমে বদলি হজ করাতে হবে। আর বদলি হজের জন্য টাকা দিয়েছে নাকি এমনিতেই হজ করার জন্য দিচ্ছে–সেটা অবশ্যই জেনে নিতে হবে। যদি আপনাকে নিজের হজ করার জন্য টাকা দিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই ওই টাকা দিয়ে হজ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার ওপর কর্জ থাকার কারণে যদি হজে যাওয়া আপনার মানহানি মনে করেন, সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমতাবস্থায় হজ করতে আপত্তি নেই।

Scanned by CamScanner

আর যে ব্যক্তির আয়-উপার্জনের বেশির ভাগ হালাল ও কিছু অংশ হারামের সংমিশ্রণ থাকে-এ রকম ব্যক্তির টাকা দিয়ে হজ করা জায়েয হবে। যদি দাতা হজের জন্য প্রকাশ্যে হারাম উপার্জনের টাকা দিতে চায় তাহলে সে টাকা দিয়ে হজ করা জায়েয হবে না। (৫/৩৮৮/৯৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٤٢ : أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٣ : وقال في الفتح أيضا والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن الخلاف، ثم قال: والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج. ثم قال في الفتح بعد ما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه، وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات، إذ الموت في سنة غير نادر. اهـ قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل إلخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اهـ قلت: وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على الآمر، فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٩٩ : (وبشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج (الوارث عن مورثه) -

Scanned by CamScanner

কোন ধরনের মাজুর অন্যকে দিয়ে রমী করাতে পারবে

প্রশ্ন : কী ধরনের মাজুর হলে এবং কোন ধরনের লোকের পক্ষ থেকে বদলি কঙ্কর মারা জায়েয হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম অথবা যে নিজ শক্তিতে জামারাত পর্যন্ত যেতে অক্ষম এবং তার কোনো সাহায্যকারীও নেই–এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি কঙ্কর মারা বৈধ হবে। (১৯/২৩৭/৮০৮১)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٧ : وسواء رمى بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره؛ لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة، والله أعلم.

📖 غنية الناسك ص ١٠٠ : وحد المريض أن يصير بحيث يصلي جالسا، لأنه لا يستطيع الرمي راكبا ولا محمولا، إما لأنه تعذر عليه الرمي أو يلحقه بالرمي ضرر-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٥ / ٢٣٥ : آپ کا بیان صحیح ہے لیکن رمی جمار بوجہ مریض وضعف شدید کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے اور پیدل یا سواری پر بھی وہاں تک پہنچنا دشوار ہو تو دوسری آدمی اس کی طرف سے رمی کر سکتا ہے لیکن ازدحام کی وجہ سے دوسرا شخص رمی نہیں کر سکتا۔

হজে যাওয়ার প্রাক্কালে করণীয় বিষয়াদি

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি হজে যাত্রা করার পূর্বে কী কী করা প্রয়োজন? অন্যদের সহিত জমিজমার গোলমাল মীমাংসা করে না গেলে হজের পরিণাম কী?

উত্তর : হজে যাত্রার পূর্বে হাজী সাহেবানদের করণীয় সম্পর্কে বাংলায় বহু পুস্তক রয়েছে, তা দেখে নিলে সব কিছু জানা যাবে। যেমন : পবিত্র মক্কা-মদীনার পথে, ফকীহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান (রহ.)-এর রচিত ইত্যাদি।
মানুষের লেনদেন পরিষ্কার করে যাওয়া উত্তম। (৫/৪৩৫/১০১৬)

Scanned by CamScanner

باب الإحرام
পরিচ্ছেদ : এহরাম

এহরাম অবস্থায় গোসল করে নতুন কাপড় পরা

প্রশ্ন : এহরাম পরিহিত অবস্থায় গোসল করে এহরামের জন্য রাখা নতুন এহরামের কাপড় পরা যায় কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এহরাম অবস্থায় এহরামের কাপড় বা সেলাইবিহীন লুঙ্গি-গামছা পরিধান করে গোসল করা বৈধ। তদ্রূপ গোসলের পর নতুন এহরামের কাপড় পরিধান করতেও কোনো আপত্তি নেই। (১৬/৯০৩/৬৮৫৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣ /١٥١ : ويغتسل يوم عرفة، وغسل يوم عرفة سنة كغسل يوم الجمعة، والعيدين، وعند الإحرام، وذكر في الأصل إن اغتسل فحسن، وهذا يشير إلى الاستحباب، ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة، أو لأجل الوقوف.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٧٣ : ولا بأس بأن يغسل ويدخل الحمام.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٤/ ٣٠٨ : وإذا لبس إزار ورداء، فقد حصل ستر العورة ودفع الحر والبرد، وقد صح برواية جابر وأبي بريدة رضي الله عنهما «أن رسول الله عليه السلام أحرم ولبس إزاراً ورداء» ، غير أن الجديد أفضل لقوله عليه السلام لأبي ذر «تزين لعبادة ربك» وبالإزار يحصل ستر العورة.

Scanned by CamScanner

পুরনো ধোয়া কাপড় ও নতুন আধোয়া কাপড়ে এহরাম

প্রশ্ন : একবার হজ করার পর এহরামের কাপড় ও অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস যেমন বেল্ট ইত্যাদি সাবান বা পাউডার দিয়ে ধুয়ে রাখার পর পুনরায় ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবে কি না? এবং নতুন কাপড় না ধুয়ে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : এহরামের কাপড় এবং অন্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাক ও পরিষ্কার হওয়া জরুরি। নতুন এহরামের কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় হজ করার সময় ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। নতুন কাপড় ধৌত করে পরিধান করা উত্তম। তবে অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে না ধুয়েও পরিধান করা যাবে। (১৬/৯১১/৬৮৫৪)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٤/ ٣ : ثم البس ثوبين إزارا ورداء جديدين أو غسيلين هكذا ذكر جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ائتزر وارتدى عند إحرامه»، ولأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، ولا بد له من ستر العورة فتعين للستر الارتداء والائتزار. والجديد والغسيل في هذا المقصود سواء غير أن الجديد أفضل «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر - رضي الله عنه - تزين لعبادة ربك».

Scanned by CamScanner

باب الطواف

পরিচ্ছেদ : তাওয়াফ

তাওয়াফের মাকরূহ সময় এবং শুরু ও শেষ করার স্থান

প্রশ্ন : কোন কোন সময় তাওয়াফ করা মাকরূহ? তাওয়াফ কা'বা শরীফের কোন দিক থেকে কোন দিকে কিভাবে শেষ করতে হয়?

উত্তর : খুতবা শুরু হলে বা ফরয নামাযের জামাআত দাঁড়ালে তাওয়াফ করা মাকরূহ। এ ছাড়া বাকি যেকোনো সময় তাওয়াফ করা মাকরূহ নয়।

তাওয়াফের নিয়ম : ওজু অবস্থায় হাজরে আসওয়াদকে ডান পার্শ্বে রেখে দাঁড়াবে। তারপর তাওয়াফের নিয়্যাত করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর গিয়ে দুই হাত নামাযের মতো তুলে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ছেড়ে দেওয়া, এরপর দুই হাত পুনরায় উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদকে ইশারা করে চুমু খেয়ে ঘুরে ডান দিকে অর্থাৎ কা'বা শরীফের দরজার দিকে চলতে থাকবে। এভাবে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে এক চক্কর হবে। তারপর দুই হাতের তালু দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে পুনরায় ইশারা করে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকবে। এভাবে সাত চক্কর পার করে হাজরে আসওয়াদে এসে চুমু খেয়ে তাওয়াফ শেষ করবে। সব শেষে সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমে অন্যথায় হারাম শরীফের যেকোনো স্থানে দুই রাক'আত তাওয়াফের নামায পড়বে।

বি:দ্র:. রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্থানে প্রতি চক্করে এ দু'আ পড়বে, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাহ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়াক্বিনা অযাবান নার, ইয়া আযীযু, ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া রাব্বাল আলামীন।" (১৯/৩৪/৭৯৭৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٥٧٧ : فأفاد أنه لا يكره في الأوقات التي تكره الصلاة فيها؛ لأن الطواف ليس بصلاة حقيقة، ولهذا أبيح الكلام فيه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٢٥ : أن يقف مستقبلا على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم يمشي كذلك مستقبلا حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت وهذا في الافتتاح خاصة، كذا في فتح القدير ... ... ثم الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كذا في الكافي وافتتاح

Scanned by CamScanner

الطواف من الحجر الأسود سنة عند عامة مشايخنا حتى لو افتتح الطواف من غير الحجر جاز ويكره كذا في محيط السرخسي. ويجعل طوافه من وراء الحطيم حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز كذا في الهداية فيعيد الطواف فإن أعاده على الحطيم وحده أجزأه، كذا في الاختيار شرح المختار وكلما مر بالحجر في الطواف يستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا، وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل كذا في فتاوى قاضي خان ويختم الطواف بالاستلام كذا في الهداية -

📖 معلم الحجاج ۱/ ۱۳۰ : خطبہ اور فرض نماز کی جماعت کھڑے ہو جانے کے وقت طواف کرنا مکروہ ہے۔

তাওয়াফে জিয়ারতের প্রাক্কালে ঋতুস্রাব শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : হজের ফরয তাওয়াফের পূর্ব মুহূর্তে যদি কোনো মহিলার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব না হয় এবং পরবর্তীতে এসে ফরয তাওয়াফ আদায় করারও কোনো সুযোগ না থাকে, এমতাবস্থায় ওই মহিলার উক্ত ফরয তাওয়াফ আদায়ের জন্য কী করণীয়?

উত্তর : ফরয তাওয়াফের প্রাক্কালে যদি কোনো মহিলার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়, পবিত্র হয়ে পুনরায় তাওয়াফ করার সুযোগ ও সময় না থাকে তাহলে অপারগতার কারণে ওই মহিলা ওই অবস্থায় তাওয়াফের কাজ সম্পূর্ণ করে নেবে এবং অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে একটি দমে জেনায়েত (ভুলের মাসুলস্বরূপ) উট বা গরু দিয়ে দেবে। কেউ কেউ এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাওয়াফের পূর্বে ওষুধ সেবন করে ঋতু বন্ধ রাখে, যাতে পবিত্রতাবস্থায় ফরয তাওয়াফ সম্পূর্ণ হয়। উক্ত সমস্যায় পড়লে এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপত্তিকর নয়। (১৬/৫২০/৬৬৩৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ١٢٩ : فأما الطهارة عن الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها. وعند الشافعي فرض لا يصح الطواف بدونها.

Scanned by CamScanner

📖 مجموع الفتاوى لابن تيمية (دار عالم الكتب) ٢٦/ ٢٤٣ : فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن ذلك فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها وهذا بخلاف الشريعة. ثم هي أيضا لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب وحيضها في الشهر كالعادة فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهرا ألبتة. وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقبال القبلة أو تجنب النجاسة وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبا وراجلا فإنه يحمل ويطاف به. ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة إن كانت غير معذورة مع الدم كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. فقولهم لذلك مع العذر أولى وأحرى.

📖 درس ترمذی (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۱۸ : کتب حنفیہ میں اس اشکال کا کوئی صریح حل احقر کی نظر سے نہیں گزرا، البتہ علامہ ابن تیمیہؒ نے اس کا یہ حل بیان کیا ہے کہ ایسی عورت ناپاکی ہی کی حالت میں طواف کرلے اور امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق دم دیکر اس کی تلافی کرے۔

বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে তাওয়াফ করা

প্রশ্ন : আমি শুনেছি, তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদের নিকট আসা পর্যন্ত কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাওয়াফ করা নিষেধ। কারণ এতে নাকি তাওয়াফ আল্লাহর জন্য না হয়ে কা'বার পূজা হয়ে যায়। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : তাওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ বা পিঠ করা ঠিক নয়, বরং নিচের দিকে চোখের দৃষ্টি রেখে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। তবে হাজরে আসওয়াদ বা সেদিকে হাত কিংবা লাঠি ইত্যাদি উঠিয়ে চুম্বনের সময় কা'বার দিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ নয়। এ বিষয়টি উপরোক্ত বিধান থেকে স্বতন্ত্র।

Scanned by CamScanner

তাওয়াফ অবস্থায় কা'বা শরীফের দিকে তাকানো নিষেধ হওয়ার যে কারণটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। (১৭/৭৪৮/৭২৮৪)

📖 إرشاد السارى ص ١٠٣ : والجمهور على أن الطواف كالصلاة فى اعتبار الشرائط كلها إلا ما استثنى .

📖 فيه أيضا ص ١٠٤ : وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال القبلة .

তাওয়াফে কুদুমের পর ইফরাদকারী নফল তাওয়াফ করতে পারবে, ওমরা নয়

প্রশ্ন : ইফরাদ হজ পালনকারী তাওয়াফে কুদুম আদায়ের পর এহরাম পরা অবস্থায় হজের আগে নফল তাওয়াফ ও নফল ওমরা করতে পারবে কি না?

উত্তর : ইফরাদ হজ পালনকারী তাওয়াফে কুদুম আদায়ের পর এহরাম পরা অবস্থায় হজ পালনের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে নফল তাওয়াফ করতে পারবে। তবে নফল ওমরা করতে পারবে না। (১৬/৯১১/৬৮৫৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٥٨٦ : (قوله ثم أقم بمكة حراما؛ لأنك محرم بالحج) فلا يجوز له التحلل حتى يأتي بأفعاله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز .

📖 معلم الحجاج ص ١٩٨ : مفرد جب طواف قدوم اور سعی کرے تو احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ میں قیام کرے اور نفل طواف جس قدر چاہئے کرے اور ممنوعات احرام سے بچتا رہے عمرہ نہ کرے۔

তাওয়াফ বা সাঈ অবস্থায় ওজু ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি জানি, বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য ওজু শর্ত এবং সাফা মারওয়ায় সাঈ করার জন্যও ওজু শর্ত। প্রশ্ন হলো, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ অবস্থায় যেকোনো এক চক্করে যদি ওজু চলে যায় এমতাবস্থায় আমি ওজু করে প্রথম থেকে আবার চক্কর শুরু করব নাকি যে চক্করে আমার ওজু চলে গেছে সেখান থেকে শুরু করব? এমনিভাবে সাফা মারওয়ার জন্যও কি একই বিধান?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তাওয়াফ ও সায়ীর সময় ওজু ভেঙে গেলে পুনরায় ওজু করবে। পরবর্তীতে সেখান থেকে আবার তাওয়াফ ও সায়ী আরম্ভ করবে। তবে নতুনভাবে পূর্ণ তাওয়াফ ও সায়ী করা উত্তম বলে কিতাবে উল্লেখ আছে। (১৫/৭৯৭/৬২৬৬)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٠ : لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه، ولا يلزمه الاستئناف.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٢٧٨ : وكذا إذا طاف أكثره جنبا أو محدثا لأن أكثر الشيء له حكم كله " والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه " وفي بعض النسخ: وعليه أن يعيد. والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٩٧ : ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى.

Scanned by CamScanner

باب الحج عن الغير

পরিচ্ছেদ : বদলি হজ

বদলি হজের ফজীলত ও শর্ত

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি বদলি হজ করলে তার ফজীলত কী? এবং বদলি হজ করার শর্ত কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অসিয়তের ভিত্তিতে বদলি হজ করতে চাইলে তার ছেড়ে যাওয়া এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে হজ করবে। তাতে মৃত ব্যক্তি ও বদলি হজকারী দুজনই সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং মৃত ব্যক্তির ফরয হজ আদায় হয়ে যাবে।

অসিয়ত না করা অবস্থায় তার মাল হতে হজ করার অনুমতি নেই। বরং তার মাল ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত মতে বণ্টন হবে। যেকোনো ওয়ারিশ বা ব্যক্তি নিজ মাল দ্বারা তার বদলি হজ আদায় করলে মৃত ব্যক্তির ফরয আদায় হওয়ার আশা করা যায় এবং বদলি হজকারীও সাওয়াবের ভাগী হবে। (১৮/৭৪৮/৭৮৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٨ : وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن أوصى أن يحج عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٠ : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ١٨٩ : جب میت نے وصیت نہیں کی تھی تو اس کا متروکہ سب کا سب ملک ورثہ ہے میت کا اس میں کچھ حق نہیں رہا میت کا حق ثلث ترکہ میں بھی وصیت سے ہوتا ہے بدون وصیت کے نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

হজ করেনি এমন ব্যক্তি দিয়ে বদলি হজ করানো

প্রশ্ন : আমি একজন ইমাম সাহেবকে, যিনি পূর্বে হজ করেননি তাঁর দ্বারা বদলি হজ করাতে চাই। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ইমাম সাহেবের ওপর হজ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি হজ না করে থাকেন তাহলে তাঁর জন্য বদলি হজ করা মাকরূহে তাহরীমী, অন্যথায় মাকরূহে তানযীহী। তাই নিজের হজ করেছে–এমন ব্যক্তি দ্বারা বদলি হজ করানো উচিত। তবে সর্বাবস্থায় বদলি হজ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (১৭/২৫৩/৭০২১)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٧٨ : والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه؛ لأنه أهدى إلى إقامة الأعمال؛ ولأنه أبعد عن الخلاف، فإن الذي لم يحج عن حجة الإسلام عن نفسه لم تجز حجته عن غيره عند بعض الناس، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الآمر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٣ : قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل إلخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اه. قلت: وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على الآمر، فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۴ / ۴۶ : جواب– جس شخص نے اپنا حج نہ کیاہواس کا حج بدل پر جانا مکروہ تنزیہی ہے یعنی خلاف اولی ہے تاہم اگر چلا جائے تو حج بدل ادا ہو جائیگا۔

Scanned by CamScanner

যে নিজের হজ করেনি তাকে বদলি হজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা

প্রশ্ন : জনৈক আলেমে দ্বীন হজ করার জন্য খুবই আগ্রহী। তাই তিনি হজের জন্য প্রস্তুতিমূলক কিছু টাকা জমা করছেন। এমতাবস্থায় অনেকে তাঁকে বদলি হজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। তিনি কি প্রস্তুতি বহাল রেখে বদলি হজ করতে পারবেন? উল্লেখ্য, তাঁর প্রস্তুত হতে এখনো অনেক সময় লাগবে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের ব্যক্তি যার ওপর এখনো হজ ফরয হয়নি তাকে বদলি হজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। এমন ব্যক্তিকে বদলি হজের জন্য পাঠানো উত্তম, যে পূর্বে নিজের হজ আদায় করেছে। এতদসত্ত্বেও উল্লিখিত ব্যক্তি বদলি হজ আদায়ের জন্য গেলে প্রেরকের হজ আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যার ওপর হজ ফরয হয়ে আছে, তার জন্য নিজের হজ না করে বদলি হজে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী। (১৩/৬৪১/৫৩৮১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٣ : قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم والأفضل إلخ تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير اهـ قلت: وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على الآمر، فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق المأمور تحريمية.

হজ ফরয হওয়ার ও আদায়ের শর্ত এবং বদলি হজের শর্ত

প্রশ্ন : হজ ফরয হওয়ার ও হজ আদায়ের শর্তসমূহ বিস্তারিত জানতে চাই। কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়েছে। সে নিজের হজ আদায় করার পূর্বে বদলি হজ আদায় করতে পারবে কি না? বদলি হজের শর্তসমূহ বিস্তারিত জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : হজ ফরয হওয়া ও হজ আদায়ের শর্তসমূহ বিস্তারিত জানতে চাইলে ফিকহের কিতাবের কিতাবুল হজ (হজের অধ্যায়) ভালোভাবে দেখুন। আর যার ওপর হজ ফরয হয়েছে সে নিজের ফরয হজ আদায় না করে বদলি হজ করলে তা আদায় হলেও ফিকাহবিদগণ এটাকে তার জন্য মাকরূহে তাহরীমী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আর বদলি হজের আরো অন্য শর্তাদি বিস্তারিত ফিকহের কিতাবের কিতাবুল হজে (হজের অধ্যায়) দেখে নিন। (১০/২৬৯/৩০৭৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٦٩ : والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه، وهو يدل على أنها كراهة تنزيه، وإلا قال: ويجب إحجاج الحر إلى آخره والحق أنها تنزيهية على الآمر تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج، ولم يحج عن نفسه؛ لأنه آثم بالتأخير.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر.

বদলি হজকারীর ওপর কি হজ ফরয হয়ে যায়?

প্রশ্ন : আমরা জানি, যদি কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয় এবং সে কোনো কারণে হজ করতে না পারে অতঃপর অন্য কারো মাধ্যমে বদলি হজ করায় তাহলে তার হজ আদায় হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, কিছু আলেম বলেন, যে ব্যক্তি বদলি হজ আদায় করতে গিয়ে বায়তুল্লাহর সামনে হবে তখন নাকি তার নিজের ওপরই হজ ফরয হয়ে যাবে—কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : বদলি হজ গমনকারী ব্যক্তি পূর্বে নিজের হজ না করে থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফ দেখার পর তার ওপর হজ ফরয হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য থাকলেও হজ ফরয না হওয়ার মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। (১৯/৫২৭/৮৩০৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٠٦ : يفيد ان الضرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة، وظاهر كلام البدائع بإطلاقه الكراهة أي في قوله: يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج

Scanned by CamScanner

يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل اهـ قلت: وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود، وتبعه في سكب الأنهر، وكذا أفتى السيد أحمد بادشاه، وألف فيه رسالة. وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه، وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم، وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا.

... ... أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي، فلما صار كالمكي وجب عليه؛ حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اهـلكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك لأن قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة.

বদলি হজকারী কার পক্ষ থেকে কুরবানী করবে

প্রশ্ন : বদলি হজকারী কুরবানী আদায় করতে চাইলে কার পক্ষ থেকে আদায় করবে? যার পক্ষ থেকে হজ করছে তার পক্ষ থেকে নাকি নিজের পক্ষ থেকে?

উত্তর : বদলি হজ পালনকারী কুরবানী করতে চাইলে নিজের পক্ষ থেকেই কুরবানী করবে। এই কুরবানীর টাকা যার পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে, তার ওপর জরুরি নয়। (১৬/৯০৩/৬৮০৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (قوله على الحاج) أي المأمور. أما الأول فلأنه وجب شكرا على الجمع بين النسكين وحقيقة

Scanned by CamScanner

الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي.... فيصير مخالفا) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن.

বদলি হজকারী হজের আগে মক্কায় মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে অন্য একজনকে বদলি হজে পাঠাল। যিনি বদলি হজ করতে গেছেন তিনি মক্কা শরীফ পৌঁছার পর হজের পূর্বে মারা যান। এখন প্রেরকের হজের হুকুম কী হবে? পুনরায় হজ করাতে হবে নাকি তার হজ আদায় হয়ে যাবে? দ্বিতীয়বার হজ করাতে হলে খরচ কে বহন করবে? প্রেরকের সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় হুকুম কী হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি হজের রুকন আদায়ের পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে তার হজ আদায় হয়নি, অতএব প্রেরকেরও হজ আদায় হয়নি। তাই প্রেরকের পুনরায় হজ করতে বা করাতে হবে।

দ্বিতীয়বার হজ করানোর জন্য খরচ প্রেরকেরই বহন করতে হবে। বর্তমানে প্রেরকের সামর্থ্য না থাকা অবস্থায়ও তার জিম্মায় হজ ফরয থাকবে। সে টাকা সংগ্রহ করে নিজে যেতে না পারলে অন্য ব্যক্তিকে আবার পাঠাতে হবে। অন্যথায় মৃত্যুর সময় ওয়ারিশদেরকে বদলি হজের জন্য অসিয়ত করা জরুরি। (১৭/৬১৬/৭২০৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٦٧ : (قوله وهما ركنان) يشكل عليه ما قالوا إن المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة، قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئا بخلاف ما إذا رجع قبله فإنه لا وجود للحج إلا بوجود ركنيه ولم يوجدا فينبغي أن لا يجزي الآمر سواء مات المأمور أو رجع بحر قال العلامة المقدسي: يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى بوسعه وقد ورد «الحج عرفة» بخلاف من رجع.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦ / ٥٧٦ : الجواب—اس کا حج نہیں ہوا، اگر اس کے ذمہ حج فرض ہے تو اس کو کسی دوسرے شخص کو بھیجکر حج بدل کرانا چاہیے یعنی جب کہ خود نہ جا سکتا ہو اور خود حج کرنے سے عاجز ہو۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٨ : المأمور بالحج ينفق من مال الآمر ذاهبا وجائيا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ٦٧ : وذلك بأن يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه -

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٢٢ : وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره إلا تطوعا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٣٢٠ : بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣١١ : أما إن قدر عليه وهو صحيح ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج فإنه يتقرر دينا في ذمته فيجب عليه الإحجاج اتفاقا.

হজ্জে বদলে নিয়্যাতের বিবরণ

প্রশ্ন : বদলি হজ আদায়কারী হজের যাবতীয় কাজ, যেমন–তাওয়াফ, সাঈ, কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদি আদায় করার সময় যার বদলি হজ করছে তার পক্ষ থেকে নিয়্যাত করতে হবে কি না? তার পক্ষ থেকে নিয়্যাত করলে ভুল বা দুর্নাম হবে? আর নিয়্যাত করার সময় কেরান, তামাত্তু, ইফরাদ এবং অমুকের পক্ষ থেকে ইহরাম বাধছি–বলা জরুরি কি না?

উত্তর : বদলি হজ আদায়কারী হজের যাবতীয় কাজ, যেমন–তাওয়াফ, সাঈ, কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদিতে নতুনভাবে প্রতিবার যার বদলি হজ করছে তার পক্ষ থেকে নিয়্যাত করতে হবে না। বরং এহরামের সময় উক্ত ব্যক্তির নিয়্যাত করাই যথেষ্ট। প্রত্যেক কাজে নিয়্যাত করা জরুরি নয়। এহরামের সময় বদলি হজের জন্য প্রেরণকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কেরান, তামাত্তু বা ইফরাদের নিয়্যাত করে নেবে। (১৬/৯৩৫)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢١٣ : ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلا بد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان كما إذا حج عن نفسه -

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٤/ ١٤٧ : وهذه المسألة تدل على أن الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يكون عن المحجوج عنه وأن إنفاق الحاج من مال المحجوج عنه كإنفاق المحجوج عنه من مال نفسه أن لو قدر على الخروج بنفسه وبنحوه جاءت السنة «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسائلة حجي عن أبيك واعتمري» ، وقال رجل : «يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفيجزئني أن أحج عنه .

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٠ / ٤٠٦ : کوئی ضرورت نہیں ہے دل میں نیت کافی ہے کہ فلاں شخص کی طرف سے احرام باندھتا ہوں۔

হজ্জে বদলে ইফরাদ, কেরান, তামাত্তু এবং দম ও কুরবানী প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : জনাব আব্দুর রহমান তার মৃত শ্বশুরের বদলি হজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে। আদেশদাতা ও ব্যয় বহনকারী হলো তার শ্যালক। প্রশ্ন হলো,

১. আব্দুর রহমান কী হজ (তামাত্তু/ইফরাদ/কেরান) পালন করবে?
২. আদেশদাতার অনুমতি নিয়ে তামাত্তু/কেরান হজ করা যাবে কি? এ ক্ষেত্রে কুরবানী এবং দম (যদি প্রয়োজন হয়) এর ব্যয় আদেশদাতা না আদিষ্ট, কে বহন করবে?
৩. স্থানীয় একজন আলেম ও ইমাম, যিনি এবার বদলি হজ করবেন তিনি কেরান হজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আদেশদাতার কাছ থেকে কুরবানীর খরচ নেবেন। বিষয়টির সহীহ মাসআলা কী?
৪. আদেশদাতা আলেম নন, মাসআলা জানেন না। এ ক্ষেত্রে তামাত্তু বা কেরান হজের অনুমতি দিলেও বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার দিলেও আদিষ্টের কোন হজ পালন করা উচিত?
৫. আমি নিজেও একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষে বদলি হজ পালনের জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং ইফরাদ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সঠিক সিদ্ধান্ত কি না? উক্ত বিষয়গুলোর সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১-৩. বদলি হজের ক্ষেত্রে ইফরাদ করাই আসল নিয়ম। তবে আদেশদাতার অনুমতি থাকলে কেরান বা তামাত্তুও করার অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে দমের ব্যয় আদিষ্টের বহন করতে হবে। তবে আদেশদাতা নিজ অর্থ থেকে ব্যয় করার অনুমতি দিলে তার অর্থ হতে দম দেওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, বদলি হজে আদেশকারীর অনুমতি সাপেক্ষে হলেও তামাত্তু জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে বিধায় কোনো অপারগতা না থাকলে তা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

৪. আদিষ্টের ইফরাদ বা কেরান হজ আদায় করা উত্তম।

৫. আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক। (১৯/৩৫৩/৮২১০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١٠ : (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (قوله فيصير مخالفا) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن.

মৌখিক অনুমতি ছাড়া তামাত্তু করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন আলেমকে একজন মুসল্লি বদলি হজে প্রেরণ করেছেন। তিনি প্রেরণের সময় কুরবানীর খরচসহ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইফরাদ হজ করবে নাকি তামাত্তু করবে তা উল্লেখ করেননি। তাই আমাদের আলেম সাহেব হজ্জে তামাত্তু করে এসেছেন। এখন অনেকে বলছে তাঁর বদলি হজ আদায় হয়নি। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : বদলি হজের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ করাটাই শরীয়তের আসল বিধান। এতদসত্ত্বেও প্রেরণকারীর অনুমতিক্রমে কেরান বা তামাত্তু করলেও অনেক ফিকাহবিদের মতে হজ আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রেরণকারীর পক্ষ হতে কোনো ধরনের নির্দেশনা পাওয়া না গেলে যেহেতু বর্তমান সমাজে সাধারণ প্রেরণকারীর পক্ষ হতে সর্বপ্রকার হজ করার অনুমতি স্বীকৃত। তাই এমতাবস্থায় প্রেরিত ব্যক্তি প্রেরণকারীর পক্ষ হতে তামাত্তু করে

Scanned by CamScanner

ফেললে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হজ বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং বদলি হজ আদায় হয়ে যাবে। যারা আদায় হবে না বলে তাদের কথা সঠিক নয়। (১৪/৩১/৫৫৪০)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦٦ : إذا أمره بالحج مفردا فقرن فإنه يكون ضامنا للنفقة لا؛ لأن الإفراد أفضل من القران بل؛ لأنه أمره بإفراد سفر له، وقد خالف، وفي الثانية خلافهما هما يقولان هو خلاف إلى خير، وهو يقول إنه لم يأمره بالعمرة، ولا ولاية لأحد في إيقاع نسك عن غيره بغير أمره فصار كما لو أمره بالإفراد فتمتع فإنه يكون مخالفا اتفاقا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (قوله على الحاج) أي المأمور. أما الأول فلأنه وجب شكرا على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي.... فيصير مخالفا) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۵۲۳ : اس کو افراد کرنا چاہئے، آمر کی اجازت سے تمتع وقران بھی کر سکتا ہے مگر دم شکر مامور پر ہوگا، اگر آمر بخوشی دم شکر کی قیمت ادا کر دے تو جائز ہے اس زمانہ میں عرفاً آمر کی طرف سے تمتع وقران ودم شکر کا اذن ثابت ہے اس لئے صراحۃً اذن ضروری نہیں، معہذا صراحۃً اذن حاصل کر لینا بہتر ہے۔

Scanned by CamScanner

বদলি হজকারী নিজের হজ করলে তাকে আবার বদলি হজ করতে বা করাতে হবে

প্রশ্ন : আমার পিতা পবিত্র হজ করার জন্য ৫/১২/৯৯ ইং তারিখ ব্যাংকে টাকা জমা দেন। ১৫/২/২০০০ ইং তারিখ তার ফ্লাইটের তারিখ হয়, কিন্তু ২৮/১/২০০০ ইং তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে হজ করা অসম্ভব হয়ে পড়লে তার পরিবর্তে আমাকে হজে পাঠানোর অনুমতি চেয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করেন। এ ব্যাপারে ভাই-বোনদের সম্মতি ছিল। কর্তৃপক্ষ ৬/২/২০০০ ইং তারিখ আমাকে হজ করার অনুমতি দেয়। আমার যাওয়ার পূর্বেই ৯/২/২০০০ ইং তারিখ বাবা ইন্তেকাল করেন। এখন কার নামে হজ করব এর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে সরাসরি মদীনা শরীফ যাই। সেখানে অধ্যয়নরত একজন বাংলাদেশি ছাত্র ও তার শিক্ষকের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করি। তারা আমাকে প্রথমে আমার নামে হজ করার পরামর্শ দেন এবং পরে বাবার নামে হজ করতে বলেন। তাই আমি বাবার বদলি হজ না করে আমার নামে হজ করি। আমার ৪ ভাই-বোন তার মধ্যে এক ভাই ও এক বোন গরিব। প্রশ্ন হলো, এখন বাবার নামে বদলি হজ করতে হবে কি?

উত্তর : আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার ভাই-বোনদের সম্মতিতে তাঁর হজ করার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন তাঁরই হজ করা আপনার উচিত ছিল। যখন আপনি তাঁর হজ না করে নিজের হজ করেছেন তাই এখন আপনার ভাই-বোনদের পূর্বের সম্মতি বহাল থাকায় পিতার পক্ষ হতে বদলি হজ করা বা করানো আপনার দায়িত্ব। (৮/৪৯৭/২২৩২)

البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣/ ٦٨ : ولو دفع إلى رجل مالا ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات الآمر فللورثة أن يأخذوا ما بقي من المال معه ويضمنونه ما أنفق منه بعد موته، ولا يشبه الورثة الآمر في هذا؛ لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام فتبطل بالموت ويرجع المال إلى الورثة -

الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٦١٣ : وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الآمر. وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية.

Scanned by CamScanner

অসিয়ত না করে মারা গেলে হজ অ্যাকাউন্টের টাকা ও লভ্যাংশের হুকুম

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হজে যাওয়ার নিয়্যাতে সে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে রাখে। কিন্তু হজের বছর আসার আগেই স্বামীর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর সময় বদলি হজ করানোর অসিয়ত করে যায়নি। স্ত্রী হজে যেতে চাচ্ছে, এখন স্বামীর কি বদলি হজ করাতেই হবে? না ওই টাকাগুলো কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসায় সদকা করে দিলেও চলবে? আর ব্যাংকে রাখার কারণে যে টাকা ইন্টারেস্ট বা লাভ হয়েছে তার হুকুম কী?

উত্তর : হজ ফরয হয়েছে, এমন ব্যক্তি হজের টাকা পৃথক করে ব্যাংকে রাখা অবস্থায় মারা গেলে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বদলি হজের অসিয়ত করে থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে তার পক্ষ থেকে বদলি হজের ব্যবস্থা করা ওয়ারিশীনদের ওপর জরুরি হবে। অসিয়ত না করে থাকলে এ জমাকৃত টাকার সম্পূর্ণ মালিক হবে তার ওয়ারিশগণ। বণ্টনের পর তারা যা ইচ্ছা করতে পারবে। এমনকি মৃতের পক্ষ হতে বদলি হজ করতে চাইলে তাও পারবে। সুদি ব্যাংকে জমাকৃত টাকার সুদ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অজান্তে নেওয়া হলে দায়মুক্ত হওয়ার নিয়্যাতে গরিব-মিসকিনদের দিয়ে দিতে হবে। (৭/৭৭৮/২৩৪৬)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ / ٤٨٧ : أن من مات، وعليه فرض الحج، ولم يوص به لم يلزم الوارث أن يحج عنه.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣/ ٦٨ : ولو دفع إلى رجل مالا ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات الآمر فللورثة أن يأخذوا ما بقي من المال معه ويضمنونه ما أنفق منه بعد موته، ولا يشبه الورثة الآمر في هذا؛ لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام فتبطل بالموت ويرجع المال إلى الورثة اهـ

বদলি হজকারী সৌদি থেকে যেতে চাইলে হজ্জে বদল হবে কি না

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি আগেও হজ করেছেন, তাঁকে দিয়ে আমাদের বাবার বদলি হজ করানোর ইচ্ছা করেছি। কিন্তু তিনি হজ শেষে সুযোগ পেলে মক্কায় থেকে যেতে চান। আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কিছু লোক বলছে, হজের ভিসায় পুনরায় ফিরে আসার অঙ্গীকার করতে হয়। কেউ যদি ফিরে না আসে তাহলে টাকাগুলো অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কথাটি সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হজ বা ওমরা ভিসায় সৌদি আরবে গিয়ে হজ ও ওমরা সম্পাদনের পর সেখানে থেকে যাওয়া সৌদি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ। এটা ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। উপরন্তু নিজের মান-সম্মান নিজেই নষ্ট করার নামান্তর। তাই এরূপ কাজকে শরীয়ত সমর্থন করে না। তবে এর কারণে যার পক্ষ থেকে বদলি হজ করা হয়েছে তার হজ হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের লোক দ্বারা বদলি হজ না করানো উত্তম। (৯/৭১)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ٦١٢ : (قوله والأفضل أن يعود إليه) أي إلى منزل الآمر المذكور في المتن. قال في البحر: ولو أحج رجلا فحج ثم أقام بمكة جاز لأن الفرض صار مؤدى والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهله اهـ

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲۱۵ : ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز؛ لأن فرض الحج صار مؤديا بالفراغ عن أفعاله. والأفضل أن يحج ثم يعود إليه، لأن الحاصل للآمر ثواب النفقة، فمهما كانت النفقة أكثر كان الثواب أكثر وأوفر.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۱۹۴ : سوال—حج بدل میں واپسی شرط ہے یا نہیں؟

جواب— حج بدل میں وطن میت سے جانا تو شرط ہے بشرطیکہ ثلث میں گنجائش ہو باقی عود شرط نہیں۔

অসিয়ত করলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হজ করানো বাধ্যতামূলক

প্রশ্ন : এক লোকের জিম্মায় হজ ফরয ছিল। সে বৃদ্ধকালে যখন হজ করতে শারীরিকভাবে অক্ষম তখন বলছে, আমি মেয়েদের মাহরূম করে যত জমি ছেলেদের নামে দলিল করেছি। তার মধ্যে সে ৩৩ শতাংশ বিক্রি করে হজ করার বা নিজের পক্ষ থেকে করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করছে। আর বড় ছেলেকে বলেছে, জমি তোমরা রাখবে নাকি বিক্রি করবে তা আমি জানি না, আমার হজ করে আসো।

Scanned by CamScanner

তারপর সুস্থ শরীরে হঠাৎ মারা গেল। সে এ কথাও বলছে, ওই ৩৩ শতাংশ জমি বিশেষ কারণবশত নাবালেগ ছেলেদের নামে শুধু দলিল করেছি, দখল ও মালিকানা আমার। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত সুরতে বদলি হজ করানো ফরয কি না? যদি হয় কাদের ওপর? জমিওয়ালার নাকি সব ওয়ারিশের ওপর?

উত্তর : কারো ওপর হজ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যদি তা আদায় না করে তাহলে তার ওপর মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। অসিয়ত করে গেলে ওয়ারিশগণ তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পুরা করবে, যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা তা পুরা করা সম্ভব হয়, অন্যথায় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে যেহেতু মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষ থেকে হজ করার অসিয়ত করে গিয়েছে, তাই উক্ত জমি দ্বারা হজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলে ওয়ারিশগণ তা আদায় করতে বাধ্য থাকবে। (১৭/১৪৬/৬৯১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٨ : من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه هكذا في البدائع فإن لم يبين مكانا يحج عنه من وطنه عند علمائنا، وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي للحج من وطنه فأما إذا كان لا يكفي لذلك فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج عنه بثلث ماله، كذا في المحيط.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٩٩ : (وبشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج (الوارث

Scanned by CamScanner

عن مورثه) لوجود الأمر دلالة وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه.

বদলি হজের টাকা নিয়ে সরকারিভাবে হজ করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব বদলি হজ করতে যাবেন বলে এক ব্যক্তির নিকট থেকে টাকা নিয়ে ওই সময় সরকারিভাবে হজে গেলেন। এখানে দুই পক্ষের থেকে হজের খরচ বহন করা হয়েছে। এতে বদলি হজ আদায় হলো কি না? না হলে ইমাম সাহেবের এ ধরনের প্রতারণা করা ঠিক হলো কি না? তার পেছনে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির বদলি হজ আদায় হয়নি। হজের জন্য নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। এ জন্য তাওবা করতে হবে। প্রকৃত তাওবার পর ইমামতি জায়েয হবে। (১৩/৩৯৮/৫২৭৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢١٣ : ومنها: أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه، فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : (ومنها) أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله.

প্রেরকের টাকায় বদলি হজ না করে ট্রাভেলসের সুবিধায় হজ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বদলি হজ করার জন্য অন্য একজনকে টাকা প্রদান করে, কিন্তু নির্দেশিত ব্যক্তি নির্দেশদাতার টাকা দিয়ে হজ আদায় না করে হজের মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুবিধায় হজ আদায় করে ফেলে। মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে সুবিধার বিবরণ হলো, মুয়াল্লিম বিভিন্ন এলাকায় এ পদ্ধতিতে লোক সেট করে এ কথা বলে দিয়েছে যে

Scanned by CamScanner

১০ জন হাজী ব্যবস্থা করতে পারলে ব্যবস্থাকারীকে ফ্রি হজ আদায় করানো হবে। অতএব জানার বিষয় হলো এভাবে হজ আদায় করার দ্বারা নির্দেশদাতার পক্ষ হতে হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : বদলি হজ আদায় হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ খরচ নির্দেশদাতার পক্ষ হতে হওয়া জরুরি, অন্যথায় বদলি হজ আদায় হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বদলি হজ আদায় হবে না। (১৯/৬৫১/৮৩৮৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٠ : وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : (ومنها) أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۷۱ : حج بدل کے لئے ضروری ہے کہ اکثر یا کل اخراجات آمر کی طرف سے ہوں۔

বদলি হজ করানোর পর সুস্থ হলে কি আবার হজ করতে হবে?

প্রশ্ন : আমার বাবা-মা একসঙ্গে হজে যেতে চান। হঠাৎ আমার মা অসুস্থ হয়ে গেছেন। তিনি হাঁটাচলাও করতে পারছেন না। একজন আলেম পরামর্শ দিলেন মার পক্ষ থেকে বদলি হজ করানোর জন্য। কিন্তু একজন মুফতী সাহেবের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন, বদলি হজ করালেও তিনি যখন সুস্থ হবেন তখন আবার হজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের সেই সামর্থ্য নেই। আবার এ বছর হজ না করলে আগামী বছর পর্যন্ত টাকা থাকবে কি না, তার নিশ্চয়তাও নেই। এখন আমরা কী করতে পারি?

উত্তর : বদলি হজ একমাত্র মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যার সুস্থ হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই–এমন লোকের পক্ষ থেকেই সঠিক ও সহীহ হয়। অন্যথায় বদলি করালে ফরয হজ আদায় হবে না। মহিলাদের হজের ব্যাপারটি বর্তমান যুগে বড় জটিল সমস্যা। প্রচুর লোকজনের সমাগমের কারণে পর্দা বিনষ্ট এবং মহিলাদের হজের সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ জটিলতার কারণ। তাই

Scanned by CamScanner

প্রশ্নোল্লিখিত বিবরণের ব্যাপারে সমাধান হলো, আপনার আম্মা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর বদলি হজ করানো যেতে পারে। তবে নিয়্যাত রাখতে হবে তিনি যদি সুস্থ হয়ে উওঠন হজ করার মতো শারীরিক অবস্থায় উপনীত হন তাহলে পুনরায় অভিজ্ঞ মাহরামের সাথে মহিলাদের পদ্ধতি অনুসরণকরত হজ পালন করবেন। (১২/২৪৫/৩৮৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه. (ومنها) استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه، وإن تعافى بطل.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٩٨ : (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٩٨ : والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا، أما من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف.

অনুমতি সাপেক্ষে কেরান বা তামাত্তু করা

প্রশ্ন : আমার বাবা ৮০ বছরের বৃদ্ধ। পাশাপাশি হাঁপানি রোগী, যার দরুন তিনি হজে যেতে অপারগ। একসময় তাঁর অনেক সম্পত্তি ছিল কিন্তু এখন কিছুই নেই। তার খরচ আমিই বহন করি। আমাদের একটি জমি আছে, যা বিক্রি করলে ৮-১০ লক্ষ টাকা হবে। আমি আমার বাবার অনুমতি নিয়ে বদলি হিসেবে হজ্জে তামাত্তু করতে চাই, তা জায়েয হবে কি না? এবং আমার বাবার ফরয হজ আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যার পক্ষ থেকে বদলি হজ করা হয় তার অনুমতি সাপেক্ষে তামাত্তু ও কেরানের মধ্যে থেকে যেকোনো একটা করার অনুমতি রয়েছে। তবে ইফরাদ করা উত্তম। (১০/৮৫৭/৩৩৫১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦١١ : (قوله على الحاج) أي المأمور. أما الأول فلأنه وجب شكرا على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه وإن كان الحج يقع عن الآمر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي.... فيصير مخالفا) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴ / ۵۲۳ : اس کو افراد کرنا چاہئے، آمر کی اجازت سے تمتع وقران بھی کر سکتا ہے مگر دم شکر مامور پر ہوگا، اگر آمر بخوشی دم شکر کی قیمت ادا کر دے تو جائز ہے اس زمانہ میں عرفاً آمر کی طرف سے تمتع وقران ودم شکر کا اذن ثابت ہے اس لئے صراحۃً اذن ضروری نہیں، معہذا صراحۃً اذن حاصل کر لینا بہتر ہے۔

যার পক্ষ থেকে বদলি হজ, টাকা তার মালিকানায় নিতে হবে

প্রশ্ন : যে টাকায় আমি বাবার বদলি হজ করব তার মালিক আমার বাবাকে বানাতে হবে কি না?

উত্তর : নিজ টাকা দিয়ে বাবার ফরয বদলি হজ আদায় করার পূর্বশর্ত হলো বাবাকে সে টাকার মালিক বানিয়ে দেওয়া, অন্যথায় ফরয হজ আদায় হবে না। অথবা তার জমিজমা থেকে হজের খরচ পরিমাণ বিক্রি করে হজের ব্যবস্থা করতে হবে। (১০/৮৫৭/৩৩৫১)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٠ : وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۲۵۱ : حج بدل میں یہ شرط ہے کہ مامور کا حج محجوج عنہ کے مال سے ہو پس اگر حج بدل کرنے والے نے اپنے مال سے حج کر لیا تو محجوج عنہ کی طرف سے ادا نہ ہوگا۔

সুস্থ-সবলের বদলি হজ করানো

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়েছে। সে তার হজ আদায় করেনি। অতঃপর সে হজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলল, অর্থাৎ গরিব হয়ে গেল। তার পরিচিত লোকজন জেদ্দায় চাকরি করে, যে আগে হজ করেছে। তাকে সামর্থ্যহীন লোকটি তার পক্ষ থেকে হজটি আদায় করে দিতে অনুরোধ করে এবং যা খরচ আসে তা পরিশোধ করে দেওয়ার অঙ্গীকার করে। প্রশ্ন হলো, চাকরিরত ব্যক্তির মাধ্যমে এই নিয়মে হজ করালে ওই ব্যক্তির ফরয হজ আদায় হবে কি না? নাকি নফল হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির ওপর ফরয হজের দায়িত্ব বহাল রয়েছে। তাই উক্ত ব্যক্তি ধারকর্জ করে ফরয হজ আদায়ের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সতর্কতামূলক জেদ্দায় কর্মরত ব্যক্তির দ্বারা বদলি হজ করিয়ে নেবে। তবে মৃত্যুর পূর্বে সচ্ছলতা ফিরে এলে পুনরায় নিজে আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে সচ্ছলতা ফিরে না এলে ওই বদলি হজ দ্বারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। (৭/৪৬৬/১৬৫১)

Scanned by CamScanner

📖 غنية الناسك صد ١٧٢ : شرائط النيابة فى الحج الفرض... (الاول) وجوب الحج على المحجوج عنه باليسار والصحة ... ... (والثانى) عجزه عن الاداء بنفسه بزوال احدهما.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٥٧ : وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك، أي لو ناويا وفاء إذا قدر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٥٧ : (قوله وسعه أن يستقرض إلخ)... ... والظاهر أن هذا هو المراد أخذ مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اهـ وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى.

যার ওপর হজ ফরয নিজস্ব অর্থে মৃতের পক্ষে বদলি হজের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ওপর হজ ফরয হওয়া সত্ত্বেও মৃত পিতার জন্য অসিয়তবিহীন বদলি হজ করে, তাহলে উক্ত হজ কার পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে বলে ধারণা করা হবে?

উত্তর : নিজের পক্ষ থেকে হজ আদায় হবে, পিতা সাওয়াব পাবে। (৬/৬৮১/১৩১৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٩ : ومبناه على أن نيته لهما تلغو لعدم الأمر فهو متبرع إلخ. قال في الشرنبلالية قلت: وتعليل

Scanned by CamScanner

المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل، فيسقط به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره، ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها في الفتح بقوله اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا.

উচ্চ রক্তচাপের রোগীর বদলি হজ করানো

প্রশ্ন : জনৈক ধনী ব্যক্তি হজ করার জন্য টাকা জমা দিয়েছে। এরপর তার রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ও অন্যান্য রোগের কারণে হজ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বর্তমানে সে চলাফেরা ও কিছু কাজ করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় অন্য লোকের মাধ্যমে তার বদলি হজ করালে তার ফরয হজ আদায় হবে কি?

উত্তর : যার ওপর হজ ফরয হওয়ার পর কোনো রোগ বা অন্য ওজরের কারণে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে হজ করতে অক্ষম তার জন্য অন্য কারো দ্বারা বদলি হজ করানো জায়েয আছে। এ ছাড়া বদলি হজ করানো জায়েয হবে না।
প্রশ্নোক্ত রোগ এমন নয়, যার কারণে তাকে হজ আদায়ে অক্ষম বলা যাবে। তাই তার জন্য অন্যের দ্বারা হজ করানো জায়েয হবে না। অন্যের দ্বারা করালেও তার পক্ষ থেকে ফরয আদায় হবে না। বরং সে হিম্মত করে নিজেই হজ আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। (৪/৩৮৮/৭৬৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٥٧ : ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٠ : التاسع وجود العذر قبل الإحجاج، فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه.

Scanned by CamScanner

যার বদলি হজ সে মারা গেলেও অসিয়ত রক্ষা করতে হবে

প্রশ্ন : জনাব শফিক সাহেব তাঁর বৃদ্ধা মায়ের বদলি হজ করানোর জন্য তাঁর বন্ধু শামছুল হক সাহেবকে মনোনীত করেন ও চেক দিয়ে দেন। কিন্তু তখনো হজের অনেক দেরি আছে বলে শামছুল হক সাহেব চেক নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং হজের মৌসুমে ক্যাশ টাকা নেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পরবর্তীতে হঠাৎ শফিক সাহেব রোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে শামছুল হক সাহেব তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, তাঁর মায়ের বদলি হজের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে বলা আছে, শামছুল হক সাহেব যেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে শফিক সাহেবের মৃত্যু হয়ে যায়। কয়েক দিন পর হজের টাকা জমা নেওয়া শুরু হলে শামছুল হক সাহেব শফিক সাহেবের একমাত্র উত্তরাধিকারী মেয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তার বাবার অসিয়ত রক্ষা করবেন বলে শামছুল হক সাহেবকে আশ্বাস দেন এবং ৪০,০০০ টাকা দেন। আর বাকি টাকা পরে দেবেন বলে আশা দেন। পরে শামছুল হক সাহেব সে টাকা এজেন্সিতে জমা দিয়ে দেন। এর মাঝে শফিক সাহেবের মাও মারা যান। পরে যখন হজের সময় হয় তখন শামছুল সাহেব মেয়ের কাছে টাকা চাইলে তিনি সাময়িক অসুবিধার কথা জানান এবং পরবর্তীতে শামছুল হক সাহেবকে দিয়েই এই হজ করাবেন বলে জানান। এখন কিছু কিছু লোক বলছে শফিক সাহেবের মায়ের হজ করা জরুরি নয়। কিন্তু শামছুল হক সাহেব এজেন্সি থেকে ওই ৪০,০০০ টাকা ফেরত না নিয়ে নিজ খরচে হজ পালন করে আসেন। এখন প্রশ্ন হলো,

শামছুল হক সাহেব কিভাবে এই আর্থিক দায় নিষ্পত্তি করবেন? শফিকের মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বদলি হজের সিদ্ধান্ত তাঁর ওয়ারিশগণের ওপর অসিয়ত কি না? অসিয়ত হলে ওয়ারিশগণ কিভাবে তা আদায় করবে? বদলি হজ করানোর বাধ্যবাধকতা থাকলে কাকে দিয়ে বদলি হজ করাবেন?

উত্তর : বিস্তারিত প্রশ্নপত্র পড়ে জানা গেল যে শফিক তাঁর মায়ের বদলি হজ করানোর অসিয়ত করে গেছেন। সুতরাং তাঁর ওয়ারিশদের জন্য শফিকের রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে বদলি হজ করানো সম্ভব হলে অসিয়ত পূর্ণ করা একান্ত জরুরি। বদলি হজ করানো হলে শফিক সাহেব যাকে দিয়ে বদলি হজ করানোর অসিয়ত করেছেন তথা শামছুল হক সাহেবকে দিয়ে করানোই উচিত। সে ক্ষেত্রে ৪০,০০০ টাকার অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তাঁর মাধ্যমে বদলি হজ করাবে। পক্ষান্তরে যদি এক-

Scanned by CamScanner

তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হজ করানো সম্ভব না হয়, তবে হজ করানো জরুরি নয়, তবে উত্তম। আর হজ না করালে ওয়ারিশীন কর্তৃক প্রদত্ত ৪০,০০০ টাকা শামছুল হক সাহেব তাঁদের ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। (১৮/৬৪/৭৪৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٩٤ : مريض قال لرجل: اقض ديوني؛ صار وصيا، كذا في خزانة المفتين. رجل قال في مرضه أو في صحته: إن حدث لي حدث فلفلان كذا؛ فهذا وصية والحدث عندنا الموت، وكذلك لو قال: لفلان ألف درهم من ثلثي؛ فهذا وصية وإن لم يذكر فيها الموت.

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٦٠ : أوصى أن يحج عنه فلان فمات فلان فعن محمد - رحمه الله تعالى - يحج عنه غيره إلا أن يقول: لا يحج إلا فلان أو لا يحج غيره.

📖 الفقه الاسلامى وادلته (دار الفكر) ٨ / ١٣٠ : أما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت: فلها حكم الوصية، يتوقف نفاذها على الثلث، أو على إجازة الورثة إن زادت على الثلث، بالاتفاق، لما روى أحمد عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة».

أما القانون المدني المصري (م ٩١٦) والسوري (م ٨٧٧) فقد جعلا التبرعات المنجزة من المريض مرض الموت في حكم الوصية، بسبب ظهور قصد التبرعات منها، ولما يحيط بها من دلائل وقرائن أحوال تدل على ذلك، وهذا يكفي لجعل التصرف القانوني مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية من كل وجه.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٩ / ٢٩٣ : اگر یہ رقم کل ترکہ کے ایک ثلث سے زائد نہیں تو اس کی وصیت صحیح ہے ورنہ ایک تہائی تک وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے اور باقی وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

বেপর্দা হজ না করে হজ্জে বদল করানো

প্রশ্ন : বর্তমানে হজের সফরের ব্যাপারে শুনেছি যে মহিলাদের বেপর্দার সীমা নেই। বিশেষ করে তাওয়াফ ও কঙ্কর নিক্ষেপের সময়। এভাবে গোনাহে লিপ্ত হয়ে ফরয হজ পালন করার প্রতি শরীয়ত কতটুকু অনুমতি প্রদান করেছে। এ কারণে যদি মহিলা বদলি হজ করায় তাহলে জিম্মাদারীমুক্ত হয়ে সাওয়াবের আশা করা যায় কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : হজের সফরে মাহরাম বা স্বামীকে সাথে নিয়ে শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত পর্দা করে ফিতনা থেকে সাধ্যমতো মুক্ত থেকে মহিলারা ফরয হজ আদায় করবে–এটাই শরীয়তের নির্দেশ। তাই কোনো মহিলার ওপর হজ ফরয হলে নিজেকেই আদায় করতে হবে। বদলি হজ করালে জিম্মদারীমুক্ত হবে না। উল্লেখ্য, তাওয়াফের সময় মাতাফে ভিড় হয় বিধায় মহিলাদের জন্য হারাম শরীফের দুই তলায় তাওয়াফ করা নিরাপদ। আর মহিলাদের জন্য ভিড়ের কারণে প্রথম দিন সূর্যোদ্বয়ের পূর্বে বা দিবাগত রাতে এবং পরের দুই দিন রাত্রিবেলায়ও কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাকরূহ নয়। তাই উল্লিখিত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। (১৮/১৭৯/৭৫১৭)

📖 سورة آل عمران ٩٧ : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ١٥٠ : " الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا" ... ... "ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام" ... ... "وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها ".

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣١٤ : وروى البزار «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها» فأفاد هذا كله أن النسوة الثقات لا تكفي قياسا على المهاجرة والمأسورة؛ لأنه قياس مع النص ومع

Scanned by CamScanner

وجود الفارق فإن الموجود في المهاجرة والمأسورة ليس سفرا؛ لأنها لا تقصد مكانا معينا بل النجاة خوفا من الفتنة حتى لو وجدت مأمنا كعسكر المسلمين وجب أن تقر ولأنه يخاف عليها الفتنة وتزاد بانضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها من النساء -

📖 فيه أيضا ٢/ ٣١٥ : وأشار بعدم اشتراط رضا الزوج إلى أنه ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما؛ لأن حقه لا يظهر في الفرائض بخلاف حج التطوع والمنذور.

অন্যের দ্বারা নফল হজ করানোর দায়িত্ব নিলে বদলি হজে ত্রুটি হবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একজন অভিজ্ঞ আলেমকে (যিনি পূর্বে নিজের হজ করেছেন) বদলি হজ করার জন্য ১,৪৭,৪২৬ টাকা দিল। হজে যাওয়ার সময় অন্য এক ব্যক্তি বদলি হজে গমনকারীকে তার মায়ের জন্য মক্কা শরীফ থেকে কাউকে দিয়ে নফল হজ করানোর জন্য ২৩,০০০ টাকা দেয়। অতঃপর বদলি হজে গমনকারী মক্কায় গিয়ে প্রথম ব্যক্তির জন্য বদলি হজ্জে তামাত্তু আদায় করেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মায়ের জন্য মক্কা থেকে হজ করানোর কোনো ব্যবস্থা না করতে পারায় দেশে এসে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ২৩০০০ টাকা ফেরত দেন। এ অবস্থায় কেউ বলছেন যে বদলি হজে গমনকারী দুজনের কাছ থেকে টাকা নেওয়ায় কারো হজ আদায় হয়নি, অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির হজও আদায় হয়নি। তার মন্তব্য সঠিক কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বদলি হজে গমনকারী যেহেতু প্রথম ব্যক্তি তথা হজে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়্যাত করে হজ আদায় করেছেন তাই উক্ত হজ প্রথম ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মায়ের হজ মক্কা শরীফ থেকে অন্য কারো মাধ্যমে আদায় করানোর দায়িত্ব নেওয়ার কারণে প্রথম ব্যক্তির হজে কোনো রূপ ত্রুটি হয়নি। (১৮/৩৫৫/৭৬১৫)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢١٣ : ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلا بد من نيته... ... ومنها: أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٠٧ : ولو أبهمه، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز.

হজ্জে তামাত্তু আদায় করলে প্রেরণকারীর হজ আদায় হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি কোনো অভিজ্ঞ আলেমকে (যিনি পূর্বে নিজের হজ করেছেন) বদলি হজে প্রেরণ করেন। হজ পালনকারী সাধারণ প্রচলন হিসেবে তামাত্তু হজ করেছেন এবং যেহেতু ইফরাদ হজে অধিকাংশই ৩০-৪০ দিন এহরাম অবস্থায় থাকতে হয়, যাতে এহরাম পরিপন্থী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার অনেক আশঙ্কা থাকে, তাই তিনি প্রেরণকারীর জন্য হজ্জে তামাত্তু করেছেন। এতে প্রেরণকারীর হজ আদায় হয়েছে কি না?

উত্তর : যেহেতু প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে হজ্জে ইফরাদের আদেশ করা হয়নি এবং হজ্জে তামাত্তু আদায়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে তাই হজ্জে তামাত্তু দ্বারা প্রেরণকারীর হজ আদায় হয়ে গেছে। (১৮/৩৫৬/৭৬১৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣ / ٦٦ : إذا أمره بالحج مفردا فقرن فإنه يكون ضامنا للنفقة، لا لأن الإفراد أفضل من القران بل لأنه أمره بإفراد سفر له، وقد خالف.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۵۱۳ : اس زمانہ میں عرف اکثر کی طرف سے تمتع وقران ودم شکر ثابت ہے اس لئے صراحۃ اذن ضروری نہیں معہذا صراحۃ اذن حاصل کرلینا بہتر ہے۔

Scanned by CamScanner

باب جنايات الحج
পরিচ্ছেদ : হজের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ

ভুলে সাঈ না করলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো হাজী সাহেব ভুলবশত সাঈ না করে থাকলে পরে যদি করতে চায় তাহলে জিলহজ মাসেই করা জরুরি, না অন্য সময়ে করা যাবে?

উত্তর : সাঈ হজের একটি ওয়াজিব হুকুম। ঠিক সময় আদায় করা ওয়াজিব। ঠিক সময় করতে না পারলে হজের মাস ছাড়াও অন্য মাসে আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ কেউ ভুলে না করে হারামের সীমানার বাইরে চলে আসলে একটি 'দম' দিয়ে দেবে। এতে সাঈ না করার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত সাঈ বাদ দেয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দম দিলেও ইচ্ছাকৃত সাঈ না করার গোনাহের জন্য তাওবা করে নেবে।

যদি পুনরায় মক্কা শরীফে গিয়ে সাঈ করতে চায় তাহলে হারামের সীমানায় প্রবেশের জন্য হজ বা ওমরার এহরাম করতে হবে। ওমরার এহরাম দিয়ে প্রবেশ করলে ওমরার কাজ সম্পন্ন করার পর ছেড়ে দেওয়া সাঈ আদায় করে নেবে। আর হজের এহরাম নিয়ে গেলে তাওয়াফে কুদুম করে ছেড়ে দেওয়া সাঈ আদায় করে নেবে।

তবে মক্কা শরীফে গিয়ে সাঈ করার চেয়ে 'দম' দিয়ে দেওয়া উত্তম। উল্লেখ্য, পশু হারামের সীমানায় জবাই করতে হবে। (৭/২৪২/১৫৯৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ١٣٥ : وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي، وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة فإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى، ولا شيء عليه؛... ... وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم لتركه السعي بغير عذر، وإن أراد أن يعود إلى مكة يعود بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة لوقوع التحلل به فيحتاج إلى تجديد الإحرام.

Scanned by CamScanner

এহরাম অবস্থায় সাবান দিয়ে হাত ধোয়া

প্রশ্ন : এহরাম পরিহিত অবস্থায় বড় ইস্তিঞ্জা করার পর বা পরিচ্ছন্নতার জন্য ঘ্রাণমুক্ত সাবান ইত্যাদি দ্বারা হাত ধৌত করতে পারবে কি না?

উত্তর : এহরাম অবস্থায় ইস্তিঞ্জা করার পর বা পরিচ্ছন্নতার জন্য ঘ্রাণমুক্ত সাবান ইত্যাদি দ্বারা হাত ধৌত করা যাবে। এতে কোনো দম বা সদকা ওয়াজিব হবে না। (১৬/৯০৩/৬৮৫৬)

📖فتح القدير (دار الفكر) ٣/ ٢٨ :ولو غسل بالصابون أو الحرض لا رواية فيه، وقالوا: لا شيء فيه؛ لأنه ليس بطيب ولا يقتل.

📖رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٨٩ : في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اهـ ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا، ولذا قال في الظهيرية: وأجمعوا أنه لا شيء عليه اهـ ومثله في البحر، وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم.

কুরবানীর পর একে অন্যের মাথা হলক করে দেওয়া

প্রশ্ন : মাথা মুণ্ডানোর সময় যাদের কুরবানী আদায় হয়েছে, কিন্তু মাথা হলক করেনি, ওই লোক অন্য হাজীর মাথার চুল কাটতে পারবে কি না?

উত্তর : হজের সকল আমল হতে ফারেগ হওয়ার পর হলক বা কসর করার মুহূর্তে মুহরিম একে অপরের মাথা মুণ্ডানো তথা নিজের মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে অন্যের মাথা মুণ্ডানো জায়েয আছে। এতে কোনো ধরনের দম আসবে না। (১৬/৯১১/৬৮৫৪)

📖معلم الحجاج ص١٩٦ : حلال ہونے کے وقت محرم کو اپنا یا کسی دوسرے شخص کا خواہ محرم سر منڈانا یا کترنا جائز ہے، اس سے جزا واجب نہ ہوگی۔

Scanned by CamScanner

শীতকালে এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা ও মোজা পরা অবৈধ

প্রশ্ন : শীতের মৌসুমে এহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা ও পায়ে মোজা পরিধান করা দুরস্ত আছে কি না?

উত্তর : দুরস্ত নয়। (৯/৭৮৭/২৮৫৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٩٠ : قوله وخفين) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضي خان قهستاني (قوله إلا أن لا يجد نعلين إلخ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب (قوله فيقطعهما) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٤٢ : ولو غطى المحرم رأسه أو وجهه يوما فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة كذا في الخلاصة وكذا إذا غطاه ليلة كاملة سواء غطاه عامدا أو ناسيا أو نائما كذا في السراج الوهاج.

সুগন্ধিযুক্ত বাহ্যিক ব্যবহারের ওষুধ ব্যবহার বৈধ

প্রশ্ন : এহরাম অবস্থায় মাথাব্যথা কিংবা অন্য কোনো রোগের দরুন বাতাসজাতীয় সুগন্ধিযুক্ত দাওয়া (যেমন সুগন্ধিযুক্ত বাম) নাক কিংবা গলা দিয়ে ব্যবহারের হুকুম কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : যেসব জিনিস ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেমন আতর, খুশবু, তেল ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় ওই সব দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যেসব

Scanned by CamScanner

দ্রব্য মূলত সুঘ্রাণ নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না বরং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাতে সামান্য ঘ্রাণ থাকলে তা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নে বর্ণিত বাম ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিধায় রোগের কারণে এর ব্যবহারে কোনো অসুবিধা হবে না। (৭/৫২৭/১৭৫২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٥٤٦ : (أو ادهن بزيت أو حل) بفتح المهملة الشيرج (ولو) كانا (خالصين) لأنهما أصل الطيب، بخلاف بقية الأدهان (فلو أكله) أو استعطه (أو داوى به) جراحه أو (شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقا (بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها) مما هو طيب بنفسه (فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال) ولو (على وجه التداوي).

📖 معلم الحجاج ص۲۲۶ : خوشبو ہر وہ چیز ہے کہ جس میں اچھی بو آتی ہے اور اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے خوشبو تیار کی اجاتی ہو اور اہل عقل اس کو خوشبو شمار کرتے ہو۔

Scanned by CamScanner

باب العمرة

পরিচ্ছেদ : ওমরা

এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

প্রশ্ন : কেউ যদি আমেরিকা হতে মক্কায় চাকরির উদ্দেশ্যে আসার সময় অসুস্থ শরীরে ওমরার এহরামের নিয়্যাত না করে জেদ্দা হয়ে মক্কায় গেল। এখন যদি পুনরায় মীকাত গিয়ে এহরাম বাধতে চায় তাহলে জেদ্দায় গিয়ে ইহরাম বাধলে হবে কি না?

উত্তর : যেকোনো উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে মীকাত হতে এহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলে তার জন্য মীকাতে ফিরে এসে এহরাম বাধা ওয়াজিব। তবে আলেমগণ যেহেতু জেদ্দাকে মীকাতের সীমান্ত বরাবর রেখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাই জেদ্দায় গিয়ে এহরাম বাধলেও হয়ে যাবে, এতে দম ওয়াজিব হবে না। (১৮/৩৮৯/৭৬২৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ١٦٤ : وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرما، سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا.

📖 فيه أيضا ٢ / ١٦٥ : ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات، وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات، ولبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا يسقط، وهذا قول أبي حنيفة، ... ... ولو عاد إلى ميقات آخر غير الذي جاوزه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج

Scanned by CamScanner

سقط عنه الدم، وعوده إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء، وعلى قول زفر لا يسقط على ما ذكرنا. وروي عن أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلا فقال: إن كان الميقات الذي عاد إليه يحاذي الميقات الأول أو أبعد من الحرم يسقط عنه الدم، وإلا فلا، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما ذكرنا أن كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله، ولغير أهله بالنص مطلقا عن اعتبار المحاذاة.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲ / ۲۱۰ : اب مسئلہ صحیح یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والا اگر قرن المنازل کی محاذات سے بغیر احرام گزر گیا اور پھر جدہ پہنچ کر احرام باندھا تو مجاوزت میقات بغیر احرام کا گناہ اسے ضرور ہوگا لیکن دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ دوسرے میقات کی طرف نکل گیا ہے اور وہاں سے احرام باندھ رہا ہے۔

মক্কায় অবস্থানকারীর মীকাত, একাধিক ওমরা ও সর্বোত্তম ইবাদত

প্রশ্ন : (ক) মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে (হজের ওমরা ব্যতীত) একাধিক ওমরা করার হুকুম কী? একাধিক ওমরা করা কি সুন্নত নাকি বিদ'আত?

খ) মক্কায় অবস্থানকারীগণ যদি ওমরা করতে চায় তবে তাদের মীকাত কোনটি?

(২) মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে (হজের আগে বা পরে) কোন ইবাদতটি সর্বোত্তম হবে? ওমরা, তাওয়াফ, দ্বীনি মাসায়েল শিক্ষা, নাকি নামায পড়া?

উত্তর : (ক) ৯ জিলহজ হতে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত কারো জন্য ওমরা করা বৈধ নয়। বাকি দিনগুলোতে ওমরা করা যেতে পারে। তবে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার ওমরা করা ওয়াজিব বা ওয়াজিবের কাছাকাছি। তারপর ওমরা করা সুন্নাত। এক সফরে একাধিক ওমরা করাকে কিতাবে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। যদিও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এক সফরে একাধিক ওমরা করার প্রমাণ মেলে না। তবে

Scanned by CamScanner

হজের মাস অর্থাৎ শাওয়াল মাস হতে ৮ জিলহজ পর্যন্ত মক্কা নগরীর ও মীকাতের ভেতরের অধিবাসীদের জন্য ওমরা করা নিষেধ যদি হজ করার নিয়্যাত থাকে। আর মীকাতের বাইরের অধিবাসী যখন ওমরার এহরাম করে মক্কায় যাবে তারাও মক্কা শরীফে অবস্থানকালে মক্কাবাসীর মতো হজের পূর্বে ওমরা করতে পারবে না, যেহেতু তারা হজ পালন করবে। কোনো কোনো আলেম দ্বিমত পোষণ করে বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে এদের জন্য হজের পূর্বে ওমরা করা জায়েয হবে। এ মতবিরোধের ফাঁদে না পড়ে হজের পূর্বে ওমরা না করে তাওয়াফ বেশি বেশি করার চেষ্টা করাই উত্তম। আর ১৪ জিলহজ হতে মন চাইলে ওমরা করতে পারবে, যা মুস্তাহাব।

(খ) মক্কায় অবস্থানকারীগণ ওমরা করতে চাইলে তারা 'হিল'-এর যেকোনো স্থান থেকে ওমরার এহরাম বাধতে পারবে। তবে 'হিল'-এ অবস্থিত তানঈম অর্থাৎ মসজিদে আয়েশা থেকে ওমরার এহরাম বাধা উত্তম।

(২) কিতাবে লেখা আছে, ওমরা বেশি করার থেকে তাওয়াফ বেশি করা উত্তম

(১৫/৬৬০/৬১০৫)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٢٦ : (أما) الأول فقد اختلف فيها قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧٣ : (وجازت في كل السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) تحريما (يوم عرفة وأربعة بعدها).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧٢ : فلا يكره الإكثار منها خلافا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور-

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٧٣ : يزاد على الأيام الخمسة ما في اللباب وغيره من كراهة فعلها في أشهر الحج لأهل مكة، ومن بمعناهم أي من المقيمين، ومن في داخل الميقات لأن الغالب عليهم أن يحجوا في سنتهم، فيكونوا متمتعين، وهم عن التمتع ممنوعون.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٣٧ : ويجوز تكرارها في السنة الواحدة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٠٢ : ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة.

Scanned by CamScanner

তামাত্তুকারী একাধিক ওমরা করতে পারবে

প্রশ্ন : আমরা হজের সময়ের অনেক আগেই হজের উদ্দেশ্যে রওনা হই। তাই জানা প্রয়োজন যে আমরা ঢাকা থেকে এহরাম বেধে মক্কায় গিয়ে ওমরা সেরে হজের নির্দিষ্ট কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বের দিনগুলোতে যা দীর্ঘ সময় হয়ে থাকে নফল ওমরা করা জায়েয কি না? কারণ ওমরা বেশি বেশি করলে ফরয হজের মধ্যে দুর্বলতা এসে যায়। কারণ ওমরাতে খুব কষ্ট। এ কারণে ওই সময় নফল ওমরা বারবার করা মাকরূহ হবে কি না। কেউ কেউ বলেন, বারবার ওমরার পরিবর্তে বেশি বেশি তাওয়াফ করা সাওয়াবের কাজ। আর কেউ বলেন, তাওয়াফের চেয়ে ওমরা করাই ভালো। কোনটি সঠিক?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে হজের মৌসুমে মীকাতের সীমানার বাইরের লোকদের জন্য নফল ওমরার অনুমতি থাকলেও একের অধিক ওমরা করার দ্বারা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে হজের কাজকর্ম করতে অসুবিধা হতে পারে বলে মনে হলে বেশি বেশি তাওয়াফ করবে। তবে একাধিক ওমরাহকেও মাকরূহ বলা যাবে না। (১২/৯৭৭/৫০৯২)

📖 معلم الحجاج ۲۳۸ : متمتع ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ حج سے پہلے کر سکتا ہے۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۴ / ۵۱ : متمتع کیلئے حج و عمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔

মৃত ব্যক্তির নামে ওমরা বৈধ

প্রশ্ন : অনেকে বলে কোনো মৃত ব্যক্তির নামে ওমরা হয় না, তা সঠিক কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামেও ওমরা করা জায়েয। (৯/৩৪/২৪৮৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧٣ : قال في اللباب وأحكام إحرامها كإحرام الحج من جميع الوجوه وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها ومفسدها ومكروهاتها وإحصارها وجمعها أي بين عمرتين.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۴ / ۵۱ : جس طرح دوسرے نیک کاموں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے عمرہ کا بھی ہو سکتا ہے عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو

Scanned by CamScanner

بخش دیں، اور اگر ان کی طرف سے عمرہ ہو تو احرام باندھتے وقت یہ نیت کریں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں۔

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ওমরা করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি পবিত্র ওমরাহ পালনের ইচ্ছা করেছে। তবে তার বয়স চল্লিশের কম হওয়ার কারণে সরকার ভিসা দেয় না। তাই ভিসা নেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, তা হলো কোনো পরিবার ওমরায় যাচ্ছে, তাদের সাথে উক্ত ব্যক্তি ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে ওই পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ভিসা নিতে পারবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা বৈধ হবে কি না? বৈধ না হলে মুফতী সাহেবের নিকট এ ব্যাপারে বৈধ পদ্ধতি জানানোর আবেদন রইল।

উত্তর : ওমরা আদায় করা বড়ই পুণ্যময় কাজ। আর মিথ্যা বলা মহাপাপ। যেহেতু কোনো ভালো কাজের জন্য গোনাহকে মাধ্যম বানানোর অনুমতি শরীয়তে নেই, তাই প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে ওমরাহ পালন শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। (১৮/৫১/৭৪৩৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٤٢٢ : [مطلب طاعة الإمام واجبة] (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ١٩٨ : جھوٹ گناہ ہے، عبادت کے لئے گناہ کی اجازت نہیں، ویسے بھی خلاف قانون چیز کا ارتکاب اپنے مال اور عزت کو خطرہ میں ڈالنا ہے جو قرین دانشمندی نہیں۔

Scanned by CamScanner

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner